# THE
# ASUTOSH SANSKRIT SERIES

॥ আশুতোষ-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা ॥

UNDER THE GENERAL EDITORSHIP

OF

THE ASUTOSH PROFESSOR AND HEAD OF THE DEPARTMENT OF SANSKRIT,

UNIVERSITY OF CALCUTTA

No. V

UNIVERSITY OF CALCUTTA

2003

# ॥ নিরুক্তম্ ॥

# YĀSKA'S NIRUKTA

## PART III

*With Bengali Translation and Notes*

EDITED BY

AMARESWARA THAKUR, M.A., PH.D.,

*Retired Head of the Department of Sanskrit,*
*University of Calcutta*

UNIVERSITY OF CALCUTTA
2003

# বিষয়সূচী

## ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা



## অষ্টম অধ্যায়

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## প্রথম পরিচ্ছেদ

ত্বমগ্নে দ্যুভিস্ত্বমাশুশুক্ষণিস্ত্বমদ্ভ্যস্ত্বমশ্মনস্পরি।
ত্বং বনেভ্যস্ত্বমোষধীভ্য স্ত্বং নৃণাং নৃপতে জায়সে শুচিঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ২।১।১, শুক্ল-যজুঃ ১১।২৭ )

অগ্নে ( হে অগ্নে ), নৃপতে ( হে নরপতে ), ত্বং ( তুমি ) দ্যুভিঃ ( যাগদিবসসমূহে ) জায়সে ( উৎপন্ন হও ); ত্বম্ ( তুমি ) আশুশুক্ষণিঃ ( দীপ্তিতে ক্ষিপ্র তমোহন্তা হইয়া ) [ জায়সে ] ( উৎপন্ন হও ) ত্বম্ অদ্ভ্যঃ ( তুমি জল হইতে উৎপন্ন হও ) ত্বম্ অশ্মনঃ পরি ( তুমি পাষাণ হইতে উৎপন্ন হও ) ত্বং বনেভ্যঃ ( তুমি বন হইতে উৎপন্ন হও ) ত্বম্ ওষধীভ্যঃ ( তুমি ওষধি হইতে উৎপন্ন হও ) ত্বং নৃণাং ( তুমি মনুষ্যগণের প্রয়োজনে উৎপন্ন হও )[১] শুচিঃ ( তুমি শুচি অর্থাৎ প্রদীপ্ত হইয়া উৎপন্ন হও )।[২]

'আশুশুক্ষণি' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক। অগ্নিকে নৃপতি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে—অগ্নি নৃগণের অর্থাৎ মনুষ্যসমূহের পালয়িতা বা রক্ষক।[৩] দ্যুভিঃ জায়সে—'দ্যু' শব্দের অর্থ দিন; অগ্নি পূর্ণিমা ও অমাবস্যা দিনে অর্থাৎ আধানকালে যজমান-কর্তৃক মথ্যমান হইয়া উৎপন্ন হয়।[৪] 'আশুশুক্ষণি' এই শব্দটিতে আশু, শু এবং ক্ষণি, এই তিনটি শব্দ আছে; 'আশু' শব্দের অর্থ ক্ষিপ্র, 'শু' শব্দের অর্থ দীপ্তি এবং 'ক্ষণি' শব্দের অর্থ নিহন্তা অথবা সংবিভক্তা ( সংবিভাগ কর্তা বা প্রদাতা ), হিংসার্থক 'ক্ষণ' ধাতু অথবা সংভজনার্থক 'সন্' ধাতু হইতে 'ক্ষণি' শব্দ নিষ্পন্ন। 'আশুশুক্ষণি' এই সমস্ত শব্দটির অর্থ—ক্ষিপ্র দীপ্তি দ্বারা তমোরাশি বা অন্ধকারের নিহন্তা অথবা ক্ষিপ্র দীপ্তি দ্বারা পাক দাহ প্রকাশাদির সংবিভাগকর্তা বা প্রদাতা।[৫] ভাষ্যকার স্বয়ংই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ( পরবর্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )। অদ্ভ্যঃ—অগ্নি মেঘরূপ

---

১। মনুষ্যাণামর্থায়েতি শেষঃ ( স্কঃ স্বাঃ ); নৃণাং মনুষ্যাণামগ্নিহোত্রিণাং জায়সে—অগ্নিহোত্রিগণের গৃহে তুমি জাত হও ( মহীধর )।

২। শুচিঃ দীপ্তঃ ( দুঃ ); শুচি: শুদ্ধিহেতুঃ ( মহীধর )।

৩। নৃণাং পালক হে অগ্নে ( মহীধর )।

৪। অহোভির্নিমিত্তভূতৈঃ পৌর্ণমাস্যাদ্যৈঃ এষাং মথ্যমানো নৃণাং জায়সে 'পৌর্ণমাস্যামমাবস্যায়াং বাদধীত ইত্যুক্তম্ ( দুঃ )।

৫। আশু শুচা দীপ্ত্যা ক্ষণোতি হিনস্তি ইতি আশুশুক্ষণিঃ অগ্নিঃ, অথবা আশু শুচা সনোতি সম্ভজতি ইতি আশুশুক্ষণিঃ অগ্নিঃ; ক্ষণোতেঃ সনোতেশ্চ বিকল্পঃ ( দুঃ ); আশু ক্ষিপ্রং শুচা দীপ্ত্যা ক্ষণোতি হন্তি তমঃ ( মহীধর ), সংভক্তা বা সর্বপাকদাহপ্রকাশাদের্ব্যাপারস্য ( স্কঃ স্বাঃ )।

জল হইতে বিদ্যুৎস্বরূপে উৎপন্ন হয়।[১] অশ্মনঃ পরি—অশ্মনঃ পরিজায়সে—অগ্নি পাষাণ হইতে অর্থাৎ দুই পাষাণখণ্ডের সংঘর্ষে উৎপন্ন হয়।[২] বনেভ্যঃ—অগ্নি বন অর্থাৎ কাষ্ঠ হইতে[৩] অর্থাৎ কাষ্ঠসমূহের পরস্পর সংঘর্ষে উৎপন্ন হয়। ওষধীভ্যঃ—শরতৃণ বাঁশ প্রভৃতি ওষধি, ইহাদেরও পরস্পর সংঘর্ষে অগ্নি উৎপন্ন হয়।[৪]

**ত্বমগ্নে দ্যুভিরহোভিস্ত্বমাশুশুক্ষণিঃ। আশু ইতি চ শু ইতি চ ক্ষিপ্রনামনী ভবতঃ, ক্ষণিরুত্তরঃ ক্ষণোতেঃ ; আশু শুচা ক্ষণোতীতি বা সনোতীতি বা ॥ ২ ॥**

দ্যুভিঃ—অহোভিঃ। আশু ইতি চ শু ইতি চ ( 'আশু' এবং 'শু' এই দুইটি শব্দ ) ক্ষিপ্রনামনী ভবতঃ ( ক্ষিপ্রবাচক হয় ), উত্তরঃ ক্ষণিঃ ( উত্তর পদ ক্ষণি ) ক্ষণোতেঃ ( 'ক্ষণ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ) ; সমস্ত শব্দটির অর্থ—আশু ( শীঘ্র ) শুচা ( দীপ্তি দ্বারা ) ক্ষণোতি ইতি বা সনোতি ইতি বা ( হিংসা করে অথবা সংবিভক্ত করে )।

'শু' শব্দের ক্ষিপ্রবাচকত্ব 'শুনো বায়ুঃ শু এত্যন্তরিক্ষে' ( নিরু ৯।৪০ ) এই স্থলে প্রদর্শিত হইবে। 'আশুশুক্ষণি' শব্দে 'শু'—শুচ্ ( দীপ্তি ) ; ইহা 'আশু শুচা ক্ষণোতি....' ভাষ্যকারের এই বাক্য হইতেই সুব্যক্ত ; ( পরবর্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

**শুক্ শোচতেঃ ॥ ৩ ॥**

শুক্ ( 'শুক্' শব্দ ) শোচতেঃ ( দীপ্ত্যর্থক 'শুচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'আশুশুক্ষণি' শব্দের মধ্যে যে 'শু' শব্দ রহিয়াছে, যথার্থতঃ তাহা 'শুচ' শব্দ ; 'শুচ্' শব্দই 'শু' আকারে পরিণত হইয়াছে। 'শু' শব্দের অর্থ দীপ্তি—জ্বলনার্থক ( দীপ্ত্যর্থক ) 'শুচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; শোচতি জ্বলতিকর্মা ( নিঘ ১।১৬ )।

**পঞ্চম্যর্থে বা প্রথমা, তথাহি বাক্যসংযোগ আ ইত্যাকার উপসর্গঃ পুরস্তা-চ্চিকীর্ষিতজ উত্তর আশু শোচয়িষুরিতি ॥ ৪ ॥**

বা ( অথবা ) পঞ্চম্যর্থে প্রথমা ( 'আশুশুক্ষণিঃ' এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থে প্রথমা বিভক্তি ) তথাহি বাক্যসংযোগঃ ( তাহা হইলেই সমস্ত বাক্যে এই পদের সংযোগ হইতে পারে অর্থাৎ এই পদের অন্বয় হইতে পারে ) ;[৫] আ ইত্যাকারঃ উপসর্গঃ পুরস্তাৎ ( 'আশুশুক্ষণি' শব্দে প্রথমে অবস্থিত পদটী 'আ' ইত্যাকার উপসর্গ ) চিকীর্ষিতজঃ উত্তরঃ ( উত্তর পদ অর্থাৎ

---

১। অদ্ভ্যো জায়সে বৈদ্যুতাত্মনা ( দুঃ )।

২। ত্বমশ্মনঃ পাষাণাৎ পরিজায়সে ( উবট ), পাষাণস্যোপরি পাষাণান্তরসংঘটনেন জায়সে ( মহীধর )।

৩। বনেভ্যঃ দারুভ্যঃ ( দুঃ )।

৪। ওষধীভ্যঃ বংশাদিভ্যো জায়সে বংশদ্বয়সংঘর্ষণেন ; ওষধীভ্যঃ শরাদিভ্যঃ ( দুঃ )।

৫। কিং পুনঃ কারণং প্রথমৈব সতী পঞ্চমীত্বেন বিপরিণম্যত ইতি ? উচ্যতে, তথাহি বাক্যসংযোগঃ, তেন হি প্রকারেণ পঞ্চমীত্বেন বিপরিণতস্যাস্য শব্দস্থানেন বাক্যার্থেনার্থসম্ভতির্ভবতি নেতরথা যথাবস্থিতস্য ( স্কঃ স্বাঃ )।

শুশুক্ষণি চিকীর্ষিতত্র অর্থাৎ সনন্ত )[১] আশু শোচয়িষুঃ ইতি ( সমস্ত শব্দটির অর্থ ক্ষিপ্র অগ্নিপ্রজ্বলনেচ্ছু অর্থাৎ যজমান )।

উদ্ধৃত মন্ত্রে অদ্ভ্যঃ, অশ্মনঃ, বনেভ্যঃ, ওষধীভ্যঃ—ইহারা সকলেই পঞ্চম্যন্ত পদ, 'আশুশুক্ষণিঃ' প্রথমান্ত পদ। 'আশুশুক্ষণিঃ' যদি পঞ্চম্যন্ত হয়, তাহা হইলে সমস্ত বাক্যে ইহার সংযোগ বা অন্বয় সুসঙ্গত হয়। এইজন্যই ভাষ্যকার বলিতেছেন—'আশুশুক্ষণিঃ' এই স্থলে প্রথমা বিভক্তি পঞ্চম্যর্থেও হইতে পারে। 'আশুশুক্ষণি' শব্দের ব্যুৎপত্তি তাহা হইলে পূর্ব্ব প্রদর্শিত ব্যুৎপত্তি হইতে পৃথক্ হইবে—শব্দটিকে ভাগ করিতে হইবে 'আ+শুশুক্ষণি' এই ভাবে। 'আ' উপসর্গ, 'আশু' অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে এবং 'শুশুক্ষণি' ( 'শুচ্' ধাতুর সনন্ত রূপ ) শব্দের অর্থ হইবে—প্রদীপ্ত করিতে ইচ্ছু ; সমস্ত শব্দটির অর্থ হইবে 'শীঘ্র অগ্নি প্রদীপ্ত করিতে ইচ্ছু' অর্থাৎ যজমান। আশুশুক্ষণিঃ জায়সে—আশুশুক্ষণেঃ যজমানাৎ জায়সে ( আশুশুক্ষণি অর্থাৎ যজমান হইতে উৎপন্ন হও—যজ্ঞাদিতে যজমানই অগ্নিমন্থন করে অর্থাৎ অরণিদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন করে। 'আশুশুক্ষণি' শব্দের অনেকার্থতা সিদ্ধ হইল।

শুচিঃ শোচতের্জ্বলতিকর্ম্মণঃ, অয়মপীতরঃ শুচিরেতস্মাদেব, নিষ্ষিক্তমস্মাৎ পাপকমিতি নৈরুক্তাঃ ॥ ৫ ॥

শুচিঃ ( 'শুচি' শব্দ ) জ্বলতিকর্ম্মণঃ শোচতেঃ ( জ্বলনার্থক 'শুচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ), অয়মপি ইতরঃ শুচিঃ ( আর এই যে অন্য শুচি অর্থাৎ পবিত্রবাচক 'শুচি' শব্দ ) এতস্মাৎ এব ( এই 'শুচ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন ), নিষ্ষিক্তম্ অস্মাৎ পাপকম্ ( ইহা হইতে পাপ নিঃস্কাষিত হইয়াছে ) ইতি নৈরুক্তাঃ ( এই ব্যুৎপত্তি নৈরুক্তগণ সমীচীন মনে করেন)।

'শুচি' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। 'শুচি' শব্দ জ্বলনার্থক ( দীপ্ত্যর্থক )'শুচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; শুচি—দীপ্তিসম্পন্ন। পবিত্রবাচক 'শুচি' শব্দও এই 'শুচ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—যাহা পবিত্র তাহা দীপ্তিসম্পন্ন। নৈরুক্তগণ নির্+'সিচ্' ধাতু হইতে পবিত্রবাচক 'শুচি' শব্দের নিষ্পত্তি করেন—পবিত্র ব্যক্তি হইতে পাপ নিষ্ষিক্ত অর্থাৎ নিঃস্কাষিত বা সম্পূর্ণরূপে অপগত হয়।[২]

ইন্দ্র আশাভ্যস্পরি সর্বাভ্যো অভয়ং করৎ ॥ ৬ ॥

( ঋ ২।৪১।১২ )

ইন্দ্রঃ ( ইন্দ্র ) সর্ব্বাভ্যঃ আশাভ্যঃ ( সমস্ত দিক হইতে অর্থাৎ সমস্ত দিকে অবস্থিত রাক্ষসাদি হইতে ) অভয়ং ( অভয় ) পরিকরৎ ( সর্ব্বতোভাবে বিধান করুন )।[৩]

'আশা' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক।

---

১। সন্নন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
২। নিঃস্কাষিতং কার্ৎস্ন্যেনাপনীতমস্মাৎ পাপকম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৩। পরি করমিত্যানেন সম্বধ্যতে ( স্কঃ স্বাঃ )।

আশা দিশো ভবন্ত্যাসদনাৎ ॥ ৭ ॥

আশাঃ ( 'আশা' শব্দের অর্থ ) দিশো ( দিক ) ভবন্তি, (হয়), আসদনাৎ ( আ+'সদ্' ধাতু হইতে 'আশা' শব্দ নিষ্পন্ন )।

আ+গত্যর্থক 'সদ্' ধাতু হইতে 'আশা' শব্দের নিষ্পত্তি—দিক্ সর্ববস্তুতে গত[1] ( দিক্ সকল বস্তুরই আসন্ন )।

আশা উপদিশো ভবন্ত্যভ্যশনাৎ ॥ ৮ ॥

আশাঃ উপদিশঃ ভবন্তি ( 'আশা' শব্দে উপদিক্ অর্থাৎ দুই দিকের অন্তর্বর্তী দিক্ বা কোণও বুঝায় ), অভ্যশনাৎ ( 'অভি'—অর্থক আ+'অশ্' ধাতু হইতে 'আশা' শব্দ নিষ্পন্ন )।

'আশা' শব্দের আর এক অর্থ উপদিক্ বা কোণ; 'অভি' অর্থের প্রকাশক আ+ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে ঈদৃশ 'আশা' শব্দ নিষ্পন্ন—দুই দিকের দ্বারা উপদিক্ বা কোণ অভিব্যাপ্ত ( পরিব্যাপ্ত ) হয়।[2]

কাশিমুষ্টিঃ প্রকাশনাৎ ॥ ৯ ॥

কাশিঃ মুষ্টিঃ ( 'কাশি' শব্দের অর্থ মুষ্টি ), প্রকাশনাৎ ( 'কাশ্' ধাতু হইতে 'কাশি' শব্দ নিষ্পন্ন )।

'কাশি' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ মুষ্টি; প্রকাশনার্থক 'কাশ্' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি—মুষ্টি প্রকাশ্য, মুষ্টিতে কি আছে তাহা জানা যায় না, প্রকাশ করিয়া দেখাইতে হয়।[3]

মুষ্টির্মোচনাদ্বা মোষণাদ্বা মোহনাদ্বা ॥ ১০ ॥

মুষ্টিঃ মোচনাৎ বা মোষণাৎ বা মোহনাৎ বা ( 'মুষ্টি' শব্দ 'মুচ্' ধাতু হইতে, অথবা 'মুষ' ধাতু হইতে, অথবা 'মুহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'মুষ্টি' শব্দের ব্যুৎপত্তি (১) 'মুচ্' ধাতু হইতে—মুষ্টি মোক্তব্য,[4] (২) 'মুষ্' ধাতু হইতে—মুষ্টি দ্বারা চুরি করা হয়,[5] (৩) 'মুহ্' ধাতু হইতে—মুষ্টিতে কি আছে তাহা অজ্ঞাত থাকায় মুষ্টি লোককে মোহগ্রস্ত ( অজ্ঞানাচ্ছন্ন ) করে।[6]

ইমে চিদিন্দ্র রোদসী অপারে যৎ সংগৃভ্ণা মঘবন্ কাশিরিত্তে ॥ ১১ ॥

( ঋ ৩।৩০।৫ )

ইন্দ্র ( হে ইন্দ্র ), মঘবন্ ( হে মঘবন্ ) ইমে ( এই ) অপারে ( অনন্ত )[7] রোদসী চিৎ

---

১। তং তমর্থং প্রত্যাসদনাৎ ( স্কঃ স্বাঃ )।
২। পরস্পরং দিগ্‌ভিঃ সংব্যাপ্তেঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৩। প্রকাশ্য ইত্যবগমঃ ( স্কঃ স্বাঃ ), প্রকাশ্যতে হি কাশিমুষ্টিঃ ( দেঃ রাঃ )।
৪। মোক্তব্যোহসৌ ভবতি ( স্কঃ স্বাঃ )।
৫। তেন হি মুষ্যতে ( দুঃ )।
৬। কিমস্যেত্যজ্ঞানান্ মোহয়তীতি মুষ্টিঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৭। অবিদ্যমানঃ পারম্ অন্তঃ ( ? ) যয়োস্তে অপারে ইত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

( দ্যাবা পৃথিবীকেও ) যৎ সংগৃভ্ণা ( তুমি যে গ্রহণ করিয়াছ ), [ ইহাতেই প্রমাণিত হয় ] তে ( তোমার ) কাশিঃ ( মুষ্টি ) ইৎ ( মহান্ )।[1]

'কাশি' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

ইমে চিদিন্দ্র রোদসী রোধসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিরোধনাৎ ॥ ১২ ॥

রোদসী = রোধসী — দ্যাবাপৃথিবী ; বিরোধনাৎ ( বিশেষরূপে রুদ্ধ করে বলিয়া )।

রোদসী পদের অর্থ রোধসী অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবী ; রোদসী পদ বা রোধসী পদ 'রুধ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—দ্যাবাপৃথিবী সমস্ত পদার্থকে বিশেষভাবে রুদ্ধ করে ;[2] স্থাবর, জঙ্গম যে-কোন পদার্থ হউক, সকলই দ্যাবাপৃথিবীর অন্তর্গত।

রোধঃ কূলং নিরুণদ্ধি স্রোতঃ ॥ ১৩ ॥

রোধঃ কূলং ( 'রোধস্' শব্দের অর্থ কূল ) নিরুণদ্ধি স্রোতঃ ( কূল স্রোত নিরুদ্ধ করে )।

'রোধস্' শব্দের ( যাহার প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনের পদ 'রোধসী' ) অর্থ কূলও হয় ; 'রুধ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—কূল জলস্রোত রুদ্ধ করে।[3]

কূলং রুজতের্বিপরীতাল্লোষ্টোঽবিপর্য্যয়েণ ॥ ১৪ ॥

কূলং রুজতেঃ বিপরীতাৎ ( বিপর্য্যস্তবর্ণ 'রুজ্' ধাতু হইতে 'কূল' শব্দের নিষ্পত্তি ), লোষ্টঃ অবিপর্য্যয়েণ ( 'রুজ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন 'লোষ্ট' শব্দে বর্ণবিপর্য্যয় ঘটে নাই )।

প্রসঙ্গত 'কূল' শব্দেরও নির্বচন প্রদর্শন করিতেছেন ; ভঙ্গার্থক ( পীড়নার্থক ) 'রুজ্' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি—স্রোতের দ্বারা কূল পীড়িত হয় ;[4] 'রুজ্ + ক — লুক্ + ক — লূক্ + ক — লূক — কূল' ( বর্ণবিপর্য্যয়ে সিদ্ধ )।[5] 'লোষ্ট' শব্দও 'রুজ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—লোষ্ট নিক্ষিপ্ত হইয়া পীড়া দেয় ; ইহাতে কিন্তু বর্ণবিপর্য্যয় ঘটে নাই ; 'রুজ্ + তন্ ( উ ৩৬৬ ) — রোজ্ + তন্ — লোষ্ + তন্ — লোষ্ট'।

অপারে দূরপারে যৎ সংগৃভ্ণাসি মঘবন্ কাশিস্তে মহান্ ॥ ১৫ ॥

অপারে = দূরপারে ( দূর পার যাহার, যাহার পার পাওয়া যায় না অর্থাৎ অনন্ত—রোদসী পদের বিশেষণ ; সংগৃভ্ণা — সংগৃভ্ণাসি ( লৌকিকে—সংগৃহ্ণাসি ) ; কাশিঃ ইৎ তে — কাশিঃ তে মহান্ ( তোমার মুষ্টি প্রকাণ্ড ), ইৎ = মহান্।

---

১। ইন্দ্রযোদ্ধর মহত্ত্বে ( স্কঃ স্বাঃ )।
২। তাভ্যাং হি বিবিধং রুদ্ধানি…( স্কঃ স্বাঃ )।
৩। তদপি স্রোতঃ উদকস্রোতাংসি নিরুণদ্ধি ( দুঃ )।
৪। আরুজ্যতে কদাচিৎ স্রোতসা ( স্কঃ স্বাঃ )।
৫। রকারস্থ কূলং রেফস্থ লঘুকারস্থ দীর্ঘত্বম্। ( স্কঃ স্বাঃ )।

অহস্তমিন্দ্র সম্পিণক্কুণারুম্ ॥ ১৬ ॥

( ঋ ৩।৩০।৮ )

ইন্দ্র ( হে ইন্দ্র ) কুণারুং ( শব্দকারী মেঘকে ) অহস্তং ( প্রত্যবস্থানে অযোগ্য করিয়া ) সম্পিণক্ ( সঙ্কুচিত কর )।

'কুণারু' শব্দ অনবগত ; ইহার অর্থ শব্দকরণশীল মেঘ।

অহস্তমিন্দ্র কৃত্বা সম্পিণ্ডি পরিক্বণনং মেঘম্ ॥ ১৭ ॥

অহস্তমিন্দ্র—অহস্তম্ ইন্দ্র কৃত্বা—'কৃত্বা' পদের অধ্যাহার করিয়া ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; 'অহস্তং কৃত্বা', ইহার অর্থ—হস্তশূন্য করিয়া, প্রতীকারে অসমর্থ করিয়া অর্থাৎ মেঘ যেন কিছুতেই প্রত্যবস্থান করিতে না পারে এইরূপ করিয়া।[1] সম্পিণক্—সম্পিণ্ডি ( সঙ্কুচিত কর ) ;[2] কুণারুম্—পরিক্বণনং মেঘম্ ( গর্জনকারী মেঘকে )।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। অপ্রত্যবস্থানসমর্থং কৃত্বা ( অঃ ধাঃ ) ; অপ্রতীকারসমর্থং কৃত্বা ( দুঃ )।
২। সম্পিণ্ডি সঞ্চূর্ণয় ( দুঃ )।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'অলাতৃণো বল ইন্দ্র ব্রজো গোঃ পুরা হন্তোর্ভয়মানো ব্যার।

সুগান্ পথো অকৃণোন্নিরজে গাঃ প্রাবন্ বাণীঃ পুরুহূতং ধমন্তীঃ'। ১।

(ঋ ৩।৩০।১০)

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র), অলাতৃণঃ (অত্যন্ত হিংসক) ব্রজঃ (অন্তরিক্ষে বিচরণশীল) বলঃ (মেঘ) গোঃ (বিদ্যুৎ হইতে) ভয়মানঃ (ভয় পাইয়া) হন্তোঃ পুরা (হনন বা প্রহারের পূর্ব্বেই) ব্যার (বিশ্লিষ্ট হয়); [১] গাঃ (গবাম্—জলের) নিরজে (নির্গমনের জন্য) সুগান্ (সুগম) পথঃ (পথ) অকৃণোৎ (করিয়া দেও); [২] বাণীঃ (বাণাঃ—বৃষ্টির জলরাশি)[৩] ধমন্তীঃ (ধমন্ত্যঃ—গচ্ছন্ত্যঃ—নিম্নাভিমুখে গমন করিয়া)[৪] পুরুহূতং (উদক অর্থাৎ নদী, তড়াগ প্রভৃতি উদকস্থান বা জলাশয়সমূহ)[৫] প্রাবন্ (রক্ষা করে); [৬] [অথবা—বাণীঃ (বাণাঃ—মনুষ্যগণের হর্ষধ্বনি)[৭] ধমন্তীঃ (নির্গত হইয়া) পুরুহূতং (বৃষ্টির জলধারাকে) প্রাবন্ (অনুগমন করে বা সংবর্দ্ধনা করে)]।[৮]

'অলাতৃন' শব্দ অনবগত; ইহার অর্থ—অলং পর্য্যাপ্তম্ আতর্দনং হিংসা যস্য বহূদকত্বাৎ (যৎকর্ত্তৃক হিংসা অত্যন্ত বেশী, বহূদক বলিয়া অর্থাৎ প্রকৃত পরিমাণ জল নিজের মধ্যে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া—মেঘের বিশেষণ)। এই অর্থ স্কন্দস্বামীর। পর্য্যাপ্তঃ আতর্দয়িতুম্ উদকপূর্ণঃ—ইহা দুর্গাচার্য্যের অর্থ; ইহার তাৎপর্য্য ইহাও হইতে পারে যে, মেঘ উদকপূর্ণ, কাজেই হিংসার পক্ষে পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ পর্য্যাপ্তরূপে হিংসনীয়।

অলাতৃণোঽলমাতর্দনো মেঘো বলো বৃণোতে র্ব্রজো ব্রজত্যন্তরিক্ষে ॥ ২ ॥

অলাতৃণঃ—অলম্ আতর্দনঃ মেঘঃ (অত্যন্ত হিংসক বা অত্যন্ত হিংসনীয় মেঘ); বলঃ বৃণোতেঃ ('বল' শব্দ আচ্ছাদনার্থক 'বৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মেঘ জল আবৃত বা

---

১। ব্যার বিরবীতবতীত্যর্থঃ (দুঃ)।

২। অকৃণোৎ করোষি কৃতবান্ বা (দুঃ)।

৩। বাণীঃ আপঃ (দুঃ)।

৪। ধমন্ত্যঃ গচ্ছন্ত্যঃ যথানিম্নমভিসরমাণাঃ (দুঃ)।

৫। পুরুহূতমুদকং বহুতমুদকস্থানং তড়াগনদ্যাদি (দুঃ)।

৬। প্রাবন্ রক্ষন্তি; তদ্ধি উপবন্তেৎ যদি ন পতেয়ুরেতা আপঃ (দুঃ)—বৃষ্টির জল পতিত না হইলে নদী-তড়াগাদি রক্ষা পাইত না, শুকাইয়া যাইত।

৭। প্রাণিনামহো বৃষ্টেরিতি—এবমাদ্যা বাণীঃ বাচঃ (দুঃ); আঃ বাঁচিলাম বৃষ্টি হইতেছে—জনগণের ইত্যাকার বাক্য।

৮। প্রাবন্ প্রাগচ্ছন্নিত্যর্থঃ (দুঃ)।

আচ্ছাদিত করিয়া রাখে ) ;[১] ব্রজঃ ব্রজতি অন্তরিক্ষে ( 'ব্রজ' শব্দও মেঘের বিশেষণ, গমনার্থক 'ব্রজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মেঘ অন্তরিক্ষে গমনাগমন বা বিচরণ করে )।

গোরেতস্যা মাধ্যমিকায়া বাচঃ পুরা হননাদ্ ভয়মানো ব্যার ॥ ৩ ॥

গোঃ—এতস্যাঃ মাধ্যমিকায়াঃ বাচঃ ( এই মাধ্যমিকা বাক্ অর্থাৎ বিদ্যুৎ হইতে ভয়মানঃ—ভয় পাইয়া ;[২] ভয়মানঃ—বৈদিকরূপ ; লৌকিকে—বিভ্যৎ )। পুরা হন্তোঃ—পুরা হননাৎ ( ইন্দ্রকর্তৃক হনন বা প্রহারের পূর্ব্বেই )।

'সুগান্ পথো অকৃণোন্নিরজে গাঃ'—সুগমনান্ পথোঽকরোন্নিরজনায় গবাম্ ॥ ৪ ॥

সুগান্ পথঃ—সুগমনান্ পথঃ ( সুগমন অর্থাৎ সুখে গমনযোগ্য বা সুগম পথ ); অকৃণোৎ—অকরোৎ ( করিয়াছিল—ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে বল অর্থাৎ মেঘ এই ক্রিয়ার কর্তৃপদ ; মেঘই বিচ্ছিন্ন হইয়া জল নির্গমনের পথ সুগম করিয়া দেয় ; দুর্গাচার্য্যের মতে 'অকৃণোৎ' ক্রিয়ার কর্তৃপদ সম্বোধ্যমান ইন্দ্র, প্রথম সন্দর্ভের দ্বিতীয় পাদটীকা দ্রষ্টব্য ) নিরজে গাঃ—নিরজনায় গবাম্[৩] ( অন্তর্গত জলরাশির নিষ্ক্রমণ বা নির্গমনের জন্য—'গো' শব্দ জলবাচী )।

'প্রাবন্ বাণীঃ পুরুহূতং ধমন্তীঃ'—আপো বা বহনাদ্বাচো বা বদনাৎ ; বহুভিরাহূতমুদকং ভবতি ; ধমতির্গতিকর্ম্মা ॥ ৫ ॥

'বাণী' শব্দের অর্থ—আপঃ বা ( হয় জল ) বহনাৎ ( 'বহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ), বাচঃ বা ( আর না হয় বাক্য ) বদনাৎ ( 'বদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ) : 'পুরুহূত' শব্দের অর্থ উদক—উদকং বহুভিঃ আহূতং ভবতি ( উদক বহু প্রাণিকর্তৃক আহূত হয়, গ্রীষ্ম-সন্তপ্ত হইয়া প্রাণিসমূহ উদকের জন্য প্রার্থনা করে, পুরু+'হ্বে' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ) ; ধমতিঃ গতিকর্ম্মা ('ধমন্তীঃ' পদে যে 'ধম্' ধাতু আছে, তাহা গত্যর্থক—নিঘ ২।১৪ )।

'বাণী' শব্দের অর্থ জলও হইতে পারে, বাক্যও হইতে পারে ; জল অর্থ করিলে 'বহ্' ধাতু হইতে এবং বাক্য অর্থ করিলে 'বদ্' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি সাধন করিতে হইবে—জল প্রবাহিত হয়, বাক্য উক্ত হয়। প্রথম সন্দর্ভে উভয় অর্থ গ্রহণ করিয়াই মন্ত্রের অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। স হি আবৃণোত্যুদকম্ ( দুঃ )।

২। 'গো' শব্দের অর্থ যে মাধ্যমিকা বাক্ বা বিদ্যুৎ—এতৎ সম্বন্ধে নির ২।৯ দ্রষ্টব্য। গোঃ শব্দমাত্র-ভিত্তোঽয়্—ভয়মান ইতোঽতেন সম্বধ্যতে ( স্কঃ স্বাঃ )।

৩। দ্বিতীয়ৈষা ষষ্ঠ্যর্থে ( স্কঃ স্বাঃ )।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উদ্বৃহ রক্ষঃ সহমূলমিন্দ্র বৃশ্চা মধ্যং প্রত্যগ্রং শৃণীহি।
আকীবতঃ সললূকং চকর্থ ব্রহ্মদ্বিষে তপুষিং হেতিমস্য ॥ ১ ॥

( ঋ ৩।৩০।১৭ )

ইন্দ্র ( হে ইন্দ্র ), রক্ষঃ ( রাক্ষসকুল ) সহমূলং ( সমূলে ) উদ্বৃহ ( উৎপাটিত কর ), মধ্যং ( মধ্যভাগ ) বৃশ্চা ( বৃশ্চ—ছেদন কর ), অগ্রং ( অগ্রভাগ ) প্রতিশৃণীহি ( বিনাশ কর ), আ কীবতঃ ( যে-কোন স্থান হইতে ) [ এতৎ উদ্ধর ] ( ইহাকে উৎপাটিত কর ), এতৎ ( ইহাকে ) সললূকং ( সম্মোহিত ) চকর্থ ( কর ),[১] ব্রহ্মদ্বিষে ( ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষীর প্রতি ) তপুষিং ( সন্তাপপ্রদ ) হেতিম্ ( অস্ত্র ) অস্য ( নিক্ষেপ কর )।

'সললূক' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক। ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—হে ইন্দ্র, রাক্ষসকুল সমূলে উৎপাটিত কর, ইহার মধ্যভাগ অর্থাৎ উদরপ্রদেশ বিদীর্ণ কর,[২] ইহার অগ্র অর্থাৎ নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতির অগ্রভাগ ছেদন কর,[৩] যে-কোনও দেশ অর্থাৎ সর্বস্থান হইতে ইহাকে নিশ্চিহ্ন কর,[৪] ইহাকে সম্মোহিত কর—যেন আমাদিগের প্রতি কোন উৎপাত না করিতে পারে ;[৫] রাক্ষসকুল ব্রাহ্মণদ্বেষী—রাক্ষসকুলের বিনাশার্থ তুমি তাহাদের প্রতি সন্তাপপ্রদ অস্ত্র নিক্ষেপ কর।

উদ্ধর রক্ষঃ সহমূলমিন্দ্র ॥ ২ ॥

উদ্বৃহ—উদ্ধর ( উৎপাটিত কর )।

মূলং মোচনাদ্বা মোষণাদ্বা মোহনাদ্বা ॥ ৩ ॥

'মূল' শব্দ 'মুচ্' ধাতু হইতে, অথবা 'মুষ্' ধাতু হইতে অথবা 'মুহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; (১) মূল হইতে অঙ্কুরাদি মুক্ত হয়,[৬] (২) মূল যেন মুষিত—ভূ-নিম্নে অন্তর্হিত বলিয়া মুষিত ( অপহৃত ) বস্তুর সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন।[৭] (৩) মূল মোহিত করে—ভূ-নিম্নে অন্তর্হিত বলিয়া মূলের কতটা অধোগত, কতটা তির্যগ্গত তাহা লোক জানিতে পারে না।[৮]

---

১। চকর্থ কুর্বিতি ( স্কঃ স্বাঃ )।
২। মধ্যমুদরপ্রদেশম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৩। অগ্রং কর্ণনাসিকয়োঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৪। আ কস্মাদ্দেশাদেতদুদ্ধর, যস্মাৎ বিতর্কয়মাণা অপি ন শক্নুয়ুরবতর্কয়িতুং—কিয়তোঽপি প্রদেশাদেতদুদ্ধৃতমিতি, যথা ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে, তথৈতদুদ্ধরেত্যভিপ্রায়ঃ ( দুঃ )।
৫। সংমূঢ়মস্মৎপ্রাপ্তিং প্রত্যসমর্থং কুরু ( স্কঃ স্বাঃ )।
৬। মোচনাদঙ্কুরাদীনাম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৭। মুষিতমিব বা তদ্ভূমিতিরোহিতত্বাৎ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৮। ন জ্ঞায়তে কিয়দধোগতং কিয়ত্তির্যগ্গতমিতি ( স্কঃ স্বাঃ )।

বৃশ্চ মধ্যং প্রতিশৃণীহ্যগ্রম্ ॥ ৪ ॥

বৃশ্চা—বৃশ্চ ( ছেদন কর ); প্রত্যগ্রং শৃণীহি—প্রতিশৃণীহি অগ্রম্ ( অগ্রভাগ বিনাশ কর )—ধাতু ও উপসর্গ ব্যবহিত।

আগতং ভবতি ॥ ৫ ॥

[ অগ্রম্ ] ( অগ্রভাগ ) আগতং ভবতি ( আগত হয় )।

প্রসঙ্গত 'অগ্র' শব্দেরও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন; গমনার্থক 'অগ' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি ( উ ১৮৬ )—অগ্রভাগ যেন সম্মুখের দিকে সমাগত হয়।

আ কিয়তো দেশাৎ ॥ ৬ ॥

আকীবতঃ—আ কিয়তঃ দেশাৎ ( আ কস্মাদ্ দেশাৎ—যে কোন-স্থান হইতে অর্থাৎ সর্ব্বস্থান হইতে )।

সললূকং সংলুব্ধং ভবতি, পাপকমিতি নৈরুক্তাঃ সররূকং বা স্যাৎ সর্ত্তেরভ্যস্তাৎ ॥ ৭ ॥

সললূকং সংলুব্ধং ভবতি ( 'সললূক' শব্দের অর্থ—সংলুব্ধ অর্থাৎ সংমূঢ় বা সম্মোহিত ), পাপকম্ ইতি নৈরুক্তাঃ ( নৈরুক্তগণের মতে ইহার অর্থ—পাপক অর্থাৎ পাপকর্ম্মা ); সররূকং বা স্যাৎ সর্ত্তেঃ অভ্যস্তাৎ ( অথবা 'সররূক' শব্দই 'সললূক' রূপ ধারণ করিয়াছে; ইহার অর্থ—সরণশীল অর্থাৎ স্বস্থানপ্রচ্যুত;[১] অভ্যস্ত—'সৃ' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি )।

'সললূক' শব্দের অর্থ প্রদর্শন করিতেছেন। সং পূর্ব্বক মোহনার্থক 'লুভ্' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি; ইহার অর্থ—সংলুব্ধ অর্থাৎ সংমূঢ় বা সম্মোহিত। নৈরুক্তগণের মতে এই শব্দটীর অর্থ—পাপক অর্থাৎ পাপকর্ম্মা; ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—হে ইন্দ্র, রাক্ষসকুলকে পাপকর্ম্মা কর, পাপের ফলেই যেন তাহারা বিনষ্ট হয়। অথবা, সললূক—সররূক ( সরণশীল বা স্বস্থানপ্রচ্যুত ), অভ্যস্ত 'সৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—হে ইন্দ্র, রাক্ষসকুলকে স্বস্থানপ্রচ্যুত কর।

তপুষিস্তপতের্হেতির্হন্তেঃ ॥ ৮ ॥

তপুষিঃ ( 'তপুষি' শব্দ ) তপতেঃ ( 'তপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ), হেতিঃ ( 'হেতি' শব্দ 'হন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'তপুষি' শব্দ সন্তাপার্থক 'তপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ইহার অর্থ—সন্তাপকারী। 'হেতি' শব্দের অর্থ অস্ত্র; হিংসার্থক 'হন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অস্ত্রের দ্বারা হিংসা করে।

---

১। সরণশীলঃ প্রচ্যুতঃ স্বদেশাৎ (.দুঃ)।

'ত্যং চিদিত্থা কৎপয়ং শয়ানম্' ॥ ৯ ॥

( ঋ ৫।৩২।৬ )

ইত্থা ( ঐ অন্তরিক্ষে )[1] শয়ানম্ ( অবস্থিত ) কৎপয়ং ( সুখপ্রদ জলবিশিষ্ট ) ত্যং চিৎ[2] ( সেই মেঘকেই )...... ।

'কৎপয়' শব্দ অনবগত ; ইহার অর্থ—সুখপ্রদ জলসমন্বিত মেঘ। 'কৎ' শব্দের অর্থ সুখ, 'পয়স্' শব্দের অর্থ জল ; এই দুই শব্দ মিলিয়া 'কৎপয়' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছে। কৎপয়স্ = কৎপয়।

সুখপয়সম্, সুখমস্য পয়ঃ ॥ ১০ ॥

কৎপয়ম্—সুখপয়সম্ ( সুখজনক জলসমন্বিত মেঘকে ; 'সুখপয়স্' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে—সুখপয়সম্ ); 'সুখপয়স্' শব্দের পরিস্ফুট অর্থ সুখম্ অস্য পয়ঃ ( সুখজনক ইহার জল—মেঘের জল অর্থাৎ বৃষ্টি সকলের পক্ষেই সুখজনক )।

বিস্রুহ আপো ভবন্তি বিস্রবণাৎ ॥ ১১ ॥

বিস্রুহঃ = আপঃ ( জল ), বিস্রবণাৎ ( প্রবাহিত হয় বলিয়া )। 'বিস্রুহ্' শব্দ অনবগত। 'বিস্রুহ্' শব্দের বহুবচনে বিস্রুহঃ ; বি + গমনার্থক 'স্রু' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি—জল বিস্রুত বা প্রবাহিত হয়।

'বয়া ইব রুরুহুঃ সপ্ত বিস্রুহঃ' ( ঋ ৬।৭।৬ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১২ ॥

বয়াঃ ইব ( শাখাসমূহের ন্যায় )[3] সপ্ত ( সাত ) বিস্রুহঃ ( জলরাশি অর্থাৎ নদী ) রুরুহুঃ ( উদ্ভূত হইয়াছিল ) ইত্যপি......... ।

বীরুধ ওষধয়ো ভবন্তি বিরোহণাৎ ॥ ১৩ ॥

বীরুধঃ = ওষধয়ঃ ( ওষধিসমূহ ), বিরোহণাৎ ( বিরূঢ় হয় বলিয়া )। 'বীরুধ্' শব্দ অনবগত। 'বীরুধ্' শব্দের প্রথমার বহুবচনে বীরুধঃ ; বি + বীজজন্মার্থক 'রুহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ওষধি ( ফলপাকান্ত ধান্যাদি বৃক্ষ ) বিরূঢ় হয় অর্থাৎ বীজ হইতে জন্মে।

'বীরুধঃ পারয়িষ্ণ্বঃ' ( ঋ ১০।৯৭।৩ ; শুক্ল-যজুঃ ১২।৭৭ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৪ ॥

বীরুধঃ ( ওষধিসমূহ ) পারয়িষ্ণ্বঃ ( বিশ্বের পারয়িত্রী )।[4] ইত্যপি...... ।

---

১। ইত্থা অমুত্রান্তরিক্ষে ( স্কঃ স্বাঃ )।
২। চিদেবার্থে ( স্কঃ স্বাঃ )।
৩। বয়াঃ শাখাঃ ( দুঃ ) ; নির ১।৪ দ্রষ্টব্য।
৪। পারয়িত্র্যশ্চ বিশ্বস্য ( স্কঃ স্বাঃ )।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদের পাঠ 'পারয়িষ্ণবঃ'; মহীধর ব্যাখ্যা করেন—ফলাকাঙ্ক্ষাং পরিত্যাজ্য বহুকালং কর্ম্মপরায়ণশীলাঃ [ভবন্তু] (এবংবিধাঃ ফলাকাঙ্ক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ফলের শঙ্কতার সঙ্গে সঙ্গেই বিনাশভাব পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মপরায়ণশীল হউক)।

<u>নক্ষদ্দাভ</u>মশ্নুবানদাভমভ্যশনেন দভ্নোতীতি ॥ ১৫ ॥

নক্ষদ্দাভম্—অশ্নুবানদাভম্ (ব্যাপক হইয়া হিংসাকারী), অভ্যশনেন (ব্যাপন দ্বারা) দভ্নোতি (যে হিংসা করে) ইতি (ইহাই অর্থ)।

'নক্ষদ্দাভ' শব্দ অনবগত। 'নক্ষৎ' শব্দ ব্যাপ্ত্যর্থক 'নক্ষ' ধাতু (নিঘ ২।১৮) হইতে নিষ্পন্ন; (ইহার অর্থ অশ্নুবান অর্থাৎ ব্যাপক; 'দম্ভ্' ধাতু হিংসার্থক (নিঘ ২।১৯); 'নক্ষৎ' শব্দ পূর্ব্বক 'দম্ভ্' ধাতু হইতে 'নক্ষদ্দাভ' শব্দের নিষ্পত্তি। যিনি ব্যাপক হইয়া শত্রুর হিংসা করেন তিনি নক্ষদ্দাভ বা অশ্নুবানদাভ—ইন্দ্রের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে (পরবর্ত্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য); তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্র প্রতাপশালিত্ব নিবন্ধন অভ্যশন বা অভিব্যাপন দ্বারাও অর্থাৎ শত্রুকে স্বপ্রভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াও তাহার হিংসা সাধন করিতে সমর্থ, প্রহারের দ্বারা তৎ-সংহারে তাঁহার সামর্থ্যবিষয়ে আর বক্তব্য কি? [1]

'নক্ষদ্দাভং ততুরিং পর্ব্বতেষ্ঠাম্ (ঋ ৬।২২।২)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৬ ॥

নক্ষদ্দাভং (ব্যাপকরূপে হিংসাকর্ত্তা) ততুরিং (ত্বরা-স্বভাব) পর্ব্বতেষ্ঠাম্ (মেঘস্থিত) [ইন্দ্রম্] (ইন্দ্রকে) .... ইত্যপি ...।

'পর্ব্বত' শব্দের অর্থ মেঘ (নিঘ ১।১০); মেঘ ইন্দ্রের হন্তব্য, মেঘেই ইন্দ্রের অবস্থিতি। [2]

<u>অস্কৃধো</u>য়ুরকৃধ্বায়ুঃ, কৃধ্বিতি হ্রস্বনাম, নিকৃত্তং ভবতি ॥ ১৭ ॥

অস্কৃধোয়ুঃ—অকৃধ্বায়ুঃ (দীর্ঘায়ু), কৃধু ইতি হ্রস্বনাম ('কৃধু' শব্দ হ্রস্ববাচক) নিকৃত্তং ভবতি (নিকৃত্ত বা ছিন্নের ন্যায় হয়)।

'অস্কৃধোয়ু' শব্দ অনবগত; ইহার অর্থ—অকৃধ্বায়ু অর্থাৎ দীর্ঘায়ু (অকৃধু অর্থাৎ দীর্ঘ আয়ু যাহার)। [3] 'কৃধু' শব্দের অর্থ হ্রস্ব (নিঘ ৩।২), ছেদনার্থক 'কৃৎ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; যাহা হ্রস্ব তাহা নিকৃত্ত বা ছিন্নবৎ প্রতীয়মান। [4] ন কৃধু—অকৃধু (অহ্রস্ব অর্থাৎ দীর্ঘ)।

---

১। যোঽভিব্যাপন মাত্রেণাপি দভ্নোতি কিমুত বধেন (দুঃ)।
২। পর্ব্বতো মেঘ স্তস্মিন্ হন্তব্যো স্থাতারম্ (স্কঃ স্বাঃ)।
৩। উকারস্য ওকারাপত্ত্যা আয়ুঃশব্দস্যাদিলোপেন অস্কৃধোয়ুর্দীর্ঘায়ুরিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
৪। নিকৃত্তম্ ইব ভবতি হ্রস্বত্বাৎ (দুঃ)।

'যোঽস্কৃধোয়ুরজরঃ স্বর্বান্' ( ঋ ৬।২২।৩)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৮ ॥

যঃ ( যে ) অস্কৃধোয়ুঃ ( দীর্ঘায়ু ) অজরঃ ( জরারহিত অর্থাৎ দৃঢ়শরীর ) স্বর্বান্ ( সুষ্ঠু শত্রুবিচালক )[1] [ যঃ ঈদৃশঃ পুত্রঃ তম্ আভর ] ( ঈদৃশ যে পুত্র, তাহাকে প্রদান কর )। ইত্যপি……।

স্বর্বান্—যে সহজে শত্রুকে বিচলিত বা বিকম্পিত করিতে পারে।

নিশৃম্ভা নিশ্রথ্যহারিণঃ ॥ ১৯ ॥

নিশৃম্ভাঃ—নিশ্রথ্যহারিণঃ ( 'নিশৃম্ভ' শব্দের অর্থ নিশ্রথ্যহারী অর্থাৎ অশিথিল বা দৃঢ়-গতিতে বহনকারী )।

'নিশৃম্ভ' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ—নিশ্রথ্যহারী অর্থাৎ অশিথিল গতিতে যে হরণ ( বহন ) করিয়া নিয়া যায়, অর্থাৎ হরণে ( বহনে ) যে বিশ্রামরহিত ; নির্গত শ্রথ অর্থাৎ শৈথিল্য যাহা হইতে, ঈদৃশ গতি নিশ্রথ্যা গতি ; নিশ্রথ গতিতে হরণ ( বহন ) করে যে সে নিশৃম্ভ।[2]

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। যঃ সুষ্ঠু শত্রুণামীরয়িতা ( দু. ).

২। নির্গতঃ শ্রথঃ শৈথিল্যং যস্যাঃ সা নিশ্রথ্যা গতিঃ, অশিথিলয়া গত্যা হরন্তীতি নিশৃম্ভাঃ, শ্রথ্যমস্য মূলার্থঃ, অশিথিলয়া গত্যা হরণশীলাঃ অবিশ্রামহরণা ইত্যর্থঃ ( বেঃ রাঃ )।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আজাসঃ পূষণং রথে নিশৃম্ভাস্তে জনশ্রিয়ম্।
দেবং বহন্তু বিভ্রতঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ৬।৫৫।২ )

নিশৃম্ভাঃ ( অবিশ্রান্ত গতিতে বহনকারী ) তে ( সেই ) অজাসঃ ( অজাঃ—ছাগগণ ) দেবং ( দেব ) জনশ্রিয়ং ( উদ্ভূতশোভ অর্থাৎ প্রদীপ্ত ) পূষণং ( পূষাকে ) রথে বিভ্রতঃ ( রথে ধারণ করিয়া ) আবহন্তু (আনয়ন করুক )।

'নিশৃম্ভ' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। পূষার বাহন অজ ( নিঘ ১।১৫ )। আজাসঃ= আ+অজাসঃ; 'আ' উপসর্গ বহন্তু ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধান্বিত।

আবহন্ত্বজাঃ পূষণং রথে, নিশ্রথ্যাহারিণস্তে, জনশ্রিয়ং জাতশ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥

আজাসঃ পূষণং রথে বহন্তু=আবহন্তু অজাঃ পূষণং রথে; নিশৃম্ভাঃ তে=নিশ্রথ্যাহারিণঃ তে; জনশ্রিয়ং—জাতশ্রিয়ম্ (যাঁহার শোভা সমুৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ সমুদ্ভূতদীপ্তি )।

বৃবদুক্থো মহদুক্থো বক্তব্যমস্মা উক্থমিতি বৃবদুক্থো বা ॥ ৩ ॥

বৃবদুক্থঃ—মহদুক্থঃ ( মহৎ উক্থবিশিষ্ট ), বা ( অথবা ) অস্মৈ ( ইঁহার প্রতি ) উক্থং ( উক্থ ) বক্তব্যম্ ( বক্তব্য ) ইতি ( ইহাই ) বৃবদুক্থঃ ( 'বৃবদুক্থ' নামের ব্যুৎপত্তি )।

'বৃবদুক্থ' শব্দ অনবগত। 'উক্থ' শব্দের অর্থ প্রশংসা বা প্রিয়স্তুতি। বৃবদুক্থ—মহদুক্থ (বৃবৎ=বৃহৎ—মহৎ—'বৃহ' ধাতু হইতে 'বৃবৎ' শব্দের নিষ্পত্তি );[১] অথবা, বৃবদুক্থ—বক্তব্যোক্থ ( যাঁহার প্রতি স্তুতি উচ্চারণ করা যায়—'ব্রূ' ধাতু হইতে 'বৃবৎ' শব্দের নিষ্পত্তি )।[২]

'বৃবদুক্থং হবামহে' ( ঋ ৮।৩২।১০ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৪ ॥

বৃবদুক্থং ( বৃহৎ উক্থবিশিষ্টকে অর্থাৎ যাঁহার প্রতি প্রশস্ত স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করা হয় ঈদৃশ ইন্দ্রকে ) হবামহে ( আহ্বান করিতেছি )। ইত্যপি···।

'বৃবদুক্থ' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

---

১। বৃবদুক্থ ইত্যস্যার্থঃ মহদুক্থ ইত্যর্থবচনং যদি বৃহত্ত্বেন ( স্কঃ স্বাঃ )।
২। অথ ব্রূঞঃ বক্তব্যোক্থ ইতি ( স্কঃ স্বাঃ )।

ঋদূদরঃ সোমো মৃদূদরো মৃদুরুদরেম্বিতি বা ॥ ৫ ॥

ঋদূদরঃ ( 'ঋদূদর' শব্দের অর্থ ) মৃদূদরঃ সোমঃ ( মৃদু উদরবিশিষ্ট সোম ), বা ( অথবা ) উদরেষু মৃদুঃ [ অস্তু ] ( উদরসমূহে মৃদু হউক ) ইতি ( ইহাই 'ঋদূদর' শব্দের ব্যুৎপত্তি )।

'ঋদূদর' শব্দ অনবগত ; ইহার অর্থ সোম। ঋদূদরঃ—মৃদূদরঃ ( মৃদু উদর যাহার ; সোমের অর্থাৎ সোমলতার উদর মৃদু, স্থবির বা ফাঁপা বলিয়া ) ;[1] অথবা, সোম ( সোমরস ) ঋদূদর বা মৃদূদর, কারণ, বমন-বিরেচনের আশঙ্কায় সোমপান-কর্তৃগণ ইচ্ছা করেন—সোমরস উদরে গিয়া যেন মৃদু হয়[2] অর্থাৎ বমন-বিরেচন না জন্মায়।

'ঋদূদরেণ সখ্যা সচেয়' ( ঋ ৮।৪৮।১০ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৬ ॥

সখ্যা ( মিত্রকৃত ) ঋদূদরেণ ( মৃদূদর সোমের সহিত ) সচেয় ( মিলিত হইব )। ইত্যপি……।

'ঋদূদর' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

ঋদূপে ইত্যুপরিষ্টাদ্ ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৭ ॥

'ঋদূপে' শব্দ অনবগত ; ইহার ব্যাখ্যা পরে করা হইবে ; ( নিরু ৬।৩৩, ষষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

পুলুকামঃ পুরুকামঃ ॥ ৮ ॥

পুলুকামঃ—পুরুকামঃ ( বহু কামনাবিশিষ্ট )।

'পুলুকাম' শব্দ অনবগত।

'পুলুকামো হি মর্ত্যঃ' ( ঋ ১।১৭৯।৫ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৯ ॥

হি ( যেহেতু ) মর্ত্যঃ ( মনুষ্য ) পুলুকামঃ ( বহু কামনাবিশিষ্ট )……ইত্যপি……।

'পুলুকাম' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

অসিন্বতী অসংখাদন্ত্যৌ ॥ ১০ ॥

অসিন্বতী—অসংখাদন্ত্যৌ ( অসম্যক্‌ভাবে অর্থাৎ চূর্ণ না করিয়া বা চর্বণ না করিয়া ভক্ষণকারিণী )।

---

১। মৃদু হি সোমস্যোদরম্, স্থবিরত্বাৎ ( দুঃ )।

২। অথবা মৃদুরস্তূদরে স্যাৎ—ইত্যাবমানাস্তত্তে, পাতৃভির্বমনাশঙ্কয়া ( দুঃ ) ; মৃদুর্বমনবিরেচনয়োরকর্তা উদরেষস্ত ইত্যেবং য আশাস্যতে বমনাদ্যৈঃ স মৃদূদরঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

'অসিন্বতী' ( প্রথমার দ্বিবচন ) পদ অনবগত। বন্ধনার্থক 'ষিঙ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ধাতুসমূহ অনেকার্থক বলিয়া 'ষিঙ্' ধাতু এইস্থানে সঙ্খাদনার্থক।[1] 'অসিন্বতী' পদ 'হনূ' পদের বিশেষণ ( পরবর্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

'অসিন্বতী বপ্সতী ভূর্যত্তঃ' ( ঋ ১০।৭৯।১ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১১ ॥

[ অগ্নেঃ ] ( অগ্নির ) [ হনূ ] ( হনুদ্বয় অর্থাৎ জ্বালাদ্বয় )[2] অসিন্বতী [ ইব ] ( অসম্যক্‌ভাবে চূর্ণ না করিয়া বা চর্বণ না করিয়া ভক্ষণকারিণীর ন্যায় )[3] বপ্সতী ( শীঘ্র ভক্ষণে রত হইয়া )[4] ভূরি ( প্রভূত পরিমাণ কাষ্ঠ বা হবি ) অত্তঃ ( ভক্ষণ করে )। ইত্যপি · ····।

'অসিন্বতী' পদের নিগম প্রদর্শিত হইল।

<u>কপনাঃ</u> কম্পনাঃ ক্রিময়ো ভবন্তি ॥ ১২ ॥

কপনাঃ = কম্পনাঃ ( প্রকম্পয়িতা ); ক্রিময়ঃ ভবন্তি ( ইহার অর্থ—ক্রিমি )।

'কপন' শব্দ অনবগত; 'কম্পন' শব্দই 'কপন' আকারে পরিণত হইয়াছে। 'কপন' শব্দের অর্থ ক্রিমি—ক্রিমি বা কীট কম্পন বা প্রকম্পয়িতা অর্থাৎ বৃক্ষাদি নিঃসার করিয়া তাহা কম্পিত করে; অথবা, অবলম্বনস্বভাব বলিয়া স্বয়ং কম্পিত হয়।[5]

'মোষথা বৃক্ষং কপনেব বেধসঃ' ( ঋ ৫।৫৪।৬ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৩ ॥

[ হে মরুদ্গণ ] বৃক্ষং বেধসঃ ( বৃক্ষবেধক )[6] কপনা ইব ( ক্রিমির ন্যায় ) মোষথ ( অপহরণ কর )। ইত্যপি......।

ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—হে মরুদ্গণ, ঘুণকীট যেরূপ বৃক্ষ বিদ্ধ করিয়া তাহার দারুচূর্ণ অথবা রস হরণ করে, তোমরাও সেইরূপ মেঘে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া মেঘস্থ জল হরণ কর অর্থাৎ মেঘকে নিরুদক কর।[7] কপনেব = কপনাঃ ইব।

<u>ভাঋজীকঃ</u> প্রসিদ্ধভাঃ ॥ ১৪ ॥

ভাঋজীকঃ = প্রসিদ্ধভাঃ ( প্রসিদ্ধদীপ্তি )।

---

১। ষিঙ্ বন্ধনে, অনেকার্থত্বাদ্ধাতূনামত্র সঙ্খাদনার্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। হনূ হননসমর্থে স্যাতে ··· হনুরূপসম্বন্ধাৎ বহ্ন্যোরপি জ্বালয়োঃ দ্বিবচনমেব স্থিতম্ (দুঃ)।
৩। অসঙ্খাদয়ন্ত্যৌ ইব অচূর্ণয়ন্ত্যৌ ইব (স্কঃ স্বাঃ)।
৪। বপ্সতী ভক্ষয়ন্ত্যৌ (স্কঃ স্বাঃ); অনেন প্রকারেণ শীঘ্রং বপ্সতী ভক্ষয়ন্ত্যৌ (দুঃ)।
৫। তে হি বৃক্ষং নিঃসারীকুর্বন্তি; স্বয়ং বাবলম্বনস্বভাবত্বাদেবমুচ্যন্তে (স্কঃ স্বাঃ)।
৬। বেধসঃ বেদ্ধারঃ (দুঃ)।
৭। যথা বৃক্ষমনুবিশ্য ক্রিময়োঽন্তর্গতং দারুচূর্ণং রসং বা মুষ্ণন্তি, এবং মেঘমুদকং মুষ্ণীথ (দুঃ)।

'ভাঋজীক' শব্দ অনবগত ; ইহার অর্থ প্রসিদ্ধভাঃ অর্থাৎ যাহার ভাঃ বা দীপ্তি প্রসিদ্ধ বা প্রখ্যাত। 'ঋজুকভাঃ' (যাহার ভাঃ বা দীপ্তি ঋজু অর্থাৎ অকুটিল বা অপ্রতিহত) শব্দই 'ভাঋজীক' আকারে পরিণত হইয়াছে।[১]

'ধূমকেতুঃ সমিধা ভাঋজীকঃ' (ঋ ১০।১২।২)
ইত্যপি নিগমো ভবতি। ১৫ ॥

ধূমকেতুঃ (ধূমচিহ্ন) ভাঋজীকঃ (প্রখ্যাতদীপ্তি) [অগ্নি] সমিধা (সমিন্ধনেন—প্রজ্বলিত হইয়া)···ইত্যপি।

'ভাঋজীক' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

রুজানা নদ্যো ভবন্তি রুজন্তি কূলানি ॥ ১৬ ॥

রুজানাঃ নদ্যঃ ভবন্তি ('রুজানা' শব্দের অর্থ নদী), কূলানি (কূলসমূহকে) রুজন্তি (ভগ্ন করে)।

'রুজানা' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ নদী ; ভঙ্গার্থক 'রুজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—নদী কূলসমূহকে ভগ্ন করে। 'রুজানা' শব্দ নদী-নামসমূহে পঠিত (নিঘ ১।১৩)।

'সংরুজানাঃ পিপিষ ইন্দ্রশত্রুঃ' (ঋ ১।৩২।৬)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্রশত্রুঃ (ইন্দ্রশত্রু বৃত্র) রুজানাঃ (নদীসমুদয়কে) সংপিপিষে (সম্যক্‌রূপে পিষিয়া ফেলিল)। ইত্যপি......।

'রুজানা' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

জূর্ণির্জবতের্বা দ্রবতের্বা দূনোতের্বা ॥ ১৮ ॥

জূর্ণিঃ ('জূর্ণি' শব্দ) জবতেঃ বা, দ্রবতেঃ বা, দূনোতেঃ বা ('জু' ধাতু হইতে, অথবা 'দ্রু' ধাতু হইতে, অথবা 'দূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'জূর্ণি' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ শক্তি (অস্ত্রবিশেষ), অথবা সেনা ;[২] হিংসার্থক 'জু' ধাতু হইতে, অথবা গত্যর্থক 'দ্রু' ধাতু হইতে, অথবা পরিতাপার্থক (হিংসার্থক) 'দূ' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি[৩]—(১) শক্তি অথবা সেনা হিংসা করে ; (২) শক্তি অথবা সেনা শত্রুর বিরুদ্ধে অভিগমন করে ; (৩) শক্তি অথবা সেনা শত্রুকে পরিতপ্ত (হিংসিত) করে। ধাতুপাঠে 'জু' ধাতু গত্যর্থক হিংসার্থক নহে, নিঘণ্টুতেও 'জবতি' গত্যর্থক (২।১৪) ;

---

১। ঋজুকভাঃ সন্ ভাঋজীকঃ; ঋজুকা অকুটিলা অপ্রতিহতা প্রসিদ্ধা দীপ্তির্যস্য (স্কঃ স্বাঃ)।
২। সেনা অভিধেয়া (স্কঃ স্বাঃ) ; শক্তিরভিধেয়া (দুঃ)।
৩। দূনোতের্বা হিংসার্থস্যেব জূর্ণিঃ (দুঃ)।

দুর্গাচার্য্য বলেন—জবতে বা হিংসার্থস্যৈব ঘূর্ণিঃ। পরিতাপার্থক 'দূ' ধাতু অকর্মক—কাজেই অন্তর্গত ণিজর্থ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; 'দূ' ধাতুর পদ দূয়তে (দূনোতি) নহে; উপতাপার্থক 'দু' ধাতুর পদ দুনোতি। স্কন্দস্বামী বলেন 'দূনোতে র্বা'—ইহা অপপাঠ; সঙ্গত পাঠ 'জীর্যতে র্বা'; 'জৃ' ধাতু হিংসার্থক।[১]

'ক্ষিপ্তা ঘৃণির্ন বক্ষতি' (ঋ ১।১২৯।৮) ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৯ ॥

ক্ষিপ্তা ঘূর্ণিঃ (প্রক্ষিপ্ত শক্তি, অথবা—প্রেরিত সেনা) ন বক্ষতি (আমাদিগকে প্রাপ্ত হইবে না)। ইত্যপি......।

'ঘৃণি' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

'পরিদ্রংসমোমনা বাং বয়োঽগাৎ' ॥ ২০ ॥

(ঋ ৭।৬৮।৪)

[হে অশ্বিদ্বয়], দ্রংসম্ (দিবসকালে) বয়ঃ (অন্ন অর্থাৎ হবি) ওমনা (তৃপ্তির উদ্দেশে) বাম্ (তোমাদের নিকট) পরি+অগাৎ=পর্য্যগাৎ (আগত হয়)।

'ওমনা' পদ অনবগত; ইহার অর্থ—অবনায় (তৃপ্তির নিমিত্ত)।[২] পূর্ব্বাহ্ণ অশ্বিদ্বয়ের যাগকাল;[৩] ঋষি বলিতেছেন—রাত্র্যপগমে দিন উপস্থিত হইলে তোমাদের তৃপ্তি জন্মাইবার জন্য হবির্লক্ষণ অন্ন তোমাদের নিকট সমাগত হয় অর্থাৎ তোমাদিগকে হবির্লক্ষণ অন্ন প্রদত্ত হয়।[৪]

পর্য্যগাদ্বাং দ্রংসমহরবনায়ান্নম্ ॥ ২১ ॥

পরি+অগাৎ=পর্য্যগাৎ (ধাতু ও উপসর্গ ব্যবহিত); দ্রংসম্=অহঃ (দিনে—সপ্তম্যর্থে দ্বিতীয়া; 'দ্রংস' শব্দ দিনবাচক, নিঘ ১।৯); ওমনা=অবনায় (তৃপ্ত্যর্থে); বয়ঃ=অন্নম্ ('বয়স্' শব্দ অন্নবাচক, নিঘ ২।৭)।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। দূনোতের্বেত্যপপাঠঃ, জীর্যতের্বা হিংসার্থস্ত (স্কঃ স্বাঃ); ধাতুপাঠে 'জৃ' বয়োহানৌ।

২। অবনায়েত্যবগমঃ তর্পণায়েত্যর্থঃ (দুঃ)।

৩। পূর্ব্বাহ্ণো হ্যশ্বিনোর্যাগকালঃ (দুঃ)।

৪। অগাৎ গচ্ছতি যুবাভ্যাং দীয়ত ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপলপ্রক্ষিণ্যুপলেষু প্রক্ষিণাত্যুপলপ্রক্ষেপিণী বা ॥ ১ ॥

'উপলপ্রক্ষিণী' শব্দের ব্যুৎপত্তি উপলেষু (বালুকায়) প্রক্ষিণাতি (যবের হিংসা করে), বা (অথবা) উপলপ্রক্ষিণী=উপলপ্রক্ষেপিণী (বালুকায় যব প্রক্ষেপকারিণী)।

'উপলপ্রক্ষিণী' শব্দ অনবগত; ইহার অর্থ—সক্তুকারিকা (যব হইতে যে সক্তু তৈয়ার করে)। সক্তুকারিকা উপলে অর্থাৎ তপ্ত বালুতে যব ভাজিয়া সক্তু তৈয়ার করে—সে যেন যবের হিংসা করে; 'উপল' শব্দ পূর্বক হিংসার্থক 'ক্ষি' ধাতু হইতে 'উপলপ্রক্ষিণী' শব্দ নিষ্পন্ন।[1] অথবা, 'উপল' শব্দ পূর্বক ক্ষেপণার্থক 'ক্ষিপ্' ধাতু হইতেও শব্দটির নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—সক্তুকারিকা উত্তপ্ত উপলে অর্থাৎ বালুকায় ভাজিবার জন্য যব নিক্ষেপ করে।[2] 'ক্ষিপ্' ধাতু হইতে নিষ্পত্তি করিলে ব্যুৎপত্তি ইহাও হইতে পারে যে—সক্তুকারিকা উপল বা প্রস্তরখণ্ডসমূহ বাছিয়া বাছিয়া যব হইতে দূরে নিক্ষেপ করে।[3]

[ইন্দ্র ঋষীন্ পপ্রচ্ছ—'দুর্ভিক্ষে কেন জীবতী'তি; তেষামেকঃ প্রত্যুবাচ—'শকটঃ শাকিনী গাবো জালমস্যন্দনং বনম্। উদধিঃ পর্বতো রাজা দুর্ভিক্ষে নব বৃত্তয়ঃ' ইতি। সা নিগদব্যাখ্যাতা]।[4]

[ইন্দ্র ঋষিগণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'দুর্ভিক্ষে কি উপায়ে লোক জীবন ধারণ করে?' ঋষিগণের মধ্যে একজন উত্তর করিলেন—শকট (গাড়ী, অথবা শস্য ভাঙ্গিবার যন্ত্র—যাঁতা), শাকিনী (উদ্ভিজ্জের অর্থাৎ শাক, সব্জী এবং তরকারীর বাগান), গাভী, জাল, অস্যন্দন (প্রবাহরহিত জলাশয়—মরা নদী, পুকুর, বিল প্রভৃতি), বন, সমুদ্র, পর্বত এবং রাজা—দুর্ভিক্ষে জীবনধারণের এই নয়টি উপায়; এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয় না, পাঠ করিলেই বুঝা যায়।]

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। বালুকায় যবান্ ক্ষিণোতি হিনস্তি ভৃজ্জতীত্যর্থঃ (দেঃ রাঃ); প্রক্ষিণাতি হিনস্তি (দুঃ); ব্যাকরণে হিংসার্থক 'ক্ষি' ধাতুর পদ 'ক্ষিণোতি'।

২। উপলেষু তপ্তেষু ভর্জনার্থং যবান্ প্রক্ষিপতি (দুঃ)।

৩। উপলান্ বা যবেভ্যঃ প্রক্ষিপতি বিচিনোতীত্যর্থঃ (দুঃ)।

৪। এই অংশ বহু পুস্তকে পরিদৃষ্ট হয় না; স্কন্দস্বামী কিংবা দুর্গাচার্য ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই; এই অংশের সহিত পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বিষয়ের কোন সম্বন্ধও নাই, কাজেই ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কারুরহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিণী ননা।
নানাধিয়ো বসূয়বোঽনু গা ইব তস্থিমেন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥ ১ ॥

( ঋ ৯।১১২।৩ )

অহং ( আমি ) কারুঃ ( স্তোত্রকার ), ততঃ ( পিতা, অথবা পুত্র ) ভিষক্ ( চিকিৎসক ), ননা ( মাতা অথবা কন্যা ) উপলপ্রক্ষিণী ( সক্তুকারিকা ); বসূয়বঃ ( অর্থকামী হইয়া ) নানাধিয়ঃ ( নানাবিধ কর্ম্মে ব্যাপৃত আমরা ) গাঃ ইব অনুতস্থিম ( গাভীর ন্যায় লোকের পরিচর্য্যা করি ), হে ইন্দো ( হে সোম ), ইন্দ্রায় পরিস্রব ( ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও )।

'উপলপ্রক্ষিণী' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। 'তত' শব্দের অর্থ পিতা বা পুত্র; 'ননা' শব্দের অর্থ মাতা বা কন্যা। 'তত' শব্দের 'পিতা' অর্থ গ্রহণ করিলে 'ননা' শব্দের অর্থ হইবে মাতা; 'পুত্র' অর্থ গ্রহণ করিলে 'ননা' শব্দের অর্থ করিতে হইবে কন্যা।[1]

কারুরহমস্মি কর্ত্তা স্তোমানাম্ ॥ ২ ॥

কারুঃ অহম্ অস্মি; কারুঃ—স্তোমানাং কর্ত্তা ( স্তুতিকর্ত্তা )।

ততো ভিষক্, তত ইতি সন্তাননাম, পিতুর্বা পুত্রস্য বা। ৩।

ততঃ ভিষক্ ( আমার তত ভিষক্ বা চিকিৎসক ); ততঃ ইতি সন্তাননাম ( 'তত' এই নাম সন্তাননিমিত্তক অর্থাৎ বিস্তারার্থক 'তন্' ধাতু হইতে ইহার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে হইবে )। 'তত' পিতার বা পুত্রের নাম অর্থাৎ 'তত' শব্দ পিতৃবাচী অথবা পুত্রবাচী। যতঃ তন্যতে স ততঃ ( যাহা হইতে বিস্তৃতিলাভ করে সে তত )—পিতা হইতে পুত্র বিস্তৃতিলাভ করে বা আবির্ভূত হয়, কাজেই পিতা তত; অথবা, যঃ তন্যতে স ততঃ ( যে বিস্তৃতিলাভ করে সে তত )—পুত্র পিতৃনিমিত্তক বিস্তৃতিলাভ করে অর্থাৎ পিতা হইতে উৎপন্ন হয়, কাজেই পুত্রও তত। 'পিতা' অর্থে শব্দটির নিষ্পত্তি অপাদানে এবং 'পুত্র' অর্থে কর্ম্মে।[2]

উপলপ্রক্ষিণী সক্তুকারিকা ॥ ৪ ॥

'উপলপ্রক্ষিণী' শব্দের অর্থ সক্তুকারিকা।

---

১। যস্মিন্ পক্ষে পিতা ভিষক্ তস্মিন্ পক্ষে ননাশব্দেন মাতোচ্যতে, যস্মিন্ পুনঃ পক্ষে পুত্রো ভিষক্ তস্মিন্ পক্ষে ননাশব্দেন দুহিতোচ্যতে ( দুঃ )।

২। পিতুর্হি সকাশাৎ পুত্রস্তন্যতে এবমপাদানে কারকে ততঃ পিতা, পুত্রঃ পুনস্তন্যতে অতঃ ততঃ কর্ম্মণি কারকে ( দুঃ )।

ননা নমতের্মাতা বা দুহিতা বা ॥ ৫ ॥

ননা নমতেঃ ( 'ননা' শব্দ 'নম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ); ইহার অর্থ—মাতা, অথবা দুহিতা।

'ননা' শব্দ নত্যর্থক 'নম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ননা—মাতা—স্তন্যদানার্থ অপত্যের প্রতি মাতাকে নত হইতে হয়; ননা—কন্যা—শুশ্রূষার্থ কন্যা মাতাপিতার প্রতি নত হয়।[১]

নানাধিয়ো নানাকর্ম্মাণঃ, বসূয়বো বসুকামাঃ ॥ ৬ ॥

নানাধিয়ঃ—নানাকর্ম্মাণঃ ( বহুবিধ কর্মে ব্যাপৃত; 'ধী' শব্দ কর্মবাচী—নিঘ ২।১ ); বসূয়বঃ—বসুকামাঃ ( ধনপ্রার্থী; 'বসু' শব্দ ধনবাচী—নিঘ ২।১০ ); এতৎ প্রসঙ্গে 'ইন্দ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্রষ্টব্য ( নির্ ৬।৩১ )।

অন্বাস্থিতাঃ স্মো গাব ইব লোকম্ ॥ ৭ ॥

অনু গা ইব তস্থিম=অন্বাস্থিতাঃ স্মঃ গাবঃ ইব লোকম্ ( গাভী যেরূপ নানাবিধ উপকার করিয়া লোকের পরিচর্য্যা করে, আমরাও সেইরূপ নানাবিধ কর্ম সম্পাদন করিয়া লোকের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি ); অনুতস্থিমঃ—অন্বাস্থিতাঃ স্মঃ ( পরিচর্য্যাপরায়ণ হই ); গাঃ—গাবঃ ( প্রথমার্থে দ্বিতীয়া )।

'ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব' ইত্যধ্যেষণা ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রায় ইন্দো পরিস্রব ( হে সোম, তুমি ইন্দ্রের নিমিত্ত ক্ষরিত হও ) ইতি অধ্যেষণা ( ইহা সৎকারপূর্ব্বক প্রবর্তনা অর্থাৎ প্রার্থনা )[২] ( নিঘ ৩।২১ দ্রষ্টব্য )।

'আসীন ঊর্দ্ধামুপসি ক্ষিণাতি' ( ঋ ১০।২৭।১৩ ); উপস্থে ॥ ৯ ॥

উপসি ( উপস্থে অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোকে ) আসীনঃ ( অবস্থিত হইয়া ) ঊর্দ্ধাং [ গাম্ ] ( ঊর্দ্ধে অবস্থিত দ্যুলোককে )[৩] ক্ষিণাতি ( প্রক্ষারিত করেন )।[৪]

'উপসি' শব্দ অনবগত; ইহার অর্থ—উপস্থে। উপস্থে—উপসে—উপসি। ইন্দ্র অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিত, তিনি মেঘ বিদীর্ণ করিয়া দ্যুলোক জলপ্রবাহে অভিষিক্ত করেন।

প্রকলবিদ্বণিগ্ ভবতি, কলাশ্চ বেদ প্রকলাশ্চ ॥ ১০ ॥

প্রকলবিৎ বণিক্ ভবতি ( 'প্রকলবিৎ' শব্দের অর্থ বণিক্ ), কলাশ্চ বেদ প্রকলাশ্চ ( সূক্ষ্মও জানে, সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম যাহা তাহাও জানে )।

---

১। মাতা পুত্রং প্রতি স্তন্যদানাদিনা নমতি দুহিতাপি শুশ্রূষার্থম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।
২। অধ্যেষণা সৎকারপূর্ব্বিকা ব্যাপারণা ( স্কঃ স্বাঃ )।
৩। ঊর্দ্ধাবস্থিতাং দ্যুলোকাখ্যাং গাম্ ( দুঃ )।
৪। ক্ষিণাতি প্রক্ষারয়তি ( দুঃ )।

'প্রকলবিৎ' শব্দ অনবগত ; 'প্রকলাবিৎ' অবগত। দ্রব্যের সূক্ষ্মভাগের নাম কলা, সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম ভাগের নাম প্রকলা ; বণিক্ সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম বিষয়ে অভিজ্ঞ—বণিক্ গণিতকুশল, অতিসূক্ষ্ম বিষয়ের অর্থাৎ কড়াক্রান্তির হিসাব রাখে, কড়াক্রান্তিরও অপচয় ঘটায় না।[১]

'দুর্মিত্রাসঃ প্রকলবিন্মিমানাঃ' ( ঋ ৭।১৮।১৫ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১১ ॥

দুর্মিত্রাসঃ ( দুষ্ট মিত্র ) প্রকলবিৎ ( প্রকলবিদঃ—বণিক্‌গণের ন্যায় ) মিমানাঃ ( পরিমাণ করিয়া )…ইত্যপি….।

বণিক্‌গণ দুর্মিত্র, কারণ, তাহারা বঞ্চনাপরায়ণ ;[২] দুর্মিত্র বণিক্ যেরূপ বঞ্চনা-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া লোককে ওজনে কম দেয়, মেঘও সেইরূপ পৃথিবীকে কম জল প্রদান করে, পৃথিবীকে বঞ্চিত করে,[৩] যতক্ষণ না সে ইন্দ্র-কর্ত্তৃক বিদীর্ণ হয়। 'প্রকলবিৎ' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

অভ্যর্দ্ধযজ্বাভ্যর্দ্ধয়ন্ যজতি ॥ ১২ ॥

'অভ্যর্দ্ধযজ্বা' পদের অর্থ—অভ্যর্দ্ধয়ন্ ( অভিবর্দ্ধিত করিয়া ) যজতি ( দান করে )।

'অভ্যর্দ্ধযজ্বা' পদ অনবগত। অভি + ণিজন্ত 'ঋধ্' ধাতুর পদ অভ্যর্দ্ধ,[৪] 'যজ্' ধাতু দানার্থক ;[৫] সমস্ত পদের অর্থ—যিনি বৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া দান করেন। সূর্য্য গৃহীত অল্প-পরিমাণ রস বর্দ্ধিত করিয়া তাহা মরুদ্‌গণকে দান করেন,[৬] অনুকূলতাবশতঃ ভূতসমূহকে বৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া তাহাদিগকে অভিমত অর্থ প্রদান করেন।[৭]

'সিষক্তি পূষা অভ্যর্দ্ধযজ্বা' ( ঋ ৬।৫০।৫ ) ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৩ ॥

অভ্যর্দ্ধযজ্বা ( অল্প পরিমাণ রসও বর্দ্ধিত করিয়া দানকারী ) পূষা ( সূর্য্যঃ ) [ মরুতঃ ] সিষক্তি ( মরুদ্‌গণের সেবা করেন ) ;[৮] ইত্যপি……।

'অভ্যর্দ্ধযজ্বা' পদের নিগম প্রদর্শিত হইল।

ঈক্ষ ঈশিষে ॥ ১৪ ॥

ঈক্ষে=ঈশিষে ( প্রভুত্ব করিতেছ )।

---

১। অবয়বপ্রত্যবয়বা অপি কলাঃ প্রকলাশব্দেনোচ্যন্তে, তেষু চ বণিজো নিপুণো ভবতি, গণিতকুশলত্বাৎ ( দুঃ )।

২। দুর্মিত্রাণ্যপি সন্তো যে অতিসন্ধানপরায়ে পুনর্দুর্মিত্রাঃ ( দুঃ )।

৩। প্রকলবিদঃ বণিজঃ, তে যথা অভিদ্রোহবুদ্ধ্যা কিঞ্চিৎ অপ্রামরং দদাতি এবমেতে মেঘাঃ পূর্ব্বমন্তোদক-দাতারো ভূত্বা অধুনা ইন্দ্রবলোৎকটাঃ সন্তঃ……( দুঃ )।

৪। 'ঋধু' বৃদ্ধৌ ণিজন্তাৎ…অভ্যর্দ্ধ ( বেঃ রাঃ )।

৫। যজির্দানার্থঃ ( বেঃ খাঃ )।

৬। পূষা বিনিষ্যতে ; অল্পানপি রসান্ অভ্যর্দ্ধয়ন্ মরুদ্ভ্যো দদাতি ( বেঃ রাঃ )।

৭। ভূতান্যভিমুখ্যেন বৃদ্ধ্যা যোজয়ন্ অভিমতানর্থান্ ভূতেভ্যো দদাতি ( দুঃ )।

৮। সিষক্তি সেবতে ( দুঃ )।

'ঈক্ষে' পদ অনবগত ; ঐশ্বর্য্যার্থক 'ঈশ্' ধাতু হইতে সম্পন্ন—মধ্যমপুরুষ একবচনের পদ।

'ঈক্ষে হি বস্ব উভয়স্য রাজন্' ( ঋ ৬।১৯।১০ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৫ ॥

হে রাজন্! হি ( যে হেতু ) উভয়স্য ( দিব্য ও পার্থিব উভয়প্রকার )[1] বস্বঃ (বসুনঃ—ধনের)[2] ঈক্ষে ( অধিপতিরূপে বিরাজ করিতেছ ) ইত্যপি···।

ক্ষোণস্য ক্ষয়ণস্য ॥ ১৬ ॥

ক্ষোণস্য—ক্ষয়ণস্য ( নিবাসস্থানের )।

'ক্ষোণস্য' পদ অনবগত ; নিবাসার্থক 'ক্ষি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

'মহঃ ক্ষোণস্যাশ্বিনা কণ্বায়' ( ঋ ১।১১৭।৮ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৭ ॥

অশ্বিনা ( অশ্বিনৌ—হে অশ্বিদ্বয় ) [ যুবাং ] ( তোমরা ) কণ্বায় ( কণ্বকে ) মহঃ ( প্রকাণ্ড ) ক্ষোণস্য ( নিবাসস্থানের ) [ দাতারৌ ][3] ( দানকর্ত্তা ) ইত্যপি·······।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। উভয়স্য উভয়প্রকারস্য দিব্যস্য পার্থিবস্য চ ( দুঃ )।

২। বস্বঃ বসুনঃ ধনস্য ( দুঃ )।

৩। ক্ষয়ণস্য নিবাসস্য দাতারৌ ( দুঃ )।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

'অস্মে তে বন্ধুঃ' ( শুক্ল-যজুঃ ৪।২২ ); বয়মিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

[ হে সোম ] অস্মে ( আমরা ) তে ( তোমার ) বন্ধুঃ ( বন্ধুভূতাঃ—বান্ধব ); অস্মে—বয়ম্ ( আমরা )।

'অস্মে' পদ অনেকার্থক; প্রথমাদি সাত বিভক্তিরই বহুবচনের অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই স্থলে, অস্মে—বয়ম্ ( প্রথমা বিভক্তির অর্থে প্রযুক্ত )। বন্ধুঃ—বন্ধবঃ ( পাঃ ৭।১।৩৯ )।

'অস্মে যাতং নাসত্যা সজোষাঃ' ( ঋ ১।১১৮।১১ ); অস্মানিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

নাসত্যা ( নাসত্যৌ—হে নাসত্যদ্বয় ) সজোষাঃ ( প্রীতিযুক্ত হইয়া )[1] অস্মে ( অস্মান্—আমাদের নিকট ) যাতং ( আয়াতম্—আগমন কর ); অস্মে—অস্মান্ ( দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থে প্রযুক্ত )।

'অস্মে সমানেভির্বৃষভ পৌংস্যেভিঃ' ( ঋ ১।১৬৫।৭ ); অস্মাভিরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বৃষভ ( হে কামবর্ষিন্ ), পৌংস্যেভিঃ ( পৌরুষে অর্থাৎ বলে ) সমানেভিঃ ( সমান ) অস্মে (আমাদের সহিত )....; অস্মে—অস্মাভিঃ ( তৃতীয়া বিভক্তির অর্থে প্রযুক্ত )।

'পৌংস্য' শব্দ বলবাচক ( নিঘ ২।৯ )।

'অস্মে প্রযন্ধি মঘবন্নৃজীষিন্' ( ঋ ৩।৩৬।১০ ); অস্মভ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

মঘবন্ ( হে মঘবন্ ), ঋজীষিন্ ( হে ঋজীষিন্ )[2] অস্মে ( আমাদিগকে ) প্রযন্ধি ( ধন দান কর ); অস্মে—অস্মভ্যম্ ( চতুর্থী বিভক্তির অর্থে প্রযুক্ত )।

'অস্মে আরাচ্চিদ্ দ্বেষঃ সনুতর্যুযোতু' ( ঋ ৬।৪৭।১৩ ); অস্মদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রঃ ( ইন্দ্র ) দ্বেষঃ ( দ্বেষং[3] পাপকে ) অস্মে আরাচ্চিৎ ( আমাদের নিকট হইতে দূরতর স্থানে অপনীত করিয়া )[4] সনুতঃ ( অন্তর্হিত করিয়াছেন ),[5] যুযোতু ( সেই অন্তর্হিত

---

১। সজোষসৌ সংপ্রীয়মাণাবিত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ ); ময়া সহ প্রীয়মাণৌ পরস্পরেণ বা ( দুঃ )।
২। নির্ ৫।১২ দ্রষ্টব্য।
৩। দ্বেষঃ দ্বেষং পাপম্ ( দুঃ )।
৪। আরাচ্চিৎ দূরতরমপনীয় ( দুঃ )।
৫। অন্তর্হিতং কৃতম্ ( দুঃ )।

পাপ ইন্দ্র নাশ করুন, যাহাতে উহার সহিত আমাদের পুনর্দর্শন না ঘটে );[1] অস্মে—অস্মৎ ( পঞ্চমী বিভক্তির অর্থে প্রযুক্ত )। সনুতঃ—অন্তর্হিত নাম ( নিঘ ৩।২৫ )।

'ঊর্ব ইব পপ্রথে কামো অস্মে' ( ঋ ৩।৩০।১৯ ); অস্মাকমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অস্মে ( আমাদের ) কামঃ ( ধনাভিলাষ ) ঊর্ব ইব ( বড়বানলের ন্যায় ) পপ্রথে ( বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ); অস্মে—অস্মাকম্ ( ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থে প্রযুক্ত )।

'অস্মে ধত্ত বসবো বসূনি' ( শুক্ল-যজুঃ ৮।১৮ ); অস্মাস্বিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বসবঃ ( হে বসুগণ ! ) অস্মে ( আমাদের মধ্যে ) বসূনি ( ধনসমূহ ) ধত্ত ( স্থাপন কর ); অস্মে—অস্মাসু ( সপ্তমী বিভক্তির অর্থে প্রযুক্ত )।

পাথোঽন্তরিক্ষং পথা ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৮ ॥

পাথঃ অন্তরিক্ষম্ ( 'পাথস্' শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ ), পথা ব্যাখ্যাতম্ ( 'পথিন্' শব্দের ব্যাখ্যা দ্বারাই ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে )।

'পাথস্' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক ; ইহার অর্থ অন্তরিক্ষ। 'পথিন্' শব্দের ব্যাখ্যা পূর্বে করা হইয়াছে ( নিরু ২।২৮ দ্রষ্টব্য )। 'পথিন্' শব্দের ন্যায় 'পাথস্' শব্দও গত্যর্থক 'পত্' ধাতু, গত্যর্থক 'পদ্' ধাতু অথবা গত্যর্থক 'পন্থ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—পক্ষিসমূহ অথবা অন্তরিক্ষবাসিগণ অন্তরিক্ষে গমনাগমন করে।[2]

'শ্যেনো ন দীয়ন্নন্বেতি পাথঃ' ( ঋ ৭।৬৩।৫ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৯ ॥

দীয়ন্ ( গমনশীল ) শ্যেনঃ ন ( শ্যেনের ন্যায় ) পাথঃ ( অন্তরিক্ষকে ) অন্বেতি ( অনুগমন করে ); ইত্যপি…।

'দী' ধাতু গমনার্থক ( নিঘ ২।১৪ ), দী+শতৃ—দীয়ন্ ( গচ্ছন্ )।

উদকমপি পাথ উচ্যতে পানাৎ ॥ ১০ ॥

উদকম্ অপি পাথঃ উচ্যতে ( উদকও 'পাথস্' শব্দের অভিধেয় ), পানাৎ ( ঈদৃশ 'পাথস্' শব্দ 'পা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'পাথস্' শব্দের অন্য এক অর্থ উদক, পানার্থক 'পা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উদক পীত হয়।

---

১। যথা তং ন পশ্যেম তথা দূরোত্তু বাধয়ত্বিত্যর্থঃ ( দু: )।
২। পতন্ত্যস্মিন্ পক্ষ্যাদিভিরন্তরিক্ষবাসিভির্বা পাথঃ ( বেঃ ব্রাঃ )।

'আচষ্ট আসাং পাথো নদীনাম্' ( ঋ ৭।৩৪।১০ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১১ ॥

আসাং নদীনাং ( এই নদীসমূহের ) পাথঃ ( জল ) আচষ্টে ( বরুণদেব দর্শন করেন ); ইত্যপি···।

অন্নমপি পাথ উচ্যতে পানাদেব ॥ ১২ ॥

অন্নম্ অপি পাথঃ উচ্যতে ( অন্নও 'পাথস্' শব্দের অভিধেয় ) পানাৎ এব (ঈদৃশ 'পাথস্' শব্দও 'পা' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন )।

'পাথস্' শব্দের অন্য আর এক অর্থ অন্ন, 'পা' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন; 'পা' ধাতু ভক্ষণার্থক[১]—অন্ন ভক্ষিত হয়।

'দেবানাং পাথ উপবক্ষি বিদ্বান্' ( ঋ ১০।৭০।১০ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৩ ॥

[ হে বনস্পতে অর্থাৎ বনতরু হইতে নির্মিত যূপকাষ্ঠ ] বিদ্বান্ ( আমাদের ভক্তিভাব জানিয়া ) দেবানাং ( দেবতাদিগের ) পাথঃ ( অন্ন ) উপবক্ষি ( বহন করিয়া লইয়া যাও ); ইত্যপি······।

<u>সবীমনি</u> প্রসবে ॥ ১৪ ॥

সবীমনি=প্রসবে ( অভ্যনুজ্ঞানে অর্থাৎ অনুশাসনে )।

'সবীমনি' পদ অনবগত। প্রসবার্থক 'সু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'প্রসব' শব্দের অর্থ অভ্যনুজ্ঞান বা অনুশাসন।[২]

'দেবস্য বয়ং সবিতুঃ সবীমনি' ( ঋ ৬।৭১।২ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৫ ॥

বয়ং ( আমরা ) দেবস্য সবিতুঃ ( সবিতাদেবের ) সবীমনি ( প্রসবে অর্থাৎ অভ্যনুজ্ঞানে] বা অনুশাসনে ) [ স্যাম ] ( যেন থাকি ); ইত্যপি······।

<u>সপ্রথাঃ</u> সর্বতঃ পৃথুঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্রথাঃ=সর্বতঃ পৃথুঃ ( সর্বত্র বিস্তৃত )।

'সপ্রথাঃ' পদ অনবগত; সর্বতঃ+'প্রথ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

---

১। পীতেরেবাভ্যবহারার্থত্ব ( স্ক: স্বা: )।

২। প্রসবোঽভ্যনুজ্ঞানম্ ( ভট্টোজি )।

'ত্বমগ্নে সপ্রথা অসি' ( ঋ ৫।১৩।৪ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৭ ॥

অগ্নে ( হে অগ্নে ), ত্বং ( তুমি ) সপ্রথাঃ অসি ( সর্বত্র বিস্তৃত হও ); ইত্যপি··· ।

<u>বিদথানি</u> বেদনানি ॥ ১৮ ॥

বিদথানি—বেদনানি ( বিজ্ঞানসমূহ ) ।
'বিদথ' শব্দ অনবগত । 'বিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; ইহার অর্থ—বেদন বা বিজ্ঞান

'বিদথানি প্রচোদয়ন্ ( ঋ ৩।২৭।৭ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৯ ॥

বিদথানি ( ঋত্বিগ্‌গণের কর্মবিষয়ক বিজ্ঞানসমূহকে )[1] প্রচোদয়ন্ ( প্রবর্তিত করিয়া )[2] ; ইত্যপি···· ।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। বিদথানি বিজ্ঞানানি স্বকর্মবিশেষণানি ( স্কঃ ভাঃ ) ;
২। প্রেরয় ( স্কঃ ভাঃ ) ।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

<u>শ্রায়ন্ত</u> ইব সূর্য্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত।

বসূনি জাতে জনমান ওজসা প্রতি ভাগং ন দীধিম ॥ ১ ॥

( ঋ ৮।৯৯,৩ ; শুক্ল-যজুঃ ৩৩।৪১ )

সূর্য্যং ( সূর্য্যকে ) শ্রায়ন্তঃ ইব ( আশ্রয় করিয়া ; 'ইব' অনর্থক [1] ) [ রশ্ময়ঃ ] ( রশ্মিসমূহ ) [ উপতিষ্ঠন্তে ] ( সূর্য্যকে সেবা করে ), [এবং ] ইন্দ্রস্য ( ইন্দ্রের ) বিশ্ব ইৎ ( বিশ্বানি—সমস্ত ; ইৎ অনর্থক [2] ) বসূনি ( ধন ) জাতে ( জাত প্রাণিগণের মধ্যে ) [ চ ] ( এবং ) জনমান ( জনিষ্যমাণ প্রাণিগণের মধ্যে ) ওজসা ( মাহাত্ম্যবলে ) [3] ভক্ষত ( ভাগ করিয়া দেয় ), [4] প্রতি ভাগং ন [5] দীধিম ( আমরা আমাদের ভাগের বিষয়ে চিন্তা করিব )।

'শ্রায়ন্তঃ' পদ অনবগত ; ইহার অর্থ 'সমাশ্রিতাঃ'। সূর্য্যরশ্মিসমূহ সূর্য্যে সমাশ্রিত থাকিয়া সূর্য্যকে সেবা করে। ইন্দ্রের ধন উদক বা বৃষ্টি ; সূর্য্যরশ্মি এই উদক যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয় এবং ভবিষ্যতে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে তাহাদের মধ্যেও ভাগ করিয়া দিবে। ইহাই তাহাদের ওজঃ বা মাহাত্ম্য। ঋষি বলিতেছেন—আমাদের ভাগে যে উদক পড়িবে, [6] তদ্বিষয়ে আমরা চিন্তা করিব অর্থাৎ কিভাবে আমরা তাহার উপযোগ করিব তাহা ভাবিয়া দেখিব।

সমাশ্রিতাঃ সূর্য্যমুপতিষ্ঠন্তে ॥ ২ ॥

শ্রায়ন্ত ইব সূর্য্যম্—সমাশ্রিতাঃ সূর্য্যম্ উপতিষ্ঠন্তে ( রশ্মিসমূহ সূর্য্যে সমাশ্রিত হইয়া সূর্য্যের সেবা করে ) ; 'উপতিষ্ঠন্তে' পদ অধ্যাহৃত। 'ইব' শব্দ অনর্থক।

অপি বোপমার্থে স্যাৎ—সূর্য্যমিবেন্দ্রমুপতিষ্ঠন্ত ইতি ॥ ৩ ॥

অপি বা ( অথবা ) উপমার্থে স্যাৎ ( 'ইব' শব্দ উপমার্থপ্রকাশকও হইতে পারে ) ; অর্থ হইবে—সূর্য্যম্ ইব ইন্দ্রম্ উপতিষ্ঠন্তে ইতি ( রশ্মিসমূহ যেরূপ সূর্য্যের সেবা করে, সেইরূপ ইন্দ্রেরও সেবা করে )।

---

১। ইবোঽনর্থকঃ ( দুঃ )।
২। 'ইৎ'—ইত্যনর্থক এব ( দুঃ ), ইৎ পদপূরণঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৩। ওজসা ঐশ্বর্য্যবলেন ( দুঃ )।
৪। ভক্ষত বিভজতে ( স্কন্দস্বামী ও মহীধর )।
৫। অত্র 'ন' ইত্যনর্থকঃ, অবোধী স্থানে ( দুঃ )।
৬। বয়মাত্মাকমাভজতি…( স্কঃ স্বাঃ )।

সর্ব্বাণীন্দ্রস্য ধনানি বিভক্ষমাণাঃ ॥ ৪ ॥

বিশ্ব ইৎ ইন্দ্রস্য বক্ষ্যনি—সর্ব্বাণি ইন্দ্রস্য ধনানি ( ইন্দ্রের সমস্ত ধন অর্থাৎ বৃষ্টিলক্ষণ উদক )।[১] রশ্মিসমূহ সূর্য্যের বা ইন্দ্রের সেবা করে কেন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন—বিভক্ষমাণাঃ ( বিভাগ করিতে অভিলাষী হইয়া ) ;[২] ইন্দ্রধন অর্থাৎ বৃষ্টিরূপ উদক পৃথিবীতে বিভাগ করিয়া দেওয়ার নিমিত্তই রশ্মিসমূহ সূর্য্যে এবং ইন্দ্রে সমাশ্রিত হইয়া তাহাদের সেবা করে।[৩]

স যথা ধনানি বিভজতি জাতে চ জনিষ্যমাণে চ ॥ ৫ ॥

সঃ ( ইন্দ্র ) যথা ( যেহেতু ) ধনানি বিভজতি ( স্বীয় ধন বিভাগ করিয়া দেন ) জাতে চ জনিষ্যমাণে চ ( জাত এবং জনিষ্যমাণ প্রাণিসমূহের মধ্যে )···( পরবর্ত্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

ধন ইন্দ্রের, কাজেই তাহা ইন্দ্রের আয়ত্ত এবং ইন্দ্রের আয়ত্ত বলিয়া যথার্থ পক্ষে ইন্দ্রই বিভাগকর্ত্তা,[৪] যদিও বলা হইয়াছে—সূর্য্যকিরণসমূহ ইন্দ্রধন বিভাগ করিয়া দেয়।

তং বয়ং ভাগমনুধ্যায়াম ॥ ৬ ॥

তং ভাগং ( সেই ভাগ ) বয়ং ( আমরা ) অনুধ্যায়াম ( চিন্তা করিব )।

উদ্ধৃত অংশ 'প্রতি ভাগং ন দীধিম'—ইহার ব্যাখ্যা। যেহেতু ইন্দ্র স্বীয় ধন ( বৃষ্টিরূপ উদক ) পৃথিবীতে বিভক্ত করিয়া দেন, আমাদেরও একটা ভাগ অবশ্যই থাকিবে। আমরা সেই ভাগের বিষয়ে চিন্তা করিব—কিভাবে তাহার যথার্থ উপযোগ করিতে পারি তদ্বিষয়ে ভাবিয়া দেখিব। ভাগং প্রতি—ভাগবিষয়ে ; 'ন' শব্দ অনর্থক, অথবা 'অদ্য' অর্থে প্রযুক্ত—ন দীধিম—অনুধ্যায়াম।

ওজসা বলেন, ওজ ওজতের্বোজতের্বা ॥ ৭ ॥

ওজসা—বলেন ; ওজঃ ( 'ওজস্' শব্দ ) ওজতেঃ বা উব্জতেঃ বা ( 'ওজ' ধাতু অথবা 'উব্জ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'ওজস্' শব্দ বলবাচী ( নিঘ ২।৯ ) ; বৃদ্ধ্যর্থক 'ওজ' ধাতু হইতে অথবা ন্যুব্জভাবার্থক 'উব্জ' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি—(১) ওজঃ বা বল ব্যায়ামাদির দ্বারা বৃদ্ধি পায়, অথবা, ওজঃ বা বলের দ্বারা ঐশ্বর্য্যাদি বৃদ্ধি পায় ;[৫] (২) ওজঃ বা বলের দ্বারা শত্রুদিগকে ন্যুব্জকৃত অর্থাৎ অবনমিত বা হীনদশাপন্ন করা হয়।[৬]

---

১। ধনানি উদকানি তেন প্রযুক্তানি (দুঃ), বক্ষ্যনি ধনানি বৃষ্টিধারাভিনিঃসরন্তীতি ( মহীধর )।
২। বিভক্ষমাণা বিভক্তুমিচ্ছবঃ ( দুঃ )।
৩। সূর্য্যকিরণা ইন্দ্রধনাং বৃষ্টিং ভূমৌ—বিভজন্তি ( মহীধর )।
৪। তদায়ত্তত্বাত্তেষামিন্দ্র এব বিভজতি ( দুঃ বাঃ )।
৫। বর্দ্ধতে ব্যায়ামাদিনা, বর্দ্ধতেঽনেনৈশ্বর্য্যাদি ( বেঃ রাঃ )।
৬। ন্যুব্জীভবত্যনেন শত্রুঃ ( বেঃ রাঃ )।

আশীরাশ্রয়ণাদ্বাশ্রপণাদ্বা ॥ ৮ ॥

আশীঃ ( 'আশির্' শব্দ ) আশ্রয়ণাৎ বা ( হয়, আ+'শ্রি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ) আশ্রপণাৎ বা ( আর না হয়, আ+'শ্রা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

আশির্' শব্দ অনবগত ; ইহার অর্থ—দধি। আ+'শ্রি' ধাতু হইতে অথবা আ+পাকার্থক 'শ্রা' ধাতু হইতে 'আশির্' শব্দের নিষ্পত্তি'—( ১ ) দধিতে সোম আশ্রিত; সোমের মাদকতা নিবারণের জন্য পয়স্যা অর্থাৎ দধির সহিত সোমকে মিশ্রিত করা হয় ( ঐঃ ব্রাঃ ২।২২ )। ( ২ ) দধি করিতে হইলে দুধ ঈষৎ পক্ব বা উত্তপ্ত করিতে হয়—দধির সঙ্গে পাকক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে।[২] সায়ণের মতে আশীঃ—ক্ষীরাদিকং শ্রপণদ্রব্যম্।

অথেয়মিতরাশীরাশাস্তে ॥ ৯ ॥

অথ ( আর ) ইয়ম্ ইতরা আশীঃ ( এই অন্য আশীঃ—'আশিস্' শব্দ ) আশাস্তে ( আ+'শাস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

দধিবাচক শব্দ 'আশির' ( রকারান্ত ), প্রার্থনা বা ইচ্ছাবাচক শব্দ 'আশিস্' ( সকারান্ত ); শেষোক্ত শব্দটি ( 'আশিস্' শব্দ ) ইচ্ছার্থক আ+'শাস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

'ইন্দ্রায় গাব আশিরম্' ( ঋ ৮।৬৯।৬ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১০ ॥

গাবঃ ( গাভীসমূহ ) ইন্দ্রায় ( ইন্দ্রের জন্য ) আশিরম্ ( সোমের সহিত মিশ্রিত করিবার দধি অর্থাৎ তৎকারণীভূত দুগ্ধ )[৩] [ প্রদান করে ]—·····ইত্যপি......।

'আশির্' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল। 'আশিস্' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইতেছে।

'সা মে সত্যাশীর্দেবেষু' ( মৈঃ সং ১।৩।৪, তৈঃ সং ৩।২।৭।২ ) ইতি চ ॥ ১১ ॥

মে ( আমার ) আশীঃ ( প্রার্থনা ) দেবেষু [ গম্যাৎ ] ( দেবগণের নিকট গমন করুক ) সত্যা [ চ ] [ ভূয়াৎ ] ( এবং সত্য অর্থাৎ ফলপ্রদ হউক ) ইতি চ নিগমো... ।

যদা তে মর্তো অনুভোগমানড়াদিদ্‌গ্রসিষ্ঠ ওষধীরজীগঃ ॥ ১২ ॥

( ঋ ১।১৬৩।৭ ; শুক্ল-যজুঃ ২৯।১৮ )

[ হে অশ্ব ], যদা ( যখন ) মর্তঃ ( মনুষ্য ) ভোগং ( উৎকৃষ্ট ভোগ্যবস্তু ) তে ( তোমার

---

১। 'আশ্রপণ' শব্দের অর্থ ঈষৎ শ্রপণ অর্থাৎ অল্প পাক করা; পাকার্থক 'শ্রা' ধাতু হইতে 'শ্রপণ' শব্দের নিষ্পত্তি; 'শ্রী' ধাতুও পাকার্থক; ভাষ্যকারের মতে 'শ্রা' ধাতু হইতেই 'আশির্' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে—কারণ, 'শ্রী' ধাতুর নিরুক্তরূপ শ্রায়ণ, শ্রপণ নহে; 'শ্রী' ধাতু হইতে 'আশির্' শব্দের নিষ্পত্তি ভাষ্যকারের অভিপ্রেত হইলে পাঠ হইত—আশ্রায়ণাৎ।

২। ঈষচ্ছ্রিতং শৃতং ভবতি দধিতাবাৎ ( দুঃ )।

৩। দধ্নঃ কারণভূতং পয় ইত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

নিকট ) অনু+আনট্ ( আনয়ন করে )[1] আৎ ইৎ (তখন)[2] গ্রসিষ্ঠঃ ( অতিভক্ষক তুমি ) ওষধীঃ ( ওষধিসমূহ ) অজীগঃ ( ভক্ষণ কর )।[3]

'অজীগঃ' পদ অনবগত ; ইহার অর্থ 'অগারীঃ' (ভক্ষণ করিয়াছিলে ; এই স্থানে বর্তমানকালের অর্থ প্রকাশ করিতেছে)। ঋষি অশ্বের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—হে অশ্ব, যখন তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, মানুষ তখন তোমার জন্য উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তু আনয়ন করে ; তুমি তাহা উপেক্ষা করিয়া সামান্য ওষধি অর্থাৎ ঘাসে উদর পূরণ কর। তোমার ন্যায় শ্রান্ত হইয়া অন্য প্রাণী চলিতেই সমর্থ হয় না।[4]

যদা তে মর্তো ভোগমথাপৎ, অথ

গ্রসিতৃতম ওষধীরগারীঃ ॥ ১৩ ॥

অনু ভোগম্ আনট্—ভোগম্ অনু+আনট্=ভোগম্ অনু+আপৎ—ভোগম্ অন্বাপৎ ( ভোগপ্রাপ্তি ঘটায় ; 'আপ্' ধাতুর লুঙের পদ আপৎ, ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ' ধাতুর লুঙের প আনট্ ); আৎ—অথ ; গ্রসিষ্ঠঃ—গ্রসিতৃতমঃ ( অতিশয়েন ভক্ষয়িতা ) ; অজীগঃ—অগারীঃ ( ভক্ষণ করিয়াছিলে ; এইস্থানে, ভক্ষণ কর—বেদে সর্বকালেই লুঙ্, লঙ্ ও লিট্ প্রযুক্ত হয়, পাঃ ৩।৪।৬ )।

জিগর্তির্গিরতিকর্মা বা গৃণাতিকর্মা বা গৃহ্ণাতিকর্মা বা ॥ ১৪ ॥

জিগর্তিঃ ( 'জিগৃ' ধাতু ) গিরতিকর্মা বা ( হয়, ভক্ষণার্থক ) গৃণাতিকর্মা বা (আর না হয়, স্তুত্যর্থক ) গৃহ্ণাতিকর্মা বা ( আর না হয়, গ্রহণার্থক )।

জিগৃ—নৈরুক্ত ধাতু ;[5] ইহারই লুঙের মধ্যমপুরুষ একবচনের পদ অজীগঃ। 'জিগৃ' ধাতুর অর্থ—ভক্ষণ করা, স্তুতি করা অথবা গ্রহণ করা।

'মূরা অমূর ন বয়ঞ্চিকিত্বো মহিত্বমগ্নে ত্বমঙ্গ বিৎসে' ॥ ১৫ ॥

( ঋ ১০।৪।৪ )

অমূর ( হে অমূঢ় ) মূরাঃ ( মূঢ়াঃ বয়ম্—আমরা মূঢ় ), ন বয়ং চিকিত্বঃ ( আমরা তোমার মহত্ব বা প্রভাব জানি না ), অঙ্গ অগ্নে ( হে অগ্নে ), ত্বং মহিত্বং বিৎসে ( নিজের মহিমা তুমি নিজেই জান )।

'অমূর' শব্দ অনবগত ; ইহার অর্থ অমূঢ়।

---

১। অনু আনট্ অনুব্যাপ্নোতি হবীরূপং ভোগং সমর্পয়তি ( মহীধর )।

২। আৎ অথ তদা ইৎ পদপূরণাঃ ( দুঃ খাঃ ); আদিতি পাদপূরণার্থো ( উবট )।

৩। অজীগঃ গিরসি ভক্ষয়সি ( মহীধর ); গিরসি গৃহ্ণাসি বা ( দুঃ )।

৪। অশ্ব পরিশ্রান্তস্তং ওষধীর্গিরসি, অন্যে হি প্রাণিনঃ পরিশ্রান্তাঃ কিঞ্চিৎ ন শক্নুবন্তি ত্বং তু সুতরামোষধী-র্ভক্ষয়সি, ইত্যেতদধিকং তব ( দুঃ )।

৫। জিগর্তি নৈরুক্তধাতুঃ ( বেঃ বাঃ )।

মূঢ়া বয়ং স্মোঽমূঢ়স্ত্বমসি ন বয়ং বিদ্মো মহত্ত্বমগ্নে ত্বং তু বেত্থ ॥ ১৬ ॥

মূরা বয়ং—মূঢ়াঃ বয়ং স্মঃ ( আমরা মূঢ় ) [ কিন্তু ], ত্বম্ অমূঢ়ঃ অসি ( তুমি অমূঢ় ), ন বয়ং চিকিত্বঃ মহিত্বম্—ন বয়ং বিদ্মঃ মহত্ত্বম্ ( আমরা তোমার মহত্ত্ব বা প্রভাব জানি না ; চিকিত্বঃ—বিদ্মঃ, মহিত্বম্—মহত্ত্বম্ ) ; অগ্নে, ত্বমঙ্গ বেৎস—ত্বং তু বেত্থ ( তুমি কিন্তু জান ; বেৎস—বেত্থ 'অঙ্গ'—অব্যয়, সম্বোধনে )।

<u>শশমানঃ</u> শংসমানঃ ॥ ১৭ ॥

শশমানঃ—শংসমানঃ ( স্তুতি করিতে করিতে )।

'শশমান' শব্দ অনবগত, স্তুত্যর্থক 'শংস' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; ইহার অর্থ—স্তুতি করিতে করিতে।

'যো বাং যজ্ঞৈঃ শশমানো হ দাশতি' ( ঋ ১।১৫১।৭ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৮ ॥

[ হে মিত্রাবরুণ ] যঃ ( যিনি ) যজ্ঞৈঃ ( যজ্ঞের নিমিত্ত )[1] শশমানঃ ( স্তুতি করিতে করিতে )[2] দাশতি ( হবি দান করেন )[3]…ইত্যপি… ।

'দেবো <u>দেবাচ্যা কৃপা</u>' ॥ ১৯ ॥

( ঋ ১।১২৭।১ ; শুক্ল-যজুঃ ১৫।৪৭ )

দেবঃ ( দানাদিগুণযুক্ত অগ্নি ) দেবাচ্যা ( দেবগণের প্রতি গত ) কৃপা ( কল্পিতয়া—সামর্থ্যযুক্ত ) [ শোচিষা ] ( জ্বালার দ্বারা )…

'দেবাচ্যা', 'কৃপা' এই দুইটি শব্দ অনবগত ; নিঘণ্টুতে কিন্তু অনবগত পদসমূহের মধ্যে ( ৪।৩ ) 'দেবো দেবাচ্যাকৃপা' এইরূপ উল্লেখ আছে। স্কন্দস্বামী বলেন—দেবশব্দোপাদানমনয়োরেব সংপ্রতিপত্ত্যর্থম্ ; দুর্গাচার্য্য বলেন—দেবশব্দোঽনয়োরেবোপলক্ষণার্থোঽত্র সমাম্নাতঃ।

দেবো দেবান্ প্রত্যক্তয়া কৃপা, কৃপ্ কৃপতে র্বা কল্পতে র্বা ॥ ২০ ॥

দেবাচ্যা—দেবান্ প্রতি অক্তয়া অর্থাৎ গতয়া ( দেবগণের প্রতি গত ; অক্ত—গত—গত্যর্থক 'অঞ্চ্' ধাতু ক্ত প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন ) ; কৃপা—'কৃপ্' শব্দের তৃতীয়ার একবচনের পদ ; কৃপ্ কৃপতে র্বা কল্পতে র্বা ( 'কৃপ্' শব্দ সামর্থ্যার্থক 'কৃপ্' অথবা সামর্থ্যার্থক 'কৃপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )। 'কৃপ্' শব্দের অর্থ কল্পিত অর্থাৎ হবির্বহনে সমর্থ। দেবাচ্যা এবং কৃপা—দুইটি পদই 'শোচিষা' পদের বিশেষণ ; 'শোচিষ' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ; মহীধর বলেন এইস্থলে স্ত্রীলিঙ্গরূপে শব্দটির প্রয়োগ আর্ষ।[4]

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। যজ্ঞৈঃ নিমিত্তভূতৈঃ ( দুঃ )।
২। শশমানঃ শংসন্ স্তুবন্ ( স্কঃ স্বাঃ )
৩। দাশতি দদাতি হবীংষি ( স্কঃ স্বাঃ )।
৪। শোচিঃশব্দস্ত স্ত্রীত্বমার্ষম্।

# নবম পরিচ্ছেদ

অশ্রবং হি ভূরিদাবত্তরা বাং বিজামাতুরুত বা ঘা স্যালাৎ।

অথা সোমস্য প্রযতী যুবভ্যামিন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনযামি নব্যম্ ॥ ১ ॥

(ঋ ১।১০৯।২)

ইন্দ্রাগ্নী (হে ইন্দ্র ও অগ্নি), হি (যেহেতু)[1] অশ্রবং (আমি শুনিয়াছি) বাং (তোমরা) বিজামাতুঃ উত বা ঘা[2] স্যালাৎ (ভবিষ্যজ্জামাতা এবং শ্যালক অপেক্ষাও) ভূরিদাবত্তরৌ (নানাবিধ ধনের অধিক দাতা), অথা (এই কারণে)[3] সোমস্য প্রযতী (সোম প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে)[4] যুবভ্যাং (তোমাদের উদ্দেশ্যে) নব্যং (নূতন) স্তোমং (স্তোত্র) জনযামি (রচনা করিতেছি)।

'বিজামাতুঃ' পদ অনবগত; ইহার অর্থ ভবিষ্যজ্জামাতা অর্থাৎ যাহার জামাতৃভাব সুসমাপ্ত হয় নাই। জামাতৃগুণহীন বা অযোগ্য ব্যক্তি বিবাহ সমাপ্তির পূর্ব্বেই কন্যার পিতাকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রভূত অর্থ প্রদান করে,[5] শ্যালকও স্বীয় ভগিনীকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রভূত অর্থ প্রদান করে;[6] ইন্দ্র ও অগ্নি যজমানকে নানাবিধ ধন ইহাদের অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে প্রদান করেন।

অশ্রৌষং হি বহুদাতৃতরৌ বাং বিজামাতুরসুসমাপ্তাজ্জামাতুঃ ॥ ২ ॥

অশ্রবম্—অশ্রৌষম্ (শুনিয়াছি); ভূরিদাবত্তরা—বহুদাতৃতরৌ (বহুবিধ অর্থের দাতৃতর অর্থাৎ অধিকপরিমাণে দাতা); বিজামাতুঃ—অসুসমাপ্তাৎ জামাতুঃ (অসুসমাপ্ত জামাতা হইতে—অযোগ্যতা নিবন্ধন যাহার জামাতৃভাব সুসমাপ্ত হয় নাই, ঈদৃশ ব্যক্তি হইতে অর্থাৎ গুণহীন ভবিষ্যজ্জামাতা হইতে)। অযোগ্য ব্যক্তিরাই বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার পিতাকে প্রভূত অর্থের দ্বারা কন্যাদানে প্রলুব্ধ করে।

বিজামাতেতি শশ্বদ্দাক্ষিণাত্যাঃ ক্রীতাপতিমাচক্ষতে ॥ ৩ ॥

দাক্ষিণাত্যাঃ (দক্ষিণদেশের লোক) শশ্বৎ (নিত্যই)[7] ক্রীতাপতিং (ক্রীতাকন্যার পতিকে) বিজামাতা ইতি আচক্ষতে (বিজামাতা বলিয়া অভিহিত করে)।

---

১। হিশব্দো যস্মাদর্থে (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বাশব্দশ্চার্থে, ঘঃ পদপূরণঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। অথ এতস্মাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। সোমস্য প্রবত্তির্দানার্থঃ, ততো ভাবে ক্তিনি তৃতীয়ৈকবচনস্য পূর্বসবর্ণ এতদ্রূপম্, সহার্থে চ তৃতীয়া প্রত্যয়ঃ, প্রদানেন সহেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। যোহি অসমাপ্তজামাতৃভাবো ভবতি, স জামাতৃগুণহীনত্বাৎ বহুদানেন কন্যাপিতুরারাধ্য তেভ্যঃ আত্মানং রোচয়তি (দুঃ)।

৬। শ্যালোঽপি ভগিনীপ্রিয়চিকীর্ষয়া বহুধনং দদাতি (দুঃ)।

৭। শশ্বন্নিত্যম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

দক্ষিণাঃ এব দাক্ষিণাঃ ( দক্ষিণদেশের লোক দক্ষিণ অথবা দাক্ষিণ ) ; 'দাক্ষিণ' শব্দের উত্তর—আ+'অন্' ধাতু হইতে 'দাক্ষিণাজ' শব্দের নিষ্পত্তি ; দাক্ষিণাজ—দক্ষিণদেশবাসী। কন্যার পিতার নিকট হইতে কন্যা ক্রয় করিয়া তাহাকে যে বিবাহ করে সে বিজামাতা বলিয়া দাক্ষিণাত্যে অভিহিত হয়।

অসুসমাপ্ত ইব বরোঽভিপ্রেতঃ ॥ ৪ ॥

অসুসমাপ্ত ইব বরঃ ( যেন অসুসমাপ্ত বর ) অভিপ্রেত ( ইহাই 'ক্রীতাপতি' শব্দের অভিপ্রেত )।

বিজামাতা—অসুসমাপ্ত জামাতা, ইহাই ভাষ্যকারের মত ( ২য় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য ) ; দাক্ষিণাত্যগণের মতে, বিজামাতা—ক্রীতাপতি। ভাষ্যকার বলিতেছেন—ক্রীতাপতিও অসুসমাপ্ত জামাতার তুল্য ; কারণ, ক্রীতাপতি গুণহীনতা নিবন্ধন ভার্য্যার্থে কন্যা ক্রয় করে, তাহার বিবাহ যেন অসিদ্ধ, সে যেন অসুসমাপ্ত বর—তাহার জামাতৃত্ব যেন সুসমাপ্ত হয় নাই।[১]

জামাতা জা অপত্যং তন্নির্মাতা ॥ ৫ ॥

'জামাতৃ' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন ; জামাতৃ—জা+মাতৃ। 'জা' শব্দের অর্থ অপত্য—কন্যারূপ অপত্য, 'মাতৃ' শব্দের অর্থ নির্মাতা ; জামাতা কন্যার নির্মাতা—কন্যাকে স্ত্রীরূপে নির্মাণ করে, মৈথুন ব্যবহারের দ্বারা।[২]

উত বা ঘা স্যালাৎ—অপি চ স্যালাৎ ॥ ৬ ॥

উত বা ঘা স্যালাৎ—অপি চ স্যালাৎ ( উত—অপি, বা—চ, ঘা—নিরর্থক )।

স্যাল আসন্নঃ সংযোগেনেতি নৈদানাঃ ॥ ৭ ॥

স্যালঃ—আসন্নঃ সংযোগেন ( সম্বন্ধে আসন্ন বা নিকট ) ইতি নৈদানাঃ ( নিদানবিদ্‌গণ ইহা মনে করেন )।

'স্যাল' শব্দ 'সদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—স্ত্রীর ভ্রাতা, এই সম্বন্ধে স্যাল আসন্ন বা নিকট-আত্মীয় ; সদ্+ণ্যৎ=সাদ্য—স্যাদ—স্যাল। শব্দের মূলতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ নিদান ; নৈদানাঃ—নিদানবিদঃ ( যাঁহারা নিদান জানেন )।[৩]

স্যাল্লাজানাবপতীতি বা ॥ ৮ ॥

স্যাৎ ( স্য অর্থাৎ শূর্প বা কুলা হইতে ) লাজান্ ( লাজ অর্থাৎ খৈ ) আবপতি ( বিকিরণ করে ) ইতি বা ( ইহাই বা 'স্যাল' শব্দের ব্যুৎপত্তি )।

---

১। স হি বিগুণত্বাদাত্মনঃ ক্রীণাতি কন্যামাত্মনো ভার্য্যার্থে তস্মাদসুসমাপ্ত ইবাসৌ বরোঽভিপ্রেতঃ ( দুঃ )।
২। স্ত্রীত্বং হি মৈথুনেন ব্যবহারেণাসৌ নির্ম্মিমীতে তেনাসৌ দুহিতুঃ পতির্জামাতা ভবতি ( দুঃ )।
৩। নিদানং নাম গ্রন্থ স্তদ্বিদো নৈদানাঃ ( স্কঃ স্বাঃ ) ; নৈদানা নিদানবিদঃ ( দুঃ )।

অথবা, 'স্ত' ও 'লাজ' এই দুই শব্দ হইতে 'স্তাল' শব্দের নিষ্পত্তি—বিবাহকালে কন্যার ভ্রাতা শূর্প বা কুলা হইতে লাজ ( খৈ ) গ্রহণ করিয়া [1] দম্পতির মস্তকের উপর তাহা বিকীর্ণ করে।

লাজাঃ লাজতেঃ ॥ ৯ ॥

লাজাঃ ( 'লাজ' শব্দ ) লাজতেঃ ( 'লাজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )। 'লাজ' শব্দ ভর্জনার্থক 'লাজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

স্যং শূর্পং স্যতেঃ, শূর্পমশনপবনং শৃণাতের্বা ॥ ১০ ॥

স্যং শূর্পম্ ( 'স্য' শব্দের অর্থ শূর্প বা কুলা ), স্যতেঃ ( 'সো' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ), শূর্পম্—অশনপবনম্ ( খাদ্যদ্রব্যের শোধন বা পরিষ্কার যাহা দ্বারা করা হয় ), শৃণাতেঃ বা ( অথবা, 'শূর্প' শব্দ 'শৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'স্য' শব্দ শূর্পবাচক, প্রক্ষেপণার্থক 'সো' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—শূর্প বা কুলা দ্বারা তুষ নিক্ষিপ্ত করা হয়। [2] 'শূর্প' শব্দ ভোজনার্থক 'অশ্' ধাতু ও পবনার্থক 'পূ' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন—শূর্প অশন ( তণ্ডুলাদি ভোজন দ্রব্য ) পবিত্র করে অর্থাৎ—তুষ কণা, কীট প্রভৃতি হইতে মুক্ত করে। [3] অথবা, হিংসার্থক 'শৄ' ধাতু হইতে 'শূর্প' শব্দের নিষ্পত্তি—শূর্পের দ্বারা মক্ষিকাদি ক্ষুদ্র প্রাণী হিংসিত হয়। [4]

সোমস্য প্রদানেন ॥ ১১ ॥

'সোমস্য প্রযতী=সোমস্য প্রদানেন ( সোমপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ সোমপ্রদান কালেই —সহার্থে তৃতীয়া )।

'যুবভ্যামিন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনয়ামি নব্যম্' নবতরম্ ॥ ১২ ॥

'যুবভ্যাম্······ ইত্যাদি স্থলে 'নব্য' শব্দের অর্থ নবতর ( সম্পূর্ণ নব বা নূতন )।

'ওমাস ইত্যুপরিষ্টাদ্ ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১৩ ॥

'ওমাসঃ' পদ অনবগত ; ইহার ব্যাখ্যা পরে ( নিরু ১২।৪০ ) করা হইবে।

॥ নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। স্যাৎ তস্মাদসৌ গৃহীত্বা ( দুঃ )।
২। স্যতের্ধাতোঃ প্রক্ষেপণার্থস্য তেন হি তুষাঃ ক্ষিপ্যন্তে ( দুঃ )।
৩। তেন হি অশনং পূয়তে ( দুঃ )।
৪। তেন হি হিংস্যন্তে মক্ষিকাদয়ঃ ক্ষুদ্রপ্রাণিনঃ ( স্কঃ মাঃ )।

## দশম পরিচ্ছেদ

সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে।
কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ১।১৮।১ ; শুক্ল-যজুঃ ৩।২৮ )।

ব্রহ্মণস্পতে (হে বৃহস্পতে), [সোমানাং] সোমানং (সোমের অভিষবকারী আমাকে), [তং] কক্ষীবন্তম্ [ইব] (সেই কক্ষীবানের ন্যায়) স্বরণং (বিখ্যাত) কৃণুহি (কর), যঃ ঔশিজঃ (যে কক্ষীবান্ উশিজের পুত্র)।

'সোমানম্' পদ অনবগত। ইহার অর্থ—সোতারম্ (সোমের অভিষবকারীকে; অভিষবার্থক 'সু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। কক্ষীবান্ ঋষির মাতা উশিজ্; ঋষি (মেধাতিথি) প্রার্থনা করিতেছেন—হে বৃহস্পতে, সোমের অভিষব কর্তা আমাকে উশিজের পুত্র কক্ষীবানের ন্যায় স্বরণ অর্থাৎ প্রকাশনযুক্ত বা খ্যাতিবিশিষ্ট কর।

সোমানাং সোতারং প্রকাশনবন্তং কুরু ব্রহ্মণস্পতে
কক্ষীবন্তমিব য ঔশিজঃ ॥ ২ ॥

সোমানং—সোমানাং সোতারং (সোমাভিষবকারীকে); স্বরণং—প্রকাশনবন্তম্ (প্রকাশনবান্ অর্থাৎ যশস্বী বা খ্যাতিবিশিষ্ট);[১] কৃণুহি—কুরু; কক্ষীবন্তং—কক্ষীবন্তম্ ইব (লুপ্তোপমা)—কক্ষীবানের ন্যায়। যঃ ঔশিজঃ—'মহাভারতে, মৎস্যপুরাণে ও বায়ুপুরাণে কক্ষীবানের গল্প আছে। কলিঙ্গরাজ সন্তান আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার রাজ্ঞীকে দীর্ঘতমা মুনির সহিত সহবাসের আদেশ দিয়াছিলেন। রাজ্ঞী স্বয়ং না যাইয়া দাসী উশিজ্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। মুনি ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং উশিজের দ্বারা কক্ষীবান্ নামক সন্তান উৎপাদন করিলেন। কক্ষীবান্ কালে প্রসিদ্ধ ঋষি হইলেন' (রমেশচন্দ্র)।

কক্ষীবান্ কক্ষ্যাবানৌশিজ উশিজঃ পুত্রঃ, উশিগ্ বষ্টেঃ কান্তিকর্ম্মণঃ ॥ ৩ ॥

কক্ষীবান্—কক্ষ্যাবান্ (উত্তরবাসবিশিষ্ট; 'কক্ষ্যা' শব্দের অর্থ উত্তরবাস (upper garment); ঔশিজঃ—উশিজঃ পুত্রঃ; উশিক্ ('উশিজ্' শব্দ) কান্তিকর্ম্মণঃ (ইচ্ছার্থক) বষ্টেঃ ('বশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'উশিক্' শব্দের অর্থ মেধাবী (নিঘ ৩।১৫); ইচ্ছার্থক 'বশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মেধাবী ব্যক্তি শাস্ত্র অভ্যাস করিতে কিংবা ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করেন।

---

১। শব্দবিতারং সুবশবিনম্ (স্কঃ)।

অপিত্বয়ং মনুষ্যকক্ষ এবাভিপ্রেতঃ স্যাৎ, তং সোমানাং
সোতারং মাং প্রকাশনবন্তং কুরু ব্রহ্মণস্পতে ॥ ৪ ॥

অপি তু ( অথবা ) অয়ং ( 'কক্ষীবন্তং' পদের 'কক্ষ' শব্দ ) মনুষ্যকক্ষঃ এব অভিপ্রেতঃ স্যাৎ ( মনুষ্যকক্ষেরই বোধক হইতে পারে ); তাহা হইলে অর্থ হইবে—তং ( সেই প্রশস্তকক্ষবিশিষ্ট ) সোমানাং সোতারং মাং প্রকাশনবন্তং কুরু……।

'কক্ষীবান্' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কক্ষ্যাবান্ করিয়া এবং 'কক্ষীবন্তম্' পদকে লুপ্তোপমাবিশিষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভাষ্যকার বলিতেছেন—কক্ষীবান্ পদের অর্থ 'কক্ষবান্'ও হইতে পারে এবং 'কক্ষ' শব্দে মনুষ্যকক্ষ ( বাহুমূল বা বগল )ও বুঝাইতে পারে; লুপ্তোপমা স্বীকার করিবারও প্রয়োজন নাই। 'কক্ষীবন্তম্' ও 'ঔশিজম্' এই দুইটি পদ 'মাম্' পদের বিশেষণ হইবে [১] এবং সমস্ত বাক্যের অর্থ হইবে—কক্ষীবান্ অর্থাৎ প্রশস্ত কক্ষ ( বাহুমূল বা বগল )-বিশিষ্ট সোমাভিষবকারী ঔশিজ (উশিক্ অর্থাৎ মেধাবী যে ব্র তাহার পুত্র মেধাতিথি ) [২] আমাকে খ্যাতি সম্পন্ন কর। এই মন্ত্রের ঋষি মেধাতিথি।

॥ দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অথবা কক্ষীবন্তমিতি ন কবিনাম ন চোপমাবন্, কিং তর্হি আত্মনো বিশেষণম্ ( শঃ ভাঃ )।
২। উশিজশ্চ মেধাবিনঃ কস্যচ পুত্রো মেধাতিথির্নাম ( শঃ ভাঃ )।

# একাদশ পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রাসোমা সমঘশংসমভ্যঘং তপুর্যযস্তু চরুরগ্নিবাঁ ইব।
ব্রহ্মদ্বিষে ক্রব্যাদে ঘোরচক্ষসে দ্বেষো ধত্তমনবায়ং কিমীদিনে ॥ ১ ॥

( ঋ ৭।১০৪।২ )

ইন্দ্রাসোমা ( হে ইন্দ্র ও সোম ), অঘশংসম্ ( পাপকীর্ত্তনকারী ) অভ্যঘং ( নিয়ত পাপ-প্রবৃত্ত )[১] [ রাক্ষসং ] ( রাক্ষসকে ) সম্- [ তাপয়তম্ ] ( সন্তপ্ত কর ), তপুঃ ( সন্তাপ্যমান বা অভিসন্তপ্ত হইয়া )[২] অগ্নিবান্ ( অগ্নিসংযুক্ত ) চরুঃ ইব ( চরুপাকের মাটীর হাঁড়ীর ন্যায় ) যযস্তু (ক্ষয়প্রাপ্ত হউক );[৩] ব্রহ্মদ্বিষে (ব্রাহ্মণদ্বেষী ) ক্রব্যাদে ( আমমাংসভোজী ) ঘোরচক্ষসে ( ঘোরদর্শন ) কিমীদিনে ( খলস্বভাব ) রাক্ষসায় ( রাক্ষসের প্রতি ) অনবায়ং ( অখণ্ড ) দ্বেষঃ ( দ্বেষ্যতা )[৪] ধত্তম্ (ধারণ কর )।

'অনবায়ম্' ও 'কিমীদিনে'—এই দুইপদ অনবগত।

ইন্দ্রাসোমাবঘস্য শংসিতারম্, অঘং হন্তে নির্হ্রসিতোপসর্গ আহন্তীতি ॥ ২ ॥

ইন্দ্রাসোমা—ইন্দ্রাসোমৌ ; অঘশংসম্—অঘস্য শংসিতারম্ ( পাপের প্রখ্যাপনকারীকে অর্থাৎ পাপ করিয়া যে স্পর্দ্ধা করে তাহাকে ) ; অঘং হন্তেঃ নির্হ্রসিতোপসর্গঃ ( 'অঘ' শব্দ আ পূর্ব্বক 'হন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—'আ' উপসর্গ হ্রস্বতা প্রাপ্ত ) ; 'অঘ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আহন্তি ইতি ( শ্রেয়ঃ হনন করে )।[৫]

তপুস্তপতেঃ ॥ ৩ ॥

'তপুঃ' শব্দ 'তপ্' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'উ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন ; ইহার অর্থ—অভিসন্তপ্যমান অর্থাৎ অত্যন্ত পীড্যমান।[৬]

চরুর্মৃচ্চয়ো ভবতি চরতে র্বা সমুচ্চরন্ত্যস্মাদাপঃ ॥ ৪ ॥

চরুঃ মৃচ্চয়ো ভবতি ( চরুঃ = মৃচ্চয়ঃ—চরু মৃত্তিকারাশি ) ; চরতঃ বা ( অথবা 'চর্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ) সমুচ্চরন্তি অস্মাৎ আপঃ ( চরু বা মাটীর হাঁড়ি হইতে ) আপঃ ( জল ) সমুচ্চরন্তি ( উর্দ্ধে উত্থিত হয় )।

---

১। পাপনের কর্ত্তারমভিমুখ্যেন নিত্যকালমেব দোষবন্থিতত্বম্ ( দুঃ )।
২। তপুঃ দুবাভ্যাং সন্তাপ্যমানঃ ( দুঃ )।
৩। যযস্তু ক্ষয়ং যাত্বিত্যর্থঃ ( দুঃ )।
৪। বৈদিক 'দ্বেষস্' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন।
৫। আভিমুখ্যেন হন্তি শ্রেয়াংসি বিনাশয়তীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
৬। তপুঃ তপেঃ কর্ম্মণ্যুপ্রত্যয়ে অভিসন্তপ্যমান ইত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

'চরু' শব্দের নির্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। চরু বা মাটীর হাঁড়ি মৃন্ময় বা মৃত্তিকারাশি ভিন্ন আর কিছুই নহে ; চয়=চরু। অথবা, 'চর' ধাতু হইতে 'চরু' শব্দ নিষ্পন্ন—মাটীর হাঁড়ি তপ্ত হইলে ইহা হইতে জল সমুচ্চরিত বা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়।[১]

ব্রহ্মদ্বিষে ব্রাহ্মণদ্বেষ্ট্রে, ক্রব্যাদে ক্রব্যমদতে, ঘোরচক্ষসে ঘোরখ্যানায়। ৫ ॥

ব্রহ্মদ্বিষে=ব্রাহ্মণদ্বেষ্ট্রে (ব্রাহ্মণদ্বেষীর প্রতি), ক্রব্যাদে—ক্রব্যম্ অদতে (ক্রব্যম্ আমমাংসম্ অত্তি ইতি ক্রব্যাৎ তস্মৈ—আমমাংস অর্থাৎ অপক্ব মাংসভোজীর প্রতি), ঘোরচক্ষসে—ঘোরখ্যানায় (ঘোরদর্শন রাক্ষসের প্রতি)।

ক্রব্যং বিকৃত্তাজ্জায়ত ইতি নৈরুক্তাঃ ॥ ৬ ॥

ক্রব্যং (আমমাংস) বিকৃত্তাৎ (বিশেষ রূপে কর্ত্তিত প্রদেশ হইতে) জায়তে (উৎপন্ন হয়) ইতি নৈরুক্তাঃ (নৈরুক্তগণ ইহা মনে করেন)।

'ক্রব্য' শব্দের অর্থ আম বা অপক্ব মাংস, পশু-পক্ষীর দেহ কর্ত্তনে ইহার উৎপত্তি হয় ; ক্রব্য' শব্দ ছেদনার্থক 'কৃৎ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।[২]

দ্বেষো ধত্তম্ ॥ ৭ ॥

বেদে দ্বেষার্থক 'দ্বেষস্' শব্দ আছে ; তাহার দ্বিতীয়ায় একবচনে 'দ্বেষঃ'।

অনবায়ম্ অনবয়বম্, যদন্যে ন ব্যবেয়ুরদ্বেষস ইতি বা। ৮ ॥

অনবায়ম্—অনবয়বম্ (সকল বা অখণ্ড) বা (অথবা) অন্যে (অন্য কেহ) অদ্বেষসঃ (দ্বেষরহিত হইয়াও) যৎ ন ব্যবেয়ুঃ (যাহাকে বিযোজিত করিতে পারে না)।

'অনবায়ম্' পদ 'দ্বেষঃ' পদের বিশেষণ ; 'অনবায়' শব্দের অর্থ অনবয়ব (অবয়ব বা খণ্ড রহিত) অর্থাৎ সকল বা অখণ্ড।[৩] অথবা অনবায়—অব্যবেয় (অবিযোজ্য বা অনপনেয়) ; ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—হে ইন্দ্র ও সোম, তোমরা রাক্ষসের প্রতি এইরূপ দ্বেষ ধারণ কর, যাহা সেই রাক্ষসের প্রতি দ্বেষরহিত সুহৃদ্‌বর্গ চেষ্টা করিয়াও বিযোজিত বা অপনীত করিতে পারিবে না।[৪]

কিমীদিনে কিমীদানীমিতিচরতে কিমিদং কিমিদমিতি বা পিশুনায় চরতে। ৯ ॥

কিমীদিনে ('কিমীদিন্' শব্দের চতুর্থীর একবচন)—কিম্ ইদানীম্ ইতি চরতে ('এখন কি হইতেছে' এই বলিয়া যে বিচরণ করে তাহার প্রতি) বা (অথবা) কিম্ ইদং

---

১। সমুচ্চরত্যস্মাত্তপ্তাৎপাকঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। বিকৃত্তাৎ প্রদেশাজ্জায়ত ইতি বিকৃত্ততঃ ক্রব্যমিতি নৈরুক্তাঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
৩। অনবায়ম্ অনবয়বং সকলমিত্যর্থঃ (দুঃ)।
৪। অনবায়মব্যবেয়মিতি ব্যাখ্যাতম্ (স্কঃ স্বাঃ) ; যদন্যে অস্তদন্যেহঃ তৎসুহৃদঃ অদ্বেষসঃ অদ্বেষ্টারঃ বহু ব্যবেতুং বিযোজয়িতুং ঘটমানা অপি ন শক্নুয়ুঃ তাদৃশং দ্বেষো ধত্তম্ (দুঃ)।

কিম্ ইদম্ ইতি চরতে ( 'ইহা কি' 'ইহা কি' এই বলিয়া যে বিচরণ করে তাহার প্রতি ) পিশুনায় ( অর্থাৎ পিশুনের প্রতি )।

'কিমীদিন্' শব্দের অর্থ পিশুন বা খলস্বভাব ব্যক্তি ; পিশুন বা খলস্বভাব ব্যক্তি সর্বদাই পরের তথ্য অন্বেষণ করে এবং সমস্ত জানিয়াও প্রশ্ন করে—এখন কি হইতেছে, ইহা কি, উহা কি, ইত্যাদি।

পিশুনঃ পিংশতে র্বিপিংশতীতি ॥ ১০ ॥

পিশুনঃ ( 'পিশুন' শব্দ ) পিংশতেঃ ( 'পিংশ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ) বিপিংশতি ইতি ( বিশেষরূপে গঠন বা পোষণ করে ইহাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ )।

'পিংশ' ( পিশি ) ধাতুর অর্থ অবয়ব অর্থাৎ গঠন ; 'পিংশ' ধাতু হইতেই 'পিশুন' শব্দের নিষ্পত্তি—পিশুন স্বল্প পাপও মনে মনে গঠন করে এবং পোষণ করে।[১]

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। ন হি স্বল্পমপি পাপং বিপিংশতি বিশুদ্ধতীকার্থং ( দুঃ )।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কৃণুষ্ব পাজঃ প্রসিতিং ন পৃথ্বীং যাহি রাজেবামবাঁ ইভেন।
তৃষ্বীমনু প্রসিতিং দ্রূণানোঽস্তাসি বিধ্য রক্ষসস্তপিষ্ঠৈঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ৪।৪।১, শুক্ল-যজুঃ ১৩।৯ )

পৃথ্বীং (প্রসারিত) প্রসিতিং ন (ব্যাধের জালের ন্যায়) পাজঃ (বল অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জ) কৃণুষ্ব (প্রসারিত কর),[১] অমবান্ (অমাত্যসমন্বিত) ইভেন [গচ্ছন্] (গজারূঢ় হইয়া গমনকারী, অথবা তদৱে পুষ্ট লোকজনের সহিত গমনকারী) রাজা ইব (রাজার ন্যায়) যাহি (শত্রুর বিরুদ্ধে গমন কর),[২] তৃষ্বীম্ অনু প্রসিতিং (তৃষ্বা অনুপ্রসিত্যা—ক্ষিপ্র সন্তত গতিতে) দ্রূণানঃ [ভব] (শত্রু সৈন্য সংহার করিতে থাক), অস্তা অসি (তুমি শত্রু-বিতাড়ক), তপিষ্ঠৈঃ (অতি সন্তাপকর অর্চিঃসমূহের দ্বারা) রক্ষসঃ (রাক্ষসগণকে) বিধ্য (বিদ্ধ কর)।

'অমবান্' পদ অনবগত এবং অনেকার্থক।

### কৃণুষ্ব পাজঃ, পাজঃ পালনাৎ ॥ ২ ॥

কৃণুষ্ব পাজঃ—কুরুষ্ব পাজঃ; পাজঃ ('পাজস্' শব্দ) পালনাৎ (ণিজন্ত 'পা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

পাজঃ—বলম্; 'পাজস্' শব্দ ণিজন্ত 'পা' (রক্ষণার্থক) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ৬৪২)—বলের দ্বারা শত্রু হইতে পালন বা রক্ষণ করা হয়।[৩]

### প্রসিতিমিব পৃথ্বীম্ ॥ ৩ ॥

প্রসিতিং ন পৃথ্বীম্—প্রসিতিম্ ইব পৃথ্বীং—পৃথ্বীং (বিশালাং) প্রসিতিম্ ইব।

### প্রসিতিঃ প্রসয়নাৎ, তন্তুর্বা জালং বা ॥ ৪ ॥

প্রসিতিঃ ('প্রসিতি' শব্দ) প্রসয়নাৎ (প্রপূর্বক 'সি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); ইহার অর্থ—তন্তু (পক্ষিবন্ধনরজ্জু বা ফাঁদ, অথবা জাল)।

'প্রসিতি' শব্দের অর্থ তন্তু (বন্ধনরজ্জু) অথবা জাল; প্র+'সি' (ষিঞ্ বন্ধনে) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—তন্তু দ্বারা পক্ষিবন্ধন করা হয়, জালের দ্বারা মৎস্যাদি বন্ধন করা হয়।

---

১। পক্ষিগ্রহণায় প্রসারিতং জালমিব শত্রুগ্রহণায় বলং প্রসারয়েত্যর্থঃ ( মহীধর )।

২। ইভেন গজেন শত্রূন্ প্রতি গচ্ছ ( মহীধর )—ষষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

৩। পাজঃ ইতি বলনাম তেন হি পালয়তে ( দুঃ )।

যাহি রাজেবামাত্যবানভ্যমনবান্ স্ববান্ বা ॥ ৫ ॥

যাহি রাজা ইব; অমবান্—অমাত্যবান্ (অমাত্যসমন্বিত), অথবা—অভ্যমনবান্ (রোগবান্ অর্থাৎ শত্রুর রোগভূত অথবা ভয়প্রদাতা), অথবা—স্ববান্ (বিত্তবান্); 'অভ্যমন' শব্দের অর্থ রোগ।[১]

'অমবান্' পদের অনেকার্থতা প্রদর্শন করিতেছেন। অগ্নির নিকট ঋষির প্রার্থনা—(১) রাজা যেরূপ অমাত্যপরিবৃত হইয়া গমন করেন, হে অগ্নে, তুমিও সেইরূপ তেজঃপুঞ্জপরিবৃত হইয়া শত্রুর (রাক্ষসগণের) বিরুদ্ধে গমন কর; অথবা, (২) রাজা যেরূপ শত্রুর রোগভূত হইয়া অর্থাৎ শত্রুকে ভীতি প্রদর্শন করিতে করিতে গমন করেন, তুমিও সেইরূপ কর; অথবা, (৩) রাজা যেরূপ আত্মবান্ বা আয়ত্তবান্ অর্থাৎ স্বাধীন এবং প্রভূত বিত্তসমন্বিত হইয়া সৈন্যগণকে খাদ্যাদি দ্বারা পোষণ করিতে করিতে গমন করেন,[২] আত্মবান্ বা স্বাধীন তুমিও সেইরূপ তোমার ভক্তদিগকে নানাবিধ ধন প্রদান করিয়া শত্রুভূত রাক্ষসদিগের বিরুদ্ধে গমন কর।

ইরাভৃতা গণেন গতভয়েন হস্তিনেতি বা ॥ ৬ ॥

ইভেন—ইরাভৃতা গণেন (অন্নাদিদ্বারা সুপুষ্ট গণের অর্থাৎ লোকজনের সহিত),[৩] বা (অথবা) ইভেন—গতভয়েন হস্তিনা (নির্ভীক হস্তীতে আরূঢ় হইয়া); 'ইরা' শব্দ অন্নবাচক (নিঘ ২।৭)।

তৃষ্ব্যাসু প্রসিত্যা দ্রূণানঃ ॥ ৭ ॥

তৃষীম্ অনু প্রসিতিম্ দ্রূণানঃ—তৃষ্ব্যা অনুপ্রসিত্যা দ্রূণানঃ (ক্ষিপ্র এবং অনুসন্তত অর্থাৎ অবিরত গতির দ্বারা সংহারকর্তা হও); তৃষীম অনুপ্রসিতিম্—তৃতীয়ার্থে দ্বিতীয়া; দ্রূণানঃ—হিংসার্থক 'দ্রু' ধাতুর শানচের পদ।[৪] বন্ধনার্থক 'ষিঞ্' ধাতু হইতে 'প্রসিতি' শব্দ নিষ্পন্ন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (৪র্থ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য); অনুপ্রসিত্যা—অনুবদ্ধয়া (অনুগতবদ্ধয়া) অর্থাৎ সন্ততয়া; উহা 'গত্যা' পদের বিশেষণ;[৫] হে অগ্নে, তুমি সন্তত বা অবিরত গতিতে শত্রুর দ্রূণান বা সংহারকর্তা হও—ইহাই প্রার্থনা করা হইতেছে।

তৃষীতি ক্ষিপ্রনাম তরতের্বা ত্বরতের্বা ॥ ৮ ॥

তৃষী ইতি ক্ষিপ্রনাম ('তৃষী' শব্দ ক্ষিপ্রবাচক), তরতেঃ বা ত্বরতেঃ বা ('তৃ' ধাতু বা 'ত্বর্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

---

১। অথবা অমনঃ রোগ উচ্যতে শত্রূণাং রোগভূতবান্, অন্যানাং রোগভূত ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। স্ববান্ আত্মবান্ আয়ত্তবানিত্যর্থ (স্কঃ স্বাঃ); আত্মবিত্তবান্ স্বভৃত্যেভ্যো দদৎ (দুঃ)।

৩। ইরাভৃতা অন্নভৃতেন গণেন সুপুষ্টেন (দুঃ)।

৪। দ্রূণাতীতি বধকর্তা ভূন্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। তৃষ্যা ক্ষিপ্রয়া কয়া সামর্থ্যান্ গত্যা; কীদৃশ্যা? অনুপ্রসিত্যা অনুবদ্ধয়া সন্ততয়েত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ) প্রসিতয়া সন্ততয়া গত্যা (দুঃ)।

'তূর্ণী' শব্দের অর্থ ক্ষিপ্র। 'তৄ' বা 'ত্বর্' ধাতুর উত্তর 'দুক্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন শব্দ 'তূর্ণ্'; ইহার স্ত্রীলিঙ্গে তূর্ণী। নিঘণ্টুতে (২।১৫) 'তূর্ণ্' শব্দ ক্ষিপ্রবাচক। (১) যাহা ক্ষিপ্র তাহা তীর্ণ হয় অর্থাৎ অতিক্রম করে, (২) যাহা ক্ষিপ্র তাহা ত্বরমাণ বা ত্বরান্বিত হয়।

অসিতাসি ॥ ৯ ॥

অস্তাসি — অসিতা অসি (শত্রুগণের ক্ষেপক বা বিতাড়ক হও;[১] 'অস্' ক্ষেপণে + তৃচ্ — অসিতা)।

বিধ্য রক্ষস তপিষ্ঠৈস্তপ্ততমৈ স্তৃপ্রতমৈ প্রপিষ্টতমৈরিতি বা ॥ ১০ ॥

তপিষ্ঠৈঃ—'অর্চিভিঃ' (জ্বালাসমূহের দ্বারা) এই উহ্যপদের বিশেষণ; তপিষ্ঠৈঃ — তপ্ততমৈঃ; অথবা, — তৃপ্রতমৈঃ; অথবা, — প্রপিষ্টতমৈঃ। 'তপিষ্ঠ' শব্দের অর্থ — তপ্ততম (অতিশয় সন্তাপকর)[২] অথবা তৃপ্রতম। অতিশয় সন্দীপ্ত[৩] — 'তৃপ' সন্দীপনে ইতি ক্ষীরস্বামী), অথবা প্রপিষ্টতম (প্রকৃষ্টরূপে পেষণকর্তা বা ধ্বংসকারী); 'তপ্ত' ও 'পিষ্ট' শব্দে 'ক্ত' প্রত্যয় হইয়াছে কর্তৃবাচ্যে।

'যস্তে গর্ভমমীবা দুর্ণামা যোনিমাশয়ে' ॥ ১১ ॥

(ঋ ১০।১৬২।২)

যঃ (যে) দুর্ণামা (ক্রিমি) তে (তোমার) গর্ভম্ অমীবা (গর্ভের রোগভূত বা হিংসক অর্থাৎ প্রতিবন্ধক হইয়া)[৪] যোনিম্ আশয়ে (যোনিপ্রদেশে অবস্থিত আছে)...।

'অমীবা' পদ অনবগত; ইহার অর্থ — অভ্যমন বা রোগ।

অমীবা অভ্যমনেন ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১২ ॥

'অমীবা' পদ 'অভ্যমনেন' পদের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইল (পঞ্চম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ অমীবা — অভ্যমন।

দুর্ণামা ক্রিমির্ভবতি পাপনামা ॥ ১৩ ॥

'দুর্ণামা' পদে ক্রিমি বুঝাইতেছে; দুর্ণাম — পাপনামা — ক্রিমি পাপপ্রদেশে অর্থাৎ কুৎসিত স্থানে নত (পরিণত) বা উৎপন্ন হয়।[৫]

ক্রিমিঃ ক্রব্যে মেদ্যতি ক্রমতের্বা স্যাৎ সরণকর্ম্মণঃ ক্রামতের্বা ॥ ১৪ ॥

ক্রিমিঃ (ক্রিমি) ক্রব্যে (আম বা অপক্কমাংসে) মেদ্যতি (স্নেহশীল হয়)। সরণকর্ম্মণঃ

---

১। অস্তা শত্রূণাং ক্ষেপ্তাসি (মহীধর)।
২। তপ্ততমৈর্বা পরিবৃঢ়তমৈরতিশয়েন তাপকৈঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
৩। দীপ্ততমৈর্বা (স্কঃ স্বাঃ)।
৪। অমীবা রোগভূতঃ, ক্রিমৃগৃহতে হি যোনৌ গর্ভো ন সম্ভবতি (দুঃ)।
৫। পাপপ্রদেশে নতঃ পরিণত উৎপন্নঃ (দুঃ); স্কন্দস্বামী বলেন — পাপঃ ক্রিমিরিতি নাম যস্য সঃ।

ক্রমতেঃ বা (অথবা সরণার্থক 'ক্রম্' ধাতু হইতে 'ক্রিমি' শব্দের নিষ্পত্তি ) ক্রামতেঃ বা ( অথবা পাদবিক্ষেপার্থক 'ক্রম্' ধাতু হইতে 'ক্রিমি' শব্দের নিষ্পত্তি )।

'ক্রিমি' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন—( ১ ) ক্রব্য+( স্নেহনার্থক ) 'মিদ্' ধাতু হইতে 'ক্রিমি' শব্দ নিষ্পন্ন—ক্রিমি ক্রব্যে ( আমমাংসে ) স্নেহপরায়ণ অর্থাৎ ক্রিমি ক্রব্যে লুব্ধ বা অনুরক্ত—ক্রিমি ক্রব্য ভালবাসে ;[১] ( ২ ) সরণার্থক 'ক্রম্' ধাতু হইতে 'ক্রিমি' শব্দ নিষ্পন্ন—ক্রিমি ভূমিতে সৃত হয় অর্থাৎ বুকে হাটিয়া যায় ; ( ৩ ) পাদবিক্ষেপার্থক 'ক্রম্' ধাতু হইতে 'ক্রিমি' শব্দ নিষ্পন্ন—ক্রিমি পাদবিক্ষেপ করে বা চলিয়া যায়। দ্রষ্টব্য এই যে, 'ক্রমতের্বা' ইহা বলায় 'ক্রমতি' রূপ যাহার—ঈদৃশ 'ক্রম্' ধাতু স্বীকার করা হইয়াছে ; ধাতুপাঠে 'ক্রম্' ধাতু পাদবিক্ষেপার্থক এবং তাহার রূপ ক্রামতি, ক্রামাতি এবং ক্রমতে। স্কন্দস্বামী বলেন—'সরণকর্ম্মণঃ' এই স্থলে 'হিংসার্থস্য' এইরূপ পাঠও আছে ; ক্রিমি হিংসাও করে।

'অতিক্রামন্তো দুরিতানি বিশ্বা' ॥ ১৫ ॥

( অথর্ব্ববেদ ১২।২।২৮ )

বিশ্বা ( বিশ্বানি—অশেষ ) দুরিতানি ( দুষ্কৃত ) অতিক্রামন্তঃ ( অতিক্রম করিয়া )...।

'দুরিত' শব্দ অনবগত ; ইহার অর্থ—দুর্গতিপ্রাপক কর্ম্ম—অর্থাৎ যে কর্ম্ম দুর্গতি ঘটাইয়া দেয়।

অতিক্রমমাণা দুর্গতিগমনানি সর্ব্বাণি ॥ ১৬ ॥

অতিক্রামন্তঃ ( অতি+পরস্মৈপদী 'ক্রম্' ধাতুর শতৃ প্রত্যয়ের পদ )—অতিক্রমমাণাঃ আত্মনেপদী 'ক্রম্' ধাতুর শানচ্ প্রত্যয়ের পদ ) ; দুরিতানি—দুর্গতিগমনানি ( দুর্গতিঃ গম্যতে যৈঃ—যে সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা দুর্গতিলাভ হয় ) ; বিশ্বা=বিশ্বানি—সর্ব্বাণি।

অপ্বা যদেনয়া বিদ্ধোঽপবীয়তে, ব্যাধির্বা ভয়ং বা ॥ ১৭ ॥

অপ্বা—ব্যাধিঃ বা ভয়ং বা ( 'অপ্বা' শব্দের অর্থ ব্যাধি বা ভয় ) যৎ ( যেহেতু ) এনয়া ( ইহার দ্বারা ) বিদ্ধ ( বিদ্ধ অর্থাৎ আক্রান্ত হইয়া ) অপবীয়তে ( প্রাণ বা সুখ হইতে বিযুক্ত হয় )।[২]

'অপ্বা' শব্দ অনবগত ; ইহার অর্থ ভয় বা ব্যাধি। অপ+(গমনার্থক ) 'বী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ব্যাধি বা ভয়ের দ্বারা লোক বিদ্ধ অর্থাৎ সমাক্রান্ত হইলে সে প্রাণবিরহিত বা সুখবিরহিত হয়।

---

১। মেদ্যতি স্নিহ্যতি গৃধ্যতীত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )। হিংসার্থস্য সরণকর্ম্মণঃ পাঠান্তরম্—হিনস্তি ধাবতি বা।

২। বিদ্ধঃ অপবীয়তে অপবেষ্ট্যতে বা প্রাণৈঃ ( দুঃ ), অপবয়তি অপগময়তি সুখং প্রাণাংশ্চেত্যপ্বা ( বর্ব্বর )।

'অপ্নে পরেহি' ( ঋ ১০।১০৩।১২, শুক্ল-যজুঃ ১৭।৪৪ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৮ ॥

হে অপ্নে ( হে অপ্বা দেবতা ) পরেহি ( তুমি চলিয়া যাও ) ...ইত্যাদি।

অমতিরমাময়ী মতিরাত্মময়ী ॥ ১৯ ॥

অমতিঃ—অমাময়ী মতিঃ; 'অমা' শব্দের অর্থ আত্মা,[1] কাজেই অমতিঃ—আত্মময়ী মতিঃ ( স্বপ্রকাশময়ী দীপ্তি )।[2]

'অমতি' শব্দ অনবগত। অমতি—অমামতি—অমাময়ী মতি—আত্মময়ী মতি ( আত্ম-প্রকাশময়ী মতি )। 'মতি' শব্দের অর্থ দীপ্তি।

'উর্দ্ধা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎ সবীমনি' ( অথর্ব্ববেদ ৭।১৪।২ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ২০ ॥

যস্য ( যে সবিতার ) উর্দ্ধা ( উচ্ছ্রিত ) অমতিঃ ( স্বপ্রকাশময়ী দীপ্তি ) [ অস্তি ] ( আছে ), [ যস্য ] ( যাঁহার ) ভাঃ ( দীপ্তি ) অদিদ্যুতৎ ( প্রোদ্ভাসিত হয় )[3] [ যস্য ] সবীমনি ( যাঁহার প্রসবে অর্থাৎ অনুশাসনে )[4] [ সর্ব্বমিদং প্রবর্ত্ততে ] (এই দৃশ্যমান সর্ব্ব জগৎ প্রবর্ত্তিত হয় ), ইত্যপি…।

পরমাত্মরূপী সবিতা স্বপ্রকাশময় জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্, তাঁহার জ্যোতি সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত; তাঁহারই অনুশাসনে সমস্ত জগৎ চলিতেছে।

শ্রুষ্টীতি ক্ষিপ্রনাম, আশু অষ্টীতি ॥ ২১ ॥

শ্রুষ্টি ইতি[5] ক্ষিপ্রনাম ( 'শ্রুষ্টি' শব্দ ক্ষিপ্রবাচক ) আশু অষ্টি ইতি ( আশু ব্যাপ্ত করে ইহাই ব্যুৎপত্তি )। 'শ্রুষ্টি' শব্দের অর্থ ক্ষিপ্র; যাহা ক্ষিপ্র তাহা শীঘ্র ব্যাপ্ত করে—ক্ষিপ্র অশ্ব শীঘ্র পথ ব্যাপ্ত করে; আশু+ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে শব্দটির নিষ্পত্তি। শ্রুষ্টি= আশ্বশন ( আশু+অশন )।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। অমাশব্দ আত্মবচনঃ ( দেঃ রাঃ ).
২। মতিরপি প্রকাশরূপত্বাদ্ দীপ্তিঃ ( দেঃ রাঃ )।
৩। অদিদ্যুতৎ দ্যোতত ( স্কঃ স্বাঃ )।
৪। সপ্তম পরিচ্ছেদ চতুর্দশ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।
৫। শ্রুষ্টি ইতি ক্ষিপ্রনাম……( দুঃ )।

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

'তাঁ অধ্বর উশতো যক্ষ্যগ্নে শ্রুষ্টী ভগং নাসত্যা পুরন্ধিম্' ॥ ১ ॥

( ঋ ৭।৩৯।৪ )

অগ্নে ( হে অগ্নে ) অধ্বরে ( যজ্ঞে ) উশতঃ ( কাময়মান অর্থাৎ নিজ নিজ অংশ পাইতে অভিলাষী ) তান্ ( বিশ্বদেবগণকে ), ভগং ( ভগকে ), নাসত্যৌ ( নাসত্যদ্বয়কে অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়কে ), পুরন্ধিং ( পুরন্ধিকে ) শ্রুষ্টী যক্ষি ( ক্ষিপ্র যাগযুক্ত কর—অর্থাৎ ইঁহাদের উদ্দেশে শীঘ্র যাগ সম্পাদন কর )।

'শ্রুষ্টি' শব্দ [১] অনবগত, ইহা পূর্ব্ব সন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে ; 'পুরন্ধি' শব্দও অনবগত। এই দুই শব্দেরই নিগম প্রদর্শিত হইতেছে। মন্ত্রে, শ্রুষ্টি—শ্রুষ্টী (পাঃ ৬।৩।১৩৬)।

তান্ অধ্বরে যজ্ঞে উশতঃ কাময়মানান্
যক্ষ্যগ্নে 'শ্রুষ্টী ভগং নাসত্যৌ' চাশ্বিনৌ ॥ ২ ॥

অধ্বরে—যজ্ঞে ; উশতঃ—কাময়মানান্ (অভিলাষবিশিষ্ট) ; যক্ষ্যগ্নে—যজ অগ্নে ; 'শ্রুষ্টী ভগং নাসত্যৌ'—এই স্থলে নাসত্যৌ—অশ্বিনৌ চ ( এবং অশ্বিদ্বয়কে ) ; চকার অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে অর্থাৎ ভগং নাসত্যৌ—ভগং নাসত্যৌ চ ( ভগ এবং নাসত্যদ্বয়কে অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়কে )।

সত্যাবেব নাসত্যাবিত্যৌর্ণনাভঃ, সত্যস্য প্রণেতারাবিত্যাগ্রায়ণঃ,
নাসিকাপ্রভবৌ বভূবতুরিতি চ ॥ ৩ ॥

সত্যৌ এব নাসত্যৌ ইতি ঔর্ণনাভঃ ( ইঁহারা সত্যই, অসত্য নহে, আচার্য্য ঔর্ণনাভ ইহা মনে করেন ), সত্যস্য প্রণেতারৌ ইতি আগ্রায়ণঃ ( ইঁহারা সত্যের অর্থাৎ উদক বা যজ্ঞের প্রণেতা,[২] আচার্য্য আগ্রায়ণ ইহা মনে করেন ), নাসিকাপ্রভবৌ বভূবতুঃ ইতি চ ( আর ঐতিহাসিকগণ মনে করেন—ইঁহারা নাসিকাপ্রভব অর্থাৎ অশ্বিনী হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন )।*

'নাসত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন—( ১ ) ন+অসত্য—নাসত্য ; অশ্বিদ্বয় সত্যস্বরূপ, ইঁহারা সর্ব্বদা সত্য আচরণ করেন, সত্য কথা বলেন, কখনও মিথ্যা আচরণ করেন

---

১। ...শ্রুষ্টী ইতি ক্ষিপ্রনাম ইত্বাশ্বপরাতে (দুঃ)।

২। সত্যস্য উদকস্য যজ্ঞস্য বা প্রণেতারৌ (দুঃ)।

*। অশ্বিদ্বয় অশ্বরূপা অশ্বিনীর পুত্র, অশ্বিনীর অপর নাম নাসিকা ; নাসিকাপ্রভবাবিত্যৈতিহাসিকাঃ (স্কঃ ভাঃ)।

না, মিথ্যাকথা বলেন না ; (২) নায়ক+সত্য=নাসত্য ; ইঁহারা সত্যের অর্থাৎ উদকের অথবা যজ্ঞের প্রণেতা বা নায়ক—ইঁহারা উদকের বা যজ্ঞের প্রবর্তন করেন ; (৩) নাসিকা= নাসত্য ; ইঁহারা নাসিকা নামে অপ্সরার পুত্র।

পুরন্ধির্বহুধী তৎ কঃ পুরন্ধির্ভগঃ পুরস্তাত্তস্যান্বাদেশ ইত্যেকম্ ॥ ৪ ॥

পুরন্ধিঃ=বহুধীঃ (প্রভূতকর্মা অথবা প্রভূতপ্রজ্ঞ) তৎ কঃ পুরন্ধিঃ (তাহা হইলে পুরন্ধি কে ?) ভগঃ (ভগই পুরন্ধি), পুরস্তাৎ তস্য অন্বাদেশঃ (পূর্ববর্তী তাঁহারই অন্বাদেশ বা পশ্চাৎ-কথন হইয়াছে) ইতি একম্ (ইহাই—এক মত)।

'পুরন্ধি' শব্দের অর্থ বহুকর্মা বা বহুপ্রজ্ঞ ; প্রশ্ন হইতেছে মন্ত্রে 'পুরন্ধিম্' পদ কাহার বিশেষণ ? 'নাসত্যৌ' দ্বিবচনান্ত পদ, ইহার বিশেষণ হইতে পারে না, যদিও ইহারা পরস্পর আসন্ন। এই বিষয়ে এক (প্রথম) মত এই যে, 'ভগম্' পদেরই বিশেষণ 'পুরন্ধিম্'—ভগ-দেবতাই বহুকর্মা বা বহুপ্রজ্ঞ ; যদিও 'ভগম্' পদ পূর্ববর্তী অর্থাৎ দূরে অবস্থিত, তথাপি 'পুরন্ধিম্' পদের দ্বারা বিশেষণরূপে ইঁহারই অন্বাদেশ (অনুকথন বা পশ্চাৎকথন) হইয়াছে।

ইন্দ্র ইত্যপরং স বহুকর্মতমঃ পুরাং চ দারয়িতৃতমঃ ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রঃ ইতি অপরম্ (ইন্দ্র 'পুরন্ধি' শব্দের বাচ্য—ইহা অপর মত), সঃ (ইন্দ্র) বহুকর্মতমঃ (যাহারা বহু কর্ম সাধন করে তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) পুরাং চ দারয়িতৃতমঃ (এবং পুর সমূহের সাতিশয় বিদারণকর্তা)।

অপর (দ্বিতীয়) মত এই যে, পুরন্ধিম্=ইন্দ্রম্ ; 'পুরন্ধি' শব্দের অর্থ ইন্দ্রও হইতে পারে—ইন্দ্রও বহুধী বা বহুকর্মা, দেবরাজ বলিয়া তাঁহার কর্ম অনন্ত ; বহুকর্মা যাহারা, তাহাদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ।[১] 'ইন্দ্র' অর্থে 'পুরন্ধি' শব্দের বুৎপত্তি ইহাও হইতে পারে যে, তিনি অসুর-পুর-সমূহ প্রকৃষ্টরূপে বিদীর্ণ বা বিধ্বস্ত করেন[২] (পুরন্দর=পুরন্ধি)।

বরুণ ইত্যপরং, তং প্রজ্ঞয়া স্তৌতি; 'ইমামূষু কবিতমস্য মায়াম্' (ঋ ৫।৮৫।৬) ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৬ ॥

বরুণঃ ইতি অপরম্ (বরুণ 'পুরন্ধি' শব্দের বাচ্য—ইহা অপর মত) তং প্রজ্ঞয়া স্তৌতি (উদ্ধৃত মন্ত্রে প্রজ্ঞানিবন্ধন তাঁহাকেই ঋষি স্তব করিতেছেন) ; কবিতমস্য (প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন বরুণের) ইমাম্ উষু[৩] (এই) মায়াম্ (প্রজ্ঞাকে)……ইত্যপি (এই বৈদিক বাক্যও আছে)।

---

১। দেবরাজত্বাৎ অতিশয়েনাসৌ প্রকৃষ্ট বহুকর্মা (স্কঃ ভাঃ)।

২। পুরামসুরসম্বন্ধিনীনামতিশয়েন দারয়িতা ইন্দ্রঃ (স্কঃ ভাঃ)।

৩। উষু পাদপূরণে (স্কঃ ভাঃ)।

অপর ( তৃতীয় ) মত এই যে, পুরন্ধিম্ = বরুণম্ ; 'পুরন্ধি' শব্দের অর্থ বরুণও হইতে পারে —বরুণও বহুধী বা বহুপ্রজ্ঞ, বরুণের প্রজ্ঞা সুমহতী ; এই প্রজ্ঞানিবন্ধনই 'পুরন্ধির উদ্দেশে যাগ কর' বলিয়া ঋষি বশিষ্ঠ বরুণের স্তব করিতেছেন। বরুণ যে প্রজ্ঞান-পর, তদ্বিষয়ে বৈদিক বাক্য—'ইমামূষু কবিতমস্য মায়াম্' ( 'মায়া' শব্দ প্রজ্ঞাবাচী, নিঘ ৩। ৯)।

<u>রুশদিতি</u> বর্ণনাম রোচতের্জ্বলতিকর্ম্মণঃ ॥ ৭ ॥

রুশৎ ইতি বর্ণনাম ( 'রুশৎ' শব্দের অর্থ বর্ণ অর্থাৎ উজ্জ্বল বর্ণ )[১] জ্বলতিকর্ম্মণঃ রোচতেঃ ( জ্বলনার্থক 'রুচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'রুশৎ' শব্দ অনবগত, ইহার অর্থ—উজ্জ্বল বর্ণ বা দীপ্তি। জ্বলনার্থক 'রুচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; রোচনম্—রুশৎ।

'সমিদ্ধস্য রুশদদর্শি পাজঃ' ( ঋ ৪।১।২ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৮ ॥

সমিদ্ধস্য ( সমিদ্ধ অগ্নির ) রুশৎ ( উজ্জ্বল বা প্রদীপ্ত বর্ণ ) অদর্শি ( দৃষ্ট হইতেছে ) পাজঃ [ চ বলং অপ্রমিতম্ ][২] ( যাঁহার বলও অপ্রমিত )....ইত্যপি... ।

'রুশৎ' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। বর্ণবিশেষো জ্বলনাবিষ্কৃত প্রকাশকপোহভিধেয়ঃ ( স্বঃ পাঃ )।
২। দুর্গাচার্য দ্রষ্টব্য।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

'অস্তি হি বঃ সজাত্যং রিশাদসো দেবাসো অস্ত্যাপ্যম্' ॥ ১ ॥

( ঋ ৮।২৭।১০ )

হে রিশাদসঃ, হে দেবাসঃ ( হে হিংসক-বিদারণকারী বিশ্বদেবগণ ) হি ( যে হেতু ) বঃ সজাত্যম্ অস্তি ( তোমাদের সমানজাতিতা বা একজাতিভাব আছে, আপ্যম্ [ অপি ] অস্তি ( বন্ধুভাবও আছে )...

'রিশাদস্' শব্দ অনবগত ; ইহার অর্থ—যাহারা হিংসা করে তাহাদের বিদারণকর্ত্তা বা ক্ষেপণকর্ত্তা অর্থাৎ শত্রুবিধ্বংসক। 'রিশৎ' শব্দের অর্থ হিংসাকারী ( হিংসার্থক 'রিশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ); রিশৎ+বিদারণার্থক 'দৃ' ধাতু অথবা রিশৎ+ক্ষেপণার্থক 'অস্' ধাতু হইতে 'রিশাদস্' শব্দের নিষ্পত্তি।[১] 'রিশাদসঃ'—সম্বোধনান্ত পদ; রিশদসঃ—রিশাদসঃ। ভাষ্যকার ণিজন্ত 'রিশ্' ধাতু হইতে 'রেশয়ৎ' শব্দ সিদ্ধ করিয়া তদুত্তর 'দৃ' ধাতু হইতে 'রিশাদস্' শব্দের নিষ্পত্তি করেন ( পরবর্ত্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )। বিশ্বদেবগণের সমানজাতিভাব অর্থাৎ দেবত্ব আছে, পরস্পর বন্ধুত্বও আছে।

অস্তি হি বঃ সমানজাতিতা, রেশয়দারিণো দেবাঃ ॥ ২ ॥

সজাত্যং—সমানজাতিতা ( একজাতিভাব বা দেবত্ব );[২] রিশাদসঃ দেবাসঃ—রেশয়দারিণঃ দেবাঃ ( হিংসকগণের বিদারণকর্ত্তা দেবগণ—রেশয়ন্তং দারয়ন্তি ইতি রেশয়দ্দারিণঃ =রেশয়দারিণঃ ); রেশয়ন্তং—ণিজন্ত 'রিশ্' ধাতুর উত্তর 'শতৃ'প্রত্যয়—দ্বিতীয়ার একবচন।

অস্ত্যাপ্যম্, আপ্যমাপ্তোতেঃ ॥ ৩ ॥

'অস্তি আপ্যম্' এই স্থলে 'আপ্য' শব্দ প্রাপ্ত্যর্থক 'আপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'আপ্য' শব্দের অর্থ বন্ধুত্ব—বন্ধুত্ব মানুষের প্রাপ্তব্য বা লভ্য।[৩]

সুদত্রঃ কল্যাণদানঃ ॥ ৪ ॥

'সুদত্রঃ' কল্যাণদানঃ ( 'সুদত্র' শব্দের অর্থ কল্যাণদান—কল্যাণ অর্থাৎ কল্যাণকর বা শোভন দান যাঁহার )।[৪]

---

১। রেশয়ন্তং হিংসন্তং দারয়তীত্যর্থঃ ( দুঃ ); রিশতাং হিংসতাং ক্ষেপয়তাং বা দ্রবতাং দারয়তাং বা শত্রূণামসিতারঃ ক্ষেপ্তারো নাশয়িতার ইত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। সজাত্যং সমানজাতিতা দেবত্বম্ ( দুঃ )।

৩। আপ্যম্ আপ্তব্যং মনুষ্যৈঃ ( দুঃ )।

৪। সুদত্রঃ শোভনদানঃ ( মহীধর )।

'সুদত্র' শব্দ অনবগত; সু+দানার্থক 'দা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—সুদানঃ—সুদত্রঃ। নিগম প্রদর্শন করিতেছেন—

'ত্বষ্টা সুদত্রো বিদধাতু রায়ঃ' ( ঋ ৭।৩৪।২২; শুক্ল-যজুঃ ২।২৪; ৮।১৪ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৫ ॥

সুদত্রঃ ( শোভনদান ) ত্বষ্টা ( ত্বষ্টা ) রায়ঃ ( ধনানি—নানাবিধ ধন ) বিদধাতু ( বিধান করুন )....ইত্যপি...।

সুবিদত্রঃ কল্যাণবিদ্যঃ ॥ ৬ ॥

সুবিদত্রঃ কল্যাণবিদ্যঃ ( 'সুবিদত্র' শব্দের অর্থ কল্যাণবিদ্যঃ—কল্যাণ অর্থাৎ শুভকর বিদ্যা যাহার; প্রশস্তজ্ঞান )।[১]

'সুবিদত্র' শব্দ অনবগত; সু+জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—সুবিদ্যঃ—সুবিদত্রঃ নিগম প্রদর্শন করিতেছেন—

'অগ্নে যাহি সুবিদত্রেভিরর্বাঙ্' ( ঋ ১০।১৫।৯ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৭ ॥

অগ্নে ( হে অগ্নে ) সুবিদত্রেভিঃ [ পিতৃভিঃ ] ( সুবিদ্য পিতৃগণের সহিত ) অর্বাঙ্ ( আমাদের অভিমুখে ) যাহি ( আযাহি—আগমন কর )...ইত্যপি...।

আনুষগিতি নামানুপূর্বস্যানুষক্তং ভবতি ॥ ৮ ॥

আনুষক্ ইতি ( 'আনুষক্' এই শব্দ ) অনুপূর্বস্য নাম ( অনুপূর্ববোধক ), অনুষক্তং ভবতি ( অনুষক্ত অর্থাৎ উপর্য্যুপরি লগ্ন হয় )।[২]

'আনুষক্' শব্দ অনবগত; অনু+সঙ্গার্থক 'সঞ্জ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ—অনুপূর্ব অর্থাৎ পূর্বপরক্রমে অবস্থিত—যাহা অনুপূর্ব বা ক্রমাবস্থিত তাহা অনুষক্ত অর্থাৎ উপর্য্যুপরি লগ্ন হয়; অনুষক্ত—আনুষক্। নিগম প্রদর্শন করিতেছেন—

'স্তৃণন্তি বর্হিরানুষক্' ( ঋ ৮।৪৫।১; শুক্ল-যজুঃ ৭।৩২ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৯ ॥

বর্হিঃ ( কুশ ) আনুষক্ ( পরস্পর অনুষক্ত করিয়া অর্থাৎ উপর্য্যুপরি লগ্ন করিয়া ) স্তৃণন্তি ( বিস্তীর্ণ করিতেছেন )...ইত্যপি....।

---

১। প্রশস্তজ্ঞান ইত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। উপর্য্যুপরি লগ্নমিত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

### তুর্বণিস্তূর্ণবনিঃ ॥ ১০ ॥

তুর্বণিস্তূর্ণবনিঃ ( 'তুর্বণি' শব্দের অর্থ তূর্ণবনি—তূর্ণ সংভক্তা বা সংবিভাগকারী অর্থাৎ ক্ষিপ্রপ্রদাতা )।

'তুর্বণি' শব্দ অনবগত ; তূর্ণ+সম্ভজনার্থক 'বন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—তূর্ণবনিঃ—তুর্বণিঃ। নিগম প্রদর্শন করিতেছেন—

'স তুর্বণির্মহাঁ অরেণু পৌংস্যে' ( ঋ ১।৫৬।৩ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১১ ॥

মহান্ ( প্রভাবমণ্ডিত ) তুর্বণিঃ ( ক্ষিপ্রপ্রদাতা ) সঃ ( ইন্দ্র ) অরেণু ( পাংশুবর্জ্জিত )[1] পৌংস্যে ( সেনারূপ বলে )[2] [ স্থিতঃ ] ( অবস্থিত হইয়া )[3]……

অন্তরিক্ষে ইন্দ্রের যে বল তাহা পাংশুবর্জ্জিত।[4] ইন্দ্র তুর্বণি বা ক্ষিপ্রদাতা—ঋত্বিগ্‌গণকে ক্ষিপ্র অভীষ্ট বস্তু দান করেন।[5]

### গির্বণা দেবো ভবতি গীর্ভিরেনং বনয়ন্তি ॥ ১২ ॥

গির্বণাঃ দেবো ভবতি ( 'গির্বণস্' শব্দের অর্থ দেব ), [ স্তোতৃগণ ] গীর্ভিঃ ( স্তুতি দ্বারা ) এনং ( ইহাকে ) বনয়ন্তি ( সংবিভাগ বা দান করায় )।

'গির্বণস্' শব্দ অনবগত ; ইহার অর্থ দেব ; গির্ + সম্ভজনার্থক 'বন্' ( ণিজন্ত ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—স্তোতৃগণ দেবতাকে গির্ অর্থাৎ স্তুতিদ্বারা সংবিভাগে বা দানে প্রবর্ত্তিত করেন ; গীর্বাণঃ—গির্বণাঃ। নিগম প্রদর্শন করিতেছেন—

'জুষ্টং গির্বণসে বৃহৎ' ( ঋ ৮।৮৯।৭ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৩ ॥

গির্বণসে ( ইন্দ্রের জন্য ) জুষ্টং ( প্রিয় )[6] বৃহৎ [ সাম উপগত ] ( বৃহৎসাম উচ্চারণ কর )।

॥ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। অরেণু সপ্তম্যা অত্র লুগ্ দ্রষ্টব্যঃ, অরেণুনি পাংশুবর্জ্জিতে ( স্কঃ স্বাঃ )।
২। পৌংস্যে সেনালক্ষণে স্ববলে ( স্কঃ স্বাঃ )।
৩। সপ্তমীশ্রুতেঃ স্থিত ইতি শেষঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৪। অন্তরিক্ষে যদ্ বলং ভবতি তত্র ন রেণবঃ সন্তি ( দুঃ )।
৫। ইন্দ্রস্তূর্ণং সংভক্তা ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৬। জুষ্টং প্রিয়ম্ ( দুঃ )।

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

## 'অসূর্তে সূর্তে রজসি নিষত্তে যে ভূতানি সমকৃণ্বন্নিমানি' ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।৮২।৪ ; শুক্ল-যজুঃ ১৭।২৮ )

মন্ত্রের উত্তরার্দ্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে; পূর্ব্বার্দ্ধ এইরূপ—'ত আযজন্ত দ্রবিণং সমস্মা ঋষয়ঃ পূর্ব্বে জরিতারো ন ভূনা'। অসূর্তে ( অসূর্ত্তাঃ—বায়ুসঞ্চালিত ) যে [ মাধ্যমকা দেবগণাঃ ] ( যে মাধ্যমক দেবগণ অর্থাৎ মেঘবৃন্দ ) সূর্তে ( সুসমীরিত অর্থাৎ বিস্তীর্ণ ) রজসি ( অন্তরিক্ষ-লোকে ) নিষত্তে ( নিষণ্ণাঃ—অবস্থিত হইয়া ) ইমানি ভূতানি ( এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহ ) সমকৃণ্বন্ ( সম্পূর্ণরূপে উৎপাদিত করেন ), তে ( তাঁহারা ) সমস্মৈ ( সর্ব্ব ভূতে )[1] দ্রবিণং ( বৃষ্টিরূপ ধন ) আযজন্ত ( আযজন্তে—যথাযথ দান করেন ),[2] ভূনা ( ভূম্না—স্বমাহাত্ম্যে )[3] পূর্ব্বে জরিতারঃ ঋষয়ঃ ন ( পূর্ব্বতন স্তুতিকারক ঋষিগণের ন্যায় )।

অসূর্তে, সূর্তে—ইহারা অনবগত। অসূর্তে—অসূর্ত্তাঃ ( প্রথমার বহুবচনান্ত ); 'অসু' শব্দপূর্ব্বক গত্যর্থক 'ঈর' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'অসূর্তে' ইহার অর্থ 'অসুসমীরিতাঃ' অর্থাৎ বায়ুসঞ্চালিত ( 'অসু' শব্দ প্রাণবাচক, প্রাণ—বায়ু )।[4] মাধ্যমক দেবগণের বিশেষণ। 'সূর্তে' সপ্তমীর একবচন; 'রজসি' পদের বিশেষণ। 'সু' শব্দপূর্ব্বক গত্যর্থক ঈর্' ধাতু হইতে 'সূর্ত্ত' শব্দ নিষ্পন্ন; 'সূর্ত্ত' শব্দের অর্থ সুসমীরিত—সুষ্ঠু ঈরিত, প্রেরিত বা বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ বিস্তীর্ণ।[5] নিষত্তে ( প্রথমার বহুবচন )—নিষণ্ণাঃ। উবটের মতে সপ্তমীর একবচনান্ত—রজসি পদের বিশেষণ; অর্থ—নিঃসত্তাক অর্থাৎ নিরালম্বন।[6] ঋষি বলিতেছেন, বায়ু-সঞ্চালিত মেঘবৃন্দ বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষে অবস্থিত থাকিয়া বৃষ্টূদকবর্ষণে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহের সৃষ্টিবিধান করে[7] এবং বৃষ্টূদকবর্ষণেই তাহাদের জীবন রক্ষা করিয়া আবার স্থিতিবিধানও করে[8]—স্তুতিকারক পুরাণ ঋষিগণ যেরূপ সহস্রবৎসরব্যাপী যজ্ঞ করিয়া স্বমাহাত্ম্যে ভূতগ্রাম সৃষ্টিকরতঃ তাহাদিগকে নানাভাবে অনুগৃহীত করিয়াছেন।[9]

---

১। সমস্মৈ সর্ব্বস্মিন্ ভূতজাতে ( দুঃ )।

২। যজির্দানার্থঃ, আঙ্মর্যাদায়াম্, আযজন্তে মর্যাদয়া যত্র যাবচ্চ দাতব্যং তত্র তাবদেবেত্যর্থঃ দদতি ( স্কঃ স্বাঃ )।

৩। ভূনা ভূম্না স্বমাহাত্ম্যেন ( স্কঃ স্বাঃ ); 'ভূমনা' এইরূপ পাঠও আছে এবং ইহা দুর্গাচার্য্যসম্মত।

৪। অসুঃ প্রাণঃ স চ বায়ুঃ ( স্কঃ স্বাঃ ); বাতসমীরিতা ইত্যর্থঃ ( দুঃ )।

৫। সূর্তে সুষ্ঠু প্রেরিতে বিস্তীর্ণে ইত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ ); বিক্ষিপ্তে বিস্তীর্ণে ইত্যর্থঃ ( দুঃ )।

৬। নিষত্তে নির্গতসত্তাকে নিরালম্বনে।

৭। ভূতানি সর্ব্বাণ্যুৎপাদয়ন্তি ( দুঃ )।

৮। তত্রস্থো দ্রবিণং ধনমুদকলক্ষণং জীবনায় ( উবট ); স্থিতিঞ্চ তেষাং কুর্ব্বন্তি ( দুঃ )।

৯। ভূম্না কর্ম্মণা বার্ষসহস্রিকেণ সত্রেণ ( দুঃ )।

অম্বুসমীরিতাঃ স্বসমীরিতে বাতসমীরিতাঃ মাধ্যমকা দেবগণাঃ ॥ ২ ॥

অম্বুর্ত্তে—অম্বুসমীরিতাঃ=বাতসমীরিতাঃ ( বায়ুচালিতাঃ—অম্ব=বাত ); অম্বুর্ত্তে—এই পদের দ্বারা মাধ্যমক দেবগণ অর্থাৎ মেঘকে বুঝাইতেছে. মেঘ বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হয়। স্বর্ত্তে—স্বসমীরিতে ( বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষে )।

তে রসেন পৃথিবীং তর্পয়ন্তো ভূতানি চ কুর্ব্বন্তি ॥ ৩ ॥

'যে ভূতানি সমরুধন্ ইমানি', এই অংশের ব্যাখ্যা—তে ( সেই মাধ্যমক দেবগণ বা মেঘ ) রসেন ( বৃষ্টিজলের দ্বারা ) পৃথিবীং তর্পয়ন্তঃ ( পৃথিবীকে তর্পিত করিয়া ) ভূতানি চ কুর্ব্বন্তি ( ভূতসমূহকে উৎপাদিত করেন )।

ত আযজন্তেত্যতিক্রান্তং প্রতিবচনম্ ॥ ৪ ॥

'তে আযজন্ত' ইতি প্রতিবচনম্ ('তে আযজন্ত'—এই প্রতিবচন) অতিক্রান্তম্ ( অতিক্রান্ত হইয়াছে )।

উদ্ধৃত মন্ত্রে দুইটি বাক্য আছে ; 'যে ভূতানি সমরুধন্' একটি বাক্য এবং 'ত আযজন্ত' অপর বাক্য। 'যে ভূতানি সমরুধন্'—'যৎ' শব্দযুক্ত এই বাক্য বচন বা নির্দ্দেশ এবং 'ত আযজন্ত'—'তৎ' শব্দযুক্ত এই বাক্য প্রতিবচন বা প্রতিনির্দ্দেশ। সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রথমে থাকে নির্দ্দেশ, পরে প্রযুক্ত হয় প্রতিনির্দ্দেশ। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে—'তৎ' শব্দযুক্ত প্রতিনির্দ্দেশ বাক্য 'যৎ' শব্দযুক্ত নির্দ্দেশ বাক্যের পূর্ব্বে স্থান পাইয়াছে, প্রতিনির্দ্দেশ বাক্য নির্দ্দেশ বাক্যের দ্বারা অতিক্রান্ত হইয়াছে।[১] মন্ত্রের প্রথমেই 'ত আযজন্ত' এইরূপ থাকায় সন্দেহ হইতে পারে 'তৎ' শব্দে এখানে কাহাকে বুঝাইতেছে? ভাষ্যকার সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছেন—'তৎ' শব্দ এই স্থলে 'যৎ' শব্দেরই প্রতিনির্দ্দেশ ; পশ্চাৎ প্রয়োগার্হ হইয়াও পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্র।[২]

'অস্মাক্ সা ত ইন্দ্র ঋষ্টিঃ' ॥ ৫ ॥

( ঋ ১।১৬৯।৩ )

ইন্দ্র ( হে ইন্দ্র ), সা তে ঋষ্টিঃ ( তোমার সেই ঋষ্টি অর্থাৎ শক্তি-নামক আয়ুধ ), অস্মাক্ ( 'আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে' শত্রুগণের ঈদৃশ শব্দ সহকৃত ; অথবা শত্রুর অভিমুখে গত )… ।

'অস্মাক্' শব্দ অনবগত ; পরবর্ত্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

---

১। প্রতিনির্দ্দেশঃ প্রতিবচনমুচ্যতে, স এব পূর্ব্বকালে প্রয়োগার্হো যচ্ছব্দঃ পশ্চাৎ প্রযুক্তঃ, পশ্চাৎ প্রয়োগার্হশ্চ তচ্ছব্দঃ পূর্ব্বং প্রযুক্তঃ ( দুঃ )।

২। 'ত আযজন্ত' ইত্যেতস্য পাদস্য সমাসেনৈতদ্ভাষ্যকারেণ নির্ব্বচনমুক্তম্ ( দুঃ )।

অমাক্তেতি বাঽভ্যাক্তেতি বা ॥ ৬ ॥

অমাক = অমাক্তা, অথবা — অভ্যাক্তা।

অমাক্‌ — অমাক্তা ; 'মাম্' + গত্যর্থক 'অক্‌' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ঋষ্টি ( শক্তি ) নিক্ষিপ্ত হইলে শত্রুগণ চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে 'আমার প্রতি ইহা ক্ষিপ্ত হইয়াছে, আমার দিকে আসিতেছে' ইত্যাদি।[১] অথবা, অমাক্‌ — অভ্যাক্তা ; অভি + 'অক্‌' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ঋষ্টি ( শক্তি ) শত্রুর অভিমুখে গত হইয়া থাকে।[২]

'যাদৃশ্মিন্ ধায়ি তমপস্যয়াবিদৎ' ॥ ৭ ॥

( ঋ ৫।৪৪।৮ )

যাদৃশ্মিন্ ( যাদৃশ কাম্যপদার্থে ) ধায়ি ( মন স্থাপন করে )[৩] তম্ ( তাদৃশ কাম্য পদার্থ ) অপস্যয়া ( হবিঃপ্রদান-স্তুত্যাদিরূপ কর্ম্মের দ্বারা ) অবিদৎ ( লাভ করে )।[৪]

'যাদৃশ্মিন্' পদ অনবগত ; ইহার অর্থ—যাদৃশে ( যাদৃশ বস্তুতে )।

যাদৃশেঽধায়ি তমপস্যয়াবিদৎ ॥ ৮ ॥

যাদৃশ্মিন্ — যাদৃশে ; ধায়ি — অধায়ি ( ধত্তে— নিহিত বা স্থাপিত করে ) ; অপস্যয়া — কর্ম্মণা ('অপস্' শব্দ কর্ম্মবাচী—নিঘ ২।১ ; 'আপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উ ৬৪৭ ; অপঃ এব অপস্যা—যাহা অপস্ তাহাই অপস্যা—স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় )।

উস্রঃ পিতেব জারয়ায়ি যজ্ঞৈঃ ॥ ৯ ॥

( ঋ ৬।১২।৪ )

পিতা উস্রঃ ইব ( বৎসগণের পিতা বৃষভের ন্যায় ) যজ্ঞৈঃ ( যজ্ঞসমূহে )[৫] জারয়ায়ি ( অগ্নি আহবনীয়রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন )।[৬]

'জারয়ায়ি' পদ অনবগত ; ইহার অর্থ অজায়ি ( জাত হইলেন বা জাত হন )—'জন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

১। মা-শব্দ দ্বিতীয়ৈকবচন উপপদে অকতেঃ ক্বিপ্ ( বেঃ ভাঃ ) ; তাঃ ( ঋষ্টিঃ ) হি সংগ্রামে শত্রবো মন্ত্রন্তে মামেবা প্রত্যাক্তা কিন্তা মামেবা প্রত্যাক্তেতি ( দুঃ )।

২। যথা অভিপূর্ব্বাদকতে......, শত্রূন্ প্রত্যাক্তিগতা ( বেঃ ভাঃ )।

৩। ধায়ি—ব্যত্যয়েনাত্র কর্ত্তরি চিণ্ প্রত্যয়ে ; ধত্তে ( স্কঃ ভাঃ )।

৪। অবিদৎ বিন্দতি লভতে ( স্কঃ ভাঃ )।

৫। যজ্ঞৈঃ যজ্ঞৈর্বা সহ ( স্কঃ ভাঃ )।

৬। অজায়ত যাগতে অগ্নিরাহবনীয়াত্মনা ( স্কঃ ভাঃ )।

উস্র ইব গোপিতাজায়ি যজ্ঞৈঃ ॥ ১০ ॥

উস্রঃ পিতা ইব—উস্রঃ ইব গোপিতা ( গো অর্থাৎ বৎসগণের পিতা বা পালয়িতা বৃষভের ন্যায় ); জায়য়ি—অজায়ি।

বলীবর্দ এক হইয়াও পুত্র-পৌত্রের দ্বারা অনেকত্ব প্রাপ্ত হয়, এক অগ্নিও বহুযজ্ঞে বিহার করি । অনেক হইয়া থাকেন।[১]

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। যথা বলঃ পুত্র-পৌত্রাদিভিরনেকধা প্রজায়তে এবং যজ্ঞেষু বিক্রিয়মাণঃ অনেকধা জায়তে অগ্নিঃ ( দুঃ )।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

### 'প্র বোঽচ্ছা জুজুষাণাসো অস্থুরভূত বিশ্বে অগ্রিয়োত বাজাঃ' ॥ ১ ॥

( ঋ ৪।৩৪।৩ )

উত ( আরও ) বাজাঃ ( হে বাজগণ ), বিশ্বে ( সর্ব্বে যূয়ম্—তোমরা সকলে ) বঃ ( তোমাদের নিমিত্ত )[1] প্র অচ্ছা অস্থুঃ ( অভিপ্রস্থিতানি—তোমাদের প্রতি প্রস্থিত বা ব্যবস্থিত হবিঃসমূহ ) অগ্রিয়া ( অগ্রগমনে অর্থাৎ প্রথমে গমন করিয়া ) জুজুষাণাসঃ ( সেবমান ) অভূত ( হইয়াছিলে )।

'অগ্রিয়া' পদ অনবগত; ইহার অর্থ ভাষ্যকার নিজেই প্রকাশ করিতেছেন ( তৃতীয় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )। অচ্ছা—অভি; প্র ও অচ্ছা—ইহাদের সম্বন্ধ 'অস্থুঃ' ( স্থিতানি ) পদের সহিত—অচ্ছা প্র অস্থুঃ—অভিপ্রস্থিতানি ( প্রস্থিত অর্থাৎ ব্যবস্থিত—উহ্য 'হবীংষি' পদের বিশেষণ ); [2] ভাষ্যকার—পদপূরণে 'অচ্ছা' পদ গ্রহণ করিয়া মাত্র 'প্র' শব্দের সহিত 'অস্থুঃ' পদের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন ( পরবর্ত্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )। ঋভু, বিভ্বা ও বাজ—ইহারা তিন ভাই; ইহাদের সাধারণ নাম 'ঋভু'। ইহারা দেবযোনি, সাধুকর্ম্মের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া অর্চ্চনীয় হইয়াছেন। ইহাদের বাস সূর্য্যমণ্ডলে।

### প্রাস্থুর্বো জোষয়মাণা অভবত ॥ ২ ॥

প্র বঃ অস্থুঃ—প্রাস্থুঃ বঃ ( তোমাদের প্রতি প্রস্থিত বা ব্যবস্থিত হবিঃসমূহ );[3] জুজুষাণাসঃ—জোষয়মাণাঃ ( সেবমান—সেবনার্থক ণিজন্ত 'জুষ' ধাতুর শানচের পদ )[4] অভূত—অভবত ( তোমরা হইয়াছিলে—'ভূ' ধাতুর লঙের মধ্যমপুরুষ বহুবচনের পদ )।

### সর্ব্বেঽগ্রগমনেনেতি বাঽগ্রসরণেনেতি বা অগ্রসম্পাদিন ইতি বা ॥ ৩ ॥

বিশ্বে—সর্বে 'অগ্রিয়া' পদের অর্থ—(১) অগ্রগমনেন ( অগ্রগমনের দ্বারা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে গমন করিয়া ); অগ্র+'যা' ধাতু হইতে 'অগ্রিয়' শব্দ নিষ্পন্ন—তৃতীয়ার একবচনে 'অগ্রিয়া'; (২) অগ্রসরণেন ( অগ্রভোজনের দ্বারা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে ভোজন করিয়া ); অগ্র+ভোজনার্থক 'সৃ' ধাতু হইতে 'অগ্রিয়' শব্দ নিষ্পন্ন। তৃতীয়ার একবচনে 'অগ্রিয়া'; (৩) অগ্রিয়া=অগ্রসম্পাদিনঃ ( সর্ব্বপ্রথমে কার্য্যসম্পাদনকারী ); 'অগ্র' শব্দের উত্তর 'ঘ' প্রত্যয়ে 'অগ্রিয়' শব্দ নিষ্পন্ন—প্রথমার বহুবচনে অগ্রিয়া, 'যূয়ম্' এই উহ্যপদের বিশেষণ।

---

১। বো যুষ্মদর্থমিত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। অচ্ছা শব্দোঽর্থে অনুবিজ্ঞাতেন চ অভিপ্রস্থয়োঃ সম্বন্ধঃ—অভিপ্রাস্থুঃ অভিপ্রস্থিতানি স্থানি সামর্থ্যাৎ হবীংষি ( স্কঃ স্বাঃ )।

৩। প্রস্থিতানি ব্যবস্থিতানি হবীংষি ( দুঃ )।

৪। জুজুষাণাসঃ সেবমানাঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

অপি বাগ্রমিত্যেতদনর্থকমুপবন্ধমাদদীত ॥ ৪ ॥

অপি বা ( অথবা ) অগ্রম্ ইতি এতৎ ( 'অগ্র' এই শব্দ ) অনর্থকম্ ( অর্থরহিত ) উপবন্ধম্ ( প্রত্যয়াস্ত )[১] আদদীত ( গ্রহণ করিতে পারে )।

অথবা 'অগ্র' শব্দের উত্তর 'ঘা' উপবন্ধ ( প্রত্যয়াস্ত ) যোগ করিয়া 'অগ্রিয়া' শব্দের নিষ্পত্তি; 'ঘা' উপবন্ধের কোনও অর্থ নাই,[২] কাজেই 'অগ্র' শব্দেরও যে অর্থ 'অগ্রিয়া' শব্দেরও সেই অর্থ; অগ্রিয়া = অগ্রাঃ ( শ্রেষ্ঠ )—উহ্য 'বৃষম' পদের বিশেষণ।

অদ্ধীদিন্দ্র প্রস্থিতেমা হবীংষি চনো দধিষ্ব পচতোত সোমম্ ॥ ৫ ॥

( ঋ ১০।১১৬।৮ )

ইন্দ্র ( হে ইন্দ্র ), প্রস্থিতা ইমা হবীংষি ( প্রস্থিতানি ইমানি হবীংষি—তোমার প্রতি প্রস্থিত বা ব্যবস্থিত এই সমস্ত হবি অর্থাৎ যজ্ঞসামগ্রী ) অদ্ধি ইৎ[৩] ( ভক্ষণ কর ), পচতা ( পকানি—পক্ক ) [ হবীংষি ] ( সেবনীয় পুরোডাশাদি হবি ) দধিষ্ব ( ধারণ কর অর্থাৎ উদরে প্রক্ষিপ্ত কর )[৪] চনঃ ( অন্ন ) [ দধিষ্ব ] ( উদরে প্রক্ষিপ্ত কর ) উত সোমং ( সোমও )[৫] [ দধিষ্ব ] ( উদরে প্রক্ষিপ্ত কর )।

'চনঃ' শব্দ এবং 'পচত' শব্দ অনবগত; ইহাদের অর্থ যথাক্রমে অন্ন এবং পক্ক—'পচ্' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' প্রত্যয়ে 'চনস্' শব্দের নিষ্পত্তি ( অন্ন পক্ক হয় ) এবং 'পচ্' ধাতুর উত্তর 'অতচ্' প্রত্যয়ে ( উ ৩১০ ) 'পচত' শব্দের নিষ্পত্তি ( পচত = পক্ক )। পচতা—আকার বিভক্তির।[৬] 'পচতা' পদ তিনবচনেই প্রযুক্ত হয়।

অদ্ধীন্দ্র প্রস্থিতানীমানি হবিংষি চনো দধিষ্ব।
চন ইত্যন্ননাম, পচতির্নামীভূতঃ ॥ ৬ ॥

প্রস্থিত = প্রস্থিতানি; ইমা = ইমানি। চনঃ ইতি অন্ননাম ( 'চনস্' শব্দ অন্নবাচক ), পচতিঃ ( 'পচ্' ধাতু ) নামীভূতঃ ( 'চনস্' এই নামরূপে পরিণত হইয়াছে )।

ভাষ্যকার স্বয়ংই 'চনস্' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন; 'চনস্' শব্দ 'পচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—'পচ্' ধাতুই প্রত্যয়াস্ত হইয়া 'চনস্' এই নামরূপে পরিণত হইয়াছে।

---

১। উপবন্ধঃ প্রত্যয়াস্তম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।
২। অগ্রমেব অগ্রিয়া, অনর্থক এব অগ্র শব্দে ঘা'-কার উপবন্ধ উপাত্তঃ ( দুঃ )।
৩। ইৎ পদপূরণঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৪। দধিষ্ব উদরে প্রক্ষিপ ইত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৫। উত সোমম্ অপিচ সোমম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৬। বিভক্তেরাকারঃ ( দেঃ রাঃ )।

**'তং মেদস্তঃ প্রতি পচতাগ্রভীষ্টাম্' ( শুক্ল-যজুঃ ২১.৬০ এবং ২৮.১১ দ্রষ্টব্য )**
**ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৭ ॥**

[ ইন্দ্রাগ্নী ] ( ইন্দ্র ও অগ্নি ) মেদস্তঃ ( মেদ বা বসা প্রদেশে ) পচতা ( পক্ব ) তং ( সেই পশুকে ) প্রত্যগ্রভীষ্টাম্' ( গ্রহণ করিয়াছিলেন ) ......ইত্যপি......।

পঞ্চম সন্দর্ভে 'পচতা' পদের বহুবচনান্ততা প্রদর্শিত হইয়াছে ; তং মেদস্তঃ—এই স্থলে পচতা—পক্বম্ অর্থাৎ 'পচতা' পদ একবচনান্ত।

**অপি বা মেদসশ্চ পশোশ্চ সাত্বং দ্বিবচনং স্যাৎ ॥ ৮ ॥**

অপি বা ( অথবা ) [ 'পচতা' পদে ] মেদসশ্চ পশোশ্চ ( মেদ ও পশুর ) সাত্বং ( সত্ত্ববিষয়ক )[২] দ্বিবচনং স্যাৎ ( দ্বিবচন হইতে পারে )।

অথবা, 'পচতা' পদ উদ্ধৃত স্থলে একবচনান্ত নহে, দ্বিবচনান্ত—পচতা=পক্বে। মন্ত্রে 'তম্' এবং 'মেদস্তঃ'—এই দুইটি পদ আছে ; 'মেদস্তঃ' পদের অর্থ হইতে পারে মেদঃ ( দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'তস্' প্রত্যয় ) এবং 'তম্' পদের উদ্দিষ্ট যে পশু, তাহার অর্থ হইতে পারে পশ্ববদান।[৩] মেদ এবং পশ্ববদান—ইহারা উভয়েই সত্ত্ব বা নাম ; এই সত্ত্বদ্বয়কে বিষয় করিয়া 'পচতা' পদে দ্বিবচন হইয়াছে—ইহাও বলা যাইতে পারে। মূল কথা এই যে—'পচতা' পদ যে একবচনান্ত, ইহা নিঃসন্দেহ নহে ; 'মেদঃ' এবং 'পশ্ববদানম্' এই দুই পদের বিশেষণরূপে ইহাকে দ্বিবচনান্ত পদ রূপেও গণ্য করা যাইতে পারে। পশ্ববদান—পশুযাগের অবদান ; 'আহুতির জন্য হবিদ্রব্য চারি বা পাঁচ অবদানে ( খণ্ডে ) কাটিয়া গ্রহণ করিতে হয় ;...... পশুযাগে বপাহোমে সকলের পক্ষেই পাঁচ অবদান' ( রামেন্দ্রসুন্দর )। 'নাসত্যা' যেরূপ দ্বিবচনান্ত, 'দেব্যা হোতারা ভিষজা'—এইস্থলে যেরূপ 'হোতারা' এবং 'ভিষজা' পদ দ্বিবচনান্ত, 'পচতা' পদও সেইরূপ দ্বিবচনান্ত।[৪]

**যত্র হ্যেকবচনার্থঃ প্রসিদ্ধং তদ্ভবতি 'পুরোডা অগ্নে পচতঃ' ( ঋ ৩।২৮।২ )**
**ইতি যথা ॥ ৯ ॥**

যত্র হি একবচনার্থঃ ( যেখানে 'পচত' শব্দ একবচনের অর্থ-প্রকাশক ) তৎ প্রসিদ্ধং ভবতি ( তাহা প্রসিদ্ধ আছে ), যথা ( যেমন )—অগ্নে ( হে অগ্নে ), পুরোডাঃ ( পুরোডাশঃ—পুরোডাশ ), পচতঃ ( পক্বঃ—পক্ব )......ইতি।

উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে 'পচত' শব্দের যে একবচনান্ত প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

---

১। তেন প্রদেশেন প্রত্যগ্রভীষ্টাম্ ইন্দ্রাগ্নী পচতা পক্বমিত্যর্থঃ ( দুঃ )।
২। সাত্বং সত্ত্ববিষয়কম্ ( দুঃ )।
৩। পশোঃ পশ্ববদানস্য চাভিধায়কমেতৎ ( দুঃ )।
৪। সন্তি হ্যেবংরূপাণি দ্বিবচনান্তানি তদ্ যথা 'দেব্যা হোতারা ভিষজা' ( দুঃ )।

<u>শুরুধ</u> আপো ভবন্তি শুচং সংরুন্ধন্তি ॥ ১০ ॥

শুরুধঃ আপো ভবন্তি ( 'শুরুধ্' শব্দের অর্থ জল ), শুচং ( দীপ্তি বা তাপ ) সংরুন্ধন্তি ( সংরুদ্ধ করে )।

'শুরুধ্' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ জল ; শুচ্ + 'রুধ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—জল দীপ্তি বা তাপ সংরুদ্ধ করে ( প্রদীপ্ত অগ্নির দীপ্তি জলে নাশ হয়, জল ঘর্মার্তের তাপ নিবারণ করে );[১] শুগ্‌রুধ্ = শুরুধ্।

'ঋতস্য হি শুরুধঃ সন্তি পূর্ব্বীঃ ( ঋ ৪।২৩।৮ ) ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১১ ॥

ঋতস্য হি ( যজ্ঞস্থানের )[২] পূর্ব্বীঃ ( বহুকালসম্ভূত )[৩] শুরুধঃ ( বারিরাশি ) সন্তি ( আছে ) ......ইত্যপি......।

সম্পূর্ণ মন্ত্র পরে ( নিরু ১০।৪১ ) ব্যাখ্যাত হইবে।

<u>অমিনো</u>ঽমিতমাত্রো মহান্ ভবত্যভ্যমিতো বা ॥ ১২ ॥

অমিনঃ—অমিতমাত্রঃ ( অপরিমিতমাত্র, যাহার মাত্রার পরিমাণ নাই ), মহান্ ভবতি ( ইহার অর্থ—মহান্ ), বা ( অথবা ) অভ্যমিতঃ ( 'অমিন' শব্দের অর্থ—অনভিহিংসিত )।

'অমিন' শব্দ অনবগত। অমিত—অমিন ; অমিত—অমিতমাত্র অর্থাৎ অপরিমিতমাত্র—যাহার মাত্রা পরিমিত নহে অর্থাৎ মহান্ ( পরিমাণার্থক 'মা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )। অথবা, 'অমিন' শব্দের অর্থ—অভ্যমিত ( অভি+অমিত ) ; অমিত—অহিংসিত—বধার্থক 'মি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।[৪]

'অমিনঃ সহোভিঃ' ( ঋ ৬।১৯।১, শুক্ল-যজুঃ ৭।৩৯ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৩ ॥

সহোভিঃ ( বলনিবন্ধন ) অমিনঃ ( অমিতমাত্র অথবা অহিংসিত )।

ইন্দ্র স্ববলনিবন্ধন অমিতমাত্র বা মহান্ ; অথবা, স্ববলনিবন্ধন তিনি কাহারও দ্বারা হিংসিত নহেন।

<u>জজ্ঝতী</u>রাপো ভবন্তি শব্দকারিণ্যঃ ॥ ১৪ ॥

'জজ্ঝতীঃ' আপঃ ভবন্তি ( 'জজ্ঝতী' শব্দের অর্থ জল ) শব্দকারিণ্যঃ ( শব্দকারিণী বলিয়া )।

---

১। দীপ্তিং তাপং বা রুন্ধন্তি—অগ্নের্দীপ্তিং বা ঘর্মার্তস্য ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। ঋতস্য যজ্ঞস্থানস্য, হীতি পদপূরণঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

৩। পূর্ব্বী অনেককালসম্ভূতাঃ ( দুঃ )।

৪। মিনোতির্বধকর্ম্মা, অহিংসিতঃ কেনচিৎ ( স্কঃ স্বাঃ ) ; ধাতু পাঠে 'মি' ধাতু ( স্বাদি ) প্রক্ষেপণার্থক, 'মী' ধাতু হিংসার্থক।

'জঝ্ঝতী' শব্দ অনবগত; ইহার অর্থ জল—মেঘ হইতে পতিত হইবার সময় জল 'ঝঝ্ঝ ঝঝ্ঝ' এইরূপ শব্দ করে। শব্দানুকরণ-নিবন্ধনই জলের নাম জঝ্ঝতী;[১] 'জঝ্ঝতী' শব্দের প্রথমা বহুবচনে জঝ্ঝতীঃ' ( ছান্দসত্বাৎ )।

'মরুতো জঝ্ঝতীরিব' ( ঋ ৫।৫২।৬ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৫ ॥

হে মরুতঃ ( হে মরুদ্গণ ), জঝ্ঝতীঃ ইব ( বারিরাশির ন্যায় )······ইত্যপি··· ···।

অপ্রতিষ্কুতোঽপ্রতিষ্কৃতোঽপ্রতিস্খলিতো বা ॥ ১৬ ॥

অপ্রতিষ্কুতঃ = অপ্রতিষ্কৃতঃ ( অন্যের দ্বারা পূর্ব্বে যে প্রতিষ্কৃত বা প্রতিহত হয় নাই; অথবা, যাহাকে পরের প্রতি কেহও পরাঙ্মুখ করিতে পারে নাই );[২] অথবা, অপ্রতিষ্কুতঃ— অপ্রতিস্খলিতঃ ( সংগ্রামে যে কখনও প্রতিস্খলিত হয় নাই অর্থাৎ যুদ্ধপরাঙ্মুখ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নাই )।[৩]

'অপ্রতিষ্কুত' শব্দ অনবগত; 'অপ্রতিষ্কৃত' অথবা 'অপ্রতিস্খলিত' শব্দই 'অপ্রতিষ্কুত' আকার ধারণ করিয়াছে—'কৃ' ধাতু অথবা 'স্খল' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

'অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ' ( ঋ ১।৭।৬ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৭ ॥

অস্মভ্যম্ ( আমাদের জন্য ) [ মেঘম্ অপাবৃধি ] ( মেঘ উদ্ঘাটন কর ) [ ত্বম্ ] অপ্রতিষ্কুতঃ ( তুমি অপ্রতিষ্কুত )······ইত্যপি··· ।

অপ্রতিষ্কুতঃ—প্রতিশব্দরহিতঃ ( সায়ণ ) "হে ইন্দ্র, আমরা যাচ্ঞা করিলে 'না' বলিয়া তুমি কখনও প্রতিশব্দ উচ্চারণ কর না"।

শাশদানঃ শাশাদ্যমানঃ ॥ ১৮ ॥

শাশদানঃ = শাশাদ্যমানঃ ( পুনঃপুনঃ শাতনকর্ত্তা অর্থাৎ অভিভবকারী; অথবা পুনঃপুনঃ শাত্যমান অর্থাৎ অভিভূয়মান )।

'শাশদান' শব্দ অনবগত; ইহার অর্থ শাশাদ্যমান—শাতন ( পাতন ) অর্থে বিদ্যমান 'শদ্' ( যঙ্লুগন্ত ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। স্কন্দস্বামী শব্দটিকে কর্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহার মতে ইহার অর্থ—যে পুনঃপুনঃ শাতন অর্থাৎ পাতন বা বিশরণ

---

১। আপো মেঘাৎ পতন্ত্যো জঝ্ঝতীরিত্যেবংরূপং শব্দং কুর্ব্বন্তীত্যেবংরূপশীলধর্ম্মাঃ তত্তজ্জানবশাৎ শব্দানুকরণনিমিত্তকম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। যুদ্ধে অন্যেনাপ্রতিহতপূর্ব্ব ইত্যর্থঃ ( বেঃ রাঃ ); ন প্রতিষ্কৃতঃ পরান্ প্রতি পরাঙ্মুখঃ কৃতপূর্ব্বঃ কেনচিৎ ( দুঃ )।

৩। অপ্রতিস্খলিতঃ সংগ্রামেষু ( দুঃ )।

করে ; দুর্গাচার্য্য মনে করেন শব্দটি কর্ম্মবাচ্যে নিষ্পন্ন এবং তাঁহার মতে ইহার অর্থ—যে পুনঃপুনঃ শাতিত অর্থাৎ পাতিত বা বিশীর্ণ হয়।

'প্র স্বাং মতিমতিরচ্ছাশদানঃ' ( ঋ ১।৩৩।১৩ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৯ ॥

স্কন্দস্বামীর মতে—শাশদানঃ ( পুনঃপুনঃ শত্রুকে পাতিত বা বিধ্বস্ত করিয়া ) [ ইন্দ্র ] স্বাং মতিং ( স্বীয় স্তুতি ) প্রাতিরৎ ( বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন ) ;[১] অসুরগণকে এবং তাহাদের পুরীসমূহ ইন্দ্র পুনঃপুনঃ বিধ্বস্ত করেন, এইজন্য লোক অবিরত তাঁহার স্তুতি করিতে থাকে—শত্রুপরাভবরূপ কর্ম্মের দ্বারা তিনি স্বীয় স্তুতি বর্দ্ধিত করেন।[২]

দুর্গাচার্য্যের মতে—শাশদানঃ ( ইন্দ্রকর্তৃক পুনঃপুনঃ পাত্যমান বা বিধ্বস্ত হইয়া ) [ বৃত্র ] স্বাং মতিং ( স্বীয় দুষ্ট বুদ্ধি ) প্রাতিরৎ ( ত্যাগ করিয়াছিল ) ;[৩] বৃত্র ইন্দ্রকর্তৃক পুনঃপুনঃ আহত হইয়া তাহার পাপবুদ্ধি ( পৃথিবীতে জলবর্ষণ করিব না ঈদৃশ বুদ্ধি ) পরিত্যাগ করে।[৪]

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। প্রাতিরৎ প্রকর্ষেণাবর্দ্ধয়ৎ।

২। শাশদানঃ পুনঃপুনরসুরাংস্তৎপুরঞ্চ শাতয়ন্, যো হি ঈদৃশং কর্ম পুনঃপুনঃ করোতি স তৎকর্মসম্বন্ধামাত্মনঃ স্তুতিং বর্দ্ধয়তি।

৩। প্রাতিরৎ প্রাজহাৎ।

৪। শাশদানঃ শাশাদ্যমানঃ ইন্দ্রেণ, স চ ক্ষিপ্যমানঃ প্রাতিরৎ স্বাং মতিং 'ন বর্ষাম্যুদকমেতেভ্যোন্' ইত্যেতাং মতিম্......।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

<u>সৃপ্রঃ</u> সর্পণাৎ; ইদমপীতরৎ সৃপ্রমেতস্মাদেব সর্পির্বা তৈলং বা ॥ ১ ॥

সৃপ্রঃ সর্পণাৎ ('সৃপ্র' শব্দ 'সৃপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); ইদম্ অপি ইতরৎ সৃপ্রং সর্পিঃ বা তৈলং বা (আর এই অন্য সৃপ্র অর্থাৎ ঘৃত অথবা তৈল) এতস্মাৎ এব (এই 'সৃপ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন)।

'সৃপ্র' শব্দ অনবগত; ইহার অর্থ প্রসৃত—গত্যর্থক 'সৃপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'সৃপ্র' শব্দের অন্য অর্থ ঘৃত বা তৈল; ঘৃতবাচক এবং তৈলবাচক 'সৃপ্র' শব্দও 'সৃপ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—ঘৃত ও তৈল সৃপ্ত হয় অর্থাৎ ভূমিতে পড়িলে যেন চলিতে থাকে।

'সৃপ্রকরস্নমূতয়ে' (ঋ ৮।৩২।১০)

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ২ ॥

উতয়ে (লোকগণকে রক্ষা করিবার জন্য) সৃপ্রকরস্নম্ (প্রসৃতবাহু ইন্দ্রকে)...... ইত্যপি......।

করস্নৌ বাহূ কর্ম্মণাং প্রস্নাতারৌ ॥ ৩ ॥

করস্নৌ—বাহূ (বাহুদ্বয়), কর্ম্মণাং (কর্মসমূহের) প্রস্নাতারৌ (বেষ্টয়িতা অর্থাৎ সম্পাদক)।

'করস্ন' শব্দের অর্থ বাহু। 'করস্' শব্দের অর্থ কর্ম (নিঘ ২।১); 'করস্' শব্দপূর্বক বেষ্টনার্থক 'স্নৈ' ধাতু হইতে 'করস্ন' শব্দের নিষ্পত্তি—বাহু কর্ম বেষ্টন করে অর্থাৎ সম্পাদন করে।[1] নিঘণ্টুতেও (২।৪) 'করস্ন' শব্দ বাহুবাচক।

<u>সুশিপ্র</u>মেতেন ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪ ॥

সুশিপ্রম্ ('সুশিপ্র' শব্দ) এতেন (এই 'সৃপ্র' শব্দের দ্বারা) ব্যাখ্যাতম্ (ব্যাখ্যাত হইল)।

'সুশিপ্র' শব্দ অনবগত; 'সৃপ্র' শব্দের ন্যায় 'সুশিপ্র' শব্দও গত্যর্থক 'সৃপ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন। 'শিপ্র' শব্দের অর্থ পরে বলিতেছেন (৬ষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

'বাজে সুশিপ্র গোমতি' (ঋ ৮।২১।৮)

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৫ ॥

সুশিপ্র (হে সুনাসিক অথবা সুহনো) গোমতি (গোসমন্বিত) বাজে (অন্নে) [অস্মান্ প্রতিষ্ঠাপয়] (আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত কর)...... ইত্যপি......।

---

১। কর্ম্মণাং প্রস্নাতারৌ বেষ্টয়িতারৌ কর্ম্মকর্ত্তারাবিত্যর্থঃ (বেঃ মাঃ); প্রস্নাতারৌ নির্বর্ত্তয়িতারাবিত্যর্থঃ (দুঃ)।

শিপ্রে হনূ নাসিকে বা ॥ ৬ ॥

শিপ্রে = হনূ নাসিকে বা ( হনুদ্বয় অথবা নাসিকাদ্বয় )।

'শিপ্র' শব্দ 'সৃপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, ইহা বলা হইয়াছে। 'শিপ্র' শব্দের অর্থ হনু ( চোয়াল ) অথবা নাসিকা—হনু অন্নের প্রতি এবং নাসিকা গন্ধের প্রতি সৃপ্ত বা চলিত হয়।[১] সুশিপ্র = প্রশস্তশিপ্রবিশিষ্ট।

হনুর্হন্তেঃ নাসিকা নসতেঃ ॥ ৭ ॥

হনুঃ ( 'হনু' শব্দ ) হন্তেঃ ( 'হন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ), নাসিকা ( 'নাসিকা' শব্দ ) নসতেঃ ( 'নস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'হনু' শব্দ 'হন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—হনু খাদ্যদ্রব্য হত বা চূর্ণবিচূর্ণ করে; 'নাসিকা' শব্দ প্রাপ্ত্যর্থক বা নমনার্থক 'নস্' ধাতু হইতে ( নির্ ৪।১৭ ) নিষ্পন্ন—নাসিকা গন্ধ প্রাপ্ত হয় বা গন্ধের প্রতি নত হয়।[২]

'বিষ্যস্ব শিপ্রে বিসৃজস্ব ধেনে' ( ঋ ১।১০১।১০ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৮ ॥

[ হে ইন্দ্র ] শিপ্রে ( হনুদ্বয় ) বিষ্যস্ব ( হবির্ভক্ষণের নিমিত্ত বিমুক্ত কর অর্থাৎ খোল ) [ অথবা, শিপ্রে ( নাসিকাদ্বয় ) বিষ্যস্ব ( গন্ধাঘ্রাণের নিমিত্ত বিমুক্ত কর ) ][৩] ধেনে ( ধেনাদ্বয় অর্থাৎ জিহ্বা এবং উপজিহ্বিকা বা আলজিভ্ )[৪] বিসৃজস্ব ( বিমুক্ত কর )…… ……ইত্যপি……।

পঞ্চম সন্দর্ভে 'সুশিপ্র' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইয়াছে; বিষ্যস্ব শিপ্রে……এই মন্ত্রে 'শিপ্র' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

ধেনা দধাতেঃ ॥ ৯ ॥

'ধেনা' ( যাহার দ্বিতীয়ার দ্বিবচনের রূপ 'ধেনে' ) শব্দ 'ধা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ধেনা' শব্দের অর্থ জিহ্বা এবং উপজিহ্বিকা ( আলজিভ্ )—জিহ্বা ও উপজিহ্বিকায় অন্ন নিহিত বা স্থাপিত হয়।[৫] 'ধেনা' শব্দ নিঘণ্টুতে ( ১।১১ ) বাক্‌পর্য্যায়।

রংসু রমণীয়েষু রমণাৎ ॥ ১০ ॥

রংসু = রমণীয়েষু ( রমণীয় স্থানসমূহে ), রমণাৎ ( 'রম' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

---

১। অন্নং গন্ধং চ প্রতি সৃপ্তৌ ভবতঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। গন্ধং নসতি প্রাপ্নোতি বা গন্ধং প্রতি নমতীতি বা নাসিকা ( স্কঃ স্বাঃ )।

৩। হনূ হবির্ভক্ষণায় নাসিকে বা, তে অপি হি গন্ধাঘ্রাণায় নর্তত ইব, তস্মাৎ উভে হি আস্যান্তরে বা বিসৃতো বা হর্ষ উৎপদ্যতে ( দুঃ )।

৪। ধেনে জিহ্বোপজিহ্বিকে ( স্কঃ স্বাঃ )।

৫। অত্রাহি অন্নং ধীয়তে ( দুঃ )।

'রংসু' পদ অনবগত। ইহার অর্থ—রমণীয়েষু; 'রম্' ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়ে 'রম্' শব্দ নিষ্পন্ন—৭মী বহুবচনে রংসু। রম্—রমণীয়।

'স চিত্রেণ চিকিতে রংসু ভাসা' ( ঋ ২।৪।৫ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১১ ॥

সঃ ( অগ্নি ) চিত্রেণ ( চিত্রয়া—বিচিত্র )[১] ভাসা ( দীপ্তি দ্বারা ) [ যুক্তঃ ] ( যুক্ত হইয়া ) রংসু ( রমণীয় অগ্নিহোত্রাদি স্থানে, অথবা—রমণীয় দ্যুলোকে )[২] চিকিতে ( প্রকাশ পাইতেছেন )[৩]……ইত্যপি ……।

<u>দ্বিবর্হা</u> দ্বয়োঃ স্থানয়োঃ পরিবৃঢ়ো মধ্যমে চ স্থান উত্তমে চ ॥ ১২ ॥

দ্বিবর্হাঃ—দ্বয়োঃ স্থানয়োঃ পরিবৃঢ়ঃ ( দুই স্থানে পরিবৃদ্ধ বা মহান্ ) মধ্যমে চ স্থানে উত্তমে চ ( মধ্যমস্থানে অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোকে এবং উত্তমস্থানে অর্থাৎ দ্যুলোকে )।

'দ্বিবর্হাঃ' পদ অনবগত। দ্বিশব্দপূর্বক বৃদ্ধ্যর্থক 'বৃহ্' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' প্রত্যয়ে 'দ্বিবর্হস্' শব্দের নিষ্পত্তি,[৪] ইহার অর্থ—স্থানদ্বয়ে অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোকে ও দ্যুলোকে যিনি পরিবৃঢ় অর্থাৎ পরিবৃদ্ধ বা মহান্। ইন্দ্র অন্তরিক্ষলোকে প্রধান—বিদ্যুৎরূপে এবং দ্যুলোকে প্রধান—সূর্যরূপে;[৫] বিদ্যুৎরূপে অন্তরিক্ষে থাকিয়া তিনি জলবর্ষণ করেন, সূর্যরূপে দ্যুলোকে থাকিয়া তিনি পৃথিবী হইতে রসগ্রহণ করেন—অন্তরিক্ষলোকে এবং দ্যুলোকে ঈদৃশ কার্য্যকারিত্ব আর কাহারও নাই।

'উত দ্বিবর্হা অমিনঃ সহোভিঃ' ( ঋ ৬।১৯।১, শুক্ল-যজুঃ ৭।৩৯ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৩ ॥

উত ( আর ) [ ইন্দ্রঃ ] ( ইন্দ্র ) দ্বিবর্হাঃ ( স্থানদ্বয়ে পরিবৃঢ় বা মহান্ ) সহোভিঃ ( বলনিবন্ধন ) অমিনঃ ( অমিতমাত্র অথবা অহিংসিত )… ইত্যপি……।

'অমিন' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ষোড়শ পরিচ্ছেদের ত্রয়োদশ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

<u>অক্র</u> আক্রমণাৎ ॥ ১৪ ॥

অক্রঃ ( 'অক্র' শব্দ ) আক্রমণাৎ ( 'আ' পূর্বক 'ক্রম' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

---

১। চিত্রেণ বা ভাবেনেৰঃ নপুংসকঃ স্ত্রীলিঙ্গস্য স্থানে বিচিত্রয়া ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। রমণীয়েষু স্থানেষু দ্যুলোকাদিষু অগ্নিহোত্রেষু বা ( দুঃ )।

৩। চিকিতে জ্ঞায়তে ( স্কঃ স্বাঃ )।

৪। দ্বিশব্দে সমানুপপদে 'বৃহ' বৃদ্ধৌ ইত্যস্মাদসুন্ ( দেঃ রা

৫। মধ্যমে চ স্থানে বৈদ্যুতাত্মনা উত্তমে চ সূর্যাত্মনা ( দুঃ ·

'অক্র' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ বেষ্টন-প্রাকার[১]—যে প্রাকার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া থাকে অর্থাৎ প্রাকারবেষ্টিত দুর্গ ( আক্রম্যতে ইতি—যাহা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, এই ব্যুৎপত্তিতে )।

'অক্রো ন বভ্রিঃ সমিথে মহীনাম্' (ঋ ৩।১।১২ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৫ ॥

সমিথে ( সংগ্রামে ) মহীনাম্ ( মহতী শত্রুসেনার ) বভ্রিঃ ( ধারয়িতা )[২] অক্রো ন ( অক্র অর্থাৎ দুর্গ বা বেষ্টন-প্রাকারের ন্যায় )······ইত্যপি······।

উরাণ উরু কুর্ব্বাণঃ ॥ ১৬ ॥

উরাণঃ—উরু কুর্ব্বাণঃ ( প্রভূতকারী অর্থাৎ অল্প বস্তুর বহুত্ববিধায়ক )।

'উরাণ' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ—প্রভূতত্ববিধায়ক অর্থাৎ অল্প বস্তুকে যে বহু করিতে পারে; অগ্নি অল্প হব্যকেও বহু করিয়া থাকেন, যাহাতে দেবতাগণের তৃপ্তি হয়।[৩]

'দূত ঈয়সে প্রদিব উরাণঃ' ( ঋ ৩।৭।৮ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৭ ॥

[ হে অগ্নে ] প্রদিবঃ ( পুরাণ বা চিরন্তন ) উরাণঃ ( অল্প বস্তুর বহুত্ববিধায়ক ) দূতঃ [ ত্বম্ ] ( দূত তুমি ) ঈয়সে ( প্রার্থিত হইতেছ )[৪]······ইত্যপি·······।

'প্রদিব' শব্দ পুরাণবাচী ( নিঘ ৩।২৭ )।

স্তিয়া আপো ভবন্তি স্ত্যায়নাৎ ॥ ১৮ ॥

স্তিয়াঃ আপঃ ভবন্তি ( 'স্তিয়া' শব্দের অর্থ—জল ) স্ত্যায়নাৎ ( 'স্ত্যৈ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'স্তিয়া' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ জল; সংঘাতার্থক 'স্ত্যৈ' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি—পার্থিব অবয়বসমূহের সংঘাত অর্থাৎ কঠিনীভাব বা সমষ্টিভাব সম্পাদন করে জল, অথবা জল নিজেই শৈত্যপ্রভাবে সংহত ( কঠিনীভূত ) হয়।[৫]

---

১। অক্রো ন প্রাকার ইব ( দুঃ )।

২। বভ্রিঃ ভর্ত্তা ধারয়িতা ( দুঃ )।

৩। অল্পমপি হুতং হবিঃ দেবতাতৃপ্তিসমর্থং বহু কুর্ব্বাণঃ ( দুঃ )।

৪। ঈয়সে যাচ্যসে ( দুঃ )।

৫। আপ এব হি পার্থিবানামবয়বানাং সংহননে হেতুভূতা ভবন্তি, অথবা হিমপ্রভাবেণ চ তা আত্মনৈব সংহতা ভবন্তি ( দুঃ )।

'বৃষা সিন্ধূনাং বৃষভঃ স্তিয়ানাম্' ( ঋ ৬৷৪৪৷২১ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৯ ॥

সিন্ধূনাঃ ( নদীসমূহের নিমিত্ত )[১] বৃষা ( বর্ষণকারী ), স্তিয়ানাম্ ( বারিরাশির ) বৃষভঃ ( প্রদাতা ) [ ইন্দ্রঃ ]……ইত্যপি……।

<u>স্তিপা</u> স্তিয়াপালন উপস্থিতান্ পালয়ন্তীতি বা ॥ ২০ ॥

স্তিপাঃ—স্তিয়াপালনঃ ( জলের রক্ষক অর্থাৎ কূপ ) উপস্থিতান্ পালয়তি ইতি ব, ( অথবা, উপস্থিত তৃষ্ণার্ত প্রাণিসমূহকে পালন করে, ইহাই বা 'স্তিপা' শব্দের ব্যুৎপত্তি )।

'স্তিপা' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ কূপ—কূপ স্তিয়ার ( জলের ) পালন কর্তা বা রক্ষক, জলরাশি কূপে রক্ষিত বা সঞ্চিত থাকে ( স্তিয়া+পালন—স্তিপা ); অথবা, কূপ উপস্থিত তৃষ্ণার্ত প্রাণিসমূহকে জল দান করিয়া পালন করে, ইহাও 'স্তিপা' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে[২] ( উপস্থিত+পালন—স্থিপা—স্তিপা )। 'স্তিপা' শব্দের প্রথমার একবচনে স্তিপাঃ ( 'বিশ্বপা' শব্দের ন্যায় )।

'স ন স্তিপা উত ভবা তনূপাঃ' ( ঋ ১০৷৬৯৷৪ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ২১ ॥

উত ( আর ) [ হে অগ্নে ] সঃ [ ত্বং ] ( সেই তুমি ) স্তিপাঃ [ ইব ] ( কূপের ন্যায় ) নঃ ( আমাদিগের ) তনূপাঃ ( শরীররক্ষাকারী ) ভবা ( ভব—হও )।

কূপ যেরূপ জলপানার্থী তৃষ্ণার্ত প্রাণিসমূহকে রক্ষা করে, তুমিও সেইরূপ আমাদের শরীর রক্ষা কর—ইহাই ঋষির প্রার্থনা।

<u>জবারু</u> জবমানরোহি জরমাণরোহি গরমাণরোহীতি বা ॥ ২২ ॥

জবারু—জবমানরোহি ( গমন করিতে করিতে আরোহণকারী ), জরমাণরোহি ( জীর্ণ করিতে করিতে আরোহণকারী ) বা ( অথবা ) গরমাণরোহি ( গ্রাস করিতে করিতে আরোহণকারী )।

'জবারু' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ আদিত্যমণ্ডল—(১) আদিত্যমণ্ডল জবমান হইয়া অর্থাৎ গমন করিতে করিতে ঊর্ধ্বে আরোহণ করে ( 'জবমান' শব্দপূর্বক আ+'রুহ্' ধাতু হইতে 'জবারু' শব্দ নিষ্পন্ন );[৩] (২) আদিত্যমণ্ডল প্রাণিসমূহের জীর্ণতা সম্পাদন করিতে করিতে ঊর্ধ্বে আরোহণ করে ( 'জরমাণ' শব্দপূর্বক আ+'রুহ্' ধাতু হইতে 'জবারু' শব্দ নিষ্পন্ন );[৪]

---

১। সিন্ধবো নদ্যঃ নদীনামপার্থীয় ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। কূপো হি তৃষ্ণার্তান্ পায়ূন্ পাত্যুদক সম্প্রদানেন ( দুঃ )।

৩। তদ্ধি জবমানং গচ্ছৎ নভসো মধ্যমারোহতি ( দুঃ )।

৪। তদ্ধি জরয়মাণং সর্বভূতানি রোহতি ( দুঃ )।

(৩) আদিত্যমণ্ডল প্রাণিসমূহের আয়ু গ্রাস করিতে করিতে অথবা রস গ্রাস ( গ্রহণ ) করিতে করিতে ঊর্ধ্বে আরোহণ করে[১] ('গরমাণ' শব্দপূর্বক আ+'রুহ' ধাতু হইতে 'জবারু' শব্দ নিষ্পন্ন)। 'জবমান', 'জরমাণ' অথবা 'গরমাণ' শব্দের স্থানে জব আদেশ হইয়াছে।

'অগ্রে রূপ আরুপিতং জবারু' ( ঋ ৪।৫।৭ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ২৩ ॥

অগ্রে ( সৃষ্টিকালে ) রূপঃ ( পৃথিবী হইতে দূরে ) জবারু ( আদিত্যমণ্ডল ) আরুপিতম্ ( আরোপিতম্—দেবগণ কর্তৃক আরোপিত বা স্থাপিত হইয়াছিল )[২]...ইত্যপি...।

রূপঃ—'রূপ্' শব্দের পঞ্চমীর একবচন; 'রিপ্' শব্দ পৃথিবীবাচী ( নিঘ ১।১ ); রিপ্—রূপ্ ( ছান্দসত্বাৎ )।[৩]

জরূথং গরূথং গৃণাতেঃ ॥ ২৪ ॥

জরূথম্—গরূথম্ ( স্তোত্র ), গৃণাতে ( 'গৃ' ধাতু হইতে 'জরূথ' শব্দ নিষ্পন্ন )।

'জরূথ' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ গরূথ বা স্তোত্র—স্তুত্যর্থক 'গৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

'জরূথং হন্ যক্ষি রায়ে পুরন্ধিম্' ( ঋ ৭।১।৮ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ২৫ ॥

[ হে অগ্নে ] জরূথং ( স্তোত্র ) হন্ ( গমন করাইয়া অর্থাৎ প্রাপ্ত করাইয়া )[৪] রায়ে ( ধনের নিমিত্ত ) পুরন্ধিং ( বহুপ্রজ্ঞ, প্রভূতধাতুগুণসম্পন্ন অথবা বহুকর্মকারী )[৫] [ দেবগণং ] ( দেবগণকে )[৬] যক্ষি ( যাগ কর )...ইত্যপি...।

কুলিশ ইতি বজ্রনাম কূলশাতনো ভবতি ॥ ২৬ ॥

কুলিশঃ ইতি বজ্রনাম ('কুলিশ' শব্দের অর্থ বজ্র) কূলশাতনঃ ভবতি ( কূলবিদারক হয় )।

'কুলিশ' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ বজ্র—বজ্র কূলকে অর্থাৎ পর্বত বা মেঘের সমুচ্ছ্রিত প্রদেশকে বিদীর্ণ করে[৭] ( কূল+'শদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ); কূলশাতন—কুলিশ ( নিঘণ্টুতেও 'কুলিশ' শব্দ বজ্রনাম, ৩।২০ দ্রষ্টব্য )।

---

১। বয়ো গিরন্ বা রসান্ ( স্কঃ ভাঃ ); তদ্ধি গরমাণং রসান্ আরোহতি ( দুঃ )।
২। আরোপিতং দেবৈঃ ( দুঃ )।
৩। রিপ ইত্যস্য পৃথিবীনামধেয়স্য ইকারস্য উকারঃ ( স্কঃ ভাঃ )।
৪। হন্ গময়ন্ ত্বাং প্রতি ( দুঃ )।
৫। বহুকর্মাণং বহুপ্রজ্ঞং বা ( স্কঃ ভাঃ ); ধনসমূহভাজা বহুধাতুভরমিতি স্যাৎ ( দুঃ )।
৬। কম্ ? সামর্থ্যাদাহ্বানং দেবগণং বা ( স্কঃ ভাঃ )।
৭। মেঘস্য পর্বতস্য বা সমুচ্ছ্রিতাঃ প্রদেশাঃ কূলানীব শাতয়তেরবাদ্ ( স্কঃ ভাঃ )।

'স্কন্ধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ' ( ঋ ১।৩২।৫ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ২৭ ॥

কুলিশেনা ( কুলিশেন—বজ্র দ্বারা ) বিবৃক্ণা ( বিবৃক্ণানি—ছিন্ন )[1] স্কন্ধাংসি ইব ( অধোভাগগত স্থূল বৃক্ষশাখার ন্যায় )[2] অহিঃ ( মেঘ ) পৃথিব্যাঃ উপপৃক্ ( পৃথিবীর সহিত সম্পর্কসমন্বিত হইয়া ) শয়তে ( অবস্থান করিতেছে )।[3]

বৃক্ষের অধোভাগগত স্থূল এবং আয়ত বৃক্ষশাখার নাম স্কন্ধ ( স্কন্ধস্ ) ; স্কন্ধঃসমূহ যেরূপ বজ্রের দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ মেঘও সেইরূপ জলরূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীর সহিত সম্পর্কযুক্ত হয় এবং তথায় অবস্থান করে।

স্কন্ধো বৃক্ষস্য সমাস্কন্নো ভবতি ॥ ২৮ ॥

স্কন্ধঃ বৃক্ষস্য ( এই স্থলে 'স্কন্ধস্' শব্দ বৃক্ষস্কন্ধ বুঝাইতেছে ), সমাস্কন্নঃ ভবতি ( বৃক্ষে সমুপশ্লিষ্ট হয় )।[4]

মন্ত্রে 'স্কন্ধাংসি' পদ আছে। 'স্কন্ধস্' শব্দ ( ক্লীবলিঙ্গ ) বৃক্ষশাখা বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে ; 'স্কন্দ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—বৃক্ষশাখা বৃক্ষে সমাস্কন্ন বা সমাশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। স্কন্দস্বামীর পাঠ—সমাস্কন্নং ভবতি ; এই পাঠই ভাল। কারণ, মন্ত্রে 'স্কন্ধাংসি' ( ক্লীবলিঙ্গ 'স্কন্ধস্' শব্দের প্রথমার বহুবচন ) পদ আছে ; কাজেই 'স্কন্ধো বৃক্ষস্য' এই স্থলেও 'স্কন্ধঃ' পদ ক্লীবলিঙ্গ 'স্কন্ধস্' শব্দেরই রূপ, পুংলিঙ্গ 'স্কন্ধ' শব্দের নহে।

ইদমপীতরৎ স্কন্ধঃ[5] এতস্মাদেবাস্কন্নং কায়ে ॥ ২৯ ॥

ইদম্ অপি ইতরৎ স্কন্ধঃ ( আর এই যে অন্য স্কন্ধ অর্থাৎ প্রাণিসমূহের কাঁধ ) এতস্মাদেব ( এই 'স্কন্দ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন ) কায়ে ( শরীরে ) আস্কন্নং ভবতি ( সমাশ্লিষ্ট হয় )।

প্রাণিসমূহের কাঁধ বুঝাইতে প্রযুক্ত 'স্কন্ধস্' শব্দও এই 'স্কন্দ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন ; প্রাণিসমূহের কাঁধ শরীরে সমাশ্লিষ্ট।

অহিঃ শয়ত উপপর্চনঃ পৃথিব্যাঃ ॥ ৩০ ॥

মন্ত্রে, উপপৃক্—উপপর্চনঃ ( সম্পর্কসম্পাদনকারী )।

---

১। বিবৃক্ণা বিবিধং ছিন্নানি ( স্কঃ ভাঃ )।

২। বৃক্ষাণাং স্থূলা অধোভাগবর্তিনঃ শাখা কাণ্ডস্থে তে স্কন্ধা উচ্যন্তে ( স্কঃ ভাঃ )।

৩। শেতেরিহ স্থানার্থঃ ( স্কঃ ভাঃ )।

৪। বৃক্ষে সমুপশ্লিষ্টং ভবতি ( স্কঃ ভাঃ )।

৫। অনেক পুস্তকের পাঠ—অয়মপীতরস্কন্ধ এতস্মাদেবাস্কন্নং ভবতি ; অয়মপীতরস্কন্ধঃ ( পুংলিঙ্গে ) আস্কন্নং ( ক্লীবলিঙ্গে ) ; এই পাঠ সুসঙ্গত নহে। ইদমপীতরৎ স্কন্ধঃ—এই পাঠ স্কন্দস্বামীরও সম্মত।

অহি অর্থাৎ মেঘ উদক ভাবে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে উপপৃক্ত বা সম্পর্কিত হয়, অর্থাৎ পৃথিবীতে পতিত হইয়া অবস্থান করে।[১]

তুগ্রস্তুগ্রতের্দানকর্ম্মণঃ ॥ ৩১ ॥

তুগ্রঃ ( 'তুগ্র' শব্দ ) দানকর্ম্মণঃ তুগ্রতেঃ ( দানার্থক 'তুগ্র' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'তুগ্র' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ দান— দানার্থক 'তুগ্র' ভাবে 'ঘঞ্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন ; 'তুগ্র' ধাতু দানার্থে ( নিঘ ৩।২০ ) পঠিত।

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। উপপর্চন: সম্পর্কং কর্তা ভূত্বা উদকভাবেনাত্মনৈব পৃথিব্যাং পততে………অবস্থানমাত্রমেব বাক্যোঽভিমতঃ ( দুঃ )।

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

'তুঞ্জে তুঞ্জে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণঃ।
ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিম্' ॥ ১ ॥

( ঋ ১।৭।৭ )

তুঞ্জে তুঞ্জে ( দানে দানে অর্থাৎ এক একটি দানের পর ) বজ্রিণঃ ইন্দ্রস্য ( বজ্রধারী ইন্দ্রের ) যে উত্তরে স্তোমাঃ ( উত্তরোত্তর প্রকৃষ্ট যে সমস্ত স্তোম বা স্তুতিবাক্য প্রযুক্ত হয় ) [ তৈঃ ] ( তাহাদের দ্বারা ) অস্য ( ইন্দ্রের ) সুষ্টুতিং ( স্তুতির সমাপ্তি ) ন বিন্ধে ( লাভ করি না )।

ঋষি বলিতেছেন—ইন্দ্র আমাদিগকে বৃষ্টি দান করেন, ধন দান করেন;[১] এক একটি দান প্রাপ্ত হইয়াই আমি তাঁহার স্তুতি করি এবং এই স্তুতি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে;[২] তথাপি কোন স্তুতি দ্বারাই তাঁহার স্তুতিসমাপ্তি লাভ করি না[৩] অর্থাৎ সমগ্র গুণ প্রকাশ করিতে না পারায় তাঁহার স্তুতি পর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না।

দানে দানে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণঃ নাস্য
তৈর্বিন্দামি সমাপ্তিং স্তুতেঃ ॥ ২ ॥

তুঞ্জে তুঞ্জে—দানে দানে ( প্রত্যেক দানে ); ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিম্—নাস্য তৈঃ বিন্দামি সমাপ্তিং স্তুতেঃ ( তাহাদের দ্বারা অর্থাৎ মৎকৃত স্তুতিসমূহের দ্বারা আমি স্তুতির সমাপ্তি লাভ করি না ); সুষ্টুতিম্—স্তুতেঃ সমাপ্তিম্।

<u>বর্হণা</u> পরিবর্হণা ॥ ৩ ॥

বর্হণা—পরিবর্হণা ( পরিবৃদ্ধি অথবা পরিহিংসা )।

'বর্হণা' শব্দ অনবগত; পরিবর্হণা ( পরি+বর্হণা ) শব্দের দ্বারা 'বর্হণা' শব্দের ধাতুগত অর্থ উপসর্গ অধ্যাহার করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।[৪] 'পরিবর্হণা' শব্দ বৃদ্ধ্যর্থক 'বৃহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে—তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে পরিবৃদ্ধি ( সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধি ); আর হিংসার্থক 'বর্হ' ধাতু হইতেও নিষ্পন্ন হইতে পারে—তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে পরিহিংসা ( সর্ব্বতোভাবে হিংসা )।

---

১। তুঞ্জে তুঞ্জে দানে দানে। কস্য? সামর্থ্যাদ্ বৃষ্টের্ধনানাং বা ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। পূর্ব্বোক্তাঃ প্রকৃষ্টতরাঃ স্তোমা মদীয়াঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

৩। ন বিন্ধে বিন্দের্লাভার্থস্যেদং রূপম্, ন লভে ( স্কঃ স্বাঃ )।

৪। পরিবর্হণেতি ধাত্বর্থকথনম্; ধাত্বর্থশ্চ বৃদ্ধিহিংসা বা......; স্কঃ স্বাঃ ); 'পরিবর্হণা' ইত্যুপসর্গাধ্যাহারেণার্থপ্রদর্শিতঃ ( দুঃ )।

'বৃহচ্ছ্রবা অসুরো বর্হণা কৃতঃ' ( ঋ ১।৫৪।৩ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৪ ॥

বৃহচ্ছ্রবাঃ ( ঘোর গর্জ্জনকারী )[১] অসুরঃ ( মেঘকে ) বর্হণা ( পরিবৃদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ পরিবৃদ্ধ বধের দ্বারা অথবা পরিহিংসার দ্বারা )[২] [ বৃষভঃ ] কৃতঃ ( বর্ষণকারী করা হইয়াছে )… …ইত্যপি…… ।

ইন্দ্র প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া মেঘকে জলদানে বাধ্য করিয়াছেন—ইহাই মন্ত্রাংশের অর্থ ; স্কন্দস্বামীর মতে 'বর্হণা' পদ 'ইন্দ্রেণ' পদের বিশেষণ ;[৩] তাঁহার মতে মন্ত্রাংশের অর্থ হইবে পরিবৃদ্ধিযুক্ত অথবা পরিহিংসাযুক্ত ইন্দ্রকর্তৃক মেঘকে বর্ষণকারী করা হইয়াছে ।

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। বৃহচ্ছ্রবাঃ বৃহদ্ঘোষঃ ( দুঃ ) ; স্কন্দস্বামীর মতে—মহাধনঃ ( 'শ্রবস্' শব্দ ধনবাচী—নিঘ ২ ১০ ) '
২। পরিবৃদ্ধেন বধেন পরিহিংসয়া বা ( দুঃ ) ; তৃতীয়া বিভক্তি স্থানে আকার ( পাঃ ৭।১।৩৯ ) ।
৩। বর্হণা বৃহির্দ্ধ্যার্থঃ ইন্দ্রস্যেদং বিশেষণং প্রাধান্যমহিম্না পরিবৃদ্ধেনেন্দ্রেণ……

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

যো অস্মৈ ঘ্রংস উত বা য ঊধনি সোমং সুনোতি ভবতি দ্যুমাঁ অহ।
অপাপ শক্রস্ততনুষ্টিমূহতি তনূশুভ্রং মঘবা যঃ কবাসখঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ৫।৩৪।৩ )

যঃ ( যে যজমান ) ঘ্রংসে ( দিনে ), উত বা ( এবং ) যঃ ( যে যজমান ) ঊধনি ( রাত্রিতে ) অস্মৈ ( ইন্দ্রের নিমিত্ত ) সোমং সুনোতি ( সোম অভিষুত করেন )[১] [ সঃ ] ( সেই যজমান ) দ্যুমান্ ( দীপ্তিশালী ) ভবতি অহ[২] ( নিশ্চয়ই হইয়া থাকেন ); শক্রঃ ( ইন্দ্র ) তনূশুভ্রং ( স্রক্, অনুলেপন প্রভৃতির দ্বারা শরীর-শোভাকারী ) ততনুষ্টিম্ ( বিষয়-ভোগপরায়ণ ব্যক্তিকে ) অপাপ ঊহতি — অপ + ঊহতি অপ + [ ঊহতি ] ( অপোহতি অপোহতি— পুনঃ পুনঃ বিনাশ করেন ), যঃ ( যে ব্যক্তি ) কবাসখঃ ( পাপীর দ্বারা সহায়বান্ ) মঘবা ( ধনস্বামী ইন্দ্র ) [ তম্ অপি অপোহতি ] ( তাহাকেও বিনাশ করেন )।[৩]

'ততনুষ্টি' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ—বিষয়-ভোগপরায়ণ, যে ব্যক্তি কাজে অকাজে অর্থ বিস্তৃত করে অর্থাৎ ব্যয় করে কিন্তু যজ্ঞাদি ধর্মকার্য্যে ব্যয় করে না। 'তন্' ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় করিয়া তদুত্তর 'উ' প্রত্যয়ে শব্দটির নিষ্পত্তি ; ভিতনিষ্—ততনুষ্টি। যে যজমান দিনে, রাত্রিতে সোম অভিষুত করেন অর্থাৎ সোমাভিষবের নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রযত্ন করেন, ইন্দ্র তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যশের দ্বারা, ধনের দ্বারা তাঁহাকে দীপ্তিশালী করেন। আর যে ব্যক্তি ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ করে না, সর্ব্বদা ভোগে মত্ত থাকে, স্রক্‌চন্দনাদি দ্বারা সর্ব্বদা শরীরশোভা সম্পাদন করে, ইন্দ্র পুনঃ পুনঃ তাহার বিনাশ সাধন করেন ; কুৎসিত বা পাপী জন যাহার বন্ধু ইন্দ্র তাহাকেও বিনষ্ট করেন।

ঘ্রংস ইত্যহর্নাম প্রস্নুতেঽস্মিন্ রসাঃ ॥ ২ ॥

ঘ্রংসঃ ইতি অহর্নাম ( 'ঘ্রংস' শব্দ দিনবাচক ) অস্মিন্ ( দিনে ) রসাঃ প্রস্নুতে ( আদিত্য-কর্ত্তৃক রস প্রস্নুত হয় )।[৪]

'ঘ্রংস' শব্দের অর্থ দিন ( নিঘ ১।৯ ) ; 'প্রস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—দিনে আদিত্যকর্তৃক জলাশয় হইতে রস প্রস্নুত বা গৃহীত হয়।

---

১। সুনোতি অভিষুণোতি নিত্যকালমেব যঃ সোমাভিষবে প্রযতেত ( দুঃ )।
২। অহেতি পদপূরণঃ, বিনিগ্রহার্থীয়ো বা এবার্থে, ভবত্যেব দীপ্তিমান্ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৩। যঃ কবাসখঃ কপূয়সখো ভবতি তমপ্যপোহতি ( দুঃ )।
৪। প্রস্নুতে অস্মিন্ রসাঃ সূর্যেণ ( দুঃ )।

গোরূধ উদ্ধততরং ভবতি, উপোন্নদ্ধমিতি বা ॥ ৩ ॥

গোঃ ঊধঃ ( গোস্তন বা গরুর পালান ) উদ্ধততরং ভবতি ( অন্যান্য অঙ্গ হইতে অধিকতর উন্নত হয় ), উপোন্নদ্ধম্ ইতি বা ( অথবা গরুর উদরদেশে উপস্থিষ্ট এবং উদাত্তভাবে বদ্ধ হয় )।

মন্ত্রে 'ঊধনি' শব্দ আছে ; ইহা 'ঊধস্' শব্দের সপ্তমীর একবচনের রূপ। 'ঊধস্' শব্দের অর্থ রাত্রি ( নিঘ ১।৭ ), এবং গোস্তন বা গরুর পালান ; শেষোক্ত অর্থে 'ঊধস্' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। গোস্তন উদ্ধততর হয় অর্থাৎ প্রসবকালে অন্যান্য অঙ্গ হইতে অধিকতর উচ্ছ্রিত বা উন্নত হয়[১] ; উদ্ধত—ঊধঃ ( উৎ+'হন্' ধাতু হইতে 'ঊধস্' শব্দ নিষ্পন্ন )। অথবা, গোস্তন উপোন্নদ্ধ ( উপ+উৎ+নদ্ধ) হয় অর্থাৎ মনে হয় কেহ যেন গরুর উদরে উপস্থিষ্ট করিয়া গোস্তন উদাত্ত অবস্থায় বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে[২] ; উন্নদ্ধ—ঊধঃ ( উৎ+'নহ্' ধাতু হইতে 'ঊধস্' শব্দ নিষ্পন্ন )।

স্নেহানুপ্রদানসামান্যাদ্রাত্রিরপ্যূধ উচ্যতে ॥ ৪ ॥

স্নেহানুপ্রদানসামান্যাৎ ( স্নেহানুপ্রদানরূপ তুল্যধর্ম-নিবন্ধন ) রাত্রিঃ অপি ঊধঃ উচ্যতে ( রাত্রিও 'ঊধস্' শব্দের বাচ্য হয় )।

ঊধঃ ( গোস্তন ) দুগ্ধরূপ স্নেহ ( রস ) প্রদান করে, রাত্রিও অবশ্যায় ( নীহার বা শিশির ) রূপ স্নেহ ( রস ) প্রদান করে, ঊধঃ অর্থাৎ গোস্তনের সহিত স্নেহপ্রদানাংশে রাত্রির সাদৃশ্য আছে, এইজন্য রাত্রির অপর নাম ঊধঃ।

স যোঽহন্যা অহন্যপি বা রাত্রৌ সোমং সুনোতি ভবত্যহ দ্যোতনবান্ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধের ব্যাখ্যা করিতেছেন—দ্যুসে—অহনি, উত বা—অপি বা, ঊধনি—রাত্রৌ, ভবতি দ্যুমান্ অহ—ভবতি অহ দ্যোতনবান্ ( দীপ্তিসম্পন্ন ) ; যঃ অস্মৈ……সোমং সুনোতি ( যে যজমান দিনে এবং রাত্রিতে ইন্দ্রের জন্য সোম অভিষুত করেন ) সঃ ভবতি অহ দ্যোতনবান্ ( তিনি নিশ্চয়ই দীপ্তিসম্পন্ন হইয়া থাকেন )।

অপোহত্যপোহতি শক্রস্তিতনিষুং ধর্ম্মসন্তানাদপেতম্ অলঙ্করিষ্ণুমযজ্বানং তনূশুভ্রং তনূশোভয়িতারং মঘবা যঃ কবাসখো যস্য কপূয়াঃ সখায়ঃ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রে 'অপাপ' ( অপ+অপ ) এই দুইটি উপসর্গ রহিয়াছে। ইহাদের অন্বয় 'উহতি' ক্রিয়ার সঙ্গে ; উপসর্গের যখন অভ্যাস ( আবৃত্তি ) হইয়াছে, ক্রিয়ারও অভ্যাস হইবে অর্থাৎ অপ অপ উহতি—অপ উহতি ( অপোহতি ) অপ উহতি ( অপোহতি )। 'অপোহতি

---

১। প্রসবকালে অন্যাঙ্গেভ্যো উচ্ছ্রিততরং ভবতি ( দুঃ খাঃ )।
২। তদ্ধি বিজ্ঞায়তে কেনচিদুপরিষ্টাদুদরে নদ্ধমিতি ( দুঃ )।

অপোহন্তি' ইহার অর্থ—পুনঃ পুনঃ বিনাশ করেন।[1] ততনুষ্টিম্—তিতনিষুম্ ( অনেক প্রকারে বিত্ত বিস্তার বা প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক অর্থাৎ বিষয়-ভোগরত শ্রদ্ধাশূন্য ব্যক্তিকে )।[2] এই 'তিতনিষুম্' পদেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন—ধর্মসন্তানাদ্ অপেতম্ ( ধর্মবিস্তার হইতে বিযুক্ত বা বিরত ) অলঙ্করিষ্ণুম্ ( নিজেকে মণ্ডিত করিতে অভ্যস্ত )[3] অযজ্ঞানম্ ( যজ্ঞকর্মে পরাঙ্মুখ )[4]; 'তিতনিষু' শব্দে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে—যে সর্বদা বিষয়ভোগরত, ধর্মকার্যে যাহার শ্রদ্ধা নাই, ধর্ম ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত ব্যাপারে অর্থপ্রয়োগ করিতে যাহার প্রবৃত্তি, যে সর্বদা নিজেকে সুসজ্জিত করিতে সচেষ্ট এবং যজ্ঞানুষ্ঠানে যাহার কোন আগ্রহ নাই। তনূশুভ্রম্ = তনুশোভয়িতারম্ ( শরীরের শোভা সম্পাদন করিতে ব্যগ্র )। কবাসখঃ—যস্য কপূয়াঃ সখায়ঃ ( যাহার বন্ধুবর্গ কুৎসিৎচরিত্র অর্থাৎ পাপাচরণশীল ); যঃ কবাসখঃ মঘবা [ তম্ অপি অপোহন্তি ] ( যাহার বন্ধুবর্গ পাপকারী ইন্দ্র তাহাকেও বিনষ্ট করেন )।

'ন্যাবিধ্যদিলীবিশস্য দৃহ্‌লা বিশৃঙ্গিণমভিনচ্ছুষ্ণমিন্দ্রঃ' ॥ ৭ ॥

( ঋ ১।৩৩।১২ )

ইন্দ্রঃ ( ইন্দ্র ) ইলীবিশস্য ( মেঘের ) দৃহ্‌লা ( উদকসংরোধনক্ষম দুর্ভেদ্য স্থানসমূহ )[5] ন্যাবিধ্যৎ ( বিদ্ধ করিয়াছিলেন ); শৃঙ্গিণম্ ( শৃঙ্গসমন্বিত অর্থাৎ বিদ্যুৎসমূহের দ্বারা দীপ্তিমান্ )[6] শুষ্ণম্ ( বলবান্ মেঘকে )[7] বি + অভিনৎ ( ব্যভিনৎ—বিদীর্ণ করিয়াছিলেন )।

'ইলীবিশ' শব্দ অনবগত। 'ইলীবিশ' শব্দের অর্থ মেঘ ; ইলা + বিল + শয় = ইলাবিলশয় = ইলীবিশ। 'ইলা' শব্দের অর্থ অন্ন ( নিঘ ২।৭ ), 'বিল' শব্দের অর্থ নির্গমন মার্গ, 'শয়' শব্দের অর্থ শয়ন—মেঘ ইলার অর্থাৎ ইলার ( অন্নের ) হেতুভূত যে উদক, তাহার নির্গমনমার্গে অর্থাৎ নির্গমনমার্গ রোধ করিয়া শয়ন করে[8] ( অবস্থান করে ); মেঘের দ্বারা রুদ্ধ হয় বলিয়াই জল ভূমিতে পড়িতে পারে না। সায়ণের মতে—ইলীবিশস্য = ইলায়া ভূমেবিলে শয়ানস্য বৃত্রস্য।

নিরবিধ্যদিলাবিলশয়স্য দৃঢ়ানি ব্যভিনচ্ছৃঙ্গিণং শুষ্ণমিন্দ্রঃ ॥ ৮ ॥

ন্যাবিধ্যৎ ( নি + আ + অবিধ্যৎ ) = নিরবিধ্যৎ ( নির্ + অবিধ্যৎ )—নিঃশেষে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বিদ্ধ করিয়াছিলেন; ইলীবিশস্য = ইলাবিলশয়স্য ( ইলায়াঃ ইলাহেতোরুদকস্য

১। অপ উহতি অপ উহতি—উপসর্গাভ্যাসবশান্মুহুরেবশাভ্যাসঃ আদরার্থং কৃতঃ পুনঃপুনরপোহতি নাশয়তীত্যর্থঃ ( দুঃ )।

২। বিষয়ভোগপরতয়া ধনিত্বং তিতনিষুম্ অনেকৈঃ প্রকারৈঃ যো বিত্তানি তনিতুমিচ্ছতি তম্ অশ্রদ্দধানং ধর্মে ( দুঃ )।

৩। আত্মমণ্ডনপরম্ ( দুঃ )।

৪। অযজনশীলম্ ( দুঃ )।

৫। দৃঢ়ানি দুর্ভেদ্যানি উদকসংরোধনক্ষমাণি স্থানানি ( দুঃ )।

৬। শৃঙ্গিণং শিখরবন্তং দীপ্তিমন্তং বা বিদ্যুদ্ভিঃ ( দুঃ ); 'শৃঙ্গ' শব্দ জ্বলৎ পদার্থের নাম ( নিঘ ১।১৭ )।

৭। শুষ্ণং বলবন্তং মেঘম্ ( দুঃ )।

৮। স হি ইলাহেতোরুদকস্য আত্মীয়ানি নির্গমনবিলানি সংরুধ্য শেতে ( দুঃ )।

বিলেষু নির্গমনমার্গেষু শয়ঃ শয়নং যস্য—ইলায় অর্থাৎ ইলার হেতুভূত উদকের বিলে অর্থাৎ নির্গমনমার্গে শয়ন যাহার; দৃংহা—দৃঢ়ানি ( দৃঢ় বা দুর্ভেদ্য স্থানসমূহ ); বিশৃঙ্গিণম্ অভিনৎ —শৃঙ্গিণং ব্যভিনৎ ( ধাতু ও উপসর্গ ব্যবহিত )।

॥ ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

# বিংশ পরিচ্ছেদ

অস্মা ইদু প্রভরা তূতুজানো বৃত্রায় বজ্রমীশানঃ কিয়েধাঃ।
গোর্ন পর্ব্ব বিরদা তিরশ্চেষ্যন্নর্ণাংস্যপাং চরধ্যৈ ॥ ১ ॥

(ঋ ১।৬১।১২)

[হে ইন্দ্র] অস্মৈ বৃত্রায় ইৎ উ[1] (এই বৃত্রের উদ্দেশ্যেই) তূতুজানঃ (ত্বরমাণ বা ক্ষিপ্রকারী হইয়া)[2] ঈশানঃ (সর্ব্বেশ্বর) কিয়েধাঃ (অপরিমিত বলশালী) [ত্বম্] (তুমি) বজ্রং প্রভরা (বজ্র প্রহার কর); অপাং চরধ্যৈ (ভূমিতে জলের বিচরণের নিমিত্ত)[3] অর্ণাংসি (জলরাশি) ইষ্যন্ (ইচ্ছা করিয়া)[4] তিরশ্চা (তির্য্যগ্গামী বজ্রের দ্বারা)[5] গোঃ পর্ব্ব ন (গরুর পর্ব্ব অর্থাৎ অবয়বের ন্যায়)[6] [বৃত্রং] বিরদা (বৃত্রকে কর্ত্তন কর)।

'কিয়েধাঃ' পদ অনবগত; ইন্দ্রের বিশেষণ। 'কিয়ৎ' শব্দপূর্ব্বক অথবা 'ক্রমমাণ' শব্দপূর্ব্বক 'ধা' ধাতু হইতে 'কিয়েধা' শব্দ নিষ্পন্ন—(১) ইন্দ্র কিয়ৎপরিমাণ অর্থাৎ অবিজ্ঞাতপরিমাণ বলের ধারয়িতা অর্থাৎ অপরিমিত বলশালী;[7] কিয়ৎ ধা—কিয়েধা; (২) ইন্দ্র ক্রমমাণ শত্রুসৈন্যের অর্থাৎ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে এইরূপ শত্রুসৈন্যের ধারয়িতা বা নিরোধক;[8] ক্রমমাণ ধা—কিয়েধা। গোর্ন পর্ব্ব বিরদা—গো-কর্ত্তক যেরূপ গো-পশুর অবয়বসকল ছেদন করিয়া পৃথক্ করে, হে ইন্দ্র, তুমিও সেইরূপ বৃত্রকে (মেঘকে) কর্ত্তিত কর।[9] Sever his joints as (butchers cut up) a cow.—Wilson. 'কিয়েধা' শব্দের যে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইল তাহা স্কন্দস্বামী এবং দেবরাজের অনুমত। দুর্গাচার্য্যের মতে 'কিয়েধাঃ' পদ বৃত্রের বিশেষণ এবং তাঁহার মতে অন্বয় এইরূপ—বৃত্রঃ কিয়েধাঃ তস্মৈ বৃত্রায়……। দুর্গাচার্য্যও 'কিয়ৎ' শব্দপূর্ব্বক 'ধা' ধাতু হইতে অথবা 'ক্রমমাণ' শব্দপূর্ব্বক 'ধা' ধাতু হইতেই 'কিয়েধা' শব্দের নিষ্পত্তি করেন: বৃত্র (মেঘ) কিয়েধা—(১) কিয়ৎপরিমাণ অর্থাৎ অবিজ্ঞাতপরিমাণ উদকের ধারয়িতা অর্থাৎ অপরিমিত উদকের ধারণ কর্ত্তা।[10] (২) ক্রমমাণ হইয়া অর্থাৎ আকাশে বিচরণশীল হইয়া উদকের ধারণ কর্ত্তা।[11]

---

১। ইদুপদপূরণৌ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। 'তূতুজান' শব্দ ক্ষিপ্রনাম (নিঘ ২।১৫)।
৩। ভূবং প্রতি চরণায়, ন হি অনিকৃত্তে মেঘে তদন্তর্গতা আপো ভূবং গন্তুং প্রতিসমর্থাঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
৪। ইচ্ছন্নুদকানি (স্কঃ স্বাঃ)।
৫। তিরশ্চা বজ্রেণ তির্য্যগ্গামিনা (দুঃ)।
৬। পর্ব্ব অবয়বম্ (স্কঃ স্বাঃ); পর্ব্বাণি অবয়বসন্ধীন্ (সায়ণ)।
৭। কিয়তোঽপ্যবিজ্ঞায়মানপরিমাণস্য বলস্য ধারয়িতা (স্কঃ স্বাঃ)।
৮। ক্রমমাণং বাভিমুখং পরবলং ধারয়তি নিরুণদ্ধীতি (দেঃ রাঃ)।
৯। যথা গোবিকর্ত্তা গোঃ পর্ব্ব অবয়বং বিরদেৎ তদ্বৎ বিরদ বিকৃন্ধ মেঘমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
১০। কিয়দপ্যুদকমপরিমাণং ধারয়তি।
১১। ক্রমমাণো বা ধারয়তি।

অশ্বৈ প্রহর তূর্ণং ত্বরমাণো বৃত্রায় বজ্রমীশানঃ ॥ ২ ॥

অশ্বা ইব প্রভরা—অশ্বৈ প্রহর ; তূতুজানঃ—ত্বরমাণঃ।

কিয়েধাঃ কিয়দ্ধা ইতি বা ক্রমমাণধা ইতি বা ॥ ৩ ॥

কিয়েধাঃ=কিয়দ্ধাঃ ( কিয়ৎ+ধাঃ ), অথবা—ক্রমমাণধাঃ।

( প্রথম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য। )

গোরিব পর্ব্বাণি বিরদ মেঘস্য ॥ ৪ ॥

গোঃ পর্ব্বাণি ইব মেঘস্য পর্ব্বাণি বিরদ ( বিদারয় )—গরুর অবয়বসমূহের ন্যায় মেঘের অবয়বসমূহ বিচ্ছিন্ন কর। মন্ত্রে, ন—ইব, পর্ব—পর্ব্বাণি ; বিরদা=বিরদ ( 'রদ' ধাতুর অর্থ বিলেখন বা ভেদন )।

ইষ্যন্নর্ণাংস্যপাং চরধ্যৈ ॥ ৫ ॥

অপাং চরধ্যৈ—অপাং চরণায় ( পাঃ ৩।৪।৯ ) ; ইষ্যন্—ইচ্ছার্থক 'ইষ্' ধাতুর শতৃপ্রত্যয়ে ছান্দস রূপ।

ভূমির্ভ্রাম্যতেঃ ॥ ৬ ॥

ভূমিঃ ভ্রাম্যতেঃ ( 'ভূমি' শব্দ 'ভ্রম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )। 'ভূমি' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ অগ্নি ; ভ্রমণার্থক 'ভ্রম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অগ্নি বিভ্রমিতা বা উৎকৃষ্ট ভ্রমণকারী ; ত্রিলোকেই অগ্নি অপ্রতিহতগতি।[1]

'ভূমিরস্যাষিকৃন্মর্ত্যানাম্' ( ঋ ১।৩১।১৬ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৭ ॥

[ হে অগ্নে ] ভূমিঃ অসি ( ভূমি বিভ্রমিতা বা বিশিষ্ট ভ্রমণকারী ), মর্ত্যানাম্ ( মনুষ্যদিগের ) ঋষিকৃৎ ( দর্শনক্রিয়ার সাধক )···ইত্যপি···।

অগ্নি অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তাহাতে মানুষের বস্তুদর্শন হয় ; কাজেই মানুষের পক্ষে অগ্নি ঋষিকৃৎ বা দর্শনসম্পাদক।[2] ঋষি—দর্শন ( দর্শনার্থক 'ঋষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )। নিত্যপক্ষে—অগ্নি ব্রহ্ম কাজেই তিনি ভূমি ( ভ্রাময়িতা—জীবকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করাইয়া থাকেন—অন্তর্গতণ্যর্থ ) এবং জীবের দর্শন বা জ্ঞান সম্পাদক ; অগ্নি ভ্রান্তি জ্ঞান এবং সম্যক জ্ঞান উভয়েরই জনক—বন্ধমোক্ষ তাঁহারই অধীন ( স্কন্দস্বামী দ্রষ্টব্য )।

বিষ্পিতো বিপ্রাপ্তঃ ॥ ৮ ॥

বিষ্পিতঃ—বিপ্রাপ্তঃ ( বিস্তীর্ণ )।

---

১। লোকত্রয়ে বিভ্রমিতাসি ত্রিধপি লোকেষ্বপ্রতিহতগতিত্বিত্যর্থঃ ( দুঃ পাঃ )।

২। তমোঽপঘাতদ্বারেণ চ দর্শনকৃন্মর্ত্যানাম্ ( দুঃ পাঃ )।

'বিশ্পিত' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ বিস্তীর্ণ—যাহা বিস্তীর্ণ তাহা বিশ্পিত বা বিপ্রাপ্ত—বিশেষণ প্রাপ্ত অর্থাৎ এখানে সেখানে সর্বস্থানে প্রাপ্ত।[১]

পারং নো অস্য বিশ্পিতস্য পর্ষন্ ( ঋ ৭।৬০।৭ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৯ ॥

নঃ ( আমাদিগকে ) বিশ্পিতস্য ( বিস্তীর্ণ ) অস্য ( সংসারপথের )[২] পারং পর্ষন্ ( পারং গময়ন্তু—পারে লইয়া যাউন )[৩]…ইত্যপি…।

॥ বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বিস্তীর্ণ ইতস্ততশ্চ সর্বতো যঃ প্রাপ্তঃ স বিশ্পিতঃ ( দুঃ )।
২। অস্য বিশ্পিতস্য সংসারাধ্বনঃ…( দুঃ )।
৩। পর্ষন্ গময়ন্তু প্রাপয়ন্ত্বিত্যর্থঃ ( স্কঃ সাঃ )।

# একবিংশ পরিচ্ছেদ

তন্নস্তুরীপমদ্ভুতং পুরুবারং পুরুত্মনা।
ত্বষ্টা পোষায় বিষ্যতু রায়ে নাভানো অস্ময়ুঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ১।১৪২।১০ )

অস্ময়ুঃ ( আমাদের প্রতি কামনাবিশিষ্ট অর্থাৎ আমাদের হিতকারী মিত্র ) ত্বষ্টা ( ত্বষ্টা—অগ্নিমূর্ত্তিবিশেষ ) তৎ ( সেই ) অদ্ভুতং ( মহৎ বা প্রভূত ) পুরুবারং ( দেশদেশান্তরের আবরক )[১] পুরুত্মনা ( সম্ভৃতমাত্মনা—স্বয়ং সম্ভৃত ) তুরীপং ( উদক ) নঃ রায়ে পোষায় ( আমাদের পশুরূপ ধনের পুষ্টির নিমিত্ত ) নঃ ( আমাদের ) নাভা ( নাভৌ—মধ্যে )[২] বিষ্যতু ( বিমুক্ত করুন )।[৩]

'তুরীপ' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ উদক ( বৃষ্টির জল ); 'তূর্ণ' শব্দপূর্ব্বক ব্যাপ্ত্যর্থক 'আপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উদক তূর্ণাপি বা তূর্ণব্যাপী অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্র স্থান ব্যাপ্ত করে। তূর্ণাপি=তুরীপ। নাভানঃ—নাভা নঃ—নঃ নাভৌ ( আমাদের মধ্যে ); দুর্গাচার্য্য বলেন—'নাভানঃ' এক পদরূপে 'ত্বষ্টা' পদের বিশেষণও হইতে পারে; নাভানঃ—ন অভানঃ অর্থাৎ যিনি অভান বা অপ্রতিভাত নহেন অর্থাৎ যিনি দীপ্যমান।[৪]

তন্নস্তূর্ণাপি মহৎ সম্ভৃতমাত্মনা ত্বষ্টা ধনস্য পোষায় বিষ্যত্বিত্যস্ময়ুরস্মান্ কাময়মানঃ ॥ ২ ॥

তুরীপম্—তূর্ণাপি ( তূর্ণব্যাপী—উদক ); অদ্ভুতং=মহৎ—( মহন্নামসমূহে 'অদ্ভুত' শব্দ পঠিত—নিঘ ৩।৩ ); পুরুত্মনা—সম্ভৃতম্ আত্মনা ( স্বয়ং সম্ভৃত; পুরু+আত্মনা—পুরুত্মনা; 'পুরু' শব্দের অর্থ বহু অর্থাৎ সম্ভৃত ); রায়ে পোষায়—ধনস্য পোষায় ( পশুধনের পুষ্টির নিমিত্ত —বৃষ্টি হইলেই পশুগণের পুষ্টি হয়;[৫] রায়ে—ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী );[৬] অস্ময়ুঃ—অস্মান্ কাময়মানঃ ( আমাদের প্রতি কামনাবিশিষ্ট বা প্রীতিসম্পন্ন )।

---

১। বহুদেশান্তরমাবৃণোত্যুদকম্ ( দুঃ )।

২। নঃ অস্মাকং নাভা নাভৌ মধ্যে ( দুঃ )।

৩। বিষ্যতু—ষ্যতিরূপসৃষ্টো বিমোচনে ( স্কঃ স্বাঃ ); বিমুঞ্চতু বর্ষতাবেন ( দুঃ )।

৪। অথবা নাভানঃ ইত্যেতৎ ত্বষ্টুরেব বিশেষণং স্যাৎ, নাভানঃ ন অদীপ্যমানঃ, কিং তর্হি দীপ্যমান এব বিষ্যতু।

৫। বর্ষে হি সতি পশবঃ পুষ্যন্তি ( দুঃ )।

৬। রায়ে ষষ্ঠ্যর্থে এষা চতুর্থী ( স্কঃ স্বাঃ )।

<u>রাম্পিনো</u> রাম্পী রপতের্বা রসতের্বা ॥ ৩ ॥

রাম্পিনঃ—রাম্পী ( স্তোতা, অথবা উদক ), রপতের্বা ( হয় 'রপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ) রসতের্বা ( আর না হয় 'রস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'রাম্পিন' শব্দ অনবগত। রাম্পিন—রাম্পী ; শব্দার্থক 'রপ্' ধাতু অথবা শব্দার্থক 'রস্' ধাতু হইতে 'রাপ' এবং 'রাস' শব্দের নিষ্পত্তি করিয়া যথাক্রমে 'স'কার এবং 'প'কার উপজনে 'রাম্প' শব্দ নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। 'রাম্প' শব্দের অর্থ হইবে শব্দ ; 'রাম্পিন্' শব্দের অর্থ শব্দযুক্ত—স্তোতা বা উদক ; স্তোতা স্তুতিশব্দযুক্ত এবং উদক ( বৃষ্ট্যুদক ) বর্ষণকালীনশব্দযুক্ত। রাম্পিন্—রাম্পিনঃ।

'রাম্পিনস্ত্বায়োঃ' ( ঋ ১।১২২।৪ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৪ ॥

রাম্পিনস্ত ( স্তোতা বা উদকের ) আয়োঃ ( এবং মনুষ্যের ) [ প্রমাতারৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ ] ( মাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবী )······।

দ্যাবাপৃথিবী সকলেরই নির্মাতা বা মাতৃভূত ; সাধারণ মানুষ, 'স্তোতা', উদক প্রভৃতি সকলই তন্নির্মিত। 'আয়ু' শব্দ মনুষ্যবাচী ( নিঘ ২।৩ )। দুর্গাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা অন্যপ্রকার ; তাঁহার মতে রাম্পিনস্ত আয়োঃ=রাম্পিনস্ত প্রাপ্ত্যর্থম্ ( রাম্পিনের অর্থাৎ শব্দকারী উদকের অথবা স্তোতার অর্থাৎ স্তবকারী পুত্রের প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে )।

<u>ঋঞ্জতিঃ</u> প্রসাধনকর্ম্মা ॥ ৫ ॥

ঋঞ্জতিঃ ( 'ঋঞ্জ্' ধাতু ) প্রসাধনকর্ম্মা ( প্রসাধনার্থক )। ধাতুপাঠে 'ঋঞ্জ্' ধাতুর অর্থ ভর্জ্জন ( ভাজা ) ; প্রসাধনার্থে—'ঋঞ্জ্' ধাতু অনবগত। 'প্রসাধন' শব্দের অর্থ অলঙ্করণ বা সজ্জীকরণ।

[ 'আ ব ঋঞ্জসে ঊর্জাং ব্যুষ্টিষু'[১] ( ঋ ১০।৭৬।১ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ]।

এই অংশ বহু পুস্তকে নাই। স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য উভয়েই বলিতেছেন—ভাষ্যকার 'ঋঞ্জ্' ধাতুর কোনও নিগম প্রদর্শন করেন নাই, কারণ, 'ভা-ঋজীক' ( এই অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদ –ত্রয়োদশ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য ) পদের দ্বারাই 'ঋঞ্জ্' ধাতুর গতার্থতা হইয়াছে।[২] তাঁহারা

---

১। 'হে প্রস্তরগণ, প্রভাত হইলেই তোমাদিগকে সজ্জিত করি' ( রমেশচন্দ্র )।

২। অত্র চ 'ভা-ঋজীক' ইত্যেতেন গতার্থতাং মন্যমানো ভাষ্যকারো নিগমং নাধ্যগীষ্ট ( স্ক: স্বা: ) 'ভা-ঋজীক' ইত্যনেন গতার্থতামত্র মন্যমানো ভাষ্যকারো নিগমং নাধীতে ( দু: ) ; 'ভাঋজীক' শব্দের অর্থ—প্রসিদ্ধভাঃ বা প্রসিদ্ধদীপ্তি ; 'ঋজুকভাঃ'—ভাঋজীক, ইহা প্রবর্তিত হইয়াছে ; এই 'ঋজু' শব্দ 'ঋঞ্জ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন ( পরবর্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

আরও বলেন—'ঋঞ্জ্' ধাতুর প্রসাধনার্থে উদাহরণপ্রদর্শনার্থ কেহ কেহ নিম্নলিখিত মন্ত্রটী উদ্ধৃত করেন[1]—

দূতং বো বিশ্ববেদসং হব্যবাহমমর্ত্যম্।
যজিষ্ঠমৃঞ্জসে গিরা ॥ (ঋ ৪।৮।১)

[হে যজমান] বঃ (ত্বম্—তুমি) দূতং (দূত) বিশ্ববেদসং (সর্ব্ববিৎ) হব্যবাহম্ (হব্যবাহী) অমর্ত্যম্ (অমরণধর্ম্মা) যজিষ্ঠম্ (যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ) [অগ্নিম্] (অগ্নিকে) গিরা (স্তুতি দ্বারা) ঋঞ্জসে (প্রসাধিত বা অলঙ্কৃত কর)।

ঋজুরিত্যপ্যস্য ভবতি ॥ ৬ ॥

ঋজুঃ ইতি অপি ('ঋজু' এই শব্দও) অস্য ভবতি (এই 'ঋঞ্জ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন)।

'ঋজু' শব্দও প্রসাধনার্থক 'ঋঞ্জ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ঋজু' শব্দের অর্থ অকুটিল; যাহা অকুটিল তাহাই প্রসাধিত বা অলঙ্কৃত।

'ঋজুনীতী নো বরুণঃ' (ঋ ১।৯০।১) ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৭ ॥

ঋজুনীতী (ঋজুনয়ন বা ঋজুপ্রজ্ঞ)[2] বরুণঃ [মিত্রশ্চ] (বরুণ ও মিত্র) নঃ (আমাদিগকে)……ইত্যাদি……।

ঋজুনীতী ('ঋজুনীতি' শব্দের প্রথমার দ্বিবচন) পদ অনবগত; 'নীতি' শব্দের অর্থ নয়ন বা প্রজ্ঞা। বরুণ ও মিত্র অকুটিলনেত্র বা অকুটিলমতি। 'বরুণ ও মিত্র আমাদিগকে অকুটিল গতিতে লইয়া যান' (সায়ণানুযায়ী অনুবাদ—রমেশচন্দ্র)।

প্রতদ্বসূ প্রাপ্তবসূ ॥ ৮ ॥

প্রতদ্বসূ—প্রাপ্তবসূ (প্রাপ্তধন)।

'প্রতদ্বসূ' পদ অনবগত। 'প্রতদ্বসু' শব্দের প্রথমার দ্বিবচনে প্রতদ্বসূ—'হরী' পদের বিশেষণ; প্রাপ্ত—প্রতৎ।[3]

'হরী ইন্দ্র প্রতদ্বসূ অভিস্বর' (ঋ ৮।১৩।২৭) ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৯ ॥

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র) প্রতদ্বসূ (প্রাপ্তধন) হরী (অশ্বদ্বয়কে) [যুঞ্জানঃ] (রথে যুক্ত করিয়া) অভিস্বর (আমাদের দিকে আগমন কর)[4]…ইত্যাদি……।

---

১। তথোদাহরণং প্রদর্শ্যতে (স্কঃ স্বাঃ); কেচিদত্র এতং নৈগমমধীয়তে (দুঃ)।

২। ঋজুনয়নঃ ঋজুপ্রজ্ঞো বা (দুঃ)।

৩। পকারলোপোপজনত্ববাদীনি দ্রষ্টব্যানি (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। অবতির্গতিকর্মা অভিগচ্ছ (স্কঃ স্বাঃ)।

ঋজীষ (সোমছাকা) এবং ধানা (ভাজা যব বা ভাজা চাউল) ইন্দ্রাশ্বিদ্বয়ের ধন[১] (পঞ্চম অধ্যায় দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

॥ একবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। আশ্বিনম্ আশ্বিনৌ তয়োর্হি ঋজীষং ধানাশ্চ ধনম্ (দুঃ)।

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

হিনোতা নো অধ্বরং দেবযজ্যা হিনোত ব্রহ্ম সনয়ে ধনানাম্।
ঋতস্য যোগে বিষ্যধ্বমূধঃ শ্রুষ্টীবরীর্ভূতনাস্মভ্যমাপঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।৩০।১১)

[হে ঋত্বিক্গণ] নঃ (আমাদের) অধ্বরং (যজ্ঞকে) দেবযজ্যা (দেবপূজার্থ) হিনোতা (হিনোত—প্রেরণ কর), ধনানাং সনয়ে (অর্থপ্রাপ্তির জন্য) ব্রহ্ম (স্তুতি) হিনোত (প্রেরণ কর), ঋতস্য যোগে (যজ্ঞসংযোগে অর্থাৎ যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া বিদ্যমান)[1] ঊধঃ (ঊধঃ অর্থাৎ গোস্তনবৎ প্রতীয়মান অধিষবণচর্ম)[2] বিষ্যধ্বম্ (বিমুক্ত কর); আপঃ (হে জলসমূদয়) অস্মভ্যং (আমাদের পক্ষে) শ্রুষ্টীবরীঃ (সুখদায়ক) ভূতন (ভবত—হও)।

'হিনোত' পদ অনবগত। ইহার অর্থ—প্রহিণুত (প্রেরণ কর); গত্যর্থক 'হি' ধাতুর লোটের মধ্যম পুরুষ বহুবচনের ছান্দস রূপ। ঊধঃ—ঊধঃবৎ প্রতীয়মান অধিষবণচর্ম অর্থাৎ যে চর্মের উপর সোমলতা রাখিয়া রস নিষ্কাশিত করা হয়; সোমপূর্ণ অধিষবণ চর্ম হইতে অধ্বর্যু আহুতিপাত্রে সোমরস গ্রহণ করিয়া হবির্দ্ধান মণ্ডপের বাহিরে আসেন ও আহবনীয়ে আহুতি দেন। আহুতি দেওয়ার পাত্রে অধিষবণ চর্ম হইতে যে সোমরসের গ্রহণ, তাহাই অধিষবণ চর্মের বিমোচন।[3]

প্রহিণুত নোঽধ্বরং দেবযজ্যায়ৈ ॥ ২ ॥

হিনোতা—প্রহিণুত; দেবযজ্যা—দেবযজ্যায়ৈ (দেবযাগার্থ বা দেবপূজার্থ; চতুর্থী বিভক্তির লোপ)।

প্রহিণুত ব্রহ্ম ধনস্য সননায় ॥ ৩ ॥

হিনোত—প্রহিণুত; ধনানাং সনয়ে—ধনস্য সননায় (যাহাতে ধনলাভ করিতে পারি তদুদ্দেশ্যে)।

ঋতস্য যোগে যজ্ঞস্য যোগে যাজ্ঞে শকট ইতি বা ॥ ৪ ॥

ঋতস্য যোগে—যজ্ঞস্য যোগে (যজ্ঞসংযোগে অর্থাৎ যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বর্তমান; ঋত—যজ্ঞ); যাজ্ঞে শকটে ইতি বা (অথবা, ঋতস্য যোগে—যজ্ঞের শকটে);

---

১। যোগে সংযোগে (দুঃ); ঋতস্য যোগে সম্বন্ধিনি সপ্তমীক্রতেবর্ত্তত ইতি শেষঃ; যজ্ঞসম্বন্ধিতামাপন্ন ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। ঊধঃ ইব সোমপূর্ণম্ অধিষবণচর্ম (দুঃ)।

৩। গ্রহচমসস্থাল্যাদিষু যো নিষেকঃ সোমস্য এতৎ বিমোচনমধিষবণচর্মোধসঃ (দুঃ)।

ভাষ্যকার বলিতেছেন—'যোগ' শব্দের অর্থ শকট অর্থাৎ হবির্দ্ধানশকটও হইতে পারে। 'কুতস্থ যোগে উধঃ বিস্তৃদম্' ইহার অর্থ হইবে—যজ্ঞিয় হবির্দ্ধানশকটের সমীপে বর্ত্তমান অর্থাৎ নিম্নে স্থাপিত যে অধিষবণ চর্ম,[1] তাহা প্রযুক্ত কর অর্থাৎ তাহা হইতে আহুতির জন্য পাত্রে সোমরস ঢালিয়া নেও। সদঃশালার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত মণ্ডপের নাম হবির্দ্ধান মণ্ডপ; ঐ মণ্ডপের মধ্যে দুইখানি শকট থাকে তাহার নাম হবির্দ্ধানশকট। যাগের পূর্ব্বদিন হবির্দ্ধান শকটের উপর সোমলতা স্থাপন করা হয়; পরদিন প্রাতঃকালে শকটের নীচে ভূমিতে উপরব নামক গর্ত্তের উপর স্থাপিত অধিষ চর্ম্মের উপর অভিষুত হয় অর্থাৎ সোমলতা থেঁৎলাইয়া তাহা হইতে রস নিষ্কাশিত করা হয়।

শকটং শকৃদিতং ভবতি, শনৈস্তকতীতি বা, শব্দেন তকতীতি বা ॥ ৫ ॥

শকটং (শকট) শকৃদিতং ভবতি (শকৃতা ইতং ভবতি—গোময় যুক্ত হয়) শনৈঃ (ধীরে ধীরে) তকতি (গমন করে) ইতি বা (ইহাই বা 'শকট' শব্দের ব্যুৎপত্তি), বা (অথবা) শব্দেন তকতি (শব্দ করিতে করিতে গমন করে) ইতি (ইহাই 'শকট' শব্দের ব্যুৎপত্তি)।

প্রসঙ্গতঃ 'শকট' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (১) শকৃদিত=শকট (শকট গোময়যুক্ত হয়, যখন বলীবর্দ্দ ইহাকে টানিয়া নেয়);[2] (২) শনৈঃ+তক=শকট (ভারাক্রান্ত হইলে শকট আস্তে আস্তে গমন করে);[3] (৩) শব্দ+তক=শকট (চলিবার সময় শকট শব্দ করে)। নিঘণ্টুতে 'তক্' ধাতু গমনার্থক (২।১৪); ধাতুপাঠে 'তক হসনে'।

'শ্রুষ্টীবরী ভূতনাস্মভ্যমাপঃ'—সুখবত্যো ভবতাস্মভ্যমাপঃ ॥ ৬ ॥

শ্রুষ্টীবরীঃ=সুখবত্যঃ (প্রথমার্থে দ্বিতীয়া; সুখবত্যঃ=সুখকর্যঃ—সুখপ্রদ বা সুখদায়ক);[4] ভূতন=ভবত। সোমযাগের জন্য সোমলতা ছেঁচিয়া সোমরস বাহির করিতে হয়; তাহার জন্য বসতীবরী, একধনা এবং নিগ্রাভা, এই তিন রকম জলের আবশ্যক হয়। এই তিন রকম জলকেই সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—তোমরা আমাদের সুখবিধায়ক হও।

'চোষ্কূয়মাণ ইন্দ্র ভূরি বামম্' ॥ ৭ ॥

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র) ভূরি (প্রভূত) বামং (বননীয় বা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ শত্রুবৃদ্ধিকর[5] উদক) চোষ্কূয়মাণঃ (পুনঃ পুনঃ দান করিয়া)...

---

১। অথবা যোগশব্দবাচ্যঃ শকটঃ যোগঃ, তস্মিন্ তত্র দুহন্তে (দুঃ); যোগে ইতি সামীপিকম্ অধিকরণম্, যজ্ঞসম্বন্ধিনো হবির্ধানস্য শকটস্য সমীপে উৎবানীয়মধিষবণচর্ম এতৎ......(স্কঃ স্বাঃ)।

২। যদা অনড্বান্ যুক্তঃ, শকৃৎ মুঞ্চতি তেনেতমিতি (দুঃ)।

৩। তস্মিন্ ভারাক্রান্তঃ শনৈর্গচ্ছতি (দুঃ)।

৪। সুখবত্যঃ সুখকর্ষ্য ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। বননীয়ং শত্রুসম্পৎকরম্ (দুঃ)।

'চোষ্কূয়মাণ' শব্দ অনবগত। যঙন্ত 'স্কুচ্' ধাতুর উত্তর 'শানচ্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন; 'স্কুচ্' ধাতু ধাতুপাঠে আপ্রবণার্থক, এই স্থলে দানার্থক; চোষ্কূয়মাণঃ=অত্যর্থং দদৎ ( অত্যধিক দানকর্তা বা পুনঃ পুনঃ দানকর্তা )।

দদদিন্দ্র বহু বননীয়ম্ ॥ ৮ ॥

চোষ্কূয়মাণঃ—দদৎ; ভূরি—বহু; বামম্—বননীয়ম্ ( অত্যুৎকৃষ্ট অর্থাৎ শত্রুবৃদ্ধিকারক )।

এধমানদ্বিড়ুভয়স্য রাজা চোষ্কূয়তে বিশ ইন্দ্রো মনুষ্যান্ ॥ ৯ ॥

( ঋ ৬।৪৭।১৬ )

এধমানদ্বিট্ ( দীপ্যমানের ও দ্বেষ্টা ) উভয়স্য রাজা ( দিব্য ও পার্থিব উভয় প্রকার ধনের অধিপতি ) ইন্দ্রঃ ( ইন্দ্র ) বিশঃ ( অযজ্ঞকারী লোকদিগকে ) চোষ্কূয়তে ( বিনাশ করেন ) মনুষ্যান্ ( যজ্ঞকারী লোকদিগকে ) [ পুণ্যলোকে স্থাপন করেন ) ]

'চোষ্কূয়তে' পদ অনবগত। যঙন্ত 'স্কুচ্' ধাতুর লটের পদ; 'স্কুচ্' ধাতুর অর্থ এই স্থলে ব্যাদসন বা নিরাকরণ অর্থাৎ বিনাশ; চোষ্কূয়তে=ব্যাদস্যতি অত্যর্থং পুনঃ পুনর্বা নাশয়তি ( ব্যাদস্ত করেন অর্থাৎ অত্যধিক বা পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট করেন )।[১]

ব্যাদস্যত্যেধমানানহর্যো স্তাসুন্বতঃ সুন্বতোঽভ্যাদধাতি ॥ ১০ ॥

এধমানান্ অহঃ ( অহরহঃ ) দ্বেষ্টি অসুন্বতঃ ইন্দ্র দীপ্যমান বা সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণকেও অহরহ দ্বেষ করেন, যদি তাহারা যজ্ঞ সম্পাদন না করে; ইন্দ্রের নিকট ধনী দরিদ্র ভেদ নাই, যাহারা যজ্ঞকরে তাহারাই তাঁহার প্রিয়, যাহারা যজ্ঞ করে না তাহারা তাঁহার দ্বেষ্য।[২] অহঃ—অহরহঃ ( প্রতিদিন বা অনুক্ষণ )। ব্যাদস্যতি অসুন্বতঃ—দ্বিষ্যমাণ অযজ্ঞকারীদিগকে ব্যাদস্ত বা বিনষ্ট করেন ( চোষ্কূয়তে=ব্যাদস্যতি; বিশঃ—অসুন্বতঃ মনুষ্যান্ )। সুন্বতঃ অভ্যাদধাতি [ সুকৃতস্য লোকে ][৩] ( যজ্ঞকারীদিগকে পুণ্যলোকে স্থাপন করেন—মনুষ্যান্—সুন্বতঃ মনুষ্যান্ )।

উভয়স্য রাজা দিব্যস্য চ পার্থিবস্য চ ॥ ১১ ॥

'উভয়স্য রাজা' ইহার অর্থ—দিব্যস্য চ পার্থিবস্য চ ধনস্য রাজা ( দিব্য এবং পার্থিব উভয় প্রকার ধনের অধিপতি )।

চোষ্কূয়মাণ ইতি চ চোষ্কূয়তে চর্করীতবৃত্তম্ ॥ ১২ ॥

'চোষ্কূয়মাণঃ' এবং 'চোষ্কূয়তে'—এই পদদ্বয় 'চর্করীতবৃত্তম্' ( যঙন্ত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )। 'চর্করীত'—যঙন্ত ধাতু নির্দেশক; 'কৃ' ধাতুর যঙন্ত রূপ—চর্করীতি।

---

১। স্কুনাতিরত্র ব্যাদসনার্থে, অত্যর্থং ব্যাদস্যতি নিরাকরোতি। ( দুঃ বাঃ )।
২। যে হি যজন্তে ত ইহ ইন্দ্রস্য, যে ন যজন্তি তে দ্বেষ্যাঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ ( দুঃ )।
৩। সুকৃতস্য লোকে ইতি সামর্থ্যাদ্ গম্যতে ( দুঃ )।

স্মৎ স্বয়মিত্যর্থঃ । ১৩ ॥

স্মৎ=স্বয়ম্ ।

'স্মৎ' শব্দ অনবগত ; 'স্বয়ং' শব্দের অর্থে বিদ্যমান নিপাত ।

'উপপ্রাগাৎ স্মন্মেঽধায়ি মন্ম' ॥ ১৪ ॥

( ঋ ১।১৬২।৭ ; শুক্ল-যজুঃ ২৫।৩০ )

মে ( ময়া—আমা কর্তৃক ) [ যৎ ] মন্ম ( যে অভিলষিত বস্তু ) অধায়ি[1] ( ধ্যাত বা চিন্তিত হইয়াছে ) [ তৎ ] ( তাহা ) স্মৎ ( স্বয়ং ) উপপ্রাগাৎ ( আমার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হউক ) ।

উপপ্রৈতু মাং স্বয়ং যন্মে মনোঽধ্যায়ি যজ্ঞেন ॥ ১৫ ॥

উপপ্রাগাৎ—উপপ্রৈতু মাম্ ( আমার সমীপে আগমন করুন ) ; স্মৎ—স্বয়ম্ ; যৎ মনঃ ( যেই অভিলাষ বা অভিলষিত বস্তু ) মে ( ময়া ) যজ্ঞেন ( যজ্ঞের দ্বারা ) অধ্যায়ি ( ধ্যাত বা চিন্তিত হইয়াছে )। ঋষি বলিতেছেন—যে অভিলষিত বস্তুর বিষয় যজ্ঞের ফলস্বরূপে আমি চিন্তা করিয়াছি তাহা আমার সমীপে স্বয়ং আগত হউক। মন্মন্—মনঃ ( মননীয় বা বাঞ্ছনীয় বস্তু ); অধায়ি—অধ্যায়ি [ যজ্ঞেন ]। 'অধ্যায়ি' এবং 'অধায়ি' ইহারা কর্মবাচ্যনিষ্পন্ন পদ ; উবট এবং মহীধর উভয়েই কর্মবাচ্যের পদ রূপেই ইহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দুর্গাচার্য ইহাদিগকে কর্তৃবাচ্যের পদ রূপে গ্রহণ করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—যদনেন যজ্ঞেন প্রাপ্স্যাম্ ইতি মে মনঃ অপি অধায়ি অনেকবিধান্ সঙ্কল্পবিকল্পান্ চকার...... ; কিং পুনস্তৎ মন্ম মননীয়মর্থজাতম্। তাঁহার মতে ভাষ্যকার 'মনঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছেন, 'মনঃ' পদ 'মন্ম' পদের অর্থ নহে ।

ইত্যাশ্বমেধিকো মন্ত্রঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি মন্ত্রঃ ( এই মন্ত্র ) আশ্বমেধিকঃ ( অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রযুক্ত )। প্রকরণ জানিলেও মন্ত্রের অর্থবোধ হইতে পারে, এইজন্য প্রকরণ নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন—এই মন্ত্র অশ্বমেধপ্রকরণ-পঠিত।[2]

দিবিষ্টিষু দিব এষণেষু ॥ ১৭ ॥

দিবিষ্টিষু—দিবঃ এষণেষু ( যে সমস্ত কর্মের দ্বারা স্বর্গে গমন করা যায় বা স্বর্গ প্রার্থনা করা যায় ) ।

---

১। অধায়ি—অধ্যায়ি ( পরবর্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

২। প্রকরণমপ্যর্থাভিব্যক্তাবলমিত্যভিপ্রায়ঃ ( দুঃ ধাঃ )।

'দিবিষ্টিষু' পদ ('দিবিষ্টি' শব্দের ৭মীর বহুবচন) অনবগত। দিব্ + ইষ্টি = দিবিষ্টি; ইষ্টি = এষণ—গত্যর্থক বা ইচ্ছার্থক 'ইষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; যে সকল যাগাদি কর্মের দ্বারা স্বর্গে গমন করা যায় বা স্বর্গপ্রাপ্তির প্রার্থনা (ইচ্ছা) করা যায়, তাহাই দিবিষ্টি অর্থাৎ স্বর্গসাধনভূত যাগাদিক্রিয়াই 'দিবিষ্টি' শব্দের বাচ্য।[১]

'স্থূরং রাধঃ শতাশ্বং কুরুঙ্গস্য দিবিষ্টিষু' ॥ ১৮ ॥

(ঋ ৮।৪।১৯)

শতাশ্বং (অশ্বশতসমন্বিত) স্থূরং (স্থূলং—বিপুল) রাধঃ (ধন) কুরুঙ্গস্য (কুরুঙ্গ নৃপতির) দিবিষ্টিষু (স্বর্গসাধনভূত যজ্ঞকর্মসমূহে) [অমন্মহি] (আমরা দক্ষিণারূপে লাভ করিয়াছি)।[২]

দিবিষ্টিষু শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

স্থূরঃ সমাশ্রিতমাত্রো মহান্ ভবতি ॥ ১৯ ॥

স্থূরঃ (স্থূল পদার্থ) সমাশ্রিতমাত্রঃ (সমাশ্রিতাবয়ব অর্থাৎ বহু অবয়বের আশ্রয়); মহান্—'স্থূল' শব্দের অর্থ মহান্ বা প্রকাণ্ড।

'স্থূর' (স্থূল) শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। 'স্থা' ধাতুর উত্তর 'উরন্' প্রত্যয়ে 'স্থূর' শব্দ নিষ্পন্ন (উ ৬৮২)—যাহা স্থূল তাহাতে বহু মাত্রা বা অবয়ব সমাস্থিত (সমাশ্রিত) থাকে[৩] অর্থাৎ বহু মাত্রা বা অবয়ব লইয়া একটি স্থূল পদার্থ গঠিত হয়; কাজেই স্থূর = মহান্।

অণুরনু স্থবীয়াংসম্ উপসর্গো লুপ্তনামকরণো যথা সম্প্রতি ॥ ২০ ॥

অণুঃ = স্থবীয়াংসম্ (অপেক্ষাকৃত স্থূল পদার্থের) অনু [বর্ততে] (পশ্চাতে থাকে), উপসর্গঃ ('অনু' উপসর্গ) লুপ্তনামকরণঃ (লুপ্তপ্রত্যয়) যথা (যেরূপ) সম্প্রতি ('সম্প্রতি' শব্দ)।

'স্থূল' শব্দের প্রতিযোগী 'অণু' শব্দ; 'স্থূল' শব্দ প্রসঙ্গে 'অণু' শব্দেরও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন।[৪] অনু = অণু—'অনু' উপসর্গই ণত্বসম্পন্ন হইয়া 'অণু' এই নামে পরিণত হইয়াছে। যে প্রত্যয় উপসর্গকে নামে পরিণত করিয়াছে তাহা লুপ্ত।[৫] অণু যাহা, তাহা

---

১। যাজিঃ ক্রিয়াভির্দিবমিচ্ছন্তি গন্তুম্ তা দিবিষ্টয়ঃ (দুঃ); যৌর্দ্যাতে প্রার্থ্যতে বা যাজিঃ; দিবিষ্টিষু স্বর্গসাধনভূতাসু যাগক্রিয়াসু (স্কঃ স্বাঃ)।

২। অলভামহি লব্ধবন্তো বয়ম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। আভিমুখ্যেন স্থিতা মাত্রা অবয়বা যত্র স মহানিত্যর্থ বচনম্ (স্কঃ স্বাঃ); সমন্তা হি তত্র মাত্রা আশ্রিতা ভবন্তি (দুঃ)।

৪। স্থূলপ্রতিযোগিপ্রসঙ্গেনাণুপরিমাণং নিরাহ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। যেন প্রত্যয়েন ভাষামেতন্নাম স্যাৎ সোঽত্র লুপ্তো ন শ্রূয়ত ইত্যর্থঃ (দুঃ); উপসর্গ এবায়ং কৃতশব্দলুপ্তনামকরণঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

স্থূলতর পদার্থের অণু বা পশ্চাতে থাকে অর্থাৎ স্থূলতর পদার্থ অপেক্ষা অল্প-পরিমাণ হয়।[১] উপসর্গের উত্তর প্রত্যয়লোপেও যে প্রয়োগ সিদ্ধি হয়, ইহার অন্য এক উদাহরণ 'সম্প্রতি' শব্দ;[২] সম্প্রতি = সম্ + প্রতি ( উপসর্গদ্বয় ); উপসর্গদ্বয়াত্মক 'সম্প্রতি' শব্দের উত্তর বর্ত্তমান কাল বিষয়ে 'সাম্প্রতম্'-অর্থে যে প্রত্যয় প্রযোজ্য তাহার লোপ হইয়াছে এবং 'সম্প্রতি' শব্দই প্রয়োগার্হ হইয়াছে।[৩]

**কুরুঙ্গো রাজা বভূব কুরুগমনাদ্বা কুলগমনাদ্বা ॥ ২১ ॥**

কুরুঙ্গঃ রাজা বভূব ( কুরুঙ্গ রাজা ছিলেন ), 'কুরুঙ্গ' এই নাম—কুরুগমনাৎ বা কুলগমনাৎ বা ( কুরুদেশে গমন হেতু অথবা শত্রুকুলের প্রতি গমন হেতু )।

কুরুঙ্গ একজন রাজার নাম; কুরু + 'গম্' ধাতু হইতে অথবা কুল + 'গম্' ধাতু হইতে এই নামের নির্ব্বচন প্রদর্শন করা যাইতে পারে—কুরুঙ্গ কুরুদেশে গমন করেন ভূতপূর্ব্ব রাজার পুত্ররূপে অথবা বিজয়ের উদ্দেশ্যে;[৪] অথবা, শত্রুকুলের বিরুদ্ধে গমন বা অভিযান করেন বিজয়ের উদ্দেশ্যে।[৫]

**কুরুঃ কৃন্ততেঃ ॥ ২২ ॥**

কুরুঃ ( 'কুরু' শব্দ ) কৃন্ততেঃ ( 'কৃন্ত্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

প্রসঙ্গতঃ 'কুরু' এই মহৎ নামের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। 'কুরু' শব্দ ছেদনার্থক 'কৃন্ত্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কুরু শত্রুসমূহের এবং পাপাচার অসাধুদিগের উচ্ছেদ বা বিনাশ করেন।[৬]

**ক্রূরমিত্যপ্যস্য ভবতি ॥ ২৩ ॥**

'ক্রূরম্' ইতি অপি ( 'ক্রূর' এই শব্দও ) অস্য ভবতি ( এই 'কৃন্ত্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন )।

'কৃন্ত্' ধাতু হইতেই 'ক্রূর' শব্দও নিষ্পন্ন—ক্রূরকর্ম্ম বা ব্যাঘ্রাদি উচ্ছেদ সাধন করে, অথবা উচ্ছেদ্য হয়।[৭]

**কুলং কুষ্ণাতের্বিকুষিতং ভবতি ॥ ২৪ ॥**

কুলং ( 'কুল' শব্দ ) কুষ্ণাতেঃ ( 'কুষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ); বিকুষিতং ভবতি ( বিকুষিত অর্থাৎ বিস্তীর্ণ বা মহৎ হয় )।

---

১। স্থবীয়াংসমণু যো বর্ত্ততে সঃ অণুঃ (দুঃ); অণুঃ স্থবীয়াংসমণু পশ্চাৎ ততোঽল্পপরিমাণ ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। অভিধায়কপ্রত্যয়লোপেন প্রয়োগসিদ্ধিঃ ( দুঃ )।

৩। সাম্প্রতম্ ইতি হি প্রাপ্তম্, তথাপি সম্প্রতীত্যেবমপি বর্ত্তমানকালবিষয়প্রয়োগঃ প্রসিদ্ধঃ ( দুঃ )।

৪। স হি কুরূন্ প্রতি পুত্রত্বেন গতো জেতুং বা ( দুঃ )।

৫। শত্রুকুলানি হি স নিত্যমেব যাতি বিজেতুম্ ( দুঃ )।

৬। শত্রূনসৌ ছিনত্তি বা পাপাচারানসাধূন্ বা ( স্কঃ স্বাঃ )।

৭। ক্রূরঃ কর্ম্ম বা ব্যাঘ্রাদি বা; তদপ্যুচ্ছিনত্তি উচ্ছেদ্যঃ বা ( স্কঃ স্বাঃ )।

**দূতো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২৫ ॥**

দূতঃ ব্যাখ্যাতঃ—'দূত' শব্দ অনবগত ; ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ( নিরু ৫।১ দ্রষ্টব্য )।

**জিষতিঃ প্রীতিকর্ম্মা ॥ ২৬ ॥**

জিষতিঃ ( 'জিষ্' ধাতু ) প্রীতিকর্ম্মা ( প্রীত্যর্থক )।

জিষতি ( 'জিষি' অর্থাৎ 'জিষ্' ধাতু প্রথম পুরুষের একবচন ) ক্রিয়ায় ধাত্বর্থ অনবগত ; অনবগত বলিয়াই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন—প্রীতিকর্ম্মা ( প্রীত্যর্থক অর্থাৎ প্রীত করা )।[1]

'ভূমিং পর্জ্জন্যা জিষন্তি দিবং জিষন্ত্যগ্নয়ঃ' ( ঋ ১।১৬৪।৫১ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ২৭ ॥

পর্জ্জন্যাঃ ( মেঘগণ ) ভূমিং ( ভূমিকে ) জিষন্তি ( প্রীত করে ), অগ্নয়ঃ ( অগ্নি ) দিবং ( দ্যুলোককে ) জিষন্তি ( প্রীত করে ) .. ...ইত্যপি......।

'ভূমিং পর্জ্জন্যা'......ইত্যাদি ঋগ্বেদের ১।১৬৪।৫১ মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধ ; সম্পূর্ণ মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা পরে করা হইবে ( নিঃ ৭।২৩ দ্রষ্টব্য )।

॥ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অত্র কিল ধাত্বর্থোঽনবগতঃ ( স্বঃ স্বাঃ ) ; 'প্রীতিকর্ম্মা' ইতি অর্থবচনম্ অপ্রতীতার্থত্বাৎ ( দুঃ )।

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

অমত্রোঽমাত্রো মহান্ ভবত্যভ্যমিতো বা ॥ ১ ॥

অমত্রঃ = অমাত্রঃ ( যাহার মাত্রা বা পরিমাণ নাই ), মহান্ ভবতি ( ইহার অর্থ হয়—মহান্ ) বা ( অথবা ) অভ্যমিতঃ ( 'অমত্র' শব্দের অর্থ—অনভিহিংসিত )।

'অমত্র' শব্দ অনবগত। অমত্র = অমাত্র—যাহার মাত্রা বা পরিমাণ নাই অর্থাৎ মহান্। অথবা, 'অমত্র' শব্দের অর্থ অভ্যমিত (অভি+অমিত); অমিত = অহিংসিত (বধার্থক 'মি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।[১]

'মহাঁ অমত্রো বৃজনে বিরপ্শী' ( ঋ ৩।৩৬।৪ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ২ ॥

মহান্ ( মহাকায় অথবা মহাপ্রভাব )[২] অমত্রঃ ( অপরিমিতবলসম্পন্ন, অথবা অহিংসিত ) বৃজনে ( সংগ্রামে ) বিরপ্শী ( বিরাবণশীল অর্থাৎ দম্ভের সহিত শত্রুর আহ্বানকারী )[৩] [ ইন্দ্রঃ ] ( ইন্দ্র )......ইত্যপি......।

'স্তবে বজ্র্যৃচীষমঃ' ॥ ৩ ॥

( ঋ ১০।২২।২ )

ঋচীষমঃ ( স্তুতির অনুরূপ ) বজ্রী ( বজ্রধারী ইন্দ্র ) স্তবে ( স্তূয়তে—আমাদের দ্বারা স্তুত হইতেছেন )।

'ঋচীষম' শব্দ অনবগত। ঋচীষম = ঋচা সমঃ ( ঋক্ বা স্তুতির অনুরূপ )। সাধারণতঃ অতিরিক্ত গুণের উল্লেখ করিয়াই স্তব করা হয় অর্থাৎ স্তুত্যকে যে সকল গুণের অধিকারী বলিয়া বর্ণনা করা হয়, সেই সমস্ত গুণই যে তাঁহাতে থাকে তাহা নহে। ইন্দ্রের পক্ষে কিন্তু অতিরিক্ত কোন গুণই নাই, যে কোন গুণের দ্বারা তাঁহার স্তুতি করা যায়, ঐশ্বর্য্যযোগে তিনি সেই সমস্ত গুণেরই অধিকারী হয়েন; ইন্দ্র সর্ব্বদাই ঋচীষম অর্থাৎ স্তুতির সমান ( স্তুতিতে উল্লিখিত সকল গুণেরই আধার )।[৪]

---

১। মিনাতের্মিনোতের্বা বধকর্ম্মণঃ, অভ্যমিতঃ সন্ অমত্রঃ ( স্কঃ স্বাঃ ); ধাতুপাঠে 'মি' ধাতু ( স্বাদি প্রক্ষেপণার্থক; 'মী' ধাতু হিংসার্থক।

২। মহান্ শরীরেণ ( স্কঃ স্বাঃ ); মহান্ প্রভাবতঃ ( দুঃ )।

৩। বিরাবণশীলঃ ( দুঃ ); আহ্বানকৃৎ শত্রূণাম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।

৪। যাবৎৈবার্থেন যুক্তোঽচার্য্যাতে বহু স্তুত্যভিপ্রায়েণ তাবানেবাসৌ ঐশ্বর্য্যযোগাৎ ( দুঃ ); অধিক-গুণাধ্যারোপেণাপি কৃতা স্তুতির্নাতিরিচ্যতে ইত্যর্থঃ ( দেঃ রাঃ )।

স্তুয়তে বজ্র্যচা সমঃ ॥ ৪ ॥

স্তবে—স্তুয়তে ; বজ্রী ( বজ্রধারী ) ; ঋচীষমঃ—ঋচা সমঃ।

অনর্শরাতিমনশ্লীলদানমশ্লীলং পাপকমশ্রিমদ্ বিষমম্ ॥ ৫ ॥

অনর্শরাতিম্—অনশ্লীলদানম্ ( অনশ্লীল অর্থাৎ পাপসম্পর্কশূন্য বা পবিত্র দান বা দেয় যাহার অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রদাতা ইন্দ্রকে ) ;[১] অশ্লীলং পাপকম্ ( 'অশ্লীল' শব্দের অর্থ পাপ ) অশ্লীলম্—অশ্রিমৎ ( কোটিযুক্ত, অথবা তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট ) বিষমম্ ( বৈষম্যযুক্ত অথবা অনর্থকর )।

'অনর্শরাতি' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ অনশ্লীলদান ( অনশ্লীল দান বা দেয় যাহার ) ; 'অর্শস্' শব্দ অশ্লীলবাচী[২] এবং 'অশ্লীল' শব্দ পাপবাচী ; রাতি—দান। 'অশ্রি' শব্দের অর্থ কোটি, অথবা—তীক্ষ্ণধার ; যাহা কোটিমান্ তাহা বিষম ( বৈষম্যসম্পন্ন )[৩] এবং যাহা তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট তাহাও বিষম ( অঙ্গচ্ছেদনাদি দ্বারা অনর্থকর )। বিষমবাচক 'অশ্রিমৎ' শব্দই 'অশ্লীল' এই আকার ধারণ করিয়াছে[৪]—যাহা অশ্লীল বা পাপ তাহা অশ্রিমৎ অর্থাৎ বিষম ( বৈষম্যযুক্ত বা সমতাবোধরহিত ; অথবা অনর্থকর অর্থাৎ নরকাদি অশেষ দুঃখভোগের কারণ )। সায়ণের মতে অনর্শরাতি—পাপশূন্য ব্যক্তির প্রতি যিনি দানশীল।

অনর্শরাতিং বসুদামুপস্তুহি' ( ঋ ৮।৯৯।৪ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৬ ॥

অনর্শরাতিং ( অপাপদান ) বসুদাং ( ধনদাতা ইন্দ্রকে ) উপস্তুহি ( স্তব কর )...... ইত্যপি......।

অনর্বা প্রত্যৃতোঽন্যস্মিন্ ॥ ৭ ॥

অনর্বা—অন্যস্মিন্ ( অন্যে ) অপ্রত্যৃত ( অনাশ্রিত )।

'অনর্বা' ( 'অনর্বন্' শব্দের প্রথমার একবচন ) পদ অনবগত। ইহার অর্থ—অন্যে অপ্রত্যৃত অর্থাৎ অপ্রতিগত বা অনাশ্রিত অর্থাৎ—স্বপ্রধান, স্বতন্ত্র ; গত্যর্থক 'ঋ' ধাতু হইতে 'অর্বন্' শব্দ নিষ্পন্ন, নঞ্ সমাসে—অনর্বন্।

---

১। অপাপকদানম্ উৎকৃষ্টস্য দাতারমিত্যর্থঃ ( ঋঃ বাঃ )।

২। অর্শস্শব্দোঽশ্লীলবাচী ( ঋঃ বাঃ )।

৩। অশ্রয়ঃ কোটয়স্তাভিস্তদ্বদশ্রিমৎ, তচ্চাত্র বৈষম্যোপলক্ষণম্, তদুক্ত বিষমহেতুত্বাৎ অশ্রিমৎ বিষমমিত্যাহ ( ঋঃ বাঃ )।

৪। অশ্রিমৎ সদশ্লীলম্ ( ঋঃ বাঃ )।

'অনর্বাণং বৃষভং মন্দ্রজিহ্বং বৃহস্পতিং বর্দ্ধয়া নব্যমর্কৈঃ' ॥ ৮ ॥

( ঋ ১।১৯০।১ )

অনর্বাণং ( অন্যে অনাশ্রিত বা স্বপ্রধান ) বৃষভং ( অভীষ্টবর্ষী ) মন্দ্রজিহ্বং ( স্তুতিপ্রিয় ) নব্যং ( স্তুতিযোগ্য ) বৃহস্পতিং ( বৃহস্পতিকে ) অর্কৈঃ ( অর্চ্চনসাধন মন্ত্রের দ্বারা ) বর্দ্ধয় বর্দ্ধয়—বর্দ্ধিত কর )।

'অনর্বন্' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

অনর্বাণমপ্রত্যৃতমন্যস্মিন্ বৃষভং মন্দ্রজিহ্বং মন্দনজিহ্বং
মোদনজিহ্বমিতি বা ॥ ৯ ॥

অনর্বাণম্—অপ্রত্যৃতম্ অন্যস্মিন্ ( অন্যে অনাশ্রিত অর্থাৎ স্বপ্রধান বা স্বাধীন ); মন্দ্রজিহ্বম্—মন্দনজিহ্বম্—মোদনজিহ্বম্। 'মন্দ্র' এবং 'মন্দন' শব্দের অর্থ মোদন অর্থাৎ প্রীতিকর বা হর্ষকর ( মোদার্থক 'মন্দ' ধাতু হইতে 'মন্দ্র' এবং 'মন্দন' শব্দ নিষ্পন্ন ); 'জিহ্বা' শব্দের অর্থ বাক্য ( নিঘ ১।১১ ) অর্থাৎ স্তুতিবাক্য ; মন্দ্রজিহ্ব—মন্দ্র ( মন্দন বা মোদন ) অর্থাৎ প্রীতিকর বা হর্ষকর জিহ্বা অর্থাৎ স্তুতি যাঁহার, যিনি স্তুতি ভালবাসেন, যিনি স্তুতিপ্রিয়, স্তুতি যাঁহার হর্ষ জন্মায়।[১] অনর্বাণমপ্রত্যৃতম্—এই স্থলে বহু পুস্তকে 'অনর্বমপ্রত্যৃতম্' এই পাঠ পরিদৃষ্ট হয় ; এই পাঠ ভাল নহে ; স্কন্দস্বামী স্পষ্ট বলিতেছেন—অনর্বাণমপ্রত্যৃতমিতি পাঠঃ, অনর্বমিত্যপপাঠঃ।

বৃহস্পতিং বর্দ্ধয় নব্যমর্কৈরর্চ্চনীয়ৈঃ স্তোমৈঃ ॥ ১০ ॥

বর্দ্ধয়া—বর্দ্ধয় ; অর্কৈঃ—অর্চ্চনীয়ৈঃ স্তোমৈঃ ( অর্চ্চনীয় অর্থাৎ অর্চ্চনাসাধন স্তোম বা স্তুতিমন্ত্রসমূহের দ্বারা ; অর্চ্চনীয়—অর্চ্চনাসাধন—করণে অনীয়, পাঃ ৩।৩।১১৩ দ্রষ্টব্য )। 'অর্ক' শব্দ মন্ত্রবাচী ( নিঘ ৪।২ )।

অসামি সামিপ্রতিষিদ্ধম্ সামি স্যতেঃ ॥ ১১ ॥

'অসামি' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ সামিপ্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ সামিবিপরীত ; স্যাপ্তার্থক 'সো' ধাতু হইতে 'সামি' শব্দ নিষ্পন্ন ; সামি—সমাপ্ত, কাজেই অসামি—অসমাপ্ত বা অপরিসমাপ্ত—যাহার পরিসমাপ্তি নাই অর্থাৎ অনন্ত।[২]

---

১। হর্ষকারী হি জিহ্বা তস্য স্তুতিঃ ( দুঃ )।

২। অসামি অপরিসমাপ্তম্ অনন্তম্ ( দুঃ )।

'অসাম্যোজো বিভৃথা সুদানবঃ' ॥ ১২ ॥ ( ঋ ১।৩৯।১০

সুদানবঃ ( হে কল্যাণকর দানসম্পন্ন মরুৎগণ ) অসামি ( অপরিসমাপ্ত অর্থাৎ অনন্ত ) ওজঃ ( শারীরিক বল ) বিভৃথা ( বিভৃথ—তোমরা ধারণ কর )।[১]

'অসামি' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

অসুসমাপ্তং বলং বিভৃথ কল্যাণদানাঃ ॥ ১৩ ॥

অসামি—অসুসমাপ্তম্ (অপরিসমাপ্ত অর্থাৎ অনন্ত); ওজঃ—বলম্ ('ওজঃ' শব্দ বলবাচী—নিঘ ২।৯); বিভৃথা—বিভৃথ ( ধারণ কর—লটের মধ্যমপুরুষের বহুবচনের পদ );[২] সুদানবঃ—কল্যাণদানাঃ ( কল্যাণকর দান যাঁহাদের; মরুৎগণের দান মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক )।

॥ ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। বিভৃথ ধারয়থ ( দুঃ ) ; বিভৃত ধারয়থ ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। কোন কোন পুস্তকে 'বিভৃত' পাঠ পরিদৃষ্ট হয়; মূলের 'বিভৃথা' পদের ব্যাখ্যা 'বিভৃত' ( লোটের মধ্যমপুরুষ বহুবচন ) পদের দ্বারা করিবার কোন হেতু নাই; স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য উভয়েই 'বিভৃথ' পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন।

# চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

মা ত্বা সোমস্য গল্দয়া সদা যাচন্নহং গিরা।
ভূর্ণিং মৃগং ন সবনেষু চুক্রুধং ক ঈশানং ন যাচিষৎ ॥ ১ ॥

( ঋ ৮।১।২০ )

সবনেষু ( সবনত্রয়ে ) সোমস্য ( সোমের ) গল্দয়া ( গালন অর্থাৎ ক্ষরণ বা প্রদানের দ্বারা )[১] [ এবং ] গিরা ( স্তুতির দ্বারা ) সদা যাচন্ অহং ( সর্ব্বদা যাচ্ঞাকারী আমি ) ভূর্ণিং ( ভ্রমণশীল ) মৃগং ন ( মৃগ অর্থাৎ সিংহ বা ব্যাঘ্রের ন্যায় ) ত্বা ( তোমাকে ) মা চুক্রুধম্ ( যেন ক্রোধিত না করি ),[২] ঈশানং ( ঈশ্বর সমীপে ) কঃ ন যাচিষৎ ( কে যাচ্ঞা না করিবে ) ?

'গল্দয়া' পদ ( 'গল্দা' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির একবচন ) অনবগত ; ইহার অর্থ গালনেন ( ক্ষরণ, স্রাবণ, পূরণ বা প্রদানের দ্বারা )—'গল্দা' শব্দ গলনার্থক 'গল্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

ঋষি বলিতেছেন—হে ইন্দ্র, সোম গালিত অর্থাৎ সোমলতা হইতে সোমরস স্রাবিত—নির্গলিত, ক্ষরিত বা নিষ্কাশিত করিয়া এবং স্তুতি করিয়া সর্ব্বদাই তোমার নিকট অর্থাদি যাচ্ঞা করি। শৃগালাদি ক্ষুদ্র পশুসমূহ ভ্রমণশীল সিংহ বা ব্যাঘ্রকে যেরূপ ক্রোধিত করে না, আমিও সেইরূপ আমার এই নিত্য যাচ্ঞা দ্বারা তোমাকে যেন ক্রোধিত না করি।[৩] তুমি ঈশান অর্থাৎ যাচকের সর্ব্বাভীষ্ট প্রদানে সমর্থ, তোমার নিকট কে না যাচ্ঞা করিবে ? সবনেষু—'অগ্নিষ্টোম সোমযাগ তিন সবনে সম্পাদ্য—প্রাতঃ সবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন ; সোমের অভিষব, সোমাহুতি এবং সোমপান প্রত্যেক সবনে নিষ্পাদ্য' ( রামেন্দ্র সুন্দর )।

মা চুক্রুধং ত্বাং সোমস্য গালনেন সদা যাচন্নহং গিরা গীত্যা স্তুত্যা,
ভূর্ণিমিব মৃগং ন সবনেষু চুক্রুধম্, ক ঈশানং ন যাচিষ্যত ইতি ॥ ২ ॥

ত্বা = ত্বাম্ ; গল্দয়া — গালনেন ; গিরা — গীত্যা — স্তুত্যা ( গীতি অর্থাৎ স্তুতির দ্বারা ) ; ভূর্ণিং মৃগং ন — ভূর্ণিম্ ইব মৃগং ন সবনেষু চুক্রুধম্ ( ভূর্ণি অর্থাৎ ভ্রমণশীল মৃগ অর্থাৎ সিংহ বা ব্যাঘ্রের ন্যায় অর্থাৎ তাহাকে যেরূপ শৃগালাদি ক্ষুদ্র পশুসমূহ ক্রোধিত করে না, আমিও সেই প্রকার তোমাকে যেন ক্রোধিত না করি ; ভূর্ণিং মৃগং ন = ভূর্ণিম্ ইব মৃগম্ — ন ইবার্থে ) ; মা চুক্রুধম্ — ন চুক্রুধম্ ; ন যাচিষৎ — ন যাচিষ্যতে।

---

১। গালনেন ক্ষারণেন প্রদানেন পূরণেন তৃপ্ত্যোতার্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। মা ক্রোধয়েয়ম্ ( দুঃ )।

৩। যথা শৃগালাদয়ো লাঙ্গুললালনাদিনোপচারেণোপসর্পন্তঃ ন ক্রোধয়ন্ত্যেবমহং সোমপ্রদানপূর্ব্বিকয়া স্তুত্যোপসর্পনাণো মা চুক্রুধং ত্বামিতি ( দুঃ )।

গল্‌দা ধমনয়ো ভবন্তি গলনমাসু ধীয়তে ॥ ৩ ॥

গল্‌দাঃ ধমনয়ঃ ভবন্তি ( গল্‌দাঃ = ধমনয়ঃ—'গল্‌দা' শব্দের অর্থ ধমনি ), আসু ( ধমনি-সমূহে ) গলনং ( গলন অর্থাৎ নির্গলিত বা ক্ষুত সোম ) ধীয়তে ( স্থাপিত হয় )।

'গল্‌দা' শব্দের আর এক অর্থ ধমনি ( নাড়ী )—'গলন' শব্দপূর্বক 'ধা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; ( গলন—নির্গলিত বা ক্ষুত সোম ) গলধমনিতে স্থাপিত হয়—পীত সোম গলধমনি ( গলদেশস্থ নাড়ী ) দিয়াই উদরে প্রবেশ করে।[১]

'আ ত্বা বিশন্ত্বিন্দব আগল্‌দা ধমনীনাম্' ॥ ৪ ॥

[ হে ইন্দ্র ], ধমনীনাম্ ( ধমনিসমূহের মধ্যে ) [ যাঃ ] আগল্‌দাঃ ( যাহারা আগলন ধমনি ) [ তাভিঃ ] ( তাহাদের দ্বারা ) ইন্দবঃ ( সোমরস ) ত্বা আবিশন্তু ( তোমাকে প্রবেশ করুক )।

ধমনীনাম্ আগল্‌দাঃ—ইহা হইতে আগল্‌দাও যে ধমনি ইহা প্রতিপন্ন হইল ( পশূনাং সিংহঃ—ইহা হইতে যেরূপ সিংহের পশুত্ব প্রতিপন্ন হয় )। আগল্‌দাঃ = আগলনধাঃ—আগলনাঃ—যাহাতে আগলন অর্থাৎ নির্গলিত বা ক্ষুত সোমরস আহিত বা স্থাপিত হয় ঈদৃশ গলধমনিসমূহই আগলনধমনি বা গলনধমনি ( 'আ' উপসর্গের বিশেষ কোনও অর্থ নাই, যেমন 'আক্রীড়ন' শব্দে )। এই ধমনিসমূহ অধোবাহিনী ; ইহাদের দ্বারাই সোমরস উদরে প্রবিষ্ট হইয়া মাদকতা উৎপন্ন করে।[২]

নানাবিভক্তী তে ভবত আগলনা ধমনীনামিত্যত্রার্থঃ ॥ ৫ ॥

এতে ( 'গলদয়া' পদ এবং 'আগল্‌দাঃ' পদ ) নানাবিভক্তী ভবতঃ ( ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি-যুক্ত হইয়াছে ); অত্র ( এই স্থলে ) আগলনাঃ ধমনীনাম ( ধমনিসমূহের মধ্যে যাহারা আগলন ) ইতি ( ইহাই ) অর্থঃ ( 'আগল্‌দাঃ ধমনীনাম্'—ইহার অর্থ )।

'মা ত্বা···'এই মন্ত্রে 'গল্‌দয়াঃ' পদ আছে এবং 'আ ত্বা বিশন্তু'···এই মন্ত্রে 'আগল্‌দাঃ' পদ আছে। ]ইহারা ভিন্ন ভিন্ন শব্দের পদ নহে, এক 'গল্‌দা' শব্দেরই ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তির রূপ ; গল্‌দয়া—তৃতীয়া বিভক্তির রূপ, আগল্‌দাঃ—প্রথমা বিভক্তির রূপ। আগল্‌দাঃ ধমনীনাম্—আগলনাঃ ধমনীনাম্ ( নির্দ্ধারে ষষ্ঠী )।

॥ চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। এবমত্রেস্ত্র বা গলধমনিঃ যয়া সোম আগল্যতে সা তেনৈবাগলনেন উপলক্ষ্যমাণা গল্‌দা ইত্যুচ্যতে ( দুঃ )।

২। যাঃ আগলনাঃ ধমনয়ো যাভিরনুপ্রবিষ্টাঃ সন্তো নবা মদমুৎপাদয়ন্তি অধোবাহিন্যো যা তাভিরাবিশন্ত (দু)।

## পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

'ন পাপাসো মনামহে নারায়াসো ন জল্‌হবঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ৮।৬১।১১ )

পাপাসঃ ( আমরা পাপী ) ন মনামহে ( ইহা মনে করি না ), ন অরায়াসঃ ( আমরা নির্ধন নহি ), ন জল্‌হবঃ ( আমরা জ্বলনহীন বা অগ্নিরহিত নহি )।

'জল্‌হব' পদ ( 'জল্‌হু' শব্দের প্রথমার বহুবচন ) অনবগত। 'জল্‌হু' শব্দ 'জ্বলন' শব্দ পূর্ব্বক 'হা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; ইহার অর্থ—জ্বলনশূন্য অর্থাৎ নিরগ্নি বা অগ্নিরহিত।[১]

ন পাপা মন্যামহে নাধনা ন জ্বলনেন হীনাঃ,
অস্ত্যস্মাসু ব্রহ্মচর্য্যমধ্যয়নং তপো দানকর্ম্মেত্যৃষিরবোচৎ ॥ ২ ॥

ন পাপাসঃ মনামহে—ন পাপাঃ মন্যামহে ( আমরা যে পাপী ইহা মনে করি না ); অস্তি অস্মাসু ব্রহ্মচর্য্যম্ অধ্যয়নং তপঃ দানকর্ম ইতি ঋষিঃ অবোচৎ ( আমাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং দানকর্ম আছে—ঋষি ইহা বলিতেছেন ); ব্রহ্মচর্য্যাদিই নিষ্পাপত্বের লক্ষণ।[২] ব্রহ্মচর্য্যাদি থাকিলেও যাঁহার ধন নাই তিনিই পাপী, কারণ, তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম লোপ পায়—ঈদৃশ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন 'বয়ং ন অরায়াসঃ' ( আমরা অরায় বা ধনহীন নহি );[৩] ধন থাকিলেও অনাহিতাগ্নি যাঁহারা তাঁহারাই পাপী—ঈদৃশ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন 'বয়ং ন জল্‌হবঃ' ( আমরা জ্বলনহীন বা নিরগ্নি নহি )।[৪]

॥ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। জ্বলনং জহাতীতি জল্‌হুস্তাঃ ; জ্বলনেনাগ্নিনা হীনা ইত্যর্থঃ ( বেঃ মাঃ )।
২। অস্মাস্বপাপত্বে হেতু:—ব্রহ্মচর্য্যম্‌…( দুঃ )।
৩। সত্যপোত্বস্মিন্ নির্ধনত্বান্নিত্যকর্মলোপাৎ পাপাঃ…( স্কঃ স্বাঃ )।
৪। ধনবত্ত্বেঽপি সতি অনাহিতাগ্নিত্বাৎ জ্বলনহীনত্বেন পাপত্বম্‌…( দুঃ )।

## ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

### বকুরো ভাস্করো ভয়ঙ্করো ভাসমানো দ্রবতীতি বা ॥ ১ ॥

বকুরঃ=ভাস্কর (প্রকাশকারক অথবা তেজঃসম্পাদক), অথবা,—ভয়ঙ্কর (ভীতিজনক); ভাসমানঃ দ্রবতি (ভাস্বান্ হইয়া গমন করে) ইতি বা (ইহাই বা 'বকুর' শব্দের ব্যুৎপত্তি)।

'বকুর' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ জ্যোতি বা জল; 'ভাস্কর' শব্দ অথবা 'ভয়ঙ্কর' শব্দই 'বকুর' আকারে পরিণত হইয়াছে—(১) জ্যোতি ভাস্কর বা প্রকাশকারক (পদার্থ প্রকাশ করে), জলও ভাস্কর বা তেজঃসম্পাদক (জল প্রাণিমাত্রেরই জীবন, তেজ প্রদান করে), (২) জ্যোতি ও জল উভয়েই রুদ্ররূপে ভয়ঙ্কর, (৩) অথবা, 'ভাস্বদ্‌দ্রবণ' (ভাস্বৎ+গত্যর্থক 'দ্রু' ধাতু নিষ্পন্ন দ্রবণ) শব্দই বকুর আকারে পরিণত হইয়াছে—জ্যোতি ও জল উভয়েই দ্রুত বা ধাবিত হয় ভাসমান হইয়া অর্থাৎ উজ্জ্বলরূপে।

'যবং বৃকেণাশ্বিনা বপন্তেষং দুহন্তা মনুষায় দস্রা।
অভিদস্যুং বকুরেণা ধমন্তোরুজ্যোতিশ্চক্রথুরার্য্যায়' ॥ ২ ॥
(ঋ ১।১১৭।২১)

অশ্বিনা (হে অশ্বিদ্বয়) বৃকেণ (লাঙ্গলের দ্বারা) যবং বপন্তা (যবং বপন্তৌ ইব—যেন যব বপন করিয়া) মনুষায় (মানুষকে) ইষং (অন্ন) দুহন্তা (দুহন্তৌ—প্রদান করিয়া) দস্রৌ (দর্শনীয় তোমরা)[১] বকুরেণ (জ্যোতিঃসমূহ এবং জলরাশির দ্বারা) দস্যুং (দুর্ভিক্ষরূপী দস্যুকে)[২] অভি+ধমন্তা (অভিধমন্তৌ—বিনাশ করিয়া)[৩] আর্য্যায় (আর্য্যের অর্থাৎ ঋজ্রাশ্বের নিমিত্ত) উরু জ্যোতিঃ (বিস্তীর্ণ চক্ষু) চক্রথুঃ (করিয়াছিলে)।

বৃকেণ যবং বপন্তৌ—অশ্বিদ্বয় যেন লাঙ্গলের দ্বারা যব বপন করেন অর্থাৎ স্বর্গ হইতে বৃষ্টি প্রদান করিয়া মানুষকে কৃষিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন (দিবি যবং বৃকেণ কর্ষথঃ—ঋ ৮।২২।৬ দ্রষ্টব্য)। দুহন্তৌ—প্রদান করিয়া (কামান্ দুগ্ধে বিপ্রকর্ষত্যলক্ষ্মীম্—উত্তরচরিত, ৫ম অঙ্ক দ্রষ্টব্য)। আর্য্যায় উরু জ্যোতিশ্চক্রথুঃ—ঋজ্রাশ্ব পিতার অভিশাপে অন্ধ হইয়াছিলেন; অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করেন (ঋ ১।১১৬।১৬); 'আর্য্য ঋজ্রাশ্বের

---

১। সপ্তম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য; 'দস্রৌ' অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিশেষণরূপে বহুবার প্রযুক্ত হইয়াছে; দস্রৌ—শত্রূণামুপক্ষপয়িতারৌ যদ্বা দেববৈদ্যত্বেন রোগাণামুপক্ষপয়িতারৌ অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ ইতি শ্রুতেঃ (সায়ণ)।

২। দাসয়িতারমনাকালং দুর্ভিক্ষম্ (দুঃ)।

৩। ধমন্তৌ বিনাশয়ন্তৌ (দুঃ) [অষ্টম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য]।

নিমিত্ত তোমরা বিস্তীর্ণ চক্ষু করিয়াছিলে অর্থাৎ অন্ধ ঋজ্রাশ্বকে তোমরা বিপুল দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিয়াছিলে'—ইহাই দুর্গাচার্যের ব্যাখ্যা।[১] স্কন্দস্বামীর ব্যাখ্যা অন্য প্রকারের। তাঁহার মতে আর্য্যায়—আর্য্যজনার্থায় (আর্য্যজনগণের নিমিত্ত অর্থাৎ সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশার্থ); উরু জ্যোতিঃ (স্বীয় প্রভাবরূপ বিস্তীর্ণ তেজ) চক্রথুঃ (প্রকট করিয়াছিলে) (নবম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।[২]

যবমিব বৃকেণাশ্বিনৌ নিবপন্তৌ ॥ ৩ ॥

যবম্ বৃকেণাশ্বিনা বপন্তা—যবম্ ইব বৃকেণ অশ্বিনৌ নিবপন্তৌ (হে অশ্বিনৌ—হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা যেন লাঙ্গলের দ্বারা যব বপন করিয়া)…অশ্বিদ্বয় সাক্ষাৎসম্বন্ধে যব-বপনের কর্তা নহেন; তাঁহারা বৃষ্টি প্রদান করিলে কৃষকগণ যব-বপন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়। বৃষ্টি যব-বপনের কারণীভূত; বৃষ্টি প্রদান করেন অশ্বিদ্বয়—কাজেই অশ্বিদ্বয়ই যেন যব-বপনের কর্ত্তা।

বৃকো লাঙ্গলং ভবতি বিকর্ত্তনাৎ ॥ ৪ ॥

বৃকো লাঙ্গলং ভবতি ('বৃক' শব্দের অর্থ লাঙ্গল) বিকর্ত্তনাৎ (বিশেষরূপে কর্ত্তন করে বলিয়া)।

'বৃক' শব্দের অর্থ লাঙ্গল—'বি'+কর্ত্তনার্থক 'কৃন্ত' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; লাঙ্গল ভূমি এবং ভূমিস্থিত তৃণ-গুল্মাদি কর্ত্তন করে (ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখম্)।[৩]

লাঙ্গলং লঙ্গতের্লাঙ্গূলবদ্বা ॥ ৫ ॥

লাঙ্গলং লঙ্গতেঃ ('লাঙ্গল' শব্দ 'লঙ্গ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) বা (অথবা) লাঙ্গূলবৎ (লাঙ্গল লাঙ্গূলবৎ বা পুচ্ছবিশিষ্ট হয়)।

গত্যর্থক 'লঙ্গ্' ধাতু হইতে 'লাঙ্গল' শব্দের নিষ্পত্তি (উ ১০৬)—লাঙ্গল ভূমি ভেদ করিয়া চলিতে থাকে; অথবা, লাঙ্গল—লাঙ্গূলবৎ (লাঙ্গূল বা পুচ্ছবিশিষ্ট—লাঙ্গলদণ্ড যেন লাঙ্গলেরই লাঙ্গূল বা পুচ্ছ)।

লাঙ্গূলং লগতের্লঙ্গতের্লম্বতের্বা ॥ ৬ ॥

লাঙ্গূলং ('লাঙ্গূল' শব্দ) লগতেঃ লঙ্গতেঃ লম্বতেঃ বা ('লগ্' ধাতু হইতে, অথবা 'লঙ্গ্' ধাতু হইতে, অথবা 'লম্ব্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

---

১। কিঞ্চ যুবামেব উরু জ্যোতিশ্চক্রথুঃ বিস্তীর্ণমবিকলং চক্ষুশ্চক্রথুঃ, আর্য্যায় ঈশ্বরপুত্রায় ঋজ্রাশ্বায়, স হি যুবাভ্যামন্ধীকৃতঃ চক্ষুষ্মান্ কৃতঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ।

২। আর্য্যায় আর্য্যজনার্থায়……সাধূনামনুগ্রহার্থমিত্যর্থঃ উরু বিস্তীর্ণমাত্মনো জ্যোতিস্তেজঃ প্রভাবলক্ষণং চক্রথুঃ কৃতবন্তৌ যুবাম্।

৩। স্কন্দস্বামিকৃত।

'লাঙ্গল' শব্দের প্রসঙ্গে 'লাঙ্গূল' শব্দেরও নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। 'লাঙ্গূল' শব্দ (১) সঙ্গার্থক 'লগ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে—লাঙ্গূল গো-গবয়-অশ্বাদির পৃষ্ঠান্তে সক্ত বা লগ্ন থাকে,[১] (২) গত্যর্থক 'লঙ্গ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে—লাঙ্গূল চলস্বভাব বলিয়া[২] গতিবিশিষ্ট, (৩) অবস্রংসনার্থক 'লম্ব' ধাতু হইতেও নিষ্পন্ন হইতে পারে—লাঙ্গূল দীর্ঘ বলিয়া অবস্রস্ত বা লম্বমান।[৩]

অস্মং দুহস্তৌ মনুষ্যায় দর্শনীয়াবভিধমস্তৌ দস্যুম্ ॥ ৭ ॥

ইদম্—অস্মম্; দ্রুহস্তা—দ্রুহস্তৌ; মনুষ্যায়—মনুষ্যায়; দস্রৌ=দর্শনীয়ৌ ( দর্শনীয় অর্থাৎ মনোহরাকৃতি ); অভিদস্যুং ধমন্তৌ—দস্যুম্ অভিধমন্তৌ ( দুর্ভিক্ষরূপী দস্যুকে নিরাকৃত বা বিনষ্ট করিয়া )।

বকুরেণ জ্যোতিষা বোদকেন বা ॥ ৮ ॥

বকুরেণ—জ্যোতিষা বা উদকেন বা ( জ্যোতি এবং জলের দ্বারা—বা শব্দ চার্থে )।[৪]

অশ্বিদ্বয় মধ্যস্থানদেবতারূপে জলবর্ষণ করিয়া এবং দ্যুস্থানদেবতারূপে জ্যোতি বা তাপ প্রদান করিয়া শস্যবিধান করেন; তাহাতেই দুর্ভিক্ষ নিরাকৃত হয়।[৫]

আর্য্য ঈশ্বরপুত্রঃ ॥ ৯ ॥

আর্য্যঃ—ঈশ্বরপুত্রঃ ( ঈশ্বরের অপত্য পুমান্ )।

মন্ত্রে 'আর্য্যায়' পদ আছে। ভাষ্যকার বলিতেছেন—আর্য্য—ঈশ্বরপুত্র; ঈশ্বরপুত্র আর্য্য=ঋজ্রাশ্ব, দুর্গাচার্য্যের ইহাই মত। দ্রষ্টব্য এই যে—ঋগ্বেদে ঋজ্রাশ্ব বৃষাগিরির পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন (১।১০০।১৭)। স্কন্দস্বামী বলেন—'অরি' শব্দের অর্থ ঈশ্বর ( নিরু ৫।৭ দ্রষ্টব্য ); অরির অপত্য আর্য্য—এইভাবেই আর্য্য=ঈশ্বরপুত্র।[৬]

বেকনাটাঃ খলু কুসীদিনো ভবন্তি দ্বিগুণকারিণো বা দ্বিগুণদায়িনো বা দ্বিগুণং কাময়ন্ত ইতি বা ॥ ১০ ॥

বেকনাটাঃ খলু কুসীদিনঃ ভবন্তি ( 'বেকনাট' শব্দের অর্থ কুসীদজীবী অর্থাৎ সুদখোর );

---

১। লগ্নং হি তৎ পুচ্ছান্তে গোগবয়াশ্বাদের্ভবতি ( স্ক: স্বা: )।

২। লঙ্গতের্বা চলত্বাৎ।

৩। লম্বতের্বা দীর্ঘত্বাৎ ( স্ক: স্বা: )।

৪। বকুরেণ জলসমূহেন জ্যোতিঃসমূহেন চ ( দু: ); কেচিৎ বা শব্দং চার্থে বর্ণয়ন্তি জ্যোতিষা চোদকেন চ ( স্ক: স্বা: )।

৫। মধ্যস্থানো হ্রাদকসমূহেন দ্যুস্থানো জ্যোতিষা শস্যবৃদ্ধিমুৎপাদ্য ততো দুর্ভিক্ষং ধমতে ( দু: )।

৬। অরিশব্দাদীশ্বরবচনাদপত্যে তদ্ধিত ইত্যাহ ঈশ্বরপুত্র ইতি।

[ কুসীদিনঃ ] ( কুসীদজীবিগণ ) দ্বিগুণকারিণঃ বা দ্বিগুণদায়িনঃ বা দ্বিগুণং কাময়ন্তে ইতি বা ( স্বীয় অর্থের দ্বিগুণকারী, অথবা—অধমর্ণের দ্বিগুণ সম্পত্তি থাকিলে অর্থপ্রয়োগকারী, অথবা—দ্বিগুণকামনাসম্পন্ন )।

'বেকনাট' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ—কুসীদজীবী ; কুসীদজীবিগণ সুদে-আসলে প্রযুক্ত অর্থ দ্বিগুণ করিয়া নেয় ( দ্বিগুণকারী ) ; প্রার্থিত ঋণের দ্বিগুণ সম্পত্তি দেখিয়া ধার দেয় অর্থাৎ অধমর্ণ যতটা ধার চাহিয়াছে, তদ্দ্বিগুণ সম্পত্তি থাকিলেই তাহাকে ততটা ধার দেয়, ( দ্বিগুণদায়ী=দ্বিগুণে দায়ী ) ; অথবা সর্ব্বদাই ইচ্ছা করে প্রযুক্ত অর্থের দ্বিগুণ হউক ( দ্বিগুণকামী )। উত্তমর্ণ যে পরিমাণ অর্থ ধার দেয়, সুদে-আসলে অধমর্ণের নিকট হইতে তাহার দ্বিগুণের অধিক পাইতে পারে না—ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন।[১] 'বেকনাট' শব্দের যাস্কাচার্য্য প্রদর্শিত ব্যুৎপত্তি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন পরস্পর সংশ্লিষ্ট কি-না তাহা বিবেচ্য। 'বেকনাট' শব্দ দ্ব্যেক+'নট্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—বেকনাট ( কুসীদজীবী ) দ্ব্যেক ( দ্বি+এক ) নিয়া অর্থাৎ এক কি করিয়া দুই হইবে তাহা নিয়া নর্তন বা নৃত্য করে।

'ইন্দ্রো বিশ্বান্ বেকনাটাঁ অহর্দৃশ উত ক্রত্বা পণীঁরভি'॥ ১১॥

( ঋ ৮।৬৬।১০ )

[ যঃ ] ( যে ) ইন্দ্রঃ ( ইন্দ্র ) বিশ্বান্ ( সমস্ত ) অহর্দৃশঃ ( মাত্র এই জন্মেই সূর্য্যদ্রষ্টা ) বেকনাটান্ ( কুসীদজীবীদিগকে ) উত ( এবং ) ক্রত্বা পণীন্ ( কর্ম্মতঃ বণিক্‌দিগকে ) অভি [ ভবতি ] ( অভিভব করেন অর্থাৎ বিনষ্ট করেন )।

ইন্দ্রো যঃ সর্ব্বান্ বেকনাটান্ অহর্দৃশঃ সূর্য্যদৃশো য ইমান্যহানি পশ্যন্তি ন পরাণীতি বা, অভিভবতি কর্ম্মণা পণীংশ্চ বণিজঃ॥ ১২॥

বিশ্বান্=সর্ব্বান্ ; অহর্দৃশঃ=সূর্য্যদৃশঃ ( সূর্য্যদ্রষ্টা—এই জন্মেই মাত্র সূর্য্যদর্শনকারী, পরজন্মে নহে ; কারণ, পাপকার্য্যের ফলে পরজন্মে কুসীদজীবিগণ ক্রিমি অথবা বৃক্ষাদি স্থাবররূপেই জন্মগ্রহণ করিবে ) ;[২] বা ( অথবা, 'অহর্দৃশঃ' পদের অর্থ )—যে ইমানি অহানি পশ্যন্তি ন পরাণি ( যাহারা নাস্তিকতাপ্রযুক্ত বিষয়ভোগে মত্ত থাকিয়া মাত্র ইহলোকের দিনগুলিকেই দেখে, পরলোকের দিনগুলি দেখে না অর্থাৎ আপাতরম্য ইহলোকের বিষয়ভোগেই মত্ত থাকে—পরলোকে যে দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা

---

১। মনু ৮।১৪১

২। ইহৈব জন্মনি (সূর্য্যং) পশ্যন্তি ন জন্মান্তরেঽপি দ্রক্ষ্যন্তি পাপকারিত্বাৎ ক্রিমিস্থাবরবাদিপ্রাপ্তাঃ ( দুঃ বাঃ )।

করে না);[1] অস্তি=অস্তিভবতি (বিনাশয়তি—বিনষ্ট করেন);[2] কৃষ্যা=কর্ষণ; উত পণীন্=পণীংশ্চ=বণিজশ্চ (এবং বণিক্‌দিগকে); যাহারা কুসীদজীবী, মাত্র তাহাদিগকেই যে ইন্দ্র বিনষ্ট করেন তাহা নহে, যাহারা বণিক্ না হইয়াও কর্মে বণিক্ অর্থাৎ বণিক্‌দিগের ন্যায় অবিত্তজীবী তাহাদিগকেও তিনি বিনষ্ট করেন।[3] 'উত' শব্দ অপার্থে (চকারার্থে)।

॥ ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। অথবা ইমাস্তেবাহানি ঐহলৌকিকান্যেব পশ্যন্তি ন পারলৌকিকানি দৃষ্টপ্রধানা নাস্তিকাস্তে অযজ্বনঃ (স্ক: স্বা:)।

২। অত্রাগমসর্গচ্ছতেরযোগ্যাঃ ক্রিয়াপদমধ্যাহার্য্য তাদৃশাঃ অস্তিভবতীতি বিনাশয়তীত্যর্থঃ (স্ক: স্বা:)।

৩। কর্মবৈশ্যানুষ্ঠানেন পণীন্ বণিজশ্চ বণিক্‌সদৃশান্ শূদ্রকর্মানিত্যর্থঃ (স্ক: স্বা:)।

## সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

'জীবান্নো অভিধেতনাদিত্যাসঃ পুরা হথাৎ।
কদ্ধস্থ হবনশ্রুতঃ'। ১ ॥

( ঋ ৮।৬৭।৫ )

আদিত্যাসঃ ( আদিত্যাঃ—হে আদিত্যগণ ) হথাৎ পুরা ( হননের পূর্ব্বে অর্থাৎ আমরা হত হইবার পূর্ব্বে ) জীবান্ নঃ অভিধেতন ( জীবতঃ নঃ অভিধাবত—আমরা জীবিত থাকিতে থাকিতে আমাদের অভিমুখে ধাবিত হও ) হবনশ্রুতঃ ( হে আর্ত্তাহ্বান-শ্রবণকারী আদিত্যগণ )[1] কৎ হ স্থ ( তোমরা কোথায় রহিয়াছ ) ?

'অভিধেতন' পদ অনবগত। অভি+'ধাব্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; ইহার অর্থ—অভিধাবত ( অভিমুখে ধাবিত হও বা আগমন কর )।

জীবতো নোঽভিধাবতাদিত্যাঃ পুরা হননাৎ ক নু স্থ হ্বানশ্রুত ইতি। ২ ॥

জীবান্ নঃ অভিধেতন—জীবতঃ নঃ অভিধাবত ( আমাদের জীবিতাবস্থায় আমাদের অভিমুখে ধাবিত হও ) ; হথাৎ পুরা—পুরা হননাৎ ( হননের পূর্ব্বে ) ; কৎ হ স্থ—ক নু স্থ ( কোথায় আছ ? ) হবনশ্রুতঃ—হ্বানশ্রুতঃ ( হে আহ্বানশ্রবণকারিগণ—হবন—হ্বান—আহ্বান )।

মৎস্যানাং জালমাপন্নানামেতদার্ষং বেদয়ন্তে ॥ ৩ ॥

জালম্ আপন্নানাং ( জালবদ্ধ ) মৎস্যানাম্ ( মৎস্যদিগের ) এতৎ আর্ষম্ ( এই বেদবচন ), [ ইতি ] বেদয়ন্তে ( আচার্য্যগণ ইহা বলেন )।

আচার্য্যগণ বলেন—অনেকগুলি মৎস্য জালবদ্ধ হইয়া আদিত্যগণের উদ্দেশে স্তুতি করিয়াছিল ; তাহারাই এই মন্ত্রের ঋষি। বেদয়ন্তে—কথয়ন্তি—আখ্যানার্থক চুরাদি 'বিদ্' ধাতুর পদ।

মৎস্যা মধৌ উদকে স্যন্দন্তে মাদ্যন্তেঽন্যোন্যং ভক্ষণায়েতি বা ॥ ৪ ॥

মৎস্যাঃ ( মৎস্যগণ ) মধৌ উদকে ( মধুতে অর্থাৎ উদকে ) স্যন্দন্তে ( বিচরণ করে ), অন্যোন্যং ভক্ষণায় ( পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে ) মাদ্যন্তে ( হৃষ্ট হয় ) ইতি বা ( ইহাই বা 'মৎস্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি )।

১। তে আর্ত্তানামাহ্বানং শৃণ্বন্তি ( দুঃ )।

প্রসঙ্গতঃ 'মৎস্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। 'মধু' শব্দের অর্থ জল (নিঘ ১।১২); মধু+গত্যর্থক 'স্যন্দ' ধাতু হইতে 'মৎস্য' শব্দের নিষ্পত্তি—মৎস্য জলে গমনাগমন করে বা বিচরণ করে। অথবা, হর্ষার্থক 'মদ্' ধাতু এবং ভক্ষণার্থক 'ভক্ষ্' বা 'ঘস্' ধাতুর যোগে 'মৎস্য' শব্দের নিষ্পত্তি—মৎস্যসমূহ পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে হর্ষ অনুভব করে, পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়াই জীবিত থাকে।[১]

জালং জলচরং ভবতি জলে ভবং বা জলেশয়ং বা ॥ ৫ ॥

জালং জলচরং ভবতি (জাল জলচর হয়) জলে ভবং বা (জলে ভবতি বা—অথবা জলে থাকে), জলেশয়ং বা (অথবা জলে শায়িত হয়)।

'জাল' শব্দেরও নির্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। 'জল' শব্দের উত্তর তদ্ধিত (অণ্) প্রত্যয় করিয়া 'জাল' শব্দের নিষ্পত্তি—জাল জলচর (জলে বিচরণ করে), অথবা জাল জলে বিদ্যমান থাকে, অথবা জাল জলে শায়িত বা বিন্যস্ত হয়।

অংহুরোঽহস্বানংহুরণমিত্যপ্যস্য ভবতি ॥ ৬ ॥

অংহুরঃ=অহস্বান্ (পাপী); অংহুরণম্ ইতি অপি অস্য ভবতি (অন্ধকূপবাচক 'অংহুরণ' শব্দও এই ধাতু হইতেই অর্থাৎ যে ধাতু হইতে 'অংহুর' শব্দের নিষ্পত্তি সেই ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন)।

'অংহুর' শব্দ অনবগত; ইহার অর্থ অহস্বান্ বা পাপী। বধার্থক 'হন্' ধাতু হইতে 'অংহু' শব্দের নিষ্পত্তি (নির্ ৪।২৫ দ্রষ্টব্য); 'অংহু' শব্দের অর্থ পাপ; 'অংহু' শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় 'র' প্রত্যয়ে—অংহুর (পাপী)। 'অংহুরণ' শব্দও 'হন্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন; ইহার অর্থ অন্ধকূপ—অন্ধকূপে পতিত ব্যক্তি হত হয়।

'কৃণ্বন্নংহুরণাদুরু' (ঋ ১।১০৫।১৭)

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৭ ॥

অংহুরণাৎ (অন্ধকূপ হইতে) উরু (বিস্তীর্ণ অর্থাৎ চিরকালের জন্য) [ত্রাণং] কৃণ্বন্ (নিজের উদ্ধার বিধান করিয়া)[২]...ইত্যপি...।

'অংহুরণ' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল। ত্রিত কূপে পতিত হইয়া বিশ্বদেবগণের স্তব করতঃ তথা হইতে মুক্তি লাভ করেন।

'অংহুর' শব্দের নির্বচন প্রদর্শন করিতেছেন—

'সপ্ত মর্যাদাঃ কবয়স্ততক্ষুস্তাসামেকামিদভ্যংহুরো গাৎ' ॥ ৮ ॥
(ঋ ১০।৫।৬)

১। মাদ্যন্তে চরন্তি অন্যোন্যং ভক্ষণায়, মৎস্যা হি ইতরেতরভক্ষজীবিনঃ (দুঃ)।
২। কূপাৎ আত্মনঃ উরু বিস্তীর্ণং ত্রাণং কুর্বন্ (দুঃ)।

কবয়ঃ ( পণ্ডিতগণ ) সপ্ত ( সাত ) মর্যাদাঃ ( সীমা ) ততক্ষুঃ ( নিরূপণ করিয়াছেন ),[১] তাসাম্ ( তাহাদের মধ্যে ) একাম্ ইৎ ( একটিকেও )[২] অভিগাৎ ( অভিগচ্ছন্—অভিপ্রাপ্ত ব্যক্তি )[৩] অংহুরো [ ভবতি ] ( পাপী হয় ) ।

কবিগণ ( হিরণ্যগর্ভ মনু প্রভৃতি মনীষিগণ ) সাতটি মর্যাদা অর্থাৎ সীমা, অর্থাৎ অকর্তব্য কর্ম নিরূপণ করিয়াছেন; তাহাদের একটিকেও যে অভিপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ একটিরও যে অনুষ্ঠান করে, সে পাপগ্রস্ত হয় ।

সপ্তৈব মর্যাদাঃ কবয়শ্চক্রুস্তাসামেকামপ্যভিগচ্ছন্ অংহস্বান্ ভবতি ॥ ৯ ॥

সপ্ত মর্যাদাঃ—সপ্তৈব মর্যাদাঃ ( সাতটিই সীমা বা অকর্তব্য কর্ম ); ততক্ষুঃ—চক্রুঃ ( নিরূপণ করিয়াছিলেন ); একাম্ ইৎ=একাম্ অপি; অভিগাৎ=অভিগচ্ছন্ ( অভিপ্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ অনুষ্ঠান করিয়া ); অংহুরঃ=অংহস্বান্ ( পাপী; অংহস্=পাপ ) ।

স্তেয়ং তল্পারোহণং ব্রহ্মহত্যাং ভ্রূণহত্যাং সুরাপানং দুষ্কৃতস্য কর্মণঃ
পুনঃপুনঃ সেবাং পাতকেঽনৃতোদ্যমিতি ॥ ১০ ॥

স্তেয়ম্ ( সুবর্ণাদির চৌর্য ) তল্পারোহণম্ ( গুরুপত্নীগমন )[৪] ব্রহ্মহত্যাং ( ব্রাহ্মণবধ ) ভ্রূণহত্যাং ( গর্ভনাশ ) সুরাপানং ( মদ্যপান ) দুষ্কৃতস্য কর্মণঃ পুনঃপুনঃ সেবাং ( পাপকর্মের পুনঃপুনঃ আচরণ ) পাতকে অনৃতোদ্যম্ ( পাতক বিষয়ে মিথ্যা কথন )[৫] ইতি ( এই সাতটি মর্যাদা বা অকর্তব্য কর্ম নিরূপণ করিয়াছেন ) ।

সাতটি মর্যাদা বা অকর্তব্য কর্ম কি তাহা ভাষ্যকার স্বয়ংই বলিয়া দিলেন । পাতকে অনৃতোদ্যম্—পাতক-বিষয়ে মিথ্যাকথন অর্থাৎ পাতক করিয়া তাহা অস্বীকার করা বা প্রকাশ না করা; অথবা, অন্য কেহ পাতক না করিলেও তাহাকে পাতকী বলিয়া অভিযুক্ত করা ।

## ॥ সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ততক্ষুঃ কৃতবন্তঃ ( দুঃ ) ।
২। ইৎ ইত্যনর্থকমপার্থে বা ( দুঃ ) ।
৩। গাৎ ইত্যেতৎ অন্তেঃ সমীপমাকৃষ্য একামপ্যভিগচ্ছন্নিতি ( দুঃ
৪। তল্পারোহণং গুরুস্ত্রীগমনম্ ( স্কঃ স্বাঃ ) ।
৫। অনৃতোদ্যমনৃতবচনং মিথ্যাভিশংসনমিত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ ) ।

## অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

বত ইতি নিপাতঃ খেদানুকম্পয়োঃ ॥ ১ ॥

বত ইতি নিপাতঃ ('বত' এই নিপাত) খেদানুকম্পয়োঃ (খেদ এবং অনুকম্পা বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়)।

'বত' এই নিপাত-শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক।

'বতো বতাসি যম নৈব তে মনো হৃদয়ঞ্চাবিদাম।
অন্যা কিল ত্বাং কক্ষ্যেব যুক্তং পরিষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্' ॥ ২ ॥

(ঋ ১০।১০।১৩)

যম (হে যম) বত (হায়) বতঃ অসি (তুমি দুর্বলচিত্ত), তে মনঃ হৃদয়ঞ্চ (তোমার মন এবং হৃদয়) নৈব অবিদাম (কিছুতেই জানিতে পারিলাম না)। অন্যা কিল (অন্য কোন রমণী নিশ্চয়ই) ত্বাং (তোমাকে) পরিষ্বজাতে (আলিঙ্গন করিবে) কক্ষ্যা যুক্তম্ ইব (কক্ষ্যা অর্থাৎ অশ্ববন্ধন-রজ্জু অথবা হস্তিবন্ধন-রজ্জু যেরূপ তৎসংযুক্ত অশ্বকে অথবা হস্তীকে আলিঙ্গন করে),[১] লিবুজা ইব বৃক্ষম্ (লতা যেরূপ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে)।

যমী তদ্ভ্রাতা যমের প্রতি আসক্তচিত্তা হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। 'বত' শব্দ খেদ অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

বতো বলাদতীতো ভবতি। দুর্বলো বতাসি যম নৈব তে মনো হৃদয়ঞ্চ বিজানীমো, অন্যা কিল ত্বাং পরিষ্বঙ্ক্ষ্যতে কক্ষ্যেব যুক্তং লিবুজেব বৃক্ষম্ ॥ ৩ ॥

বতঃ—বলাৎ অতীতঃ (বলরহিত অর্থাৎ দুর্বল); 'বত' শব্দ নাম এবং নিপাত উভয়ই। বতঃ বতাসি=দুর্বলঃ বত অসি (হায় যম, তুমি দুর্বল); অবিদাম=বিজানীমঃ; পরিষ্বজাতে=পরিষ্বঙ্ক্ষ্যতে (আলিঙ্গন করিবে); কক্ষ্যেব যুক্তম্ (কক্ষ্যা যথা যুক্তম্ পরিষ্বজতে—কক্ষ্যা অর্থাৎ অশ্ববন্ধন-রজ্জু অথবা হস্তিবন্ধন-রজ্জু যেরূপ তৎসংযুক্ত অশ্বকে অথবা হস্তীকে আলিঙ্গন করে); লিবুজেব বৃক্ষম্ (লিবুজা অর্থাৎ লতা যেরূপ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে)।

লিবুজা ব্রততির্ভবতি লীয়তে বিভজন্তীতি ॥ ৪ ॥

লিবুজা ব্রততিঃ ভবতি ('লিবুজা' শব্দের অর্থ ব্রততি বা লতা) বিভজন্তী লীয়তে (নিজেকে বিভক্ত করিয়া অর্থাৎ চতুর্দিকে বিস্তৃত করিয়া বৃক্ষাদিতে সংশ্লিষ্ট বা সংলগ্ন হয়)।

---

১। যথা কক্ষ্যা অশ্বং হস্তিনো বজ্রুরাস্বনা সংবন্ধমশ্বং হস্তিনং বা পরিষ্বজতে (স্কঃ ভাঃ)।

'লিবুজা' শব্দের অর্থ লতা; সংশ্লেষার্থক 'লী' ধাতু এবং বি+'ভজ্' ধাতুর যোগে ইহার নিষ্পত্তি—লতা নিজেকে চতুর্দ্দিকে বিভক্ত করিয়া বৃক্ষাদিকে সংশ্লিষ্ট করে অর্থাৎ বেষ্টন করিয়া থাকে।[১]

ব্রততির্বরণাচ্চ সয়নাচ্চ তননাচ্চ। ৫ ॥

ব্রততিঃ ( 'ব্রততি' শব্দ ) বরণাচ্চ সয়নাচ্চ তননাচ্চ ( আচ্ছাদনার্থক 'বৃ' ধাতু, বন্ধনার্থক 'সি' ধাতু এবং বিস্তারার্থক 'তন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'ব্রততি' শব্দ ত্রিধাতুজ—'বৃ' ধাতু, 'সি' ধাতু এবং 'তন্' ধাতুর যোগে ইহার নিষ্পত্তি; তিন ধাতুর অর্থই ইহাতে বিদ্যমান আছে—ব্রততি ( লতা ) আচ্ছাদিত করে, বৃক্ষাদিকে যেন বন্ধন করে এবং বিস্তার লাভ করে।

বাতাপ্যমুদকং ভবতি বাত এতদাপ্যায়য়তি ॥ ৬ ॥

বাতাপ্যম্ উদকং ভবতি ( 'বাতাপ্য' শব্দের অর্থ উদক ); বাতঃ ( বায়ু ) এতৎ ( ইহা ) আপ্যায়য়তি ( শীতলীকৃত অথবা বর্দ্ধিত করে )।

'বাতাপ্য' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ উদক; 'বাত' শব্দ পূর্ব্বক আ+বৃদ্ধ্যর্থক 'প্যায়্' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি—বাত ( বায়ু ) উদককে আপ্যায়িত অর্থাৎ শীতলীকৃত[২] অথবা বর্দ্ধিত করে।[৩]

'পুনানো বাতাপ্যং বিশ্বশ্চন্দ্রম্' ( ৯।৯৩।৫ ) ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৭ ॥

[ হে সোম ] পুনানঃ [ ত্বম্ ] ( তুমি পূয়মান বা শোধিত হইতেছ ), বিশ্বশ্চন্দ্রম্ ( সকলের আহ্লাদজনক ) বাতাপ্যং ( বৃষ্টিরূপ জল ) [ আমাদিগকে প্রদান কর ]···ইত্যপি...।

বিশ্বশ্চন্দ্রম্—'বাতাপ্যম্' পদের বিশেষণ; বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং চন্দ্রম্ আহ্লাদকম্ ( সকলের আহ্লাদ উৎপাদন করিতে সমর্থ ); মন্ত্রে হ্রস্বস্বরের পর 'চন্দ্র' শব্দ থাকিলে তাহার আদিতে সুট্ ( স ) আগম হয়—হ্রস্বাচ্চন্দ্রোত্তরপদে মন্ত্রে ( পাঃ ৬।১।১৫১ )।

'বনে ন বায়ো ন্যধায়ি চাকন্ ॥ ৮ ॥

( ঋ ১০।২৯।১ )

চাকন্ ( চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণকারী, অথবা খাদ্যাদি কামযমান ) বায়ঃ ( পক্ষিসুত ) বনে ন ( বনে অর্থাৎ বনের অবয়বভূত বৃক্ষে যেরূপ ) ন্যধায়ি ( সংস্থাপিত হয় )...।

---

১। লিয়ন্তীতি বেষ্টয়ন্তীত্যর্থঃ ( স্কঃ পাঃ )।

২। আপ্যায়য়তি শীতীকরোতি ( দুঃ ); বৃদ্ধ্যর্থক 'প্যায়' ধাতুর অর্থ এখানে শীতলীকরণ ( ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ )।

৩। পুরো বাতেন হি বৃষ্টিভূতমুদকং সংবর্দ্ধতে ( দুঃ ); বর্ষাকালের বাতাসে বৃষ্টি হয় এবং জল বৃদ্ধি পায়।

'চাকন্' শব্দ অনবগত। দর্শনার্থক 'চায়' ধাতু হইতে অথবা ইচ্ছার্থক 'চক্' (নিঘ ২।৬) ধাতু হইতে 'শতৃ' প্রত্যয়ে ইহার নিষ্পত্তি; ইহার অর্থ—চায়ন্ (নিরীক্ষণকারী) অথবা কাময়মান (কামনাসম্পন্ন)।

বন ইব বায়ো বেঃ পুত্রশ্চায়ন্নিতি বা কাময়মান ইতি বা ॥ ৯ ॥

বনে ন=বনে ইব ('ন' উপমার্থীয়); বায়ঃ=বেঃ পুত্রঃ (পক্ষীর পুত্র—পক্ষিবাচক 'বি' শব্দের উত্তর অপত্যার্থে 'অণ্'); চাকন্=চায়ন্ ইতি বা কাময়মানঃ ইতি বা ('চাকন্' পদের অর্থ চায়ন্ অর্থাৎ নিরীক্ষণকারী অথবা কাময়মান অর্থাৎ অভিলাষকারী)।

বেতি চ য ইতি চ চকার শাকল্যঃ ॥ ১০ ॥

বা ইতি চ যঃ ইতি চ চকার শাকল্যঃ (শাকল্য 'বায়ঃ' ইহার 'বা' এবং 'যঃ' এইরূপ পদবিভাগ করিয়াছেন)।

ঋগ্বেদের পদকার শাকল্য 'বায়ঃ'—ইহাকে 'বা' এবং 'যঃ' এই দুই পদে বিভক্ত করেন।

উদাত্তং ত্বেবমাখ্যাতমভবিষ্যদসুসমাপ্তশ্চার্থঃ ॥ ১১ ॥

এবং (ইহা হইলে) উদাত্তং তু আখ্যাতম্ অভবিষ্যৎ (আখ্যাত অর্থাৎ ক্রিয়াপদ কিন্তু উদাত্ত হইত); অসুসমাপ্তশ্চ অর্থঃ (উক্তরূপ পদবিভাগ করিলে অর্থও কিন্তু অসুসমাপ্ত হয় অর্থাৎ অর্থেরও সম্যক্ পরিসমাপ্তি ঘটে না)।

ভাষ্যকার শাকল্যের মত খণ্ডন করিতেছেন। শাকল্যের মতে পদচ্ছেদ করিলে বাক্যটি দাঁড়াইবে—'বা যঃ স্বধায়ি'....এইরূপ। যঃ—'যৎ' শব্দের বিভক্ত্যন্ত রূপ; ইহার পরে আছে 'স্বধায়ি' এই আখ্যাত বা ক্রিয়া পদ। পাণিনির ৮।১।৬৬ সূত্রানুসারে বিভক্ত্যন্ত 'যৎ' শব্দের পরে থাকায় এই ক্রিয়াপদটির উদাত্ত স্বর হওয়া উচিত; কিন্তু মন্ত্রে ইহার স্বর অনুদাত্ত। কাজেই শাকল্যের উক্তরূপ পদচ্ছেদ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ। শাকল্যের পদচ্ছেদ অর্থেরও সমাপ্তি ঘটাইতে অর্থাৎ অসন্দিগ্ধতা সাধন করিতে পারে না। 'বা' পদের অর্থ কি হইবে? বিকল্প, সমুচ্চয় এবং উপমা—ইহারাই 'বা' শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ; এই সকল অর্থের কোন অর্থই এখানে সুসঙ্গত হয় না।[১] 'যঃ' পদেরও অন্বয় এবং অর্থ কীদৃশ হইবে তাহাও দুর্বোধ্য। কাজেই অর্থসঙ্গতির দিক্ দিয়াও শাকল্যের পদচ্ছেদ সমর্থনীয় নহে।

রথর্যতীতি সিদ্ধস্তৎপ্রেপ্সুঃ, রথং কাময়ত ইতি বা ॥ ১২ ॥

রথর্যতি ইতি সিদ্ধঃ তৎপ্রেপ্সুঃ (রথর্যতি ইতি তৎপ্রেপ্সুঃ সিদ্ধঃ—'রথর্যতি' শব্দের অর্থ রথপ্রেপ্সু ইহা সিদ্ধ বা প্রসিদ্ধ)[২] বা (অথবা) রথং কাময়তে ইতি ('রথ কামনা করেন' ইহাই 'রথর্যতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি)।

---

১। দুর্গাচার্য দ্রষ্টব্য।
২। সিদ্ধঃ প্রসিদ্ধ এব বেদে বহুশঃ প্রয়োগাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

'রথর্যতি' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ রথপ্রেপ্সু (রথাভিলাষী)'—'রথ' শব্দপূর্বক প্রেপ্সার্থক 'হর্য' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি।[১] অথবা, 'রথ' শব্দের উত্তর 'ক্যচ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন নাম ধাতুর লটের 'তি' বিভক্তির পর রথর্যতি; রথীয়তি—রথর্যতি (নিজের জন্য রথ কামনা করেন)।[২] এই ব্যুৎপত্তিতে 'রথর্যতি' আখ্যাতপদ; প্রথম প্রদর্শিত ব্যুৎপত্তিতে 'রথর্যতি' নাম শব্দ।

'এষ দেবো রথর্যতি' (ঋ ৯।৩।৫)

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৩ ॥

এষঃ দেবঃ (এই দেবতা অর্থাৎ সোম) রথর্যতি (রথাভিলাষী; অথবা রথ কামনা করেন)। রথর্যতি—ইহাকে নাম বলিয়া গ্রহণ করিলে প্রথমা বিভক্তির লোপ হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে (পাঃ ৭।১।৩৯)। রথ বলিতে এখানে হবির্ধান শকট[৪] (যে শকটের উপর সোমযাগের পূর্বদিন সোমলতা স্থাপিত হয়) বুঝিতে হইবে; অথবা 'রথ' শব্দের অর্থ হরণ বা রংহণ অর্থাৎ গমন—সোম দেবগণের অভিমুখে নিজগমন ইচ্ছা করে।[৫]

## ॥ অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ...এবমত্র রথর্যতি—রথপ্রেপ্সুঃ (দুঃ)।

২। রথঃ হর্যতি—ইত্যকামঃ (দুঃ); হর্যতিঃ প্রেপ্সাকর্মা (নির্ ৭।১৭)।

৩। রথমাত্মন ইচ্ছতীতি ক্যচি রথীয়তীতি প্রাপ্তে রেফ উপজনো যাবযানাদীয়াভাবঃ (বেঃ রাঃ)।

৪। রথীয়তি রথর্যতি হবির্ধানশকটাখ্যানম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। হরণং বা গমনম্ আত্মনো দেবান্ প্রতীচ্ছতীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ); রংহণমাত্মনো গমনমিচ্ছতি (দুঃ)।

# ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

'ধেনুং ন ইষং পিন্বতমসক্রাম্; অসংক্রমণীম্ ॥ ১ ॥

( ঋ ৬।৬৩।৮ )

[ হে অশ্বিদ্বয় ] নঃ ( আমাদিগকে ) অসক্রাম্ ( অন্তে সংক্রমণরহিত অর্থাৎ যাবজ্জীবন অবিনাশী )[১] ধেনুং ( দুগ্ধবতী গাভী ) ইষং চ ( এবং অন্ন ) পিন্বত ( প্রদান কর );[২] অসক্রাম্—অসংক্রমণীম্ ( সংক্রমণস্বভাবরহিত )।

'অসক্র' শব্দ ( স্ত্রীলিঙ্গে দ্বিতীয়ার একবচনে—অসক্রাম্ ) অনবগত। ইহার অর্থ—সংক্রমণস্বভাবরহিত অর্থাৎ যাবজ্জীবন স্থায়ী বা অবিনাশী; নঞ্+সম্‌পূর্ব্বক 'ক্রম্' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি। ইষম্—অন্নম্ ( নিঘ ২।৭ ); বেদে অন্নবাচী 'ইষ্' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

আধব আধবনাৎ ॥ ২ ॥

আধবঃ ( 'আধব' শব্দ ) আধবনাৎ ( আ+'ধূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'আধব' শব্দ অনবগত; ইহার অর্থ আকম্পয়িতা বা প্রকম্পয়িতা—আ+কম্পনার্থক 'ধূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

'মতীনাং চ সাধনং বিপ্রাণাং চাধবম্' ( ঋ ১০।২৬।৪ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৩ ॥

[ হে পূষন্ ] মতীনাং চ সাধনং ( বুদ্ধির সাধক বা প্রবর্ত্তয়িতা ) বিপ্রাণাং চ আধবম্ ( এবং বিপ্র অর্থাৎ মেধাবিগণের প্রকম্পয়িতা ) [ ত্বাম্ ] ( তোমাকে )……ইত্যপি……।

পূষা ( আদিত্য ) উদিত হইয়া সর্ব্ব কার্য্যে মনুষ্যের প্রজ্ঞা সাধিত বা প্রবর্ত্তিত করেন;[৩] তিনি বিপ্রগণকে প্রকম্পিতও করেন—বিপ্রগণ তাঁহার তেজস্বিতাদি গুণ অবগত হইয়া প্রকম্পিত হৃদয়ে তাঁহার স্তুতিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।[৪]

অনবব্রবোঽনবক্ষিপ্তবচনঃ ॥ ৪ ॥

অনবব্রবঃ—অনবক্ষিপ্তবচনঃ ( যাঁহার বাক্য কেহও অবক্ষিপ্ত বা প্রতিহত করিতে পারে না অর্থাৎ যিনি অপ্রতিহতশাসন )।[৫]

'অনবব্রব' শব্দ অনবগত।

---

১। অসংক্রমণশীলাম্ অনপায়িনীম্ ( দুঃ )।

২। পিন্বত কারয়ত দত্তমিত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

৩। সাধনং সাধয়িতারম্ উদয়েন সর্ব্ব-কর্ম্ম-বিষয়াণাং প্রজ্ঞানাং প্রবর্ত্তয়িতারমিত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

৪। আধবম্ আকম্পয়িতারম্……তথা যমাত্মনো ভগবন্তং বর্ণয়সি, যথা প্রোৎকম্পমানহৃদয়াস্তে ত্বাং স্তুবন্তে ( দুঃ )।

৫। অপ্রতিহত-শাসন ইত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

'বৃজেষকৃদিন্দ্র ইবানবব্রবঃ' ( ঋ ১০।৮৪।৫ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৫ ॥

[ হে মন্যো ] ( ক্রোধাধিষ্ঠাতা মন্যুদেব ) বিজেষকৃৎ ( বিজয়কৃৎ অর্থাৎ বিজেতা ) [ ত্বম্ ] ( তুমি ) ইন্দ্র ইব অনবব্রবঃ ( ইন্দ্রের ন্যায় অপ্রতিহতবচন )······ইত্যপি······।

॥ ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

'অরায়ি কাণে বিকটে গিরিং গচ্ছ সদান্বে।
শিরিম্বিঠস্য সত্বভিস্তেভিষ্টা চাতয়ামসি' ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।১৫৫।১ )

অরায়ি ( হে অদায়িনি ), কাণে ( হে কাণত্ববিশিষ্টে ), বিকটে ( হে বিকৃতগমনে বা বিকটরূপে ), সদান্বে ( সদা শব্দকারিণি ) গিরিং গচ্ছ ( পর্ব্বতে গমন কর ), শিরিম্বিঠস্য ( মেঘের ) তেভিঃ সত্বভিঃ ( তৈঃ সর্বৈঃ —সেই সমস্ত উদকের দ্বারা ) ত্বা ( তোমাকে ) চাতয়ামসি ( চাতয়ামঃ—বিনষ্ট করিব )।

দুর্ভিক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবী অথবা কালকর্ণা অলক্ষ্মী এই মন্ত্রের দেবতা।[১] উভয়েই (১) অদায়িনী—দুর্ভিক্ষপীড়িত অথবা অলক্ষ্মীগ্রস্ত ব্যক্তির দানে প্রবৃত্তি থাকে না,[২] (২) কাণত্ববিশিষ্টা—খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তির দৃষ্টিমান্দ্য জন্মে, অলক্ষ্মী স্বভাবতঃই একচক্ষুবিশিষ্টা,[৩] (৩) বিকটা—দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন বিকৃতগতি বা বিকটাকৃতি হইয়া থাকে, অলক্ষ্মী স্বভাবতঃই তদ্রূপা,[৪] (৪) সদান্বা—দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শব্দ করে, অলক্ষ্মীও ( পিশাচাদিও ) সর্ব্বদা একরূপ অব্যক্ত শব্দ করে।[৫] ঋষি ঈদৃশ দেবতাকে ( দুর্ভিক্ষাধিষ্ঠাত্রীকে অথবা অলক্ষ্মীকে ) উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—তুমি পর্ব্বতে গমন কর অর্থাৎ এইস্থান হইতে দূরে চলিয়া যাও; আমি মেঘ হইতে জল আকর্ষণ করিয়া অর্থাৎ বৃষ্টি পাতিত করিয়া শস্যের প্রাচুর্য্য সম্পাদন করিব এবং তোমাকে নাশ করিব।

'সদান্বা' শব্দ ও 'শিরিম্বিঠ' শব্দ অনবগত। 'সদান্বা' শব্দের অর্থ 'সদা শব্দকারিণী অর্থাৎ দুর্ভিক্ষাধিদেবতা অথবা অলক্ষ্মী';[৬] 'সদা' শব্দপূর্ব্বক যঙ্লুগন্ত 'নু' ধাতু ( শব্দার্থক ) হইতে ইহার নিষ্পত্তি—সদানোনুবা—সদান্বা। 'শিরিম্বিঠ' শব্দের অর্থ মেঘ; বিঠে অর্থাৎ অন্তরিক্ষে শীর্ণ হয়—ইহাই ব্যুৎপত্তি; 'শিরি' শব্দ 'শৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ( উ ৫৮২ ); শিরি+বিঠ—শিরিম্বিঠ ( সপ্তম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

---

১। দুর্ভিক্ষাধিদেবতোচ্যতে কালকর্ণা বা অলক্ষ্মীঃ ( দুঃ )।

২। দুর্ভিক্ষেণ পীড়িতানাং ন দানে মতিঃ প্রভবতি নাপ্যলক্ষ্ম্যভিভূতানাম্ ( দুঃ )।

৩। দুর্ভিক্ষেণ অভিভূতানাং প্রাণিনাং চক্ষুর্দৌর্ব্বল্যং ভবতি অন্নাভাবাৎ, অলক্ষ্মীপক্ষেঽপি তদ্রূপা অলক্ষ্মীরিতি প্রতীয়তে ( দুঃ )।

৪। দুর্ভিক্ষে দুর্ব্বলত্বাৎ বিকটৈব প্রাণিনাং গতির্ভবতি, অলক্ষ্মীরপি তদ্রূপা ( দুঃ )।

৫। দুর্ভিক্ষে হি ক্ষুৎপীড়িতাঃ প্রাণিনো নিঃশ্বসন্তো সদৈব শব্দং কুর্ব্বন্তি অলক্ষ্মীরপি তদ্রূপা, পিশাচাদীনি নিত্যমব্যক্তং শব্দং কুর্ব্বন্তি ( দুঃ )।

৬। দুর্ভিক্ষাধিদেবতা অলক্ষ্মীর্বাভিধেয়া ( স্কঃ স্বাঃ )।

অদায়িনি কাণে বিকটে—কাণো বিক্রান্তদর্শন ইত্যৌপমন্যবঃ ॥ ২ ॥

'অরায়ি কাণে বিকটে' এই স্থানে অরায়ি—অদায়িনি—নঞ্‌পূর্বক দানার্থক 'রা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (সম্বোধন); সম্বোধনান্ত যে 'কাণ' শব্দ রহিয়াছে আচার্য্য ঔপমন্যবের মতে তাহার অর্থ—বিক্রান্তদর্শন (বিকৃতদৃষ্টি; কাণব্যক্তির একটি মাত্র চক্ষু—কাজেই তাহার দৃষ্টি বিকৃত)।[১] 'ক্রম্' ধাতু হইতে 'কাণ' শব্দের নিষ্পত্তি=ক্রান্ত—কাণ। 'কাণোঽবিক্রান্তদর্শনঃ' এইরূপ পাঠও আছে; অবিক্রান্তদর্শন—অনপসৃতদৃষ্টি (চক্ষুর মন্দতাবশতঃ যাহার দৃষ্টি দূরগত নহে)।[২]

কণতের্বা স্যাদণূভাবকর্ম্মণঃ, কণতিঃ শব্দাণূভাবে ভাষ্যতে অনুকণতীতি, মাত্রাণূভাবাৎ কণো দর্শনাণূভাবাৎ কাণঃ ॥ ৩ ॥

অণূভাবকর্ম্মণঃ ('অণু বা অল্প হওয়া'—এই অর্থে বর্তমান 'কণ্' ধাতু হইতে বা 'কাণ' শব্দের নিষ্পত্তি), কণতিঃ ('কণ্' ধাতু) শব্দাণূভাবে ভাষ্যতে (শব্দাল্পতায় পরিভাষিত হয় অর্থাৎ লোকে শব্দাল্পতা বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়) [যথা] অনুকণতি ইতি (যেরূপ 'অনুকণতি' এই পদে; অনুকণতি—অল্প অল্প অর্থাৎ মৃদু মৃদু শব্দ করে), মাত্রাণূভাবাৎ কণঃ (মাত্রা বা পরিমাণের অল্পতাবশতঃ হয় 'কণ'), দর্শনাণূভাবাৎ (দৃষ্টিশক্তির অল্পতাবশতঃ হয় 'কাণ')।

'অণূভাব' শব্দের অর্থ 'অণু বা অল্প হওয়া' (অণু+অভূততদ্ভাবে চ্বি—ভাবে ঘঞ্)। 'কণ্' ধাতু যে কোন বস্তুর অণূভাব বা অল্পতা বোধ করায়—'অনুকণতি' পদে 'কণ্' ধাতুর অর্থ শব্দের অল্পতা, 'কণ' শব্দে 'কণ্' ধাতুর অর্থ মাত্রার অল্পতা এবং 'কাণ' শব্দে 'কণ্' ধাতুর অর্থ দৃষ্টির অল্পতা।

বিকটো বিক্রান্তগতিরিত্যৌপমন্যবঃ ॥ ৪ ॥

বিকটঃ—বিক্রান্তগতিঃ (বিকৃতগতি)[৩] ইতি ঔপমন্যবঃ (ঔপমন্যব আচার্য্যের ইহাই মত)।

ঔপমন্যবের মতে 'বিকট' শব্দ বি+'ক্রম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

কুটতের্বা স্যাদ্ বিপরীতস্য বিকুটিতো ভবতি ॥ ৫ ॥

বিপরীতস্য (বৈপরীত্যপ্রাপ্ত) কুটতেঃ বা স্যাৎ ('কুট্' ধাতু হইতেও বা 'বিকট' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে); বিকুটিতঃ ভবতি (বিকুটিত অর্থাৎ কুব্জীভূত হয়)।[৪]

---

১। বিক্রান্তং হি তস্য দর্শনং ভবতি একীভূতত্বাৎ (দুঃ)। 'বিক্রান্ত' শব্দের অর্থ দুর্গাচার্য্যের মতে বিকৃত (বিক্রান্তগতির্বিকৃতগতিরিত্যর্থঃ—চতুর্থ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

২। কাণঃ অবিক্রান্তদর্শন ইতি বা মন্দচক্ষুষ্ট্বাৎ (দুঃ)।

৩। বিকটঃ বিক্রান্তগতির্বিকৃতগতিরিত্যর্থঃ (দুঃ)।

৪। বিকুটিতো ভবতি কুব্জীভূত ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

'কুট্' ধাতু কৌটিল্যার্থক ; এই 'কুট্' ধাতু হইতেও 'বিকট' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—ধাতুর উকার স্থানে অকার হইবে ( বিকুট—বিকট ) ; এই যে উকার স্থানে অকার-ভাব—ইহাই ধাতুর বৈপরীত্য।[১] 'বিকট' শব্দের অর্থ হইবে বিকুটিত বা কুটিল অর্থাৎ কুব্জীভূত।

গিরিং গচ্ছ সদানোনুবে শব্দকারিকে ॥ ৬ ॥

সদান্বে—সদানোনুবে—শব্দকারিকে ( হে শব্দকারিণি ), 'সদানোনুবা' শব্দের সম্বোধনে ; 'নোনুব' শব্দ স্থানে 'ন্ব' আদেশ হইয়াছে ( প্রথম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

'শিরিম্বিঠস্য সত্বভিঃ'—শিরিম্বিঠো মেঘঃ শীর্য্যতে বিঠে, বিঠমন্তরিক্ষম্, বিঠং বীরিটেন ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৭ ॥

শিরিম্বিঠঃ মেঘঃ ( 'শিরিম্বিঠ' শব্দের অর্থ মেঘ ) শীর্য্যতে বিঠে ( বিঠে অর্থাৎ অন্তরিক্ষে শীর্ণ হয় ), বিঠম্ অন্তরিক্ষম্ ( 'বিঠ' শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ ), বিঠং বীরিটেন ব্যাখ্যাতম্ ( 'বিঠ' শব্দ 'বীরিট' শব্দের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইল )।

'বীরিট' শব্দ পূর্ব্বে ( নিরু ৫।২৭ ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে, 'বিঠ' শব্দের ব্যুৎপত্তি 'বীরিট' শব্দেরই অনুরূপ ( বি+ঈর্+ইটন্—বীরিট ; বি+ঈর্+ঠ—বিঠ—ধাতু লুপ্ত )।

তস্য সত্বৈরুদকৈরিতি স্যাৎ, তৈস্ত্বা চাতয়ামঃ ॥ ৮ ॥

তস্য ( সেই মেঘের ) ; সত্বৈঃ উদকৈঃ ইতি স্যাৎ ( 'সত্বৈঃ' পদের অর্থ 'উদকৈঃ' হইতে পারে—'সত্ব' শব্দ উদকবাচী ) ; তেভিঃ—তৈঃ ( সেই সমস্ত উদকের দ্বারা ) ত্বা ( তোমাকে ) চাতয়ামসি—চাতয়ামঃ ( নাশ করিব )।

অপি বা শিরিম্বিঠো ভারদ্বাজঃ কালকর্ণোপেতোঽলক্ষ্মী-
র্নির্ণাশয়াঞ্চকার তস্য সত্বৈঃ কর্ম্মভিরিতি স্যাত্তৈস্ত্বা চাতয়ামঃ ॥ ৯ ॥

অপি বা ( অথবা ) শিরিম্বিঠঃ ভারদ্বাজঃ ( শিরম্বিঠ নামক ভরদ্বাজপুত্র ) কালকর্ণোপেতঃ ( কালকর্ণযুক্ত অর্থাৎ অলক্ষ্মীর দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া ) অলক্ষ্মীঃ ( অলক্ষ্মীসমূহকে অর্থাৎ অলক্ষ্মীপ্রসূত দুর্দ্দৈবসমূহকে ) নির্ণাশয়াঞ্চকার ( নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়াছিলেন ) ; তস্য ( সেই ভারদ্বাজ শিরিম্বিঠের ) ; সত্বৈঃ কর্ম্মভিঃ ইতি স্যাৎ ( 'সত্বৈঃ' পদের অর্থ 'কর্ম্মভিঃ'ও হইতে পারে—'সত্ব' শব্দ কর্ম্মবাচী ) ; তেভিঃ—তৈঃ ( সেই সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা ) ত্বা ( তোমাকে ) চাতয়ামঃ ( নাশ করিব )।

---

১। উকারস্যাকারো বৈপরীত্যম্ ( দ্রঃ পাঃ )।

'শিরিম্বিঠ' শব্দের অর্থ মেঘ এবং 'সত্ব' শব্দের উদক—ইহা বলা হইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে 'শিরিম্বিঠ' শব্দের অর্থ ভরদ্বাজপুত্র তন্নামক ঋষি এবং 'সত্ব' শব্দের অর্থ কর্ম্মও হইতে পারে। শিরিম্বিঠ অলক্ষ্মীগ্রস্ত হইয়া বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে তাহাকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন। ঋষি অলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—আমি শিরিম্বিঠের অনুসৃত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া তোমাকে বিনষ্ট করিব।

চাতয়তির্নাশনে ॥ ১০ ॥

চাতয়তিঃ ( ণিজন্ত 'চত্' ধাতু ) নাশনে ( নাশনার্থে প্রযুক্ত হয় )।

মন্ত্রে 'চাতয়ামসি' ণিজন্ত 'চত্' ধাতুর পদ ; ণিজন্ত 'চত্' ধাতুর অর্থ—নাশন। ধাতুপাঠে 'চত্' ধাতুর অর্থ পরিভাষণ এবং যাচন।

পরাশরঃ পরাশীর্ণস্য বসিষ্ঠস্য স্থবিরস্য জজ্ঞে ॥ ১১ ॥

পরাশরঃ ( পরাশর ) পরাশীর্ণস্য স্থবিরস্য বসিষ্ঠস্য ( অতীব শীর্ণকায় স্থবির বসিষ্ঠের ঔরসে ) জজ্ঞে ( জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন )।

'পরাশর' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক।[১] পরাশর—পরাশীর্ণজ[২] ( পরাশীর্ণ বসিষ্ঠ হইতে জাত )।

'পরাশরঃ শতযাতুর্বসিষ্ঠঃ' ( ঋ ৭।১৮।২১ )

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১২ ॥

শতযাতুঃ ( শত শত রাক্ষসের পরাভবকারী বা নিহন্তা ) পরাশরঃ ( পরাশর ) বসিষ্ঠঃ [ চ ] ( এবং বসিষ্ঠ )…… ইত্যপি…… ।

পরাশর রক্ষোঘ্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ;[৩] কাজেই তিনি শতযাতু ( শত শত রাক্ষসের যাতয়িতা অর্থাৎ দমনকর্তা বা নিহন্তা )।

ইন্দ্রোঽপি পরাশর উচ্যতে, পরা শাতয়িতা যাতূনাম্ ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রঃ অপি পরাশরঃ উচ্যতে ( ইন্দ্রও পরাশর বলিয়া অভিহিত হয়েন ) যাতূনাং ( অসুর এবং রাক্ষসদিগের ) পরা[৪] শাতয়িতা ( সর্ব্বতোভাবে বিনাশকর্তা )।

---

১। পরাশর ইত্যনবগতমনেকার্থক ( দুঃ )।

২। পরাশীর্ণজ ইত্যবগমঃ ( দুঃ )।

৩। তেন হি রক্ষোঘ্নং সত্রমাসতমাসীদিতি ভারতে শ্রূয়তে ( দুঃ )।

৪। পরা পরিতঃ ( দুঃ )।

'পরাশর' শব্দের অনেকার্থতা প্রদর্শন করিতেছেন। 'পরাশর' শব্দের অন্য এক অর্থ ইন্দ্র; পরাশর—পরাশাতন।

'ইন্দ্রো যাতূনামভবৎ পরাশরঃ' ( ঋ ৭।১০৪।২১ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্রঃ ( ইন্দ্র ) যাতূনাং ( অসুর-রাক্ষসদিগের ) পরাশরঃ ( সর্বতোভাবে বিনাশকর্তা ) অভবৎ ( হইয়াছিলেন )……ইত্যপি…… ।

ইন্দ্র অর্থে 'পরাশর' শব্দ যোগরূঢ়। উদ্ধৃত মন্ত্রে শব্দটি ইন্দ্রের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ক্রিবির্দতী বিকর্তনদন্তী ॥ ১৫ ॥

ক্রিবির্দতী—বিকর্তনদন্তী ( বিকর্তনসমর্থদন্তবিশিষ্টা )। 'ক্রিবির্দতী' শব্দ অনবগত। বি+ছেদনার্থক 'কৃত্' ধাতু হইতে 'ক্রিবি' শব্দের নিষ্পত্তি; বি+কৃত্=কৃবি—ক্রিবি; 'ক্রিবি' শব্দের অর্থ বিকর্তন ( বিশিষ্ট কর্তন বা ছেদনে সমর্থ ); ক্রিবি+দন্ত ( স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্ )—ক্রিবির্দতী ( রেফ উপজন )—বিকর্তন বা ছেদনে সমর্থ দন্তবিশিষ্টা।

'যত্রা বো দিদ্যুদ্রদতি ক্রিবির্দতী' ( ঋ ১।১৬৬।৬ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৬ ॥

[ হে মরুৎগণ ] যত্র ( যে নিমিত্ত ) বঃ ( তোমাদের ) ক্রিবির্দতী ( বিকর্তনসমর্থ-দন্তবিশিষ্ট ) দিদ্যুৎ ( বজ্র ) রদতি ( মেঘ বিদারিত করে )[১]……ইত্যপি……।

'দিদ্যুৎ' শব্দ বজ্রপর্যায় ( নিঘ ২।২০ )।

করূলতী কৃত্তদতী [ অপি বা দেবং কঞ্চিৎ কৃত্তদন্তং দৃষ্ট্বৈবমবক্ষ্যৎ ][২] ॥ ১৭ ॥

করূলতী কৃত্তদতী ( 'করূলতী' শব্দের অর্থ কৃত্তদতী অর্থাৎ উন্মূলিতদন্ত ) [ অপি বা দেবং কঞ্চিৎ কৃত্তদন্তম্……] ( অথবা, কোনও দেবতাকে উন্মূলিতদন্ত দেখিয়া ঋষি এইরূপ বলিয়াছিলেন ); কি বলিয়াছিলেন, তাহা পরে ব্যক্ত হইতেছে।

'করূলতী' শব্দ অনবগত। কৃত্ত ( করু )+দতী=করূলতী; বস্তুগত্যা 'কৃত্তদন্ত' ( যাহার দন্ত কৃত্ত বা উন্মূলিত হইয়াছে অর্থাৎ অদন্তক ) শব্দই করূলতী-রূপ ধারণ করিয়াছে।[৩]

---

১। রদতি বিলিখতি বিদারয়তি বর্ষার্থম্ ( দুঃ )।

২। এই অংশ বহু পুস্তকে নাই; অর্থ-সঙ্গতির দিক্ দিয়া ইহার কোন উপযোগিতা আছে বলিয়াও মনে হয় না; অপি বা—ইহারই বা কি অর্থ?

৩। কৃত্তদন্তশব্দস্য করূলতীভাবঃ ( স্কং রাঃ )।

'করূলতী' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নহে, স্ত্রীলিঙ্গ প্রতিরূপক,[1] পূষার বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে (পরবর্তী পরিচ্ছেদের চতুর্থ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)। 'করূলতী' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গপ্রতিরূপক বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গপ্রতিরূপক 'কৃত্তদতী' শব্দের দ্বারা ইহার অর্থাবগম করা হইয়াছে।

॥ ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। স্ত্রীলিঙ্গপ্রতিরূপকমেতৎ (দে: রা:)।

## একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

'বামং বামং ত আদুরে দেবো দদাত্বর্যমা।
বামং পূষা বামং ভগো বামং দেবঃ করূলতী' ॥ ১ ॥

( ঋ ৪।৩০।২৪ )

আদুরে ( হে যজ্ঞসমাদরকারী যজমান ), দেবঃ অর্যমা ( অর্যমাদেব ) তে ( তোমাকে ) বামং বামং ( উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ধন ) দদাতু ( দান করুন ); পূষা বামং [ দদাতু ] ( পূষা তোমাকে উৎকৃষ্ট ধন দান করুন ), ভগঃ বামং [ দদাতু ] ( ভগ তোমাকে উৎকৃষ্ট ধন দান করুন ), দেবঃ করূলতী বামং [ দদাতু ] ( দন্তহীন দেবতা তোমাকে উৎকৃষ্ট ধন দান করুন )।

'করূলতী' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। বামং বামং—অভ্যাস বা পুনরাবৃত্তির দ্বারা প্রাপ্তব্য ধনের বহুত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে ;[1] অর্যমা তোমাকে প্রভূত উৎকৃষ্ট ধন দান করুন—ইহাই অর্থ।

বামং বননীয়ং ভবতি ॥ ২ ॥

বামং বননীয়ং ভবতি ( 'বাম' শব্দের অর্থ বননীয় )।

'বাম' শব্দ সম্ভজনার্থক 'বন্‌' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; বাম—বননীয় অর্থাৎ সম্ভজনীয় বা উৎকৃষ্ট।

আদুরিরাদরণাৎ ॥ ৩ ॥

আদুরিঃ ( 'আদুরি' শব্দ ) আদরণাৎ ( আ+'দৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

আদরার্থক আ+'দৃ' ধাতু হইতে 'আদুরি' শব্দের নিষ্পত্তি ; তৎ সম্বোধনে আদুরে। যজমান আদুরি বা আদরবান্—যজ্ঞ সম্পাদনে সর্বদা আদরবিশিষ্ট।[2]

তৎ কঃ করূলতী ? ভগঃ পুরস্তাত্তস্যান্বাদেশ ইত্যেকম্।
পূষেত্যপরম্, যোঽদন্তকঃ ; 'অদন্তকঃ পূষা' ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥

তৎ ( তাহা হইলে ) কঃ করূলতী ( করূলতী কে ) ? ভগঃ ( ভগই করূলতী ) পুরস্তাৎ তস্য ( পূর্বোক্ত তাঁহার )[3] অন্বাদেশঃ ( অনুকথন হইয়াছে ) ইতি একম্ ( এই এক মত ); পূষা ( পূষাই করূলতী ) ইতি অপরম্ ( ইহা অপর মত ), সঃ অদন্তকঃ ( পূষা দন্তবিহীন ); অদন্তকঃ পূষা ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ( 'দন্তবিহীন পূষা'—এই ব্রাহ্মণবাক্যও আছে )।

---

১। বামং বামমিতি পুনরুক্ত্যার্থোঽভ্যাসঃ ( দুঃ )।
২। আদুরে আদরবন্‌। যজমান। ন হি যাগং প্রতি নিত্যাদৃতো ভবতি ( দুঃ )।
৩। ভগঃ পুরস্তাৎ করূলতীপক্ষ ( দুঃ )।

'করূলতী' শব্দটি বিশেষণ। প্রশ্ন হইতেছে 'দেবঃ করূলতী'—ইহা কোন্ দেবতাকে বুঝাইতেছে? কেহ কেহ বলেন—ভগই করূলতী বা কৃত্তদন্ত (তিনি শত্রুগণের দন্ত কৃত্ত বা উৎপাটিত করেন অর্থাৎ তাঁহাদিগকে সম্যক্ দমন করেন);[১] 'ভগ' শব্দ 'করূলতী' শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী, 'ভগ' শব্দেরই অন্বাদেশ বা অনুকথন হইয়াছে 'করূলতী' শব্দের দ্বারা—শব্দদ্বয়ের সন্নিধি বা আনন্তর্য্য-নিবন্ধন এইরূপ কল্পনা করাই যুক্তিসিদ্ধ।[২] অপর কেহ কেহ বলেন—পূষাই করূলতী বা কৃত্তদন্ত (দন্তহীন); কারণ, ব্রাহ্মণগ্রন্থে (শতপথ—১।৭।৪) পূষাকে স্পষ্টভাবে দন্তহীন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; পূষা এবং করূলতী পরস্পর ব্যবহিত থাকিলেও অর্থোপপত্তির দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে পূষাই যে করূলতী তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।[৩]

'দনো বিশ ইন্দ্র মৃধ্রবাচঃ' ॥ ৫ ॥

(ঋ ১।১৭৪।২)

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র), দনঃ (দান করিতে কৃতসঙ্কল্প) বিশঃ (মনুষ্যগণকে) মৃধ্রবাচঃ (মৃদুভাষী) [কুরু] (কর)।

'দনস্' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ—দানে কৃতসঙ্কল্প; দানমনস্—দনস্; 'দনস্' শব্দেরই দ্বিতীয়ার বহুবচনে—দনঃ (বিভক্তির লোপ, পাঃ ৭।১।৩৯)।

দানমনসো নো মনুষ্যান্ ইন্দ্র মৃদুবাচঃ কুরু ॥ ৬ ॥

দনঃ—দানমনসঃ; বিশঃ—নঃ মনুষ্যান্ (আমাদের মনুষ্যগণকে অর্থাৎ আমাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন মনুষ্যগণকে) মৃধ্রবাচঃ (মৃদুভাষী); 'কুরু' পদ অধ্যাহৃত।

অবীরামিব মাময়ং শরারুরভিমন্যতে ॥ ৭ ॥

(ঋ ১০।৮৬।৯)

অয়ং শরারুঃ (হিংসাভিলাষী এই নহুষ) মাম্ (আমাকে) অবীরাম্ ইব (পতি-পুত্রাদি-রক্ষকবিরহিতার ন্যায়) অভিমন্যতে (মনে করিতেছে)।

'শরারু' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ—হিংসা করিতে ইচ্ছুক; হিংসার্থক 'শৃ' ধাতুর উত্তর 'আরু' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'শৃ' ধাতুর উত্তর 'আরু' প্রত্যয় হয় তাচ্ছীল্যার্থে (পাঃ ৩।২।১৭৩); এই স্থলে হইয়াছে ইচ্ছার্থে; ইহাই 'শরারু' শব্দের অনবগতত্বের হেতু। নহুষ ইন্দ্রাণীকে অভিভব করিবার উপক্রম করিলে ইন্দ্রাণী বলিতেছেন—অবীরামিব··· ।[৪]

---

১। কৃত্তা দন্তা অনেন শত্রূণামিতি চ বোপাৎ (স্কঃ দুঃ)।

২। তচ্ছব্দস্যান্বাদেশঃ সন্নিধানসামর্থ্যাৎ (দুঃ)।

৩। প্রাশিত্রভাগব্রাহ্মণে হি শ্রূয়তে—তৎ পূষ্ণে পর্য্যাজহ্রুঃ, তৎ পূষা প্রাশ্য দতো নির্জঘান তস্মাদাহ—অদন্তকঃ পূষা ইতি (দুঃ)।

৪। নহুষেণ হীন্দ্রাণ্যভিভবিতুমারব্ধাসীৎ—ইত্যাখ্যানং শ্রূয়তে (দুঃ)।

অবলামিব মাময়ং বালোঽভিমন্যতে সংশিশরিষুঃ ॥ ৭ ॥

অবীরাম্ ইব—অবলাম্ ইব (অবলার ন্যায় অর্থাৎ পতি-পুত্রাদিরক্ষকবিরহিতার ন্যায়); অয়ং—অয়ং বালঃ (এই মূর্খ নরব); শরারুঃ=সংশিশরিষুঃ (সম্যক্ হিংসা করিতে ইচ্ছুক; সং+হিংসার্থক 'শৄ' ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে 'সন্' করিয়া তদুত্তর 'উ' প্রত্যয়ে 'সংশিশরিষু' শব্দের নিষ্পত্তি)।

ইদংযুরিদং কাময়মানঃ ॥ ৯ ॥

ইদংযুঃ ('ইদংযু' শব্দের অর্থ) ইদং কাময়মানঃ (ইহার অভিলাষী)।

'ইদংযু' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক। ইদংযু=ইদং+যু; 'যু' শব্দের অর্থ—কাময়মান বা অভিলাষকারী; 'ইদংযু' শব্দের অর্থ 'এই বস্তুর অভিলাষকারী অর্থাৎ এই বস্তুতে কামনাসম্পন্ন'। 'ইদং' শব্দের দ্বারা যে কোনও প্রার্থিত বস্তুর নির্দেশ হইতেছে; কাজেই যে অশ্ব কামনা করে সে 'অশ্বযু'; যে ধন কামনা করে সে 'ধনযু'; যে বিপ্র কামনা করে সে 'বিপ্রযু'।[১] 'নানাধিয়ঃ বসূয়বঃ' (নিরু ৬।৫ দ্রষ্টব্য)—এই স্থলে 'বসূয়বঃ' পদের দ্বারাই উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে মনে করিয়া ভাষ্যকার এতদর্থে আর পৃথক্ উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন না;[২] বসূয়বঃ ('বসূযু' শব্দের প্রথমার বহুবচন)—বসু কাময়মানাঃ। বসূয়বঃ—অন্যেষামপি দৃশ্যতে (পাঃ ৬।৩।১৩৭) এই সূত্রানুসারে দীর্ঘ; যেমন—পুরুষ—পূরুষ।

অথাপি তদ্বদর্থে ভাষ্যতে, বসূযুরিন্দ্র বসুমানিত্যত্রার্থঃ ॥ ১০ ॥

অথাপি (আর) তদ্বদর্থে ('তদ্বান্' এই অর্থে অর্থাৎ 'মতুপ্' প্রত্যয়ের অর্থে)[৩] ভাষ্যতে (ভাষিত হয়); বসূযুঃ ইন্দ্রঃ ইত্যত্র ('বসূযুঃ ইন্দ্রঃ' এই স্থলে) বসুমান্ অর্থঃ ('বসূযু' শব্দের অর্থ বসুমান্—ধনসম্পন্ন)।

'ইদংযু' শব্দের অনেকার্থতা প্রদর্শন করিতেছেন।[৪] ইদংযু—ইদংবিশিষ্ট ('যু' শব্দ মতুপের অর্থে); 'যু' শব্দ যে শব্দের সহিত যুক্ত হইবে তদ্বিশিষ্টেরই বোধ করাইবে—যেমন, বসূযুঃ ইন্দ্রঃ—বসুমান্ ইন্দ্র (বসু বা ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র); ইন্দ্র সুপূর্ণ, তিনি বসু (ধন) কামনা করেন না, নিজেই বসুমান্[৫] (কাজেই 'যু' শব্দ এই স্থলে মতুবর্থে, কামনার্থে নহে)।

---

১। ইদমিতি যৎকিঞ্চিদভিপ্রেতং নির্দিশ্যতে তদ্ যঃ কাময়তে স ইদংযুরিত্যুচ্যতে; 'যুঃ' ইত্যেষ শব্দোঽপ্রসিদ্ধঃ কাময়তেরর্থে (দুঃ)।

২। নানাধিয়ো বসূয়বঃ—ইত্যনেন গতার্থত্বাৎ সম্ভবাদ্যো ভাষ্যকারো নিগমং ন ব্রবীতি (দুঃ)।

৩। তদ্বদর্থে মত্বর্থ ইত্যর্থঃ (স্কঃ ধাঃ)।

৪। অনেকার্থতাং দর্শয়তাহ……(স্কঃ ধাঃ)।

৫। নহীন্দ্রো বসু কাময়তে সুপূর্ণত্বাৎ (দুঃ)।

'অশ্বয়ুর্গব্যূরথয়ুর্বসূয়ুঃ' ( ঋ ১।৫১।১৪ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১১ ॥

[ ইন্দ্র ] অশ্বয়ুঃ ( অশ্ববান্ ), গব্যূঃ ( গোমান্ ) রথয়ুঃ ( রথবান্ ) বসূয়ুঃ ( বসুমান্ )··· ···ইত্যপি·······।

'অশ্বয়ু' প্রভৃতি শব্দে 'য়ু' শব্দের অর্থ তদ্বান্ অর্থাৎ 'য়ু' শব্দ মতুবর্থ প্রকাশ করিতেছে। গো+য়ু−গব্যু, গব্যূঃ+রথয়ুঃ−গব্যূরথয়ুঃ ( সন্ধি )।

॥ একত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

'কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো নাশিরং দুহ্রে ন তপন্তি ঘর্মম্ ।
আ নো ভর প্রমগন্দস্য বেদো নৈচাশাখং মঘবন্ রন্ধয়া নঃ' ॥ ১ ॥

(ঋ ৩।৫৩।১৪)

[ হে ইন্দ্র ], কীকটেষু ( অনার্য্য দেশবাসিসমূহের মধ্যে )[১] গাবঃ ( গাভীসকল ) কিং তে কৃণ্বন্তি ( তোমার কি উপকার করে )? আশিরং ( সোমের সহিত মিশ্রিত করিবার দধি অর্থাৎ দধির প্রকৃতিভূত দুগ্ধ ) ন দুহ্রে ( প্রদান করে না ), ঘর্মং ( প্রবর্গ্যকর্ম্মের প্রধান দ্রব্য দুগ্ধ পাক করিবার মহাবীরনামক পাত্র ) ন তপন্তি ( উত্তপ্ত করে না ), প্রমগন্দস্য ( প্রমগন্দের অর্থাৎ কুসীদজীবিকুলোৎপন্ন ব্যক্তির ) বেদঃ ( ধন ) নঃ ( আমাদের জন্য ) আভর ( আনয়ন কর ), মঘবন্ ( হে মঘবন্ ), নঃ ( আমাদের জন্য ) নৈচাশাখং [ বেদঃ ] ( নীচবংশীয়দিগের ধন )[২] রন্ধয় ( সংসাধিত অর্থাৎ আমাদের আয়ত্ত কর )।[৩]

'কীকট' শব্দ অনবগত; ইহার অর্থ—কীকট নামক অনার্য্যনিবাস দেশ অথবা তদ্দেশবাসী। মাদকতা নিবারণ করিবার জন্য সোমের সহিত দধি মিশ্রিত করা হয়; এই দধির নাম আশির্ ( আশীঃ )—নিরু ৬৮ দ্রষ্টব্য। সোমযাগে অধিকার লাভার্থ তৎপূর্ব্বে তিন দিন অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের নাম প্রবর্গ্যকর্ম্ম; এই কর্ম্মে প্রধান হবোর নাম ঘর্ম—মহাবীরনামক মৃত্তিকাভাণ্ডে গোদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পাক করিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। এই মহাবীর-পাত্রকেও ঘর্ম বলে। ঋষি বলিতেছেন—হে ইন্দ্র, অনার্য্য দেশবাসীদিগের মধ্যে যে সকল গাভী আছে তাহারা তোমার কোনই উপকার সাধন করে না; কারণ, অনার্য্য দেশবাসিগণ যজ্ঞহীন তাহাদের গাভীর দুগ্ধে আশির্ও হয় না, ঘর্মও হয় না—তাহাদের গাভীর দুগ্ধ উত্তপ্ত বা পক্ক করিবার জন্য মহাবীর-পাত্র উত্তপ্ত হয় না।[৪] যাহারা কুসীদজীবী, যাহারা নীচবংশীয়, তাহারা কেহই যজ্ঞ করে না, উদরপূর্ত্তিতে এবং বিলাসব্যসনে তাহাদের অর্থ ব্যয়িত হয়; সেই সকল অর্থ আমাদিগকে প্রদান কর, যজ্ঞাদি করিয়া আমরা তাহার যথার্থ উপযোগ করিব।

কিং তে কুর্ব্বন্তি কীকটেষু গাবঃ, কীকটা নাম দেশোঽনার্য্যনিবাসঃ ॥ ২ ॥

কৃণ্বন্তি—কুর্ব্বন্তি; কীকটাঃ নাম দেশঃ অনার্য্যনিবাসঃ ( 'কীকট' শব্দের অর্থ তন্নামক দেশ, যাহা অনার্য্যগণের বাসভূমি )।[৫]

---

১। অনার্য্যদেশনিবাসিষু মনুষ্যেষু ( দুঃ )।
২। নীচবংশপ্রসূতস্য হীনকুলস্য ধনম্ ( দুঃ )।
৩। রন্ধয় সংসাধয় অস্মদ্বশং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ( দুঃ )।
৪। ঘর্মং মহাবীরপাত্রং যাগঃপ্রধানদ্রব্যেণ ন তপন্তি দীপয়ন্তি ( সাঃ ভাঃ )।
৫। Kikata is usually identified with South Behar—Wilson.

**কীকটাঃ কিং কৃতাঃ, কিং ক্রিয়াভিরিতি-প্রেপ্সা বা ॥ ৩ ॥**

কীকটাঃ—কিং কৃতাঃ (কেন ইহারা উৎপাদিত হইয়াছে—ঈদৃক্ ভাবনার্হ)[১] বা (অথবা) কীকটাঃ—ক্রিয়াভিঃ কিম্ (যাগদানাদি ক্রিয়ার প্রয়োজন কি)? ইতি-প্রেপ্সাঃ (ঈদৃশ বুদ্ধিসম্পন্ন নাস্তিকগণ)।[২]

'কীকট' শব্দ অনার্য্যদেশ এবং অনার্য্যদেশবাসী, এতদুভয়ের বোধক; কীকটাঃ—অনার্য্যদেশবাসিনঃ (অনার্য্যদেশের অধিবাসিবৃন্দ)। অনার্য্যদেশের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ নাস্তিক, তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই, দেবপিতৃকার্য্যে তাহারা অনভিজ্ঞ, দানাদি দ্বারা মানুষের উপকারেও অনভ্যস্ত; ইহারা সমাজের আবর্জ্জনা; কাজেই 'কেন ইহাদের জন্ম হইয়াছে', 'কেন ইহারা কৃত বা উৎপাদিত অর্থাৎ সৃষ্ট হইয়াছে', 'ইহারা না জন্মিলেই ছিল ভাল'—নাস্তিকগণের সম্বন্ধে লোক ইত্যাদিরূপ বাক্য ব্যবহার করে (কিং কৃতাঃ কিমর্থং কৃতাঃ সৃষ্টা ইত্যর্থঃ) কিম্' এবং 'কৃত' শব্দের যোগে 'কীকট' শব্দের নিষ্পত্তি। অথবা, 'কীকট' শব্দের নিষ্পত্তি হইয়াছে 'কিম্' এবং 'ক্রিয়া' শব্দের যোগে; যাহারা কীকটদেশবাসী বা নাস্তিক, তাহারা ইহলোকসর্ব্বস্ব, পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাহারা শিশ্নোদরপরায়ণ, যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ,—ইহাই তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র; যাগদানাদি ক্রিয়ার দ্বারা কি হইবে? যাগদানাদি ক্রিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ফল (কিং ক্রিয়াভিঃ, ক্রিয়াভিঃ কিং ভবতি কিমপি ফলং নাস্তীত্যর্থঃ)—এইরূপ তাহাদের প্রেপ্সা বা প্রেক্ষা (বুদ্ধি)।

**নৈব চাশিরং দুহ্রে ন তপন্তি ঘর্মং হর্ম্যাম্ ॥ ৪ ॥**

নাশিরং দুহ্রে—নৈব চ আশিরং দুহ্রে (দুহন্তি); ঘর্মম্=হর্ম্যাম্; 'হর্ম্য' শব্দই 'ঘর্ম'-আকারে পরিণত হইয়াছে; 'হৃ' ধাতু হইতে 'হর্ম্য' শব্দের নিষ্পত্তি—মহাবীর-পাত্রই হর্ম্য অর্থাৎ হরণকারী বা নিয়া যাওয়ার কর্ত্তা। মহাবীর-পাত্রে প্রবর্গ্য কর্ম্মের হব্য দুগ্ধ জ্বাল দিলে তাহা দেবতারা গ্রহণ করেন; মহাবীর-পাত্র যেন দুগ্ধরূপ হব্য দেবতাদের সমীপে লইয়া যায়।[৩]

**আহর নঃ প্রমগন্দস্য ধনানি ॥ ৫ ॥**

আ নো ভর—আহর নঃ (আমাদের নিকট আনয়ন কর); প্রমগন্দস্য বেদঃ—প্রমগন্দস্য ধনানি ('বেদস্' শব্দ ধনবাচী—নিঘ ২।১০; ধনের দ্বারা ধর্ম্মাদির লাভ হয়—লাভার্থক 'বিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

**মগন্দঃ কুসীদী, মাঙ্গদো মামাগমিষ্যতীতি চ দদাতি।**
**তদপত্যং প্রমগন্দোঽত্যন্তকুসীদিকুলীনঃ ॥ ৬ ॥**

মগন্দঃ কুসীদী ('মগন্দ' শব্দের অর্থ কুসীদজীবী)। মগন্দ—মাঙ্গদঃ; 'মাঙ্গদ' শব্দ 'মাম্'

---

১। কিমেতে কৃতাঃ ইত্যেবমভিব্যাহারমর্হন্তি (দুঃ)।
২। যাগদানাদিভিঃ ক্রিয়াভিঃ কিং কৃতাভিঃ…এবংপ্রায়া এব প্রেপ্সা প্রেক্ষা যেষাং তে (স্কঃ স্বাঃ)।
৩। দেবান্ প্রতি হরণাৎ হর্ম্যঃ সন্ ঘর্মঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

পদপূর্বক 'গম' ধাতু ও 'দা' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন—পরে আসলে দ্বিগুণ হইলে ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত অধমর্ণ আমার নিকট আসিবে, ইহা ভাবিয়া মগন্দ বা কুসীদজীবী তাহার ধন প্রয়োগ করে অর্থাৎ ধার দেয়।[1] মগন্দের অপত্য প্রমগন্দ ( 'প্র' শব্দ তদ্ধিতার্থে ),[2] যেমন কণ্বের পুত্র প্রকণ্ব ( নিরু ৩।১৭ দ্রষ্টব্য ); প্রমগন্দঃ—অত্যন্তকুসীদিকুলীনঃ ( অত্যন্ত সুদখোরের বংশে জাত )।

প্রমদকো বা যোঽয়মেবাস্তিলোকো ন পর ইতি প্রেপ্সুঃ ॥ ৭ ॥

অথবা, প্রমগন্দঃ—প্রমদকঃ ( প্রমাদশীল অর্থাৎ ভ্রান্তমতিবিশিষ্ট ),[3] যঃ ( যে ) 'অয়ম্ এব অস্তি লোকঃ ন পরঃ ( ইহলোকই আছে, পরলোক নাই ) ইতি প্রেপ্সুঃ ( ঈদৃশ বুদ্ধিসম্পন্ন )।

অথবা 'প্রমদক' শব্দ 'প্রমগন্দ'রূপে পরিণত হইয়া থাকিতে পারে; 'প্রমদক' শব্দের অর্থ প্রমাদশীল, ভ্রান্তমতি বা ভ্রান্তবুদ্ধি অর্থাৎ নাস্তিক—যে মনে করে ইহলোকই চরম, পরলোক বলিয়া কিছু নাই। প্রমদক—প্রমদক—প্রমগন্দ ( নাস্তিক )।

পণ্ডকো বা, পণ্ডকঃ পণ্ডগঃ ; প্রার্দ্দকো বা প্রার্দ্দয়ত্যাণ্ডৌ ;
আণ্ডাবাণী ইব ব্রীড়য়তি, তৎস্বম্[4] ॥ ৮ ॥

পণ্ডকঃ বা ( অথবা, প্রমগন্দঃ—পণ্ডকঃ, 'প্রমগন্দ' শব্দের অর্থ পণ্ডক অর্থাৎ তৃতীয়া প্রকৃতি বা নপুংসক ),[5] পণ্ডকঃ—পণ্ডগঃ ( পণ্ডগামী অর্থাৎ মৈথুনার্থ পণ্ডে উপগত ;[6] 'পণ্ড' শব্দের অর্থও নপুংসক )। প্রার্দ্দকঃ বা ( অথবা, প্রমগন্দ—প্রার্দ্দকঃ, 'প্রমগন্দ' শব্দের অর্থ প্রার্দ্দক অর্থাৎ প্রমর্দ্দকও হইতে পারে ) প্রার্দ্দয়তি আণ্ডৌ ( আণ্ডদ্বয় অর্থাৎ অণ্ডকোষদ্বয় প্রমর্দ্দিত করে ); আণ্ডৌ ( 'আণ্ড' শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে, ) আণী ইব ব্রীড়য়তি ( আণি অর্থাৎ রথচক্রাগ্রস্থিত কীলকদ্বয়ের ন্যায় অণ্ডকোষদ্বয়কে ব্রীড়িত বা স্তব্ধ করে ); তৎস্বং ( প্রমগন্দকে স্থিত ধন ) [ন ক্রিয়াসু বিনিযুজ্যতে] ( যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ায় বিনিযুক্ত হইবে না ) [বয়ং তদ্বিনিযোক্ষ্যামঃ] ( আমরা তাহার যথার্থ বিনিয়োগ করিব )।[7]

'পণ্ডগ' শব্দও 'প্রমগন্দ' শব্দরূপে পরিণত হইয়া থাকিতে পারে; 'পণ্ডগ' শব্দের অর্থ নপুংসক বা ক্লীব। 'পণ্ডগ' শব্দই আবার পণ্ডকরূপে পরিণত—পণ্ডক পণ্ডে অর্থাৎ

---

১। দ্বৈগুণ্যং প্রাপ্স্যো মামাগমিষ্যতীত্যুপচয়ং প্রত্যাকর্ণ্য দদাতি প্রযুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ ( সঃ ভাঃ )।

২। তদপত্যং প্রমগন্দঃ, তদ্ধিতার্থে প্রঃ ( দুঃ )।

৩। প্রমদকঃ প্রমাদশীলঃ ( দুঃ )।

৪। অনেক পুস্তকে 'তৎস্বং' স্থলে 'তত্তজে' এইরূপ পাঠ পরিদৃষ্ট হয় ; 'তৎস্বং' পাঠ, দুর্গাচার্যসম্মত।

৫। পণ্ডকঃ তৃতীয়া প্রকৃতিঃ ( দুঃ )।

৬। পণ্ডং গচ্ছতি মৈথুনার্থং ( দুঃ )।

৭। তদপি ন ক্রিয়াসু তৎস্বং বিনিযুজ্যতে বয়ং তদ বিনিযোক্ষ্যাম ইত্যভিপ্রায়ঃ ( দুঃ )।

স্ত্রীরূপী নপুংসকেই মৈথুনার্থ অভিগত হয় ; অথবা পণ্ড ( পণ্ডক ) পণ্ডান্তরের নিকট যায় অর্থাৎ নপুংসক নপুংসকের সহিতই ব্যবহার করে—এইরূপ অর্থও হইতে পারে। অথবা, 'প্রাদ্দিক' শব্দের রূপান্তর প্রমগন্দ ; 'প্রাদ্দিক' শব্দের অর্থ প্রমর্দ্দনকারী—পুরুষের অণ্ডকোষদ্বয় প্রমর্দ্দিত করা বা টিপিয়া দেওয়া প্রমগন্দের ( নপুংসকের ) প্রকৃতি।[1] 'আণ্ড' শব্দ 'আণি' শব্দ ও 'ব্রীড়' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন—আণি+ব্রীড়=আণ্ড ; আণিদ্বয় অর্থাৎ রথচক্রাগ্রভাগে স্থিত কীলকদ্বয় যেরূপ রথে সংযুক্ত হইয়া থাকে, মুখমৈথুনকালে নপুংসকও সেইরূপ পুরুষের অণ্ডকোষদ্বয়কে সংযুক্ত করে।[2] ঋষি বলিতেছেন—হে ইন্দ্র, প্রমগন্দের ধন আমাদিগকে আনিয়া দেও ; কারণ, প্রমগন্দের নিকট থাকিলে উহা সুপ্রযুক্ত হইবে না, আমরা পাইলে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া করিয়া উহার সার্থকতা সম্পাদন করিব।

নৈচাশাখং নীচাশাখো নীচৈঃশাখঃ ॥ ৯ ॥

নীচাশাখ+অণ্=নৈচাশাখম্ ( নীচাশাখ-সম্বন্ধীয় )—'বেদঃ' পদের বিশেষণ ; নীচাশাখঃ =নীচৈঃশাখঃ ( নীচ শাখা অর্থাৎ নীচ সন্তানসন্ততিবিশিষ্ট অর্থাৎ হীনকুলে উৎপন্ন ) ;[3] বেদে 'নীচৈঃ' শব্দের অর্থে 'নীচা' শব্দের প্রয়োগ আছে।

শাখাঃ শক্নোতেঃ ॥ ১০ ॥

'শাখা' শব্দ 'শক্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—স্বীয় ফল, পুষ্প, পক্ষী প্রভৃতি ধারণ করিতে শাখা সমর্থ ( নির্ ১।৪ দ্রষ্টব্য )।

আণিররণাৎ ॥ ১১ ॥

আণিঃ অরণাৎ ( 'আণি' শব্দ 'ঋ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'ঋ' ধাতু গত্যর্থক ; আণি ( রথচক্রাগ্রস্থিত কীলক ) রথের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে বা চলিতে থাকে।[4]

তন্নো মঘবন্ রন্ধয়েতি, রধ্যতির্বশগমনে ॥ ১২ ॥

নৈচাশাখং মঘবন্ রন্ধয়া নঃ=হে মঘবন্ নৈচাশাখং তৎ [ বেদঃ ] নঃ রন্ধয় ( হে মঘবন্, নীচকুলোৎপন্ন ব্যক্তিগণের ধন আমাদের বশগত বা অধীন কর অর্থাৎ আমাদিগকে দেও)। রধ্যতিঃ ( 'রধ্' ধাতু ) বশগমনে ( বশগমনার্থে প্রযুক্ত হয় )।

---

১। প্রাদ্দিকো বা পুংস আণ্ডৌ প্রকর্ষেণার্দ্দয়তি মৃদ্নাতীত্যর্থঃ ( স্কঃ খাঃ ) ; ক্লীবকগণও নিজ অণ্ডকোষের প্রমর্দ্দিত করে অর্থাৎ বিফল করিয়া দেয়—এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে।

২। পণ্ডকো মুখে পুনর্মৈথুনে কর্ষণি বর্ত্তমানঃ আণী ইব ব্রীড়য়তি সংশ্লিষ্যতীত্যর্থ ( দুঃ )।

৩। নীচৈঃ পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শাখাঃ সন্তানরূপা বা যস্ত স নীচৈঃশাখঃ ( স্কঃ খাঃ )।

৪। আণিঃ অরণাদ্ গমনাৎ ( স্কঃ খাঃ )।

রন্ধয়া—রন্ধয় ( 'রধ্' ধাতুর বৈদিকরূপ ); ধাতু পাঠে 'রধ্' ধাতু ( দিবাদি ) হিংসার্থক। 'রধ্' ধাতুর প্রয়োগ সম্বন্ধে ঋ ১।৫০।১৩ ( দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্ ) এবং ঋ ১০।১২৮।৫ ( মা রধাম দ্বিষতে ) দ্রষ্টব্য।

বুন্দ ইষুর্ভবতি ॥ ১৩ ॥

বুন্দঃ ইষুঃ ভবতি ( 'বুন্দ' শব্দের অর্থ ইষু বা বাণ )।

'বুন্দ' শব্দ অনবগত।

বুন্দো বা ভিন্দো বা ভয়দো বা ভাসমানো দ্রবতীতি বা ॥ ১৪ ॥

বুন্দঃ—ভিন্দঃ ( শত্রুর ভেদক বা বিদারক ); অথবা, বুন্দঃ—ভয়দঃ ( ভীতিপ্রদ ); অথবা, ভাসমানঃ দ্রবতি ইতি ( দীপ্তিমান্ হইয়া দ্রুত গমন করে, ইহাই 'বুন্দ' শব্দের ব্যুৎপত্তি )।

'বুন্দ' শব্দ ( ১ ) 'ভিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ইষু ভিন্দ অর্থাৎ শত্রুর দেহ ভিন্ন বা বিদীর্ণ করে; ( ২ ) ভী+'দা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ইষু সকলেরই ভীতি জন্মায়; ভীদ—ভিদ—বুদ; ( ৩ ) ইষু ভাসমান অর্থাৎ দীপ্তিসম্পন্ন হইয়া আকাশপথে বেগে গমন করে—ভাস্+দ্রব—বুন্দ।

॥ দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

তুবিক্ষং তে সুকৃতং সূময়ং ধনুঃ সাধুর্বুন্দো হিরণ্যয়ঃ।
উভা তে বাহূ রণ্যা সুসংস্কৃত ঋদূপে চিদ্ ঋদূবৃধা ॥ ১ ॥

( ঋ ৮।৭৭।১১ )

[ হে ইন্দ্র ] তে ধনুঃ ( তোমার ধনু ) তুবিক্ষং ( বহুবাণক্ষেপী ; অথবা সুদূরগামী বাণ নিক্ষেপে সমর্থ ) সুকৃতং ( সুনির্ম্মিত ) সূময়ং ( মিত্র পক্ষের সুখকর ) ; বুন্দঃ ( তোমার বাণ ) সাধুঃ ( কার্য্যসাধক ; অথবা, শত্রুবিনাশক ) হিরণ্যয়ঃ ( স্বর্ণময় ) ; উভা তে বাহূ ( তোমার উভয় বাহু ) রণ্যা ( রমণীয় ; অথবা, সংগ্রামযোগ্য ) সুসংস্কৃত ( সুসংস্কৃতৌ—সমলঙ্কৃত ) ঋদূপে ( পীড়নপূর্ব্বক শত্রুর পাতয়িতা ) চিৎ[1] ঋদূবৃধা ( হিংসা বা পীড়নপূর্ব্বক মর্ম্মভেদকারী )।

'বুন্দ' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

তুবিক্ষং বহুবিক্ষেপং মহাবিক্ষেপং বা ॥ ২ ॥

তুবিক্ষং—বহুবিক্ষেপম্ ( বহুবাণক্ষেপণকারী ) বা ( অথবা ) মহাবিক্ষেপং ( সুদূরগামিবাণক্ষেপণে সমর্থ )।

তে সুকৃতং সূময়ং সুসুখং ধনুঃ ॥ ৩ ॥

সূময়ম্—সুসুখম্[2] ( মিত্রবর্গের উৎকৃষ্ট সুখদায়ী )।

সাধয়িতা তে বুন্দো হিরণ্যয়ঃ ॥ ৪ ॥

সাধুঃ—সাধয়িতা ( কার্য্যসাধক ; অথবা, শত্রুনিধনকারী )।[3]

উভৌ তে বাহূ রণ্যৌ রমণীয়ৌ সাংগ্রাম্যৌ বা ॥ ৫ ॥

উভা তে বাহূ—উভৌ তে বাহূ ; রণ্যা=রণ্যৌ—রমণীয়ৌ ; সাংগ্রাম্যৌ বা ( অথবা, রণ্যৌ=সাংগ্রাম্যৌ—সংগ্রামযোগ্য )।[4]

ঋদূপে অর্দ্দনপাতিনৌ গমনপাতিনৌ শব্দপাতিনৌ দূরপাতিনৌ বা ॥ ৬ ॥

( ১ ) ঋদূপে=অর্দ্দনপাতিনৌ ( হিংসা বা পীড়নপূর্ব্বক শত্রুপাতনকারী—অর্থাৎ শত্রুবিনাশক ) ; হিংসার্থক 'অর্দ্দ' ধাতু হইতে 'ঋদূ' শব্দের নিষ্পত্তি ; 'ঋদ্'+অন্তর্গতণার্থ

---

১। চিৎপদপূরণঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
২। সুমর ইতি সুখনাম ( স্কঃ স্বাঃ )।
৩। সাধয়িতা ( নিহন্তা ) শত্রুসঙ্ঘাতানাং বা ( দুঃ )।
৪। সাংগ্রাম্যৌ রণযোগ্যৌ ( দুঃ )।

'তুপ্' ধাতু হইতে 'ঋতুপ' শব্দ নিষ্পন্ন ( ঋতুপ — ঋদূপ — দীর্ঘ ছান্দসত্বাৎ, পাঃ ৬।৩।১৩৭ ); ঋদূপে ( 'বাহু' পদের বিশেষণ )।[১] ( ২ ) অথবা, গমনার্থক 'অর্দ্দ' ধাতু হইতে 'ঋদু' শব্দ নিষ্পন্ন; ঋদূপে — গমনপাতিনৌ — গমন অর্থাৎ বাণনিক্ষেপপূর্ব্বক শত্রুপাতনকারী। ( ৩ ) অথবা, শব্দার্থক 'অর্দ্দ' ধাতু হইতে 'ঋদু' শব্দ নিষ্পন্ন; ঋদূপে — শব্দপাতিনৌ — শব্দোৎপাদনপূর্ব্বক শত্রুপাতনকারী। ( ৪ ) অথবা, ঋদু — দূর ( ঋ — র, দু — দূ; বিপর্য্যয়ে — দূর ); ঋদূপে — দূরপাতিনৌ — দূরস্থ শত্রুরও পাতনকারী।

মর্ম্মণ্যর্দ্দনবেধিনৌ গমনবেধিনৌ শব্দবেধিনৌ দূরবেধিনৌ বা ॥ ৭ ॥

ঋদূবৃধা ( ঋদূবৃধৌ — 'বাহু' পদের বিশেষণ ) — মর্ম্মণি অর্দ্দনবেধিনৌ ( হিংসা বা পীড়নপূর্ব্বক মর্ম্মে বেধনকারী ); ঋদু + তাড়নার্থক 'বাধ্' ধাতু হইতে 'ঋদূবৃধ্' শব্দের নিষ্পত্তি — হিংসা বা পীড়নপূর্ব্বক যে মর্ম্মে আঘাত করে সে ঋদূবৃধ্; গমন বা বাণনিক্ষেপপূর্ব্বক মর্ম্মে আঘাতকারী, অথবা শব্দোৎপাদনপূর্ব্বক মর্ম্মে আঘাতকারী, অথবা দূরস্থ শত্রুর মর্ম্মে আঘাতকারীও ঋদূবৃধ্। দুর্গাচার্য্যের মতে — 'ঋদু' শব্দের অর্থ মর্ম্ম এবং মর্ম্মে যে আঘাত করে সে ঋদূবৃধ্।[২] বলা বাহুল্য, এইরূপ অর্থ করিলে 'অর্দ্দনবেধিনৌ' 'গমনবেধিনৌ' — ইত্যাদি ভাষ্য অসঙ্গত হয়। দুর্গাচার্য্য বলেন, ভাষ্য বাস্তবিকই অসঙ্গত — সঙ্গত পাঠ অন্বেষণ করিয়া নিতে হইবে।[৩] আমাদের মনে হয় ভাষ্যে কোনও অসঙ্গতি নাই। 'ঋদু' শব্দের অর্থ 'মর্ম্ম' করাতেই গোলযোগ ঘটিয়াছে। 'ঋদূপ' শব্দে 'ঋদু' শব্দের যাহা অর্থ 'ঋদূবৃধ্' শব্দেও 'ঋদু' শব্দের তাহাই অর্থ হওয়া সঙ্গত। ভাষ্যকার তাহাই করিয়াছেন; ঋদূবৃধা — অর্দ্দনবেধিনৌ, অথবা গমনবেধিনৌ, অথবা শব্দবেধিনৌ, অথবা দূরবেধিনৌ। 'মর্ম্মণি' পদ অধ্যাহৃত; অর্দ্দনাদি দ্বারা বেধ করে কোথায়? মর্ম্মণি ( মর্ম্মে )। অথবা মন্ত্রে 'চিৎ' নিপাত নহে, নাম; 'চিৎ' পদের অর্থ মর্ম্মণি — এইরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে। 'চিৎ' শব্দের অর্থ চৈতন্য, হৃদয়, মন ইত্যাদি; ইহা হইতে ইহার 'মর্ম্ম' অর্থ নিরূপণ করা অসঙ্গত হইবে না। এতৎপক্ষে, চিৎ — সপ্তমীর একবচন, বিভক্তির লোপ ( পাঃ ৭।১।৩৯ )।

॥ ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। অর্দ্দ অর্দনে হিংসার্থঃ, 'হৃদনীপঃ' ইতি বাহুলকাদুন্ ধাতোর্দাদেশ', কতুপলোপশ্চ পতের্দীর্ঘত্বার্থঃ অরেহণি দূরাতে ইতি ভঃ, 'অক্ষেবামণি দূরাতে' ইতি দীর্ঘঃ, বাহুবিশেষণমেতৎ ( বেঃ বাঃ )।

২। ঋদিতি মর্ম্মোচ্যতে তত্র যৌ বিধ্যতে তৌ ঋদূবৃধৌ মর্ম্মবেধিনাবিত্যর্থঃ।

৩। ভাষ্যমত্র ন সম্যগিব লক্ষ্যতে, তত্র সম্যক্ পাঠোঽন্বেষ্যঃ।

## চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

'নিরবিধ্যদ্গিরিভ্য আধারয়ৎ পক্বমোদনম্ ॥
ইন্দ্রো বুন্দং স্বাততম্' ॥ ১ ॥

( ঋ ৮।৭৭।৬ )

ইন্দ্রঃ ( ইন্দ্রঃ ) গিরিভ্যঃ ( মেঘসমূহের মধ্যে )[1] পক্বম্ ( পরিপক্ব ) ওদনম্ ( মেঘকে ) বুন্দং ( ইষু ) স্বাততং ( আকর্ণবিস্তৃত ) [ কৃত্বা ][2] ( করিয়া ) নিরবিধ্যৎ ( নিঃশেষে বিদ্ধ করিয়াছিলেন ), [ অন্যান্ মেঘান্ ] ( অন্য সমস্ত মেঘকে ) আধারয়ৎ ( সম্যক ধারণ করিয়াছিলেন )।

'বুন্দ' শব্দের 'ইষু' অর্থ পরিস্ফুট করিবার জন্য উদাহরণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন। পক্বম্ ওদনম্—পরিপক্ব মেঘকে অর্থাৎ যে মেঘখণ্ড উদকদানে সমর্থ তাহাকে;[3] বুন্দং স্বাততম্—দ্বিতীয়া বিভক্তি তৃতীয়ার্থেও গ্রহণ করা যাইতে পারে; স্বাততেন বুন্দেন ( স্বাকৃষ্ট বা আকর্ণবিস্তৃত ইষুর দ্বারা ) ইত্যর্থঃ।[4]

নিরবিধ্যদ্গিরিভ্য আধারয়ৎ পক্বমোদনমুদকদানং মেঘম্,
ইন্দ্রো বুন্দং স্বাততম্ ॥ ২ ॥

ওদনম্—উদকদানং মেঘম্ ( উদক দান করে যে তাহাকে অর্থাৎ মেঘকে )।

'উদক' শব্দপূর্বক 'দা' ধাতু হইতে 'ওদন' শব্দের নিষ্পত্তি; 'ওদন' শব্দের অর্থ উদকদাতা অর্থাৎ মেঘ। নিঘণ্টুতে ( ১।১০ ) মেঘ-নামসমূহে 'ওদন' শব্দ পঠিত।

বুন্দং বুন্দেন ব্যাখ্যাতং বৃন্দারকশ্চ ॥ ৩ ॥

'বৃন্দ' শব্দ অনবগত;[5] 'বুন্দ' শব্দ এবং 'বৃন্দারক' শব্দ 'বুন্দ' শব্দের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ 'বুন্দ' শব্দেরও যে ব্যুৎপত্তি, 'বৃন্দ' এবং 'বৃন্দারক' শব্দেরও সেই ব্যুৎপত্তি। 'বৃন্দ' ও 'বৃন্দারক' শব্দ 'সঙ্ঘ' বা 'সমূহ' অর্থের বাচক; 'বৃন্দ' শব্দের উত্তর স্বার্থে 'আরক্' প্রত্যয় করিয়াই 'বৃন্দারক' শব্দের নিষ্পত্তি। সঙ্ঘ বা সমূহ ভিন্দ ( শত্রুবিদারণে সমর্থ ), ভয়দ ( শত্রুর ভীতি উৎপাদন করে ) এবং দীপ্তি বা শোভাসম্পন্ন হইয়া গমন করে ( ভাসমানো দ্রবতি )। 'বৃন্দারক' শব্দের অর্থ 'হস্তী'ও হইতে পারে; হস্তী ভিন্দ ( প্রাকারভেদনে সমর্থ ), ভয়দ এবং ভাসমান বা দীপ্তিসম্পন্ন হইয়া গমনকারী।

॥ চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। নির্দ্ধারণষষ্ঠ্যা স্থানে এষা পঞ্চমী গিরীণাং মেঘানাং মধ্যে ( স্কঃ স্বাঃ )।
২। স্বাততম্ আকৃষ্টং কৃত্বেতি শেষঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৩। পরিপক্বং যোগ্যম্ উদকদানে ( স্কঃ স্বাঃ )।
৪। তৃতীয়ায়াঃ স্থানে বা দ্বিতীয়া বুন্দেন স্বাকৃষ্টেনেত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৫। বৃন্দমিত্যনবগতম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।

## পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অয়ং যো হোতা কিরু স যমস্য কমপ্যূহে যৎ সমঞ্জন্তি দেবাঃ।

অহরহর্জায়তে মাসি মাস্যথা দেবা দধিরে হব্যবাহম্ ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।৫২।৩)

অয়ং যঃ হোতা (এই যিনি দেবতাগণের আহ্বাতা অগ্নি) সঃ (তিনি) যমস্য (আদিত্যের) কিঃ উ (স্রষ্টা), কম্ অপি (অন্নও) ঊহে (বহন করেন) যৎ (যে অন্ন) দেবাঃ (দেবগণ) সমঞ্জন্তি (ভক্ষণ করেন), অহরহঃ (প্রতিদিন) মাসি মাসি (এবং প্রতি মাসে) জায়তে (উৎপন্ন হয়েন), অথা (অথ—এই কারণে) দেবাঃ (দেবগণ) হব্যবাহং দধিরে (হব্যবহনকারী রূপে ইঁহাকে স্থাপিত বা নিযুক্ত করিয়াছেন)।

'কি' শব্দ অনবগত ; ইহার অর্থ কর্তা—'কৃ' ধাতুর উত্তর 'ইন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন।

অয়ং যো হোতা কর্তা স যমস্য ৷ ২ ৷

অয়ং যঃ হোতা—পৃথিবীস্থান অগ্নি দেবগণের হোতা বা আহ্বাতা।[১] কর্তা স যমস্য—সেই অগ্নি যমের অর্থাৎ আদিত্যের স্রষ্টা। যম যে আদিত্য, তাহা ঋগ্বেদ ১০।১৩৫।১ মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে (নিরু ১২।২৯ দ্রষ্টব্য); অগ্নি হইতে প্রাতরাদিত্য প্রসূত হয়েন[২] অর্থাৎ প্রাতঃকালীন আদিত্য অগ্নিরই সম্ভূত তেজ। 'এষ প্রাতঃ প্রসুবতি তস্মাৎ প্রাতর্নোপ-তিষ্ঠন্তে,'[৩] 'অগ্নের্বাদিত্যো জায়তে'[৪]—ইত্যাদি শ্রুতি আদিত্যের অগ্নিপ্রভবত্বে প্রমাণ। কিঃ = কর্তা।

কমপ্যন্নমভিবহতি যৎসমশ্নুবন্তি দেবাঃ ॥ ৩ ॥

কম্ অপি ঊহে = অন্নম্ [অপি] অভিবহতি—দেবগণের জন্য অন্নও বহন করিয়া থাকেন ; নিঘণ্টুতে (৩।৬) সুখনামসমূহে 'কম্' পঠিত—সুখকর বলিয়া অন্নও 'কম্' (কম্—নিপাত শব্দ)। সমঞ্জন্তি = সমশ্নুবন্তি (ভক্ষণ করেন);[৫] দুর্গাচার্যের পাঠ—যৎ সমশ্নন্তি দেবাঃ (নিরুক্ত আনন্দাশ্রম-সংস্করণ দ্রষ্টব্য)।

---

১। হোতা আহ্বাতা দেবানাং পৃথিবীস্থান (দুঃ)।

২। অগ্নেরি সকাশাৎ প্রাতরাদিত্যঃ প্রসূয়তে (দুঃ)।

৩। মৈত্রাঃ সং ১।৪।১০

৪। অন্বেষণীয়।

৫। অত্রতিমত্র প্রকরণবশাৎ ভোজনার্থঃ (দুঃ); সমঞ্জন্তি সম্যক্ গচ্ছন্তি ব্যাপ্নুবন্তি ভক্ষয়ন্তীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

অন্বহর্জায়তে মাসে মাসেঽর্দ্ধমাসেঽর্দ্ধমাসে বা,
অথ দেবা নিরদধিরে হব্যবাহম্ ॥ ৪ ॥

অন্বহঃ জায়তে ( অগ্নিহোত্রিগণের গৃহে অগ্নিহোত্রহোমার্থ অগ্নি প্রতিদিন উৎপন্ন হইয়া থাকেন ),[1] মাসি মাসি—মাসে মাসে ( পিতৃযজ্ঞকারিগণের গৃহে প্রতি মাসে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকেন )[2] [ কেবল তাহাই নহে ] অর্দ্ধমাসে অর্দ্ধমাসে বা ( প্রত্যেক অর্দ্ধ মাসে অর্থাৎ প্রত্যেক পক্ষেও দর্শপূর্ণমাস-যজ্ঞকারিগণের গৃহে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকেন );[3] অথা—অথ ( এই কারণে );[4] দধিরে হব্যবাহম্—নিরদধিরে হব্যবাহম্ ( হব্যবাহরূপে স্থাপন করিয়াছেন অর্থাৎ হবির বহন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন )।[5]

উল্বমূর্ণোতের্বৃণোতের্বা ॥ ৫ ॥

উল্বম্ ( 'উল্ব' শব্দ ) ঊর্ণোতেঃ বা বৃণোতেঃ বা ( 'ঊর্ণু' ধাতু অথবা 'বৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'উল্ব' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ—জরায়ু বা গর্ভাচ্ছাদন;[6] আচ্ছাদনার্থক 'ঊর্ণু' ধাতু অথবা 'বৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

'মহত্তদুল্বং স্থবিরং তদাসীৎ' ( ঋ ১০।৫১।১ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৬ ॥

তৎ উল্বং ( সেই উল্ব বা জরায়ু ) মহৎ ( প্রকাণ্ড ) আসীৎ ( ছিল ) স্থবিরং [ চ ] তৎ আসীৎ ( এবং তাহা স্থবির অর্থাৎ স্থূল বা অতি পুরাতনও ছিল )....[7]...ইত্যপি......।

অবীসমপগতভাসমপহৃতভাসমন্তর্হিতভাসং গতভাসং বা ॥ ৭ ॥

অবীসম্—অপগতভাসম্ ( যাহার ভাস বা দীপ্তি অপগত অর্থাৎ দূরাপসৃত ) অথবা,—অপহৃতভাসম্ ( যাহার ভাস বা দীপ্তি অপহৃত ) অথবা,—অন্তর্হিতভাসম্ ( যাহার ভাস বা দীপ্তি অন্তর্হিত ) অথবা,—গতভাসম্ ( যাহার ভাস বা দীপ্তি গত )।

১। অগ্নিহোত্রিণাং গৃহেষু। ( দুঃ )।
২। মাসি মাসি পিণ্ডপিতৃযজ্ঞার্থম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৩। অর্দ্ধমাসে অর্দ্ধমাসে দর্শপূর্ণমাসেষু চ ( দুঃ )।
৪। অথ এতস্মাৎ কারণাৎ ( দুঃ )।
৫। প্রক্ষেপণতঃ হব্যাদিনির্বাহার্থে স্থিত্বা, নিরদধিরে নিহিতবন্তঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৬। 'জরায়ু' ইত্যর্থঃ ( দুঃ ); গর্ভাচ্ছাদনমুচ্যতে ( স্কঃ স্বাঃ )।
৭। স্থবিরঃ স্থূলঃ চিরন্তনঃ বা ( স্কঃ স্বা. )।

'ঋবীস' শব্দ অনবগত; ইহার অর্থ পৃথিবী। 'অপগত' অথবা 'অপহৃত' অথবা 'অন্তর্হিত' অথবা 'গত' শব্দ + 'ভাস' শব্দ = ঋবীস; পৃথিবী কৃষ্ণচ্ছায়া, কাজেই যেন ভাস বা দীপ্তি-বিরহিত।[1] ভিন্ন ভিন্ন ধাতু হইতে 'ঋবীস' শব্দের নিষ্পত্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 'অপগত ভাস' প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দের দ্বারা শব্দসাম্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

॥ পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। সা ( পৃথিবী ) হি কৃষ্ণচ্ছায়া, তস্মাদপগতভাসমিবেত্যবমাত্রাঃ শব্দসমাধয়ঃ···( দুঃ )।

# ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

'হিমেনাগ্নিং ঘ্রংসমবারয়েথাং পিতুমতীমূর্জমস্মা অধত্তম্।
ঋবীসে অত্রিমশ্বিনাবনীতমুন্নিন্যথুঃ সর্ব্বগণং স্বস্তি ॥ ১ ॥

( ঋ ১।১১৬।৮ )

হে অশ্বিনা ( অশ্বিনৌ—হে অশ্বিদ্বয় ) হিমেন ( জলের দ্বারা অর্থাৎ জলবর্ষণ করিয়া ) অগ্নিং ( অগ্নিতুল্য )[১] ঘ্রংসং ( দিবসকে ) অবারয়েথাং ( শীতল করিয়া থাক ),[২] অস্মৈ ( অগ্নিকে ) পিতুমতীম্ ( অন্নসংযুক্ত ) ঊর্জং ( আজ্যাহুতি )[৩] অধত্তম্ ( প্রদান করিয়া থাক ), ঋবীসে ( পৃথিবীতে ) অবনীতম্ ( অন্তঃপ্রবিষ্ট ) সর্ব্বগণং ( সকল নামেই অভিহিত ) অত্রিং ( অগ্নিকে ) স্বস্তি ( জগতের মঙ্গলের জন্য )[৪] উন্নিন্যথুঃ ( ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া থাক )।

'ঋবীস' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। এই মন্ত্রের দেবতা অশ্বিদ্বয়। অশ্বিদ্বয় বর্ষণের দ্বারা সর্ব্বলোক দগ্ধ করিতে উদ্যত অগ্নিতুল্য দিবসকে শীতল করেন এবং বর্ষণের দ্বারাই ওষধিনিষ্পত্তি করিয়া অগ্নির উদ্দেশ্যে অন্নযুক্ত আজ্যাহুতি প্রদানের কারণীভূত হইয়া থাকেন। অগ্নি অত্রি অর্থাৎ হবির অত্তা[৫] বা ভক্ষয়িতা; ঈদৃশ অগ্নি সর্ব্বগণ অর্থাৎ সর্ব্বনামা—সমস্ত বস্তুর উৎপত্তিকারণ বলিয়া অগ্নিকে সমস্ত নামেই অভিহিত করা যাইতে পারে;[৬] অশ্বিদ্বয় বর্ষণের দ্বারাই পৃথিবীর অন্তর্নিবিষ্ট অগ্নিকে—যে অগ্নি ভূগর্ভনিহিত সমস্ত বস্তুর পাককর্ত্তা—জগতের মঙ্গলের জন্য ওষধির ফলভূত ধান্যাদিরূপে ঊর্দ্ধোত্থিত করিয়াছেন।[৭]

হিমেনোদকেন গ্রীষ্মান্তেঽগ্নিং ঘ্রাংসমহরবারয়েথাম্ ॥ ২ ॥

হিমেন—উদকেন ( জলের দ্বারা ); ঘ্রংসম্—অহঃ ( দিবসকে ); অশ্বিদ্বয় জলবর্ষণের দ্বারা অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত দিবসকে শীতল করেন কখন? ভাষ্যকার যোজনা করিতেছেন—গ্রীষ্মান্তে ( দারুণ গ্রীষ্মের পর )।

অন্নবতীং চাস্মা ঊর্জমধত্তমগ্নয়ে ॥ ৩ ॥

পিতুমতীম্—অন্নবতীম্ ( অন্নযুক্তা; 'পিতু' শব্দ অন্নবাচক—নিঘ ২।৭ ), ঊর্জম্ ( স্ত্রীলিঙ্গ 'ঊর্ক্' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন ); 'ঊর্ক্' শব্দও অন্নবাচক ( নিঘ ২।৭ ); কিন্তু এখানে

---

১। অগ্নিমগ্নিসদৃশম্ ( স্কঃ স্বাঃ ); অগ্নিবত্তীক্ষ্ণম্... ( দুঃ )।
২। অবারয়েথাং সুখাং শীতীকুরুথ ইত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৩। ঊর্জমাজ্যলক্ষণাম্ ( দুঃ )।
৪। স্বস্তি স্বস্ত্যয়নায় জগতঃ ( দুঃ )।
৫। অত্রিমত্তারং হবিষাম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৬। অগ্নিরেব হ্যয়মনেনৌষধ্যাদিরূপেণাবস্থিতঃ সর্ব্বনামভিরভিধীয়তে, অয়ঃ সর্ব্বোৎপত্তিদর্শনাৎ ( দুঃ
৭। ওষধিফলভূতানাং ধান্যানাং রূপেণ উন্নিন্যথুঃ ঊর্দ্ধং নয়থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

'পিতৃমতী' বিশেষণ থাকায় ইহার অর্থ করিতে হইবে—বলকারক আজ্যাহুতি। অশ্বৈ =অশ্বয়ে।

যোঽয়মৃবীসে পৃথিব্যামগ্নিরন্তরৌষধিবনস্পতিষ্বপ্সু তমুন্নিনথুঃ ॥ ৪ ॥

যঃ অয়ম্ ঋবীসে পৃথিব্যাম্ অগ্নিঃ ( ঋবীসে অর্থাৎ পৃথিবীতে এই যে অগ্নি—পৃথিবীতে অন্তঃপ্রবিষ্ট বা পৃথিবীর গর্ভদেশস্থ যে অগ্নি ) অন্তরা ওষধিবনস্পতিষু অপ্সু ( ওষধি বনস্পতি এবং জলরাশির মধ্যে ), তম্ উন্নিনথুঃ ( সেই অগ্নিকে উন্নীত বা উত্থিত করিয়া থাক ); ভূগর্ভস্থ অগ্নিই অশ্বিদ্বয়কৃত বর্ষণের ফলে ওষধিফলভূত ধান্যাদিরূপে, বনস্পতিরূপে এবং জলরাশিরূপে উদ্গত হইয়াছে। ঋবীসে—পৃথিব্যাম্।

সর্ব্বগণম্ সর্ব্বনামানম্ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বগণম্—সর্ব্বনামানম্ ( সর্ব্বাণি নামানি যস্য তম্—সকল নামেই যাহাকে অভিহিত করা যায় ঈদৃশ অগ্নি বা অগ্নিকে )। অগ্নি সর্ব্ববস্তুর কারণীভূত—সকল বস্তুই অগ্নির রূপান্তর মাত্র; কাজেই অগ্নিকে যে কোনও বস্তুর নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

গণো গণনাৎ গুণশ্চ ॥ ৬ ॥

গণঃ গুণশ্চ ( 'গণ' শব্দ এবং 'গুণ' শব্দ উভয়েই ) গণনাৎ ( 'গণ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )। 'গণ্' ধাতুর অর্থ সংখ্যান বা গণনা করা। গণ বা বহু গণনীয় অর্থাৎ এক, দুই, তিন করিয়া গণকে বা বহুকে গণনা করিতে হয়।[১] গুণ বা গুণকেও গণনা করা হয়—দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ ইত্যাদিরূপে ;[২] দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সুগুণের এবং লোভ-নৈষ্ঠুর্য্যাদি দুর্গুণেরও গণনা লোক করিয়া থাকে।

যদ্‌বৃষ্ট ওষধয় উদ্ভবন্তি প্রাণিনশ্চ পৃথিব্যাং তদশ্বিনো রূপং তেন তৌ স্তৌতি স্তৌতি ॥ ৭ ॥

বৃষ্টে ( বর্ষণের পর ) ওষধয়ঃ প্রাণিনশ্চ ( ওষধি এবং প্রাণিসমূহ ) যৎ পৃথিব্যাম্ উদ্ভবন্তি ( পৃথিবীতে যে উৎপন্ন হয় ) তৎ অশ্বিনো রূপম্ ( তাহা অশ্বিদ্বয়েরই রূপ ), তেন [ রূপেণ ] ( সেই বিভূতিপ্রকাশক রূপে ) স্তৌতি স্তৌতি ( মন্ত্রদ্রষ্টা অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিতেছেন )।

অশ্বিদ্বয় বর্ষণের দ্বারা ভূগর্ভস্থ অগ্নিকে উর্দ্ধোত্থিত করিয়াছেন এবং সেই অগ্নিই ভূতলস্থ ওষধ্যাদিরূপে পরিণাম লাভ করিয়াছে, ইহা উক্ত হইয়াছে ( প্রথম ও চতুর্থ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )। অশ্বিদ্বয় বৃষ্টির প্রযোজক, বৃষ্টির ফলে হয় অগ্নির উত্থান, উত্থিত অগ্নির পরিণাম হয় বর্ষণোৎপন্ন

---

১। স ( গণঃ ) হি গণাতে বহুসংযোগাৎ ( দুঃ )।

২। গুণোঽপি গণনাদেব, অনাবৃপি হি গণ্যত এব—দ্বিগুণঃ ত্রিগুণ ইতি ( দুঃ )।

ওষধ্যাদিরূপে এবং বর্ষণোৎপন্ন প্রাণিসমূহরূপে ; কাজেই বর্ষণোৎপন্ন ওষধ্যাদির এবং প্রাণি-সমূহের মূলীভূত কারন অশ্বিদ্বয়—বস্তুগত্যা অশ্বিদ্বয়েরই রূপ এই সমস্ত। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অশ্বিদ্বয়ের এই বিভূতিদ্যোতক রূপেরই বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের স্তব করিতেছেন।[১]

স্তৌতি পদের দুইবার প্রয়োগ হইয়াছে অধ্যায় পরিসমাপ্তি সূচনার্থ।

॥ ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

১। তমশ্বিনো রূপম্…তমশ্বিনোর্মাহাভাগ্যম্, তেন মাহাভাগ্যলক্ষণেন রূপেণ এতৌ অশ্বিনৌ মন্ত্রদৃক্ স্তৌতি (দুঃ)।

# দৈবত কাণ্ড

## সপ্তম অধ্যায়

### প্রথম পরিচ্ছেদ

অথাতো দৈবতম্ ॥ ১ ॥

অথ (তৎপরে) অতঃ (কাজেই) দৈবতম্ (দৈবত প্রকরণ) [ব্যাখ্যাস্যামঃ] (ব্যাখ্যা করিব)।

'অথ' শব্দ আনন্তর্যার্থ এবং 'অতঃ' শব্দ হেত্বর্থ প্রকাশ করিতেছে। ঐকপদিক প্রকরণের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ইহার পর দৈবত প্রকরণের ব্যাখ্যা করা হইতেছে। দৈবত প্রকরণ না বুঝিলে দেবতা পদার্থ কি তাহা সম্যক্ বোধগম্য হয় না, দেবতা পরিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে সর্বপুরুষার্থসিদ্ধি—কাজেই দৈবত প্রকরণ ব্যাখ্যাতব্য—ইহাই সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য। অথবা, 'অথ' শব্দ অধিকারার্থে এবং 'অতঃ' শব্দ ক্রমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। দৈবত প্রকরণই অধিকৃত বা প্রস্তুত অর্থাৎ বর্ণনীয় বা ব্যাখ্যাতব্য বস্তু; কারণ, ইহা ক্রমপ্রাপ্ত—সমাম্নায়ে নৈঘণ্টুক এবং ঐকপদিক প্রকরণের পরেই রহিয়াছে দৈবত প্রকরণ।[১] দৈবত প্রকরণ কি তাহা বলিতেছেন—

তদ্ যানি নামানি প্রাধান্যস্তুতীনাং দেবতানাং তদ্দৈবতমিত্যাচক্ষতে ॥ ২ ॥

তৎ (তাহা হইলে) প্রাধান্যস্তুতীনাং (প্রধানভাবে স্তুতি হইয়াছে যাঁহাদের উদৃশ) দেবতানাং (দেবতাগণের) যানি নামানি (যে সকল নাম), [তানি যত্র] (সেই সমস্ত নাম যে প্রকরণে আছে) তৎ (সেই প্রকরণকে) দৈবতম্ ইতি আচক্ষতে (দৈবত প্রকরণ বলিয়া আচার্যগণ বলেন)।[২]

'তৎ' বাক্যারম্ভে প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্র, ইহার কোনও অর্থ নাই। বেদে যে সমস্ত দেবতা প্রধানভাবে স্তুত হইয়াছেন, অগ্ন্যাদি দেবশব্দাত্মক সেই সমস্ত দেবতার নামসমূহ যে প্রকরণে অভিহিত হইয়াছে, তাহাই দৈবত প্রকরণ। দৈবত প্রকরণ—দেবতাগণের নাম-সম্বলিত প্রকরণ।[৩]

---

১। অথ শব্দ আনন্তর্যেঽধিকারে বা (দুঃ বৃঃ); অথ শব্দোঽধিকারার্থঃ, অতঃ শব্দঃ ক্রমে হেতৌ বা (স্কঃ); দৈবতমধিকৃতং প্রস্তুতং বেদিতব্যম্ (দুঃ বৃঃ); প্রকরণাধ্যানন্তরম্ ইদমেব সমাম্নায়ানুক্রমপ্রাপ্তং ব্যাখ্যাতব্যমিত্যেবং ক্রমে, দৈবতমন্তরেণ ন শক্যো দেবতাপদার্থঃ সম্যগবগন্তুং দেবতাপরিজ্ঞানাধীনশ্চ পুরুষার্থ ইত্যতঃ (স্কঃ)।

২। তাসাং দেবতানাং নামানি যত্র তৎপ্রকরণম্, দেবতানাং সমূহো দৈবতমিতি (দুঃ বৃঃ)।

৩। ইদমভিধেয়ম্—প্রাধান্যস্তুতিভাঞ্জি যানি দেবতাভিধানানি তৎসমূহো দৈবতম্ (স্কঃ)।

সৈষা দেবতোপপরীক্ষা ॥ ৩ ॥

সা এষা ( পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত দৈবত প্রকরণব্যাখ্যা )—দেবতোপপরীক্ষা ( দেবতাগণের উপপরীক্ষা )।

দৈবত প্রকরণ কি, তাহার সূচনায় ভাষ্যকার বলিয়াছিলেন 'তদুপরিষ্টাদ্ ব্যাখ্যাস্যামঃ' (তাহা পরে ব্যাখ্যা করিব—নিরু ১।২০)। নৈঘণ্টুক এবং ঐকপদিক প্রকরণের ব্যাখ্যার পর পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত দৈবত প্রকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। দৈবত প্রকরণের ব্যাখ্যা কীদৃশ ? ভাষ্যকার বলিতেছেন—সা এষা ( সেই পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত ব্যাখ্যা ) দেবতোপপরীক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। দেবতোপপরীক্ষা—তদভিধানব্যুৎপত্তিঃ ( দেবতাদিগের নামের ব্যুৎপত্তি কথন অর্থাৎ অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি তৎপ্রদর্শন ), তৎস্তুত্যুদাহরণম্ ( দেবতাগণের স্তুতিকথন অর্থাৎ দেবতাগণকে কি ভাবে স্তুতি করা হইয়াছে তৎপ্রদর্শন ), তৎস্তুতিনির্ব্বচনঞ্চ ( এবং তাদৃশ স্তুতির নির্ব্বচন বা সম্যক্ ব্যাখ্যান )।[১] 'উপপরীক্ষা' শব্দের অর্থ সম্যক্ পরীক্ষা বা বিচারপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা ; কোনও দেবতার বিচারপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিতে হইলে তাঁহার নামের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতে হইবে, তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত স্তুতি উদাহৃত করিতে হইবে এবং স্তুতির ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুংক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি ॥ ৪ ॥

যৎকামঃ ( যে কোন বিষয়ে কামনাসম্পন্ন ) ঋষিঃ ( ঋষি ) যস্যাং দেবতায়াম্ ( যে দেবতার নিকট ) আর্থপত্যম্ ( অর্থপতিত্ব অর্থাৎ কামনাসিদ্ধি ) ইচ্ছন্ ( ইচ্ছা করিয়া ) স্তুতিং প্রযুংক্তে ( স্তুতি প্রয়োগ করেন ) তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রঃ ভবতি ( সেই মন্ত্র তদ্দৈবত হয় )।

কোনও মন্ত্রের দেবতা কে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে হইবে, অভীষ্টলাভেচ্ছু ঋষি অর্থপতিত্বের জন্য অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদি অভীষ্টার্থ লাভের জন্য[২] অভীষ্টার্থ প্রদানে সমর্থ কোন্ দেবতার প্রতি ঐ মন্ত্রে স্তুতি প্রয়োগ করিতেছেন ; যে দেবতার প্রতি স্তুতি প্রয়োগ করিতেছেন অর্থাৎ অভীষ্টার্থ প্রদানে সমর্থ জানিয়া যে দেবতাকে স্তুতি করিতেছেন, তিনিই ঐ স্তুতিমন্ত্রের দেবতা।

তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্মিক্যশ্চ ॥ ৫ ॥

তাঃ ( সেই অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ) ঋচঃ ( ঋক্‌সমূহ ) ত্রিবিধাঃ ( তিন প্রকারের )—পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতাঃ আধ্যাত্মিক্যশ্চ ( পরোক্ষকৃত, প্রত্যক্ষকৃত এবং আধ্যাত্মিক )।

---

১। তদ্ ( দৈবতম্ ) ব্যাখ্যাস্যাম ইতি। তত্র পুনরিদমেব সমাসতো ব্যাখ্যা যদ্দেবতোপপরীক্ষণম্, তদভিধানব্যুৎপত্তিতৎস্তুত্যুদাহরণতন্নির্ব্বচনানি ( দু )।

২। অর্থস্য ঐশ্বর্য্যাদেঃ পতিঃ স্বামীতি ( স্কঃ স্বাঃ )।

'ঋক্' শব্দের অর্থ এখানে সাধারণভাবে মন্ত্র ; পূর্ব্ব সন্দর্ভে 'মন্ত্র' শব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে ; পরেও বলা হইবে ( তৃতীয় পরিচ্ছেদ প্রথম সন্দর্ভ )—পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতাশ্চ মন্ত্রা ভূয়িষ্ঠাঃ…। ত্রিবিধ ঋক্ বা মন্ত্রের লক্ষণ বলিতেছেন—

> তত্র পরোক্ষকৃতাঃ সর্বাভির্নামবিভক্তিভির্যুজ্যন্তে প্রথম
> পুরুষৈশ্চাখ্যাতস্য ॥ ৬ ॥

তত্র ( ত্রিবিধ ঋক্‌সমূহের মধ্যে )[১] পরোক্ষকৃতাঃ ( পরোক্ষকৃত ঋক্‌সমূহ ) সর্ব্বাভিঃ ( সমস্ত ) নামবিভক্তিভিঃ ( নামবিভক্তির সহিত ) যুজ্যন্তে ( যুক্ত হয় ), চ ( এবং ) আখ্যাতস্য ( ক্রিয়ার ) প্রথমপুরুষৈঃ ( প্রথম পুরুষের বিভক্তিসমূহের সহিত ) [ যুজ্যন্তে ] ( যুক্ত হয় )।

যে 'মন্ত্র'সমূহে দেবতার বর্ণনা পরোক্ষবৎ অর্থাৎ যে মন্ত্রসমূহে দেবতার অভিধান বা কথন 'যুষ্মদ্' কিংবা 'অস্মদ্' 'শব্দের'দ্বারা হয় না, দেবতার অভিধান বা কথন হয় 'ইন্দ্র' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কিংবা যুষ্মদ্ অস্মদ্ ব্যতিরিক্ত সর্ব্বনাম শব্দের দ্বারা, তাহাই পরোক্ষকৃত ; ঈদৃশ পরোক্ষকৃত মন্ত্রসমূহে দেবতাভিধায়ক শব্দ সু ঔ জস্ প্রভৃতি সকল নামবিভক্তির সহিতই যুক্ত থাকিতে পারে এবং দেবতাভিধায়ক শব্দ কর্তৃবিভক্তিযুক্ত হইলে ক্রিয়া থাকিতে পারে কর্ত্তার বচনানুসারে প্রথম পুরুষের যে কোন বচনের। মূল কথা এই যে—পরোক্ষকৃত মন্ত্রে দেবতাভিধায়ক শব্দ হইবে প্রথম পুরুষের এবং দেবতাভিধায়ক শব্দ কর্তৃবিভক্তি যুক্ত হইলে ক্রিয়াও হইবে প্রথম পুরুষের। সর্ব্বত্রই যে উভয়ের উল্লেখ থাকিবে তাহা নহে—মাত্র একটির উল্লেখ থাকিলে অপরটির অধ্যাহার করিতে হইবে ( দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অষ্টম ও দ্বাদশ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। তস্মিন্ ত্রৈবিধ্যে ( দুঃ )।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'ইন্দ্রো দিব ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্যাঃ' ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।৮৯।১০ )

ইন্দ্রঃ দিবঃ ঈশে ( ইন্দ্র দ্যুলোকের উপর আধিপত্য করেন ), ইন্দ্রঃ [ ঈশে ] পৃথিব্যাঃ ( ইন্দ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য করেন )।[১]

দেবতা ইন্দ্র ; দেবতার অভিধান 'সুযর্' 'অমর্' শব্দের দ্বারা হয় নাই। 'ইন্দ্র' শব্দে প্রথমা বিভক্তি রহিয়াছে ; ঈশ = ঈষ্টে—ক্রিয়াপদ প্রথম পুরুষের একবচন।

'ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহৎ' ॥ ২ ॥

( ঋ ১।৭।১ )

গাথিনঃ ( সামগায়িগণ ) বৃহৎ ( বৃহৎ সাম বা গাথা দ্বারা ) ইন্দ্রম্ ইৎ ( ইন্দ্রকেই ) [ অনূষত ] ( স্তুতি করিয়াছেন )।[২]

দেবতাভিধায়ক 'ইন্দ্র' শব্দ দ্বিতীয়াবিভক্তিযুক্ত।

'ইন্দ্রেণৈতে তৃৎসবো বেবিষাণা' ॥ ৩ ॥

( ঋ ৭।১৮।১৫ )

ইন্দ্রেণ ( ইন্দ্রকর্তৃক ) এতে তৃৎসবঃ ( এই সমস্ত ধারয়িতব্য মেঘসমূহ )[৩] বেবিষাণাঃ ( পুনঃ পুনঃ ব্যাপ্যমান হইয়া )[৪]……।

দেবতাভিধায়ক 'ইন্দ্র' শব্দ তৃতীয়াবিভক্তিযুক্ত।

'ইন্দ্রায় সাম গায়ত' ॥ ৪ ॥

( ঋ ৮।৯৮।১ )

[ হে উদ্গাতৃগণ ] ইন্দ্রায় ( ইন্দ্রের উদ্দেশে ) সাম গায়ত ( স্তোত্র গান কর )।

দেবতাভিধায়ক 'ইন্দ্র' শব্দ চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত।

'নেন্দ্রাদৃতে পবতে ধাম কিঞ্চন' ॥ ৫ ॥

( ঋ ৯।৬৯।৬ )

[ সোম ] ইন্দ্রাৎ ঋতে ( ইন্দ্রকে ছাড়িয়া ) কিঞ্চন ধাম ( কোনও সবনস্থানে ) ন পবতে ( গমন করে না )।

দেবতাভিধায়ক 'ইন্দ্র' শব্দ পঞ্চমীবিভক্তিযুক্ত।

---

১। ইন্দ্রঃ ঈষ্টে ( সা: ভা: )।

২। 'গৈ' [illegible] ( সা: ভা: )।

৩। তৃৎসবঃ ধারয়িতব্যা মেঘা ( দু: )।

৪। বেবিষাণাঃ পুনঃ পুনর্ব্যাপ্যমানাঃ ( দু: )।

'ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্রবোচম্' ॥ ৬ ॥

( ঋ ১।৩২।১ )

নু ( ক্ষিপ্র ) ইন্দ্রস্য বীর্য্যাণি ( ইন্দ্রের বীর্য্যদ্যোতক কর্ম্মসমূহ ) প্রবোচম্ ( বর্ণনা করিব )।

দেবতাভিধায়ক 'ইন্দ্র' শব্দ ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত।

'ইন্দ্রে কামা অযংসত' ॥ ৭ ॥[১]

কামাঃ ( কাম্যবস্তুসমূহ ) ইন্দ্রে ( ইন্দ্রে ) অযংসত ( উপনিবদ্ধ ); ঋষি বলিতেছেন— দিব্য এবং পার্থিব কাম্যবস্তুসমূহ ইন্দ্রে উপনিবদ্ধ অর্থাৎ ইন্দ্রের অধীন;[২] তাহা লাভ করিবার জন্য ইন্দ্রের স্তুতি কর।

দেবতাভিধায়ক 'ইন্দ্র' শব্দ সপ্তমীবিভক্তিযুক্ত।

অথ প্রত্যক্ষকৃতা মধ্যমপুরুষযোগাস্ত্বমিতি চৈতেন সর্ব্বনাম্না ॥ ৮ ॥

অথ ( অতঃপর ) প্রত্যক্ষকৃতাঃ ( প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রসমূহ ) মধ্যমপুরুষযোগাঃ ( মধ্যমপুরুষের ক্রিয়ার সহিত যুক্ত ) ত্বম্ ইতি চ এতেন সর্ব্বনাম্না ( 'ত্বম্' এই সর্ব্বনামের সহিতও যুক্ত )।

পরোক্ষকৃত মন্ত্রের লক্ষণ বলিয়া প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রের লক্ষণ বলিতেছেন। যে সকল মন্ত্রে দেবতার বর্ণনা প্রত্যক্ষবৎ অর্থাৎ যে সকল মন্ত্রে মধ্যমপুরুষের ক্রিয়া এবং 'ত্বম্' এই সর্ব্বনাম পরিলক্ষিত হয়, সেই সকল মন্ত্রই প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্র। 'ত্বম্' বলিতে এখানে 'যুষ্মদ্' শব্দের যে কোন বিভক্তির পদ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ পরোক্ষকৃত মন্ত্রসমূহের ন্যায় প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রেও দেবতাভিধায়ক শব্দ যে কোন বিভক্তিযুক্ত হইতে পারে। 'যুষ্মদ্' শব্দের প্রথমা বিভক্তি-যুক্ত পদের দ্বারা দেবতার অভিধান বা কথন হইলে অর্থাৎ দেবতাভিধায়ক 'যুষ্মদ্' শব্দ কর্তৃবিভক্তি যুক্ত হইলে ক্রিয়া হইবে কর্ত্তার বচনানুসারে মধ্যমপুরুষের যে কোন বচনের। সর্ব্বত্রই যে উভয়ের প্রয়োগ থাকিবে তাহা নহে; মধ্যমপুরুষের ক্রিয়ার প্রয়োগ থাকিলে 'যুষ্মদ্' শব্দের প্রথমা বিভক্তির পদ অধ্যাহার করিতে হইবে এবং 'যুষ্মদ্' শব্দের প্রথমা বিভক্তির পদের প্রয়োগ থাকিলে মধ্যমপুরুষের ক্রিয়া অধ্যাহার করিতে হইবে।[৩]

'ত্বমিন্দ্র বলাদধি' ( ঋ ১০।১৫৩।২ )

'বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি' ( ঋ ১০।১৫২।৪ ) ইতি চ ॥ ৯ ॥

ইন্দ্র ( হে ইন্দ্র ), ত্বম্ ( তুমি ) বলাৎ ( বল হইতে ) অধিজাতঃ [ অসি ] ( সমুৎপন্ন

---

১। মন্ত্রের আকর অনবগত ; দুর্গাচার্য্য সম্পূর্ণ মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ; তাহা এই—ইন্দ্রে কামা অযংসত দিব্যাসঃ পার্থিবা উত। তাংস্তু গৃণতা নরঃ।

২। ইন্দ্রে কামা অযংসত সন্নিবিষ্টা দিব্যাঃ পার্থিবাশ্চ ইন্দ্র আয়ত্তা ইত্যর্থঃ ( দুঃ বৃঃ )।

৩। যত্র ত্বমিত্যেতৎ প্রত্যক্ষে তৎক্রিয়াযোগেন মধ্যমঃ পুরুষোঽধ্যাহার্য্যঃ, যত্র তু মধ্যমঃ পুরুষঃ প্রত্যক্ষে তত্রাধ্যাহার্য্যমপি ত্বম্ ( দুঃ )।

অর্থাৎ প্রকট হইয়াছ ) ; ইন্দ্র ( হে ইন্দ্র ), নঃ ( আমাদের ) মৃধঃ ( সংগ্রামকারী শত্রুগণকে )[১] [ ত্বং ] ( তুমি ) বিজহি ( বধ কর )—ইতি চ ( এই দুইটি প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রের উদাহরণ ) ।

প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন। 'ত্বমিন্দ্র বলাদধি' এই মন্ত্রে দেবতা ইন্দ্রকে 'ত্বম্' পদের দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে—দেবতা ইন্দ্র যেন প্রত্যক্ষ ; 'ত্বম্' পদের প্রয়োগ আছে, [ অধিজ্ঞাতঃ ] 'অসি' পদের অধ্যাহার করিতে হইবে। 'বি ন ইন্দ্র' ···· এই মন্ত্রে মধ্যমপুরুষের ক্রিয়া 'বিজহি' পদের প্রয়োগ আছে, 'ত্বম' পদের অধ্যাহার করিতে হইবে। 'বায়ো উক্থেভির্জরন্তে ত্বাম্' ( ঋ ১।২।২ )—এই মন্ত্রে দেবতাভিধায়ক 'যুষ্মদ্' শব্দ দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত। তৃতীয়াদি বিভক্তির উদাহরণ অন্বেষণ করিয়া নিতে হইবে।

অথাপি প্রত্যক্ষকৃতাঃ স্তোতারো ভবন্তি পরোক্ষকৃতানি স্তোতব্যানি ॥ ১০ ॥

অথাপি ( আর ) প্রত্যক্ষকৃতাঃ স্তোতারঃ ভবন্তি ( স্তোতা হন প্রত্যক্ষকৃত ) পরোক্ষকৃতানি স্তোতব্যানি [ ভবন্তি ] ( স্তোতব্য দেবতা হন পরোক্ষকৃত ) ।

এইরূপ অনেক মন্ত্র আছে যাহাতে স্তোতা প্রত্যক্ষকৃত অর্থাৎ মধ্যমপুরুষের দ্বারা অভিহিত, কিন্তু স্তোতব্য দেবতা পরোক্ষকৃত অর্থাৎ ইন্দ্র প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কিংবা যুষ্মদ্ অস্মদ্ ব্যতিরিক্ত সর্বনাম শব্দের দ্বারা অভিহিত। এইসকল মন্ত্র পরোক্ষকৃত বলিয়াই পরিগণিত হইবে ; 'ইন্দ্রায় সাম গায়ত' ( চতুর্থ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )—ইহা পরোক্ষকৃত মন্ত্র বলিয়াই উদাহৃত হইয়াছে।

'মা চিদন্যদ্বিশংসত' ( ঋ ৮।১।১ )
'কণ্বা অভিপ্রগায়ত' ( ঋ ১।৩৭।১ )
'উপপ্রেত কুশিকাশ্চেতয়ধ্বম্' ( ঋ ৩।৫৩।১১ ) ॥ ১১ ॥

[ হে সখায়ঃ ] ( হে বন্ধুগণ ), [ যূয়ম্ ] ( তোমরা ) অন্যৎ চিৎ মা বিশংসত ( অন্য কিছুর স্তুতি করিও না ) [ ইন্দ্রমিৎ স্তোত ] ( ইন্দ্রের স্তুতি কর ) ; হে কণ্বাঃ ( হে মেধাবী ঋত্বিগ্‌বৃন্দ ),[২] [ যূয়ম্ ] ( তোমরা ) অভিপ্রগায়ত ( মরুৎসমূহের উদ্দেশে স্তব কর ) ; হে কুশিকাঃ ( হে ঋত্বিগ্‌গণ ),[৩] [ যূয়ম ] ( তোমরা ) উপপ্রেত ( অশ্বের সমীপে গমন কর ) ; চেতয়ধ্বম্ ( বিক্ষিপ্তচিত্ত হইও না )[৪] [ রাজা বৃত্রং জঘনৎ ] ( রাজা ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছেন )······ ।

এই সকল মন্ত্রে স্তোতৃগণ প্রত্যক্ষকৃত অর্থাৎ মধ্যমপুরুষের ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধান্বিত—

---

১। মৃধঃ সংগ্রামকারিণঃ ইত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ ) ।

২। অথবা কণ্ব ইতি মেধাবিনাম, কণ্বা মেধাবিন ঋত্বিজ উচ্যন্তে ( স্কঃ স্বাঃ ) ।

৩। অথবা ক্রোশতেঃ শব্দকর্মণঃ কুশিকা ঋত্বিজঃ ( স্কঃ স্বাঃ ) ।

৪। চেতয়ধ্বং মা বিক্ষিপ্তচেতসো ভবত ( স্কঃ স্বাঃ ) ।

অধ্যাহার্য্য 'যুষ্মদ্' শব্দের দ্বারা অভিহিত ; স্তোতব্য দেবতাগণ কিন্তু ইন্দ্রাদি শব্দের দ্বারাই অভিহিত।

অথাধ্যাত্মিক্য উত্তমপুরুষযোগা অহমিতি চৈতেন সর্বনাম্না ॥ ১২ ॥

অথ ( অতঃপর ) আধ্যাত্মিক্যঃ ( আধ্যাত্মিক মন্ত্রসমূহ ) উত্তমপুরুষযোগাঃ ( উত্তমপুরুষের ক্রিয়ার সহিত যুক্ত ) অহম্ ইতি চ এতেন সর্বনাম্না ( 'অহম্' এই সর্বনামের সহিত যুক্ত )।

প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রের লক্ষণ বলিয়া আধ্যাত্মিক মন্ত্রের লক্ষণ বলিতেছেন। যে সকল মন্ত্রে দেবতা স্বয়ং নিজের বর্ণনা করেন—যে সকল মন্ত্রে উত্তমপুরুষের ক্রিয়া এবং 'অহম্' এই সর্বনাম পরিলক্ষিত হয়, সেই সকল মন্ত্রই আধ্যাত্মিক মন্ত্র। 'অহম্' বলিতে এখানে 'অস্মদ্' শব্দের যে কোন বিভক্তির পদ বুঝিতে হইবে। 'অস্মদ্' শব্দের প্রথমা বিভক্তিযুক্ত পদের দ্বারা দেবতার অভিধান বা কথন হইলে অর্থাৎ দেবতাভিধায়ক 'অস্মদ্' শব্দ কর্তৃবিভক্তিযুক্ত হইলে, ক্রিয়া হইবে কর্তার বচনানুসারে উত্তমপুরুষের যে কোন বচনের। সর্বত্রই যে উভয়ের প্রয়োগ থাকিবে তাহা নহে ; উত্তমপুরুষের ক্রিয়ার প্রয়োগ থাকিলে 'অস্মদ্' শব্দের প্রথমা বিভক্তির পদ অধ্যাহার করিতে হইবে এবং 'অস্মদ্' শব্দের প্রথমা বিভক্তির পদের প্রয়োগ থাকিলে উত্তমপুরুষের ক্রিয়া অধ্যাহার করিতে হইবে।[১]

যথৈতদিন্দ্রো বৈকুণ্ঠো লবসূক্তং বাগাম্ভৃণীয়মিতি ॥ ১৩ ॥

যথা এতৎ ( যেমন এই স্থলত্রয় )—ইন্দ্রঃ বৈকুণ্ঠঃ ( বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রের সূক্ত ), লবসূক্তং ( লবসূক্ত ) বাগাম্ভৃণীয়ম্ ( অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাগ্দেবতার সূক্ত ) ইতি ( ইত্যাদি )।[২]

আধ্যাত্মিক মন্ত্রের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন—( ১ ) ঋগ্বেদ ১০।৪৮-৪৯ সূক্তের মন্ত্রসমূহে বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র নিজের বর্ণনা নিজেই করিতেছেন। বিকুণ্ঠা নামে অসুরনারী ইন্দ্রাধিক অথবা ইন্দ্রতুল্য পুত্র কামনা করিয়া ব্রহ্মার আরাধনাবশতঃ তাঁহার নিকট হইতে বরলাভ করেন ; ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া নিজেই বিকুণ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং বৈকুণ্ঠ হয়েন।[৩] ( ২ ) ঋগ্বেদ ১০।১১৯ সূক্তে লবরূপী ( পক্ষিরূপধারী ) ইন্দ্রকে ঋষিগণ 'তুমি ইন্দ্র হইতে পৃথক্, অথচ প্রভূত সোম পান করিয়াছ'—এই কথা বলিলে ইন্দ্র নিজেই নিজের মহিমা তাহাদের নিকট কীর্তন করিতেছেন।[৪] ( ৩ ) ঋগ্বেদ ১০।১২৫ সূক্তে

১। দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

২। ইতি এবমাদি, দুঃ )।

৩। স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

৪। লবরূপ ইন্দ্র ঋষ্যাবগমাদেন সত্যং বহু সোমঃ পীত ইন্দ্রাদিভিন্নরূপ সন্ তান্ প্রত্যাহ—( স্কঃ স্বাঃ )।

বাগ্দেবতা—অম্ভৃণ ঋষির কন্যা'—'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা নিজের স্তুতি নিজেই করিতেছেন। উক্ত সূক্তসমূহের প্রত্যেক মন্ত্রই আধ্যাত্মিক মন্ত্র—'অধ্যাত্ম' শব্দের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য আধ্যাত্মিক মন্ত্রও আছে, তাহা অন্বেষণ করিয়া নিতে হইবে।[২]

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। স্কন্দস্বামীর মতে 'বাগাম্ভৃণীয়ম্'—ইহার অর্থ 'মহৎ ফলের হেতুভূত যে বাগ্দেবতা তাঁহার সূক্ত' (মহতঃ ফলস্য হেতুভূতেতি তৎসম্বন্ধিত্বাদম্ভৃণী চেতি বিশেষণসমাসঃ; বাগাম্ভৃণী সম্বন্ধি বাগাম্ভৃণীয়ম্); 'অম্ভৃণ' শব্দ নিঘণ্টুতে (৩।৩) 'মহৎ' বাচক।

২। এবমন্যেঽপ্যাধ্যাত্মিকা মন্ত্রা উপেক্ষিতব্যাঃ (দুঃ)।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

**পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতাশ্চ মন্ত্রা ভূয়িষ্ঠা অল্পশ আধ্যাত্মিকাঃ ॥ ১ ॥**

পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতাশ্চ মন্ত্রাঃ ভূয়িষ্ঠাঃ ( পরোক্ষকৃত এবং প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রসমূহ বহুসংখ্যক ) অল্পশঃ আধ্যাত্মিকাঃ ( আধ্যাত্মিক মন্ত্রসমূহ অল্পসংখ্যক )।

বেদে পরোক্ষকৃত এবং প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রের সংখ্যাই বেশী, আধ্যাত্মিক মন্ত্রের সংখ্যা কম।

**অথাপি স্তুতিরেব ভবতি নাশীর্বাদঃ ॥ ২ ॥**

অথাপি ( আর ) [ ক্বচিৎ ] কোন কোনও মন্ত্রে ; স্তুতিঃ এব ভবতি ( স্তুতিই আছে ) ন আশীর্বাদঃ ( আশীর্বাদ অর্থাৎ প্রার্থনা বা কামনা নাই )।

পরোক্ষকৃত, প্রত্যক্ষকৃত এবং আধ্যাত্মিক—মন্ত্রের এই তিন প্রকার বিভাগ প্রদর্শন করিয়া অন্যভাবেও মন্ত্রের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতেছেন।

( ক ) দেখা যায়, কোন কোনও মন্ত্রে স্তুতিই আছে, প্রার্থনা বা কামনা নাই।

**'ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্রবোচম্' ( ঋ ১।৩২।১ )**
**ইতি যথৈতস্মিন্ সূক্তে ॥ ৩ ॥**

ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্রবোচম্ ( আমি ইন্দ্রের বীর্যোপেত কর্মসমূহ ক্ষিপ্র বর্ণনা করিব ) ইতি ( ইহা একটি সূক্তের প্রারম্ভ ), যথা এতস্মিন্ সূক্তে ( এই সূক্তে যেরূপ )।

ঋগ্বেদ ১।৩২ সূক্তের প্রারম্ভ হইয়াছে 'ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্রবোচম্'—এই বলিয়া ; এই সূক্তের মন্ত্রসমূহে নানাভাবে ইন্দ্রের স্তুতিই বর্ণিত হইয়াছে, কোনও মন্ত্রে প্রার্থনা বা কামনা পরিদৃষ্ট হয় না।

**অথাপ্যাশীরেব ন স্তুতিঃ ॥ ৪ ॥**

অথাপি ( আর ) [ ক্বচিৎ ] ( কোন কোনও মন্ত্রে ) আশীঃ এব ( আশীর্বাদ অর্থাৎ প্রার্থনা বা কামনাই আছে ) ন স্তুতিঃ ( স্তুতি নাই )।

( খ ) দেখা যায়, কোন কোনও মন্ত্রে প্রার্থনা বা কামনাই আছে, স্তুতি নাই।

**'সুচক্ষা অহমক্ষীভ্যাং সুবর্চা মুখেন সুশ্রুৎ**
**কর্ণাভ্যাং ভূয়াসম্' ( মাঃ গৃঃ সূঃ ১।১।২৫ ) ইতি ॥ ৫ ॥'**

অহম্ অক্ষীভ্যাং সুচক্ষা ভূয়াসম্ ( অক্ষিদ্বয়ের দ্বারা আমি যেন শোভনদর্শনকর্তা হই ),

---

১। আঃ সূ ৩।৬ দ্রষ্টব্য।

মুখেন সুবর্চাঃ [ভূয়াসম্] (মুখে যেন আমি সুন্দরকান্তিবিশিষ্ট হই), কর্ণাভ্যাং ভূরিশ্রুৎ (কর্ণদ্বয় দ্বারা আমি যেন উত্তমশ্রবণকর্তা হই) ইতি (এই মন্ত্রে যেরূপ)।

আমি যেন চক্ষুতে ভাল দেখিতে পাই, মুখ যেন আমার কান্তিবিশিষ্ট হয়, কাণে যেন আমি ভাল শুনিতে পাই—এই সকল প্রার্থনাই উদ্ধৃত মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, কোনও রূপ স্তুতি পরিদৃষ্ট হয় না।

তদেতদ্বহুলমাথর্বণে যাজ্ঞেষু চ মন্ত্রেষু ॥ ৬ ॥

তৎএতৎ (ঈদৃশ আশীঃপরস্ত বা কামনাপরস্ত)[1] আথর্বণে (যজুর্বেদে) যাজ্ঞেষু চ মন্ত্রেষু (এবং যজ্ঞসম্বন্ধী মন্ত্রসমূহে) বহুলম্ (প্রচুর)।

যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহে এবং ঋগ্বেদ ও সামবেদের যে সকল মন্ত্র যজ্ঞসম্বন্ধী, তাহাতে আশীঃ অর্থাৎ কামনা বা প্রার্থনা বহুলভাবে পরিদৃষ্ট হয়।

অথাপি শপথাভিশাপৌ ॥ ৭ ॥

অথাপি (আর) [ক্বচিৎ] (কোন কোনও মন্ত্রে) শপথাভিশাপৌ (শপথ এবং অভিশাপ আছে)।

(গ) দেখা যায়, কোন কোনও মন্ত্রে শপথ আছে, কোন কোনও মন্ত্রে অভিশাপ আছে।

অদ্যা মুরীয় যদি যাতুধানো অস্মি' (ঋ ৭।১০৪।১৫) ॥ ৮ ॥

অদ্য মুরীয় (আমি যেন আজ মরিয়া যাই) যদি যাতুধানঃ অস্মি (যদি আমি রাক্ষস হইয়া থাকি)।

'তুমি রাক্ষস' এই অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ঋষি বসিষ্ঠ অভিযোগ উত্তীর্ণ হইবার জন্য উক্তরূপ শপথ গ্রহণ করিতেছেন।[2]

'অধা স বীরৈর্দশভির্বিযূয়া ইতি' (ঋ ৭।১০৪।১৫) ॥ ৯ ॥

অধা (অথ—আর ইহা যদি অলীক হয়)[3] স (যে আমাকে বৃথা অভিযুক্ত করিয়াছে সে) বীরৈঃ দশভিঃ বিযূয়াঃ (দশ বীর পুত্রের দ্বারা যেন বিযুক্ত হয়)।

বৃথা অভিযোগকারীর প্রতি ঋষি বসিষ্ঠ উক্তরূপ অভিশাপ প্রদান করিতেছেন।

একই মন্ত্রে (৭।১০৪।১৫) শপথ এবং অভিশাপ উভয়ই পরিদৃষ্ট হইতেছে।

---

১। তদেতৎ আশীঃপ্রায়ম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বসিষ্ঠঃ কিল রাক্ষসত্বাভিযুক্তঃ সোঽনয়া শপথং প্রতিপেদে (দুঃ)।

৩। অধা অথ এতদলীকম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

অথাপি কস্তচিদ্ভাবস্যাচিখ্যাসা ॥ ১০ ॥

অথাপি ( আর ) [ ক্বচিৎ ] ( কোন কোনও মন্ত্রে ) কস্তচিৎ ভাবস্ত ( কোনও পদার্থের অথবা অবস্থার )[১] আচিখ্যাসা ( কথনেচ্ছা আছে )।

( ঘ ) 'ভাব' শব্দের অর্থ বস্তু অথবা অবস্থা ; দেখা যায়, কোন কোনও মন্ত্রে বস্তু অথবা অবস্থা সম্বন্ধে কথনের অভিপ্রায় আছে।

'ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি' ॥ ১১ ॥

( ঋ ১০।১২৯।২ )

তর্হি ( তৎকালে অর্থাৎ জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে ) ন মৃত্যুঃ আসীৎ ( মৃত্যু বলিয়া কিছু ছিল না ) ন অমৃতম্ ( অমরত্ব বলিয়াও কিছু ছিল না )……

প্রলয়ের অবস্থা মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তৎকালে এক মাত্র সদ্বস্তু ছিল পরব্রহ্ম, অন্য কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না—ইহা প্রতিপাদন করাই মন্ত্রের অভিপ্রায়।

'তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে' ॥ ১২ ॥

( ঋ ১০।১২৯।৩ )

অগ্রে ( সর্ব্ব প্রথমে ) তমঃ ( অন্ধকার ) তমসা ( অন্ধকারের দ্বারা ) গূঢ়ম্ আসীৎ ( আবৃত ছিল )……

মন্ত্রে সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে ; সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্তই তমোময় ছিল, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত কোন সদ্বস্তু ছিল না—ইহাই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য।

অথাপি পরিদেবনা কস্মাচ্চিদ্ভাবাৎ ॥ ১৩ ॥

অথাপি ( আর ) [ ক্বচিৎ ] ( কোন কোনও মন্ত্রে ) কস্মাচ্চিৎ ভাবাৎ ( কোনও ভাব অর্থাৎ বস্তু বা অবস্থার দরুণ ) পরিদেবনা ( বিলাপ আছে )।[২]

( ঙ ) দেখা যায়, কোন কোনও মন্ত্রে বিশেষ কোনও ভাবনিবন্ধন অর্থাৎ কোনও বস্তুর নিমিত্ত অথবা কোনও অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় বিলাপ আছে।

'সুদেবো অদ্য প্রপতেদনাবৃৎ' ॥ ১৪ ॥

( ঋ ১০।৯৫।১৪ )

সুদেবঃ ( শোভন অর্থাৎ অনুগ্রাহক দেবতা যাহার সেই ব্যক্তি )[৩] অদ্য ( এক্ষণে ) অনাবৃৎ ( প্রত্যাবৃত্ত না হইতে হয় এইভাবে ) প্রপতেৎ ( পতিত হউক )।

---

১। ভাবস্ত অর্থস্ত ( দুঃ )।

২। পরিদেবনা বিলপিতম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।

৩। শোভনা অনুগ্রাহকা দেবা যস্য সুদেবঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

পুরুরবা উর্ব্বশীর সহিত কিছুকাল বসবাস করিয়াছেন, উর্ব্বশী এক্ষণে পুরুরবাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। বিচ্ছেদ হওয়ার উপক্রমে পুরুরবা উর্ব্বশীর জন্ম বিলাপ করিতেছেন; পুরুরবা বলিতেছেন—দেবতা আমার পক্ষে শোভন হউন অর্থাৎ আমাকে অনুগ্রহ করুন; আমি যেন ভৃগুশৃঙ্গ হইতে পতিত হইতে পারি এবং আর যেন প্রত্যাবৃত্ত না হই। পুরুরবার আদি অর্থ সূর্য্য, উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা।

'ন বিজানামি যদি বেদমস্মি' ইতি ॥ ১৫ ॥

( ঋ ১।১৬৪।৩৭ )

ন বিজানামি ( আমি স্পষ্ট জানি না ) যদি বা ইদম্ অস্মি ( আমি ব্রহ্ম কি না ),[১] ইতি ( ইত্যাদি )।

মহাজ্ঞানী দীর্ঘতমা ঋষি গর্ভবাস, জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ প্রভৃতি দুঃখ উপলব্ধি করিয়া এবং মোক্ষলাভ করিতে না পারিয়া বিলাপ করিতেছেন।

অথাপি নিন্দাপ্রশংসে ॥ ১৬ ॥

অথাপি ( আর ) [ ক্বচিৎ ] ( কোন কোনও মন্ত্রে ) নিন্দাপ্রশংসে ( নিন্দা এবং প্রশংসা আছে )।

দেখা যায়, কোন কোনও মন্ত্রে নিন্দা আছে, কোন কোনও মন্ত্রে প্রশংসা আছে।

'কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী' ॥ ১৭ ॥

( ঋ ১০।১১৭।৬ )

কেবলাদী ( একাকী ভক্ষণকারী ) কেবলাঘঃ ভবতি ( কেবল পাপের ভাগীই হয় )।

যে কেবল নিজে ভোজন করে, দেব-পিতৃ-মনুষ্যগণকে অন্ন দেয় না, সে মাত্র পাপের ভাগীই হইয়া থাকে।[২] এই মন্ত্রে আত্মভোগরত অনুদারচিত্ত মনুষ্যের নিন্দা করা হইয়াছে।

'ভোজস্যেদং পুষ্করিণীব বেশ্ম' ॥ ১৮ ॥

( ঋ ১০।১০৭।১০ )

ভোজস্য ইদং বেশ্ম ( ভোজের অর্থাৎ দাতার এই গৃহ অর্থাৎ হৃদয় )[৩] পুষ্করিণীব ( পুষ্করিণীর ন্যায় নির্ম্মল এবং আহ্লাদজনক )।

এই মন্ত্রে দাতার প্রশংসা করা হইয়াছে।

---

১। ন এতৎ অহং বি বিস্পষ্টং জানামি যদি বা ইদমস্মি কারণং পরং ব্রহ্মাখ্যম্ ( দুঃ )।

২। আত্মনৈব কেবলঃ যোঽন্নমত্তি ন দেবপিতৃমনুষ্যেভ্যো দদাতি স কেবলমঘমেব প্রাপ্নোতি ( দুঃ )।

৩। ভোজো দাতা, ভোজস্যেদমেবং পুষ্করিণীব……হৃদয়াহ্লাদজননং হৃদয়ং বেশ্ম গৃহম্ ( দুঃ স্বাঃ )।

ইত্যেবমক্ষসূক্তে দ্যূতনিন্দা চ কৃষিপ্রশংসা চ ॥ ১৯ ॥

ইত্যেবম্ ( এইরূপ ) অক্ষসূক্তে ( অক্ষসূক্তে ) দ্যূতনিন্দা চ কৃষিপ্রশংসা চ ( দ্যূতের অর্থাৎ পাশাখেলার নিন্দা এবং কৃষির প্রশংসা আছে )।

ঋগ্বেদের ১০।১৩৪ সূক্তটি অক্ষসূক্ত—অক্ষ ( পাশা ) ও দ্যূতকার ইহার দেবতা। এই সূক্তের প্রথম বারটি মন্ত্রে দ্যূতের অর্থাৎ পাশাখেলার নিন্দা আছে ; ত্রয়োদশ মন্ত্রে কৃষিকার্যের প্রশংসা আছে।

এবমুচ্চাবচৈরভিপ্রায়ৈ ঋষীণাং মন্ত্রদৃষ্টয়ো ভবন্তি ॥ ২১ ॥

এবম্ ( এইরূপ ) উচ্চাবচৈঃ ( অনেক প্রকার ) অভিপ্রায়ৈঃ ( অভিপ্রায়ে ) ঋষীণাং ( ঋষিগণের ) মন্ত্রদৃষ্টয়ঃ ভবন্তি ( মন্ত্রদর্শন হয় )।

মন্ত্র নিত্য বিদ্যমান ; ঋষিগণ মন্ত্রের দ্রষ্টা, কর্তা নহেন। বিভিন্ন প্রকার অভিপ্রায়ে অর্থাৎ নিন্দা, হর্ষ, শোক, প্রশংসা প্রভৃতি মন্ত্রাভিব্যক্তির কারণসমূহ উপস্থিত হইলেই ঋষিগণের মন্ত্রদর্শন হইয়া থাকে।[১] 'অভিপ্রায়' শব্দের অর্থ এই স্থলে—নিদান বা মূলীভূত কারণ।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। বিদ্যমানানামেব হি মন্ত্রাণামৃষয়ো যেন কেনচিন্নিমিত্তেন নিদানভূতেন নিন্দাহর্ষশোকপ্রশংসাদিনা মন্ত্রাণাং দ্রষ্টারো ভবন্তি নতু কর্তার ইত্যভিপ্রায়ঃ ( দুঃ )।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তদ্ যেঽনাদিষ্টদেবতা মন্ত্রাস্তেষু দেবতোপপরীক্ষা ॥ ১ ॥

তৎ (তাহা হইলে) যে মন্ত্রাঃ (যে সকল মন্ত্র) অনাদিষ্টদেবতাঃ (অনির্দ্দিষ্ট-দেবতাক) তেষু (সেই সকল মন্ত্রে) দেবতোপপরীক্ষা (দেবতানির্ণয় কি করিয়া করিতে হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে)।[১]

কোনও মন্ত্রের দেবতা নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে হইবে অভীষ্টলাভেচ্ছু ঋষি অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া ঐ মন্ত্রে কোন্ দেবতার স্তুতি করিতেছেন; যে দেবতার স্তুতি করিতেছেন, তিনিই ঐ মন্ত্রের দেবতা (প্রথম পরিচ্ছেদ চতুর্থ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)। এই নিয়ম খাটে যে সকল মন্ত্রে দেবতা আদিষ্ট অর্থাৎ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত, সেই সকল মন্ত্রসম্বন্ধে। কিন্তু এমন অনেক মন্ত্র আছে যাহাতে দেবতা অনাদিষ্ট বা অপ্রকট অর্থাৎ যাহাতে দেবতার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। সেই সকল মন্ত্রে দেবতার উপপরীক্ষা অর্থাৎ সম্যক্ নির্ণয় কি করিয়া করিতে হইবে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

যদ্দেবতঃ যজ্ঞো বা যজ্ঞাঙ্গং বা তদ্দেবতা ভবন্তি ॥ ২ ॥

স যজ্ঞো বা যজ্ঞাঙ্গং বা (সেই যজ্ঞ অথবা যজ্ঞাঙ্গ অর্থাৎ যে যজ্ঞে বা যজ্ঞাঙ্গে অনির্দ্দিষ্ট দেবতাক মন্ত্রসমূহের বিনিয়োগ হইয়াছে) যদ্দেবতঃ (যে দেবতার প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত) তদ্দেবতাঃ ভবন্তি (সেই মন্ত্রসমূহ তদ্দেবতাক অর্থাৎ সেই যজ্ঞ বা যজ্ঞাঙ্গের যে দেবতা মন্ত্রসমূহেরও সেই দেবতা)।[২]

কোনও মন্ত্রে দেবতার স্পষ্ট আদেশ অর্থাৎ উল্লেখ না থাকিলে দেখিতে হইবে সেই মন্ত্র কোন যজ্ঞে বা যজ্ঞাঙ্গে বিনিযুক্ত হয়; যে যজ্ঞে বা যজ্ঞাঙ্গে ঐ মন্ত্রের বিনিয়োগ হয়, সেই যজ্ঞ বা যজ্ঞাঙ্গের দেবতাই ঐ মন্ত্রের দেবতা বুঝিতে হইবে। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দেবতা অগ্নি; অনাদিষ্ট-দেবতাক কোনও মন্ত্রের বিনিয়োগ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে পরিদৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে ঐ মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের তিন অঙ্গ—প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন এবং তৃতীয়সবন; প্রাতঃসবনের দেবতা অগ্নি, মাধ্যন্দিনসবনের দেবতা ইন্দ্র এবং তৃতীয়সবনের দেবতা আদিত্য। অনাদিষ্টদেবতাক কোনও মন্ত্রের বিনিয়োগ প্রাতঃসবনে পরিদৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে ইহার দেবতা অগ্নি, মাধ্যন্দিনসবনে পরিদৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে ইহার দেবতা ইন্দ্র এবং তৃতীয়সবনে পরিদৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে ইহার দেবতা আদিত্য।

---

১। যে অনাদিষ্টদেবতালিঙ্গা মন্ত্রাস্তেষু দেবতায়া অতঃপরং পরীক্ষা উপপত্তিতো বর্ণ্যত ইতি বাক্যশেষঃ (দুঃ)।

২। যস্মিন্ যজ্ঞে তে অনাবিষ্কৃতদেবতালিঙ্গা মন্ত্রা বিনিযুজ্যন্তে তদ্দেবতা এব হি তে[illegible] । ভবন্তি (দুঃ)।

অথান্যত্র যজ্ঞাৎ প্রাজাপত্যা ইতি যাজ্ঞিকাঃ ॥ ৩ ॥

অথ ( আর ) অন্যত্র যজ্ঞাৎ ( যজ্ঞভিন্নস্থলে প্রযুক্ত মন্ত্রসমূহ অর্থাৎ যে সকল মন্ত্রের বিনিয়োগ কোনও যজ্ঞে হয় না, সেই সকল অনাদিষ্ট-দেবতাক মন্ত্র ) প্রাজাপত্যাঃ ( প্রজাপতিদেবতাক ) ইতি যাজ্ঞিকাঃ ( যাজ্ঞিকগণ ইহা মনে করেন )।

এমন অনেক অনাদিষ্ট-দেবতাক মন্ত্র আছে, যাহাদের বিনিয়োগ কোনও যজ্ঞে বা যজ্ঞাঙ্গে পরিদৃষ্ট হয় না ; সেই সকল মন্ত্রের দেবতা নিরূপণের উপায় কি ? যাজ্ঞিকগণ বলেন, ঈদৃশ মন্ত্রসমূহের দেবতা প্রজাপতি। প্রজাপতি অনিরুক্ত ( সৃষ্টির পূর্বে গুণক্রিয়াদি দ্বারা অনভিহিত ), অনাদিষ্ট-দেবতাক মন্ত্র ও অনিরুক্ত অর্থাৎ অনভিহিত-দেবতাক ; উভয়ের মধ্যে এই তুল্যতা বিদ্যমান আছে।[১]

নারাশংসা ইতি নৈরুক্তাঃ ॥ ৪ ॥

নারাশংসাঃ ( কোনও যজ্ঞে বা যজ্ঞাঙ্গে বিনিযুক্ত হয় না ঈদৃশ অনাদিষ্ট-দেবতাক মন্ত্রসমূহের দেবতা নরাশংস অর্থাৎ অগ্নি বা সূর্য্য ) ইতি নৈরুক্তাঃ ( নৈরুক্তগণ ইহা মনে করেন )।

কোনও যজ্ঞে বা যজ্ঞাঙ্গে যে সকল অনাদিষ্ট-দেবতাক মন্ত্রের বিনিয়োগ পরিদৃষ্ট হয় না, তাহাদের দেবতা নরাশংস—ইহা নৈরুক্তগণের মত। 'নরাশংস' শব্দের অর্থ অগ্নি অথবা যজ্ঞ ; 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ আবার বিষ্ণু অর্থাৎ সূর্য্য ( নিরু ৮।৭—সপ্তম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

অপি বা সা কামদেবতা স্যাৎ ॥ ৫ ॥

অপি বা ( অথবা ) সা ( সেই ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্র—যে অনাদিষ্ট-দেবতাক মন্ত্র কোনও যজ্ঞে বা যজ্ঞাঙ্গে বিনিযুক্ত হয় না ) কামদেবতা স্যাৎ ( কামদেবতাক হইতে পারে অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে সেই মন্ত্রের দেবতা কল্পিত হইতে পারে )।

অথবা সময় বিশেষে যে দেবতার স্তুতি অভিপ্রেত বা ঈপ্সিত হইবে, অনাদিষ্ট-দেবতাক মন্ত্র সেই দেবতাসম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইতে পারে। মন্ত্রে বিশেষণ বা গুণপ্রকাশক পদসমূহ থাকে অর্থাৎ অনেক গুণের উল্লেখ থাকে ; এই সমস্ত গুণ যদি দেবতাবিশেষের লিঙ্গ বা প্রখ্যাপক না হয় তাহা হইলে সাধারণভাবে যে কোন স্তুত্য দেবতাসম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইতে পারে। কারণ, যে কোন দেবতা সকল গুণেরই আশ্রয়। দুর্গাচার্য্য এই সন্দর্ভের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাও কল্পনা করেন—প্রযোক্তা যে কামনা করিয়া অনাদিষ্ট-দেবতাক মন্ত্রের প্রয়োগ করেন সেই কামনার অধিপতি যে দেবতা সেই দেবতাই ঈদৃশ মন্ত্রের দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইবেন।[২] তাহা হইলে কামদেবতা—ঈপ্সিত স্তুতি-দেবতাক ( অনাদিষ্ট-দেবতাক মন্ত্রে যে দেবতার স্তুতি ঈপ্সিত, সেই দেবতাই অনাদিষ্ট-দেবতাক মন্ত্রের দেবতা ) ; অথবা, কামদেবতা—

---

১। অনিরুক্তো হি প্রজাপতিঃ অনিরুক্তদেবতাদিষ্টাশ্চ মন্ত্রা ইত্যেতস্মাৎ সাম্যাৎ ( দু: )।

২। অথবা প্রযোক্তা যৎকামস্তং মন্ত্রং প্রযুঙ্ক্তে তত্র কামস্য যা দেবতা অধিপতিঃ তামেব অভিব্যক্তিমনয়ীত।

কামনাধিপ-দেবতাক ( যে কামনায় অনাদিষ্ট-দেবতাক মন্ত্র প্রযুক্ত হয়, সেই কামনার অধিপতি দেবতাই অনাদিষ্ট-দেবতাক মন্ত্রের দেবতা )।

**প্রায়ো দেবতা বা, অস্তি হ্যাচারো বহুলং লোকে দেবদেবত্যমতিথিদেবত্যং পিতৃদেবত্যম্ ॥ ৬ ॥**

বা ( অথবা ) প্রায়ো দেবতা ( প্রাকরণিক দেবতাই অনাদিষ্ট-দেবতাক মন্ত্রের দেবতা ); [ অথবা, প্রায়ো দেবতা—বহুদেবতা ], লোকে অস্তি হি আচারঃ ( লোকে এই আচার বা ব্যবহার আছে )—প্রায়ঃ—বহুলম্ ( 'প্রায়স্' শব্দ 'বহুল' অর্থে প্রযুক্ত হয় ); দেবদেবত্যম্ অতিথিদেবত্যং পিতৃদেবত্যম্ ( এই দ্রব্যের দেবতা—দেব অতিথি এবং পিতৃগণ সকলেই )।

'প্রায়ঃ' শব্দের অর্থ অধিকার বা প্রকরণ। যে দেবতার অধিকারে বা প্রকরণে অনাদিষ্ট-দেবতাক মন্ত্র বিদ্যমান, সেই দেবতাই বা ইহার দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইবেন। ইন্দ্রের অধিকারে বা প্রকরণে বিদ্যমান থাকিলে দেবতা হইবেন ইন্দ্র, অগ্নির অধিকারে বা প্রকরণে বিদ্যমান থাকিলে দেবতা হইবেন অগ্নি। অথবা, 'প্রায়ঃ' শব্দের অর্থ বহুল; যেমন অনৃতপ্রায়ঃ—অনৃতবহুলম্।[১] বহুদেবতা অর্থাৎ অনেক দেবতাই অনাদিষ্ট-দেবতাক মন্ত্রের দেবতা। এই দ্রব্যের দেবতা দেব, এই দ্রব্যের দেবতা অতিথি, এই দ্রব্যের দেবতা পিতৃগণ, এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশের পর দ্রব্যরাশির যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার দেবতা হইবেন বহুল বা বহুসংখ্যক—সাধারণভাবে দেব, অতিথি এবং পিতৃগণ সকলেই। সেইরূপ আদিষ্টদেবতাক মন্ত্ররাশির মধ্যে যে সমস্ত মন্ত্র অনাদিষ্টদেবতাক তাহাদের দেবতা হইবেন সাধারণভাবে সকল দেবতাই অর্থাৎ এই সকল মন্ত্র হইবে বহুদৈবত বা বৈশ্বদেব।

**যাজ্ঞদৈবতো মন্ত্র ইতি ॥ ৭ ॥**

মন্ত্রঃ ( মন্ত্র ) যাজ্ঞদৈবতঃ ( যজ্ঞ-দেবতাক অথবা দেবতা দেবতাক ) ইতি—( ইহা হইতে পারে )।

চতুর্থ সন্দর্ভে বলা হইয়াছে 'নারাশংসা ইতি নৈরুক্তাঃ' ( কোনও যজ্ঞে বা যজ্ঞাঙ্গে বিনিযুক্ত হয় না ঈদৃশ অনাদিষ্টদেবতাক মন্ত্রের দেবতা নরাশংস—ইহা নৈরুক্তগণের মত )। কাত্থক্য এবং শাকপূণি উভয়েই নৈরুক্ত। কাত্থক্যের মতে নরাশংস—যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণু এবং শাকপূণির মতে নরাশংস—দেবতা অর্থাৎ সর্ব্বদেবতাশ্রয় অগ্নি। যাজ্ঞদৈবতঃ—যাজ্ঞো বা দৈবতো বা; 'যাজ্ঞ' শব্দের অর্থ—যজ্ঞ-দেবতাক ( যজ্ঞ বা বিষ্ণু দেবতা যাহার ) এবং 'দৈবত' শব্দের অর্থ—দেবতাদেবতাক ( দেবতা অর্থাৎ সর্ব্ব দেবতাময় অগ্নি দেবতা যাহার )। 'নারাশংসা ইতি নৈরুক্তাঃ' ইহারই অর্থ অবধৃত বা নিশ্চিত হইল—'যাজ্ঞদৈবতো মন্ত্রঃ' ( অনাদিষ্টদেবতাক মন্ত্রের দেবতা নরাশংস অর্থাৎ যজ্ঞ বা বিষ্ণু, অথবা দেবতা বা অগ্নি ) এই বাক্যের দ্বারা।

---

১। অথবা প্রায় ইতি বাহুল্যমুচ্যতে তদ্ যথা অনৃতপ্রায়ো দেবদত্ত ইত্যুক্তে অনৃতবহুলমিত্যেব গম্যতে...... অস্তি হি লোকে বহুলস্ত ভূয়স্ত্বেন প্রসিদ্ধিঃ ( দুঃ )।

অপিহ্যদেবতা দেবতাবৎ স্তূয়ন্তে যথাশ্বপ্রভৃতীন্যোষধিপর্য্যন্তানি ॥ ৮ ॥

অপিহি ( আর যেহেতু ) অদেবতাঃ দেবতাবৎ স্তূয়ন্তে ( যাঁহারা দেবতা নহেন তাঁহারা দেবতাবৎ স্তুত হন ), যথা ( যেমন ) অশ্বপ্রভৃতীনি ওষধিপর্য্যন্তানি ( অশ্ব প্রভৃতি প্রাণিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ওষধিপর্য্যন্ত দ্রব্যসমূহ )।

প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ সন্দর্ভে মন্ত্রের দেবতা কি করিয়া নিরূপণ করিতে হয় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত হইয়াছে—অভীষ্টপ্রদানে সমর্থ জানিয়া মন্ত্রে যে দেবতার প্রতি স্তুতি প্রযুক্ত হইয়াছে, তিনিই সেই মন্ত্রের দেবতা। কিন্তু দেখা যায় অনেক মন্ত্রে অশ্ব প্রভৃতি প্রাণী এবং অক্ষ ওষধি প্রভৃতি দ্রব্য ( নিঘ ৫।৩।১-২২ দ্রষ্টব্য ) স্তুত হইয়াছেন।[১] ইহারা ত অভীষ্টপ্রদানে সমর্থ হইতে পারেন না ; কারণ, অশ্বাদি জন্তু প্রাণী হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি-বিহীন এবং অক্ষ ওষধি প্রভৃতি অচেতন। ইহাদের দেবতারূপে স্তুতি কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে ?

অথাপ্যষ্টৌ দ্বন্দ্বানি ॥ ৯ ॥

অথ ( আর ) অষ্টৌ দ্বন্দ্বানি অপি [ স্তূয়ন্তে ] ( উলূখলমুষল, দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতি অষ্ট যুগলও স্তুত হইয়া থাকেন )।

মন্ত্রসমূহে অষ্ট যুগল বস্তুরও স্তুতি দেখা যায়। এই সকল বস্তু উলূখলমুষল, দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতি ( নিঘ ৫।৩।২৯-৩৬ দ্রষ্টব্য )।[২] ইহারা অচেতন ; ইহাদেরই বা অভীষ্টপ্রদান-সামর্থ্য কি করিয়া থাকিতে পারে ? ইহাদের দেবতাত্ব উপপন্ন হয় কিরূপে ?

স ন মন্যেতাগন্তূনিবার্থান্ দেবতানাম্, প্রত্যক্ষদৃশ্যমেতদ্ ভবতি ॥ ১০ ॥

দেবতানাম্ ( দেবতাগণের ) আগন্তূন্ অর্থান্ ইব ( আগন্তুক পদার্থের ন্যায় ) সঃ ন মন্যেত ( শিষ্য যেন অশ্ব অক্ষ প্রভৃতিকে মনে না করেন ), [ যদিও ] এতৎ প্রত্যক্ষদৃশ্যম্ ভবতি ( অশ্বাদি আগন্তুক পদার্থরূপেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট হইয়া থাকে )।

অশ্ব, অক্ষ, উলূখলমুষল প্রভৃতি মানুষের আগন্তুক বা বহিরাগত পদার্থ। ইহারা উপকরণ অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা মানুষের উপকার সাধিত হয় ; ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট। আগন্তুক বা উপকরণভূত পদার্থমাত্রই অনিত্য। অশ্ব, অক্ষ, উলূখল প্রভৃতি দেবতাদিগের আগন্তুক বা উপকরণভূত পদার্থ, অতএব সাধারণ অশ্বাদির ন্যায় ইহারাও অনিত্য এবং তন্নিমিত্তই দেবতাত্বপরিশূন্য ;[৩]

---

১। অশ্বস্তুতি—ঋগ্বেদ ১।১৬২, ১।১৬৩ ; অক্ষস্তুতি—ঋগ্বেদ ১০।৩৪ ; ওষধিস্তুতি – ঋগ্বেদ ১০।৯৭

২। দ্যাবাপৃথিবীস্তুতি—ঋগ্বেদ ২।৪১ ; উলূখলস্তুতি—ঋগ্বেদ ১।২৮

৩। লোকে তাবদেতে মনুষ্যাণামনিত্যানামশ্বাদয়োঽর্থাঃ আগন্তবঃ অপায়িনশ্চানিত্যাঃ। তদ্ যদি দেবতা-নামপ্যেবমেব ভবন্ত্যসাঃ তেষাঞ্চানিত্যত্বাৎ স্তুতিরনর্থিকা ( দুঃ ) ; আগন্তবে অনিত্যত্বানপ্রাধান্যং চ দর্শয়তি। যথা পুরুষস্য গবাশ্বরাসভাদয় উপকরণভূতা অপায়িন উপায়িনশ্চ......( দুঃ ভাঃ )।

তাহা হইলে দেবতার ন্যায় ইহাদের স্তুতি অসঙ্গত—এইরূপ আশঙ্কা করা অপরিপক্ব শিষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। আচার্য্য উত্তরে বলিতেছেন :—

মাহাভাগ্যাদ্দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে ॥ ১১ ॥

দেবতায়াঃ (দেবতার) মাহাভাগ্যাৎ (মাহাভাগ্য অর্থাৎ প্রকৃত ঐশ্বর্য্যবশতঃ) একঃ আত্মা (এক আত্মা) বহুধা (বহুরূপে) স্তূয়তে (স্তুত হইয়া থাকেন)।

আত্মা এক। আত্মা, পরমেশ্বর, দেবতা—ইহারা পর্য্যায় শব্দ। আত্মা বা দেবতা এক হইলেও মাহাভাগ্য অর্থাৎ নিরতিশয় পুণ্যানুভাবরূপ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যবশে (যোগসূত্র ৩।৪৫ দ্রষ্টব্য) ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারেন। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি একই আত্মার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। 'এই আদিত্যরূপী আত্মাকে মেধাবিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন; ইনি স্বর্গীয় পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হইলেও ইঁহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করে; ইঁহাকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলে' (ঋ ১।১৬৪।৪৬)। 'মঘবা স্বকীয় শরীর হইতে মায়া করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন' (ঋ ৩।৫৩।৮)। বিভিন্ন মন্ত্রে স্তুত অশ্ব, অক্ষ, উলূখলমুসল, দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতি এক আত্মা বা দেবতারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ইঁহারা অদেবতা নহেন। ইহা খাঁটী আত্মবিদের কথা এবং একেশ্বরবাদ। 'মাহাভাগ্য' শব্দের অর্থ—অণিমাদি ঐশ্বর্য্যরূপ মহান্ পুণ্যানুভাব।[১]

একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি ॥ ১২ ॥

একস্য আত্মনঃ (এক আত্মার) অন্যে দেবাঃ (অন্য দেবগণ) প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি (প্রত্যঙ্গ বলিয়া কল্পিত হয়েন)।

বস্তুগত্যা আত্মা বা দেবতা এক। অন্য দেবগণ এই এক আত্মার প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গস্বরূপ।[২] অঙ্গ যেরূপ শরীর হইতে ব্যতিরিক্ত নহে, অন্য দেবগণও সেইরূপ আত্মস্বরূপ এক দেবতা হইতে ব্যতিরিক্ত নহেন। অথবা, অঙ্গকে অপেক্ষা করিয়াই প্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব; হস্তপদাদি অঙ্গ, অঙ্গুলি প্রত্যঙ্গ। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি আত্মরূপী দেবতার অঙ্গ; অশ্ব, শকুনি, অক্ষ প্রভৃতি তাঁহার প্রত্যঙ্গ—এইরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে।[৩] এতৎপক্ষে অন্যে দেবাঃ—অশ্বাক্ষশকুনিপ্রভৃতয়ঃ।

অপিচ সত্ত্বানাং প্রকৃতিভূমভির্ঋষয়ঃ স্তুবন্তীত্যাহুঃ ॥ ১৩ ॥

অপিচ (আর) সত্ত্বানাং (স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় পদার্থসমূহের) প্রকৃতিভূমভিঃ

---

১। মহান্ ভাগো যস্যাসৌ মহাভাগঃ তদ্ভাবো মাহাভাগ্যং তস্মাদ্ধেতোঃ পঞ্চমী; নিরতিশয়পুণ্যানুভাবাদণিমাদিলক্ষণাদৈশ্বর্য্যাৎ কারণাদিত্যর্থঃ (স্কঃ খাঃ)।

২। অঙ্গান্যেব প্রত্যঙ্গানি (স্কঃ খাঃ)।

৩। অথবা অঙ্গান্যপেক্ষ্য প্রত্যঙ্গম্, হস্তাদীন্যঙ্গম্, অঙ্গুল্যাদীনি প্রত্যঙ্গম্ (স্কঃ খাঃ); তস্মাদগ্নীন্দ্রসূর্য্যাত্মকস্য দেবতাত্মনোঽঙ্গানি অতঃ যেঽশ্বাদ্যুতঃ প্রভৃতীনি শকুন্যক্ষপ্রভৃতয়স্ত প্রত্যঙ্গানি (দুঃ)।

(প্রকৃতিবহুত্বনিবন্ধন অর্থাৎ যাবতীয় পদার্থ প্রকৃতিরই বহুরূপ পরিণাম বলিয়া) ঋষয়ঃ (ঋষিগণ) স্তুবন্তি (অশ্ব,উলূখলমুসল প্রভৃতির স্তুতি করিয়াছেন) ইত্যাহুঃ (আত্মবিদ্‌গণ ইহাও বলিয়া থাকেন)।

স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় পদার্থের প্রকৃতি পরমাত্মা; তাঁহার পরিণাম হয় বহুরূপে—অশ্বাদি প্রাণী এবং উলূখলমুসল প্রভৃতি বস্তু তাঁহারই পরিণাম। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন—অশ্ব, উলূখলমুসল প্রভৃতিও পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। ঋষিগণ পরমাত্মা মনে করিয়াই অশ্বাদির স্তুতি করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা পরমাত্মারই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে—ইহাই আত্মবিদ্‌গণের ব্যাখ্যা।[১]

প্রকৃতিসার্ব্বনাম্ন্যাচ্চ ॥ ১৪ ॥

প্রকৃতিসার্ব্বনাম্ন্যাৎ চ (আর প্রকৃতির সর্ব্বনামতা-নিবন্ধনও অশ্বাদির স্তুতি উপপন্ন হয়)।

প্রকৃতি (পরমাত্মা বা পরমেশ্বর) হইতে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন—প্রকৃতি হইতে কোন পদার্থই ভিন্ন নহে; সকল পদার্থকেই প্রকৃতি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রকৃতি সর্ব্বনাম—সকল পদার্থেরই নাম বা সংজ্ঞা প্রকৃতি।[২] অশ্ব, উলূখলমুসল প্রভৃতিও প্রকৃতি-নামবাচ্য। অশ্বাদির স্তুতি করিলে পরমার্থতঃ অশ্বাদিনামে প্রকৃতিরই স্তুতি করা হয়, অদেবতার স্তুতি করা হয় না (১৭শ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)। ইহাই যথার্থতঃ সর্ব্ব পদার্থে আত্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শন।

ইতরেতরজন্মানো ভবন্তীতরেতরপ্রকৃতয়ঃ ॥ ১৫ ॥

ইতরেতরজন্মানঃ ভবন্তি (দেবতাগণ পরস্পর পরস্পর হইতে জন্মগ্রহণ করেন) [অতঃ] ইতরেতরপ্রকৃতয়ঃ [কাজেই] (পরস্পর পরস্পরের প্রকৃতি হইয়া থাকেন)।

দেবতাগণ পরম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; তাঁহাদের মহিমা অচিন্তনীয়। দেবতাগণ পরস্পর পরস্পরের জনক। প্রাতঃকালে অগ্নি হইতে সূর্য্য প্রসূত হয়েন—অগ্নি প্রকৃতি বা পিতৃস্বরূপ, সূর্য্য বিকৃতি বা পুত্রস্বরূপ; সায়ংকালে কিন্তু সূর্য্য হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়েন—সূর্য্য প্রকৃতি বা পিতৃস্বরূপ, অগ্নি বিকৃতি বা পুত্রস্বরূপ। অদিতি হইতে দক্ষের জন্ম, আবার দক্ষ হইতে অদিতির জন্ম (ঋ ১০।৭২।৪ এবং নিরু ১১।২৩ দ্রষ্টব্য); পরস্পর পরস্পরের প্রকৃতি।[৩] মনুষ্য অনৈশ্বর্য্য, কাজেই তাহাদের ঈদৃশ শক্তি নাই;[৪] মনুষ্যমধ্যে পুত্রের জনকত্ব

১। প্রকৃতের্ভূমানি বহুধানি যানি সত্ত্বানাং তৈরনন্যত্বং পশ্যতঃ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বাৎ কারণমহিমভিঃ তাত্ত্বাদীয়াভিষ্টুবন্তীত্যাহুরাত্মবিদঃ (দুঃ)।

২। নাম নমনং সংজ্ঞা সর্ব্বত্রেব নাম সর্ব্বনাম প্রকৃতেঃ সর্ব্বনাম প্রকৃতিসর্ব্বনাম তদ্ভাবঃ প্রকৃতিসার্ব্বনাম্যং তস্মাৎ (দুঃ)।

৩। দেবানাং হ্যগ্নেঃ সূর্য্যোঽভ্যজায়ত 'এষ প্রাতঃ প্রসূয়তি'—ইতি হ বিজ্ঞায়তে। তস্মাৎ সূর্য্যস্যাগ্নিঃ প্রকৃতিঃ। সূর্য্যাচ্চাগ্নিঃ সায়ং জায়তে, তস্মাদগ্নেঃ সূর্য্যঃ প্রকৃতিঃ, অদিতের্দক্ষো দক্ষাচ্চাদিতিরিতি (দুঃ)।

৪। ন মনুষ্যাণামিয়ং শক্তিরস্তি অনৈশ্বর্য্যাৎ (দুঃ)।

নিবন্ধন পিতা প্রকৃতি, পুত্র কিন্তু কখনও পিতার প্রকৃতিত্ব লাভ করিতে পারে না। দেবতাগণের মধ্যে ও মনুষ্যগণের মধ্যে অনন্ত বিষয়ে মহান্ প্রভেদ বর্ত্তমান। কাজেই অশ্ব, উলুখলমুসল প্রভৃতি মনুষ্যের উপকরণ হয় বলিয়া দেবতাদেরও উপকরণ হইবে এবং তন্নিবন্ধন দেবতাত্বপরিশূন্য হইবে, এইরূপ মনে করা অসমীচীন। সূত্রে 'ইতরেতরজন্মানঃ' ইহার ব্যাখ্যাই 'ইতরেতরপ্রকৃতয়ঃ'; [১] পরস্পর পরস্পর হইতে জাত হইলে পরস্পর পরস্পরের প্রকৃতি হইবেই।

কর্ম্মজন্মানঃ ॥ ১৬ ॥ আত্মজন্মানঃ ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মজন্মানঃ ( দেবতাগণ কর্ম্মজন্মা অর্থাৎ দেবতাগণের যে জন্ম হয় তাহার নিমিত্ত কর্ম্ম ); আত্মজন্মানঃ ( দেবতাগণ আত্মজন্মা অর্থাৎ দেবতাগণের জন্ম হয় স্বেচ্ছানুসারে )।

অশ্বাদির অদেবতাত্ব নিরাকরণ প্রসঙ্গে দেবতার জন্ম বা আবির্ভাব কিরূপে হয় তাহা বলিতেছেন। দেবতারা কর্ম্মজন্মা—কর্ম্মই ইহাদের জন্ম অথবা আবির্ভাবের হেতু। মানুষও কর্ম্মজন্মা। কিন্তু পার্থক্য এই যে, মানুষ আত্মজন্মা নহে অর্থাৎ মানুষ স্বেচ্ছানুসারে জন্ম বা আবির্ভাব লাভ করিতে পারে না। দেবতাদের এইরূপই বিশিষ্ট কর্ম্ম যে, তাঁহাদের অভিপ্রেত-কার্য্যসম্পাদন-মানসে যখন যেভাবে ইচ্ছা করেন তখন সেইভাবেই উৎপন্ন হইতে পারেন। এই ব্যাখ্যা স্কন্দস্বামীর অভিমত।[২]

দুর্গাচার্য্যের মতে—দেবতারা কর্ম্মজন্মা অর্থাৎ মানুষের কর্ম্মফল সিদ্ধির নিমিত্তই অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার জন্ম, ইহাদের জন্ম না হইলে মানুষের কর্ম্মফলসিদ্ধি হইত না।[৩] অগ্ন্যাদি দেবতা উপাস্য, ইঁহাদের উপাসনা করিলে ইঁহারা উপাসনার ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহারা না থাকিলে উপাসনাই বা কাহার হইবে, উপাসনারূপ কর্ম্মের ফলসিদ্ধিই বা কোথা হইতে আসিবে? অথবা এইরূপও বলা যাইতে পারে যে, দেবতাব্যতিরেকে লোকের কৃষ্যাদিফলসিদ্ধি হয় না। সূর্য্য, ইন্দ্র না থাকিলে বৃষ্টি হইতে পারে না। বৃষ্টি না হইলে কৃষির ফল, খাদ্যশস্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? দেবতারা মাত্র কর্ম্মজন্মা নহে, আত্মজন্মাও। পরমাত্মা হইতেই দেবতাদের জন্ম। মনুষ্যাদির জন্ম পরমাত্মা হইতে হইলেও দেবতা ও মনুষ্যাদির মধ্যে পার্থক্য এই যে, দেবতারা জন্মগ্রহণ করেন সংকল্পানুরূপ কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে যোগবলে আত্মসাক্ষাৎ করিয়া—সেই আত্মা

---

১। 'ইতরেতরজন্মানঃ' ইতি ; এতস্যৈব ব্যাখ্যানম্ ইতরেতরপ্রকৃতয়ঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। ননু মনুষ্যা অপি কর্ম্মজন্মান এব। অতো বিশিনষ্টি আত্মজন্মানঃ। আত্মেচ্ছয়া জন্ম যেষাং তে আত্মজন্মানঃ। এতদুক্তং ভবতি ঈদৃশং তেষামতাত্ত্ববিশিষ্টং কর্ম্ম যেন যস্মিন্ কালে যাদৃশং চ কার্য্যকরণনিষ্পত্তি তস্মিংস্তথা তাদৃশমেবোৎপদ্যন্তে যোনাবযোনৌ চ।

৩। কর্ম্মফলসিদ্ধয়ে লোকস্য অগ্নিবায়ুসূর্য্যা জায়ন্তে। ন হ্যেতেভ্যো ঋতে লোকস্য কর্ম্মফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ।

হইতে স্ব-ইচ্ছায়; মহত্ত্বাদি অনীশ্বর বলিয়া এতাদৃশ শক্তি তাহাদের নাই।[১] অশ্বাদির পারমার্থিক স্বরূপ কি তাহা বলিতেছেন।

আত্মৈবৈষাং রথো ভবত্যাত্মা অশ্ব আত্মায়ুধমাত্মেষব
আত্মা সর্ব্বং দেবস্য দেবস্য ॥ ১৮ ॥

আত্মা এব ( আত্মাই ) এষাং ( এই দেবগণের ) রথঃ ভবতি ( রথ হয় ) আত্মা অশ্বঃ ( আত্মাই অশ্ব হয় ) আত্মা আয়ুধম্ ( আত্মাই আয়ুধ হয় ) আত্মা ইষবঃ ( আত্মাই বাণসমূহ হয় ) আত্মা সর্ব্বম্ দেবস্য দেবস্য ( আত্মাই দেবগণের সর্ব্ববস্তু হয় )।

দেবতাগণের রথ, অশ্ব, আয়ুধ প্রভৃতি সর্ব্বদ্রব্যই আত্মা ( পরমাত্মা ) হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা আত্মার বিকৃতি—আত্মারই স্বরূপ, আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। কাজেই অশ্বরথাদির স্তুতিতে অদেবতার স্তুতি হয় না, পরমাত্মা বা পরমেশ্বরেরই স্তুতি হয় ( ১০শ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য ); দেবস্য দেবস্য = সর্ব্বেষাং দেবানাম্ ( সমস্ত দেবগণের )।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ক এব তস্মাদ্ জায়তে ইতি চেৎ সত্যম্, সর্ব্বং তস্মাজ্জায়তে ন কামকারেণ। দেবাস্তু মহাত্মানঃ শক্ত্যা যোগেন ততঃ কামকারেণ জায়ন্তে।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

**তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ ॥ ১ ॥**

তিস্রঃ এব দেবতাঃ ( দেবতার সংখ্যা তিনই ) ইতি নৈরুক্তাঃ ( নিরুক্তকারগণ ইহা মনে করেন )।

আত্মবিদ্‌গণের মতে দেবতা এক—আত্মা বা পরমাত্মা। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ইহা বলা হইয়াছে ( ৪।১১ দ্রষ্টব্য )। যাজ্ঞিকগণের মত কি তাহা পরে বলিবেন ( ৫ম ও ৬ষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )। নিরুক্তকারগণের মতে দেবতা তিনই ; 'এব' শব্দ অবধারণার্থক।[১]

**অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বেন্দ্রোবান্তরিক্ষস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ ॥ ২ ॥**

অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানঃ ( অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা ) বায়ুঃ বা ইন্দ্রঃ বা অন্তরিক্ষস্থানঃ ( বায়ু অথবা ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান দেবতা ) সূর্য্যঃ দ্যুস্থানঃ ( সূর্য্য দ্যুস্থান দেবতা )।

পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলোক—এই তিন লোক নিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচিত। লোকের সংখ্যা তিন বলিয়া দেবতারও তিন সংখ্যা নিরুক্তকারগণ কল্পনা করিয়াছেন।[২] তাঁহাদের কল্পনার মূলে রহিয়াছে বিভিন্ন বৈদিক বাক্য—ঋগ্বেদ সংহিতা ( ১০।৮২।৬ ); শুক্লযজুর্ব্বেদ ( ১৭।৩২ ); মৈত্রায়ণী সংহিতা ( ৪।২।১২ এবং ২।১৩।১৭ ); ছান্দোগ্যোপনিষৎ ( ৪।১৭।১ ) দ্রষ্টব্য। অগ্নি পৃথিবীলোকের, বায়ু অথবা ইন্দ্র অন্তরিক্ষলোকের এবং সূর্য্য দ্যুলোকের অভিমানিনী দেবতা। অগ্নি এবং সূর্য্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, বায়ু ত্বগিন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ। মধ্যমলোকের কর্ম্মপ্রকাশক দেবতা কিন্তু বায়ু এবং বিদ্যুৎ উভয়েই। বিদ্যুৎ আবার ইন্দ্রেরই রূপ। এতন্মধ্যে বায়ু নিত্যপ্রত্যক্ষ, বিদ্যুৎ বা ইন্দ্র কিন্তু নিত্যপ্রত্যক্ষ নহেন। অথচ অন্তরিক্ষলোকের মুখ্য সম্বন্ধ ইন্দ্রেরই সহিত ( মৈত্রা. সং ১।৩।১২ দ্রষ্টব্য )। কাজেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট অগ্নি ও সূর্য্যের সহিত অন্তরিক্ষস্থানের দেবতারূপে প্রথমে প্রত্যক্ষানুভূত বায়ুর উল্লেখ করিয়া বৈকল্পিক উল্লেখ করিলেন—সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ না হইলেও অন্তরিক্ষস্থানের সহিত মুখ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট দেবতা ইন্দ্রের।

**তাসাং মাহাভাগ্যাদেকৈকস্য অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ ৩ ॥**

তাসাং ( সেই দেবতাগণের ) মাহাভাগ্যাৎ ( মাহাভাগ্য অর্থাৎ পুণ্যানুভাবরূপ ঐশ্বর্য্যবলে ) একৈকস্যাঃ অপি ( এক এক দেবতারও ) বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি ( বহু নাম হইয়া থাকে )।

---

১। তিস্র ইতি সংখ্যা, এবেত্যবধারণমিতরৌ পদাবপেক্ষা ( দুঃ )।

২। কর্ম্মোপপত্ত্যা ত্রিধা পরিকল্পয়ঃ স্থানভেদাৎ…( দুঃ )।

এই যে তিন দেবতা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ইঁহারা সকলেই প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। এই ঐশ্বর্য্যবলে প্রত্যেকেই নিজেকে বহুধা বিভক্ত করিয়া বহু রূপে পরিণত হয়েন। এইভাবে এক এক দেবতারই বহু রূপ হয় বলিয়া বহু নাম হইয়া থাকে। যেমন—জাতবেদা, বৈশ্বানর (অগ্নির নাম), বায়ু, বরুণ, রুদ্র (ইন্দ্রের নাম) অশ্বিদ্বয়, উষা (সূর্য্যের নাম)।[১] দেবতা তিনই, তবে আমরা যে আরও অনেক দেবতার নাম শ্রবণ করি তাঁহারা এই তিনেরই পরিণাম এবং রূপান্তর মাত্র।

অপি বা কর্ম্মপৃথক্ত্বাদ্ যথা হোতাধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মোদ্গাতেত্যপ্যেকস্য সতঃ ॥ ৪ ॥

অপি বা (অথবা) কর্ম্মপৃথক্ত্বাৎ (কর্ম্মের পৃথক্ত্ব অর্থাৎ বিভিন্নতাবশতঃ) [একৈকস্যাঃ অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি] (এক এক দেবতারও বহু নাম হইয়া থাকে)। যথা (যেরূপ) একস্য অপি সতঃ (যাজক একই ব্যক্তি হইলেও) হোতা অধ্বর্য্যুঃ ব্রহ্মা উদ্গাতা ইতি (তাঁহার নাম হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা প্রভৃতি হইতে পারে)।

অথবা এইরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে যে, এক এক দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম হয় ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মানুসারে। লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায় বিভিন্ন কর্ম্মানুসারে একই লোকের বিভিন্ন নাম হইয়া থাকে। একই লোক যখন ছেদন করে তাহার নাম হয় লাবক, যখন পাক করে তাহার নাম হয় পাচক এবং যখন স্তব করে তাহার নাম হয় স্তাবক।[২] বৈদিক ব্যবহারেও এইরূপ দৃষ্টান্ত আছে। দেখা যায়, কুণ্ডপায়িনাময়নে (এতন্নামক সংবৎসর-সাধ্য সত্রবিশেষে) গৃহপতি এবং ছয়জন ঋত্বিক্ দীক্ষিত হয়েন; এই ছয়জন ঋত্বিকের প্রত্যেকেই পর্য্যায়ক্রমে হোতা, পোতা প্রভৃতি ষোড়শ ঋত্বিকের কাজ করিয়া থাকেন। যখন তিনি হোতার কাজ করেন অর্থাৎ ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞস্থলে দেবতাকে আহ্বান করেন, তখন তাঁহার নাম হয় হোতা; যখন তিনি অধ্বর্য্যুর কাজ করেন অর্থাৎ যজুর্মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, তখন তাঁহার নাম হয় অধ্বর্য্যু; যখন তিনি উদ্গাতার কাজ করেন অর্থাৎ সাম গান করেন, তখন তাঁহার নাম হয় উদ্গাতা; যখন তিনি ব্রহ্মার কাজ করেন অর্থাৎ ঋগ্বেদী, যজুর্ব্বেদী ও সামবেদী এই তিন শ্রেণীর ঋত্বিকের কর্ম্ম পরিদর্শন করেন এবং তাঁহাদের ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করেন, তখন তাঁহার নাম হয় ব্রহ্মা।[৩]

---

১। একাত্মানমনেকধা বিকুর্ব্বতীনাম্ একৈকস্যাঃ প্রতিবিকারং জাতবেদাঃ বৈশ্বানরঃ বরুণঃ রুদ্রঃ অশ্বিনৌ উষা ইত্যেবমাদীনি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি (দুঃ)।

অথবা এইরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে যে, তিন দেবতার প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; এক ঐশ্বর্য্য নিয়া নাম হয় সূর্য্য, অপরাপর ঐশ্বর্য্য নিয়া নাম হয় জাতবেদা, বৈশ্বানর ইত্যাদি।

২। যথা চ লোকে একো দেবদত্তঃ পচন্ পাচকো লুনন্ লাবকঃ স্তুবন্ স্তাবক উচ্যতে (স্কঃ পাঃ)।

৩। কুণ্ডপায়িনাময়নে—অত্র হি সপ্ত দীক্ষান্তে, ত এব চ ষড়ং কর্ম্ম কুর্ব্বতে, তেষাং ষট্ ষোড়শানাং পর্য্যায়েণ কর্ম্ম কুর্ব্বতে, তৎকর্ম্ম কুর্ব্বাণা তদাখ্যা ভবন্তি (দুঃ); আপ-শ্রৌতসূত্র, ৪।১ দ্রষ্টব্য।

অপি বা পৃথগেব স্যুঃ পৃথগ্‌ঘি স্তুতয়ো ভবন্তি ॥ ৫ ॥

অপি বা ( অথবা ) পৃথক্ এব স্যুঃ ( দেবতারা পরস্পর ভিন্ন ), হি ( যেহেতু ) পৃথক্ স্তুতয়ঃ ভবন্তি ( তাঁহাদের স্তুতি ভিন্ন ভিন্ন )।

আত্মবিদ্‌গণের মতে দেবতা এক, নিরুক্তকারগণের মতে দেবতা তিন—ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে যাজ্ঞিকগণের মত বলিতেছেন। যাজ্ঞিকগণের মতে দেবতারা পরস্পর পৃথক্—তাঁহাদের সংখ্যা অনেক, কারণ, অগ্নি, জাতবেদা বৈশ্বানর প্রভৃতি দেবতার পৃথক্ পৃথক্ স্তুতি পরিদৃষ্ট হয় ; স্তুতিবহুত্বে স্তুত্যবহুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।

তথাভিধানানি ॥ ৬ ॥

তথা ( আর ) অভিধানানি ( নামসমূহও ) [ পৃথক্ ভবন্তি ] ( পরস্পর পৃথক্ )।

দেবতাদিগের নামও পরস্পর বিভিন্ন। নামের বিভিন্নতা হইতেও প্রতিপাদিত হয় যে, দেবতারা পরস্পর বিভিন্ন—তাহাদের সংখ্যা অনেক। স্তুতিবহুত্বে যেরূপ স্তুত্যবহুত্ব স্বীকার্য, অভিধান বা নামবহুত্বেও সেইরূপ অভিধেয়ের বা নামীর বহুত্ব স্বীকার্য।[১]

যথো এতৎ কর্ম্মপৃথক্ত্বাদিতি বহবোঽপি বিভজ্য কর্ম্মাণি কুর্য্যুঃ ॥ ৭ ॥

যথো এতৎ ( আর যে ইহা বলা হইয়াছে )[২] কর্ম্মপৃথক্ত্বাৎ ইতি ( কর্ম্মের পৃথক্ত্ব বা বিভিন্নতাবশতঃ এক এক দেবতারও বহু নাম হইয়া থাকে ) [ তাহার উত্তরে বলিতেছি ] বহবঃ অপি ( সংখ্যায় বহু হইলেও ) বিভজ্য ( নিজেদের মধ্যে বিভাগ করিয়া ) কর্ম্মাণি কুর্য্যুঃ ( কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন )।

দেবতার একত্ব প্রতিপাদনে কর্ম্মপৃথক্ত্ব হেতুরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে। যাজ্ঞিকগণের পক্ষ হইয়া বলা যাইতে পারে, এই হেতু ব্যভিচারী বা অনৈকান্তিক ; কারণ, কর্ম্মপৃথক্ত্ব বহুত্ব-প্রতিপাদনের হেতুরূপেও উপন্যস্ত হইতে পারে।[৩] দেখা যায়, পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম সম্পাদনীয় থাকিলে 'আমি ইহা করিব' 'আমি ইহা করিব' নিজেদের মধ্যে এইরূপ বিভাগ করিয়া বহুকর্ত্তৃকও তৎসম্পাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে অর্থাৎ পৃথক পৃথক্ কর্ম্ম যেরূপ একের সম্পাদ্য, সেইরূপ বহুরও সম্পাদ্য হইতে পারে। কাজেই কর্ম্মপৃথক্ত্বহেতু দেবতা এক, ইহা না বলিয়া কর্ম্মপৃথক্ত্বহেতু দেবতা বহু—ইহা বলাও অযৌক্তিক হইবে না।

তত্রসংস্থানৈকত্বং সম্ভোগৈকত্বঞ্চোপেক্ষিতব্যম্ ॥ ৮ ॥

তত্র—পৃথক্ত্বে সতি ( দেবতার বহুত্ব হইলেও ) সংস্থানৈকত্বং ( সমানস্থানতানিবন্ধন

---

১। যথৈব হি স্তুতিভেদাৎ স্তুত্যভেদঃ এবমেবাভিধানভেদাদভিধেয়ভেদোঽপি ভবিতুমর্হতি ( দুঃ )।
২। যথো এতৎ—যৎ পুনরেতদুক্তম্ ( দুঃ )।
৩। অনৈকান্তিক এব দৃষ্টান্তঃ। দৃষ্টো হি প্রকৃতিভেদাৎ প্রতিকর্মভেদঃ ( দুঃ )।

একত্ব )[১] সম্ভোগৈকত্বং চ ( এবং বিশ্বের স্থিতির নিমিত্ত অনুগ্রাহকতানিবন্ধন একত্ব )[২] উপেক্ষিতব্যম্ ( বিচারপূর্ব্বক নির্ণয় করিতে হইবে )।

আত্মাবিদ্‌গণের মতে দেবতা এক, নিরুক্তকারগণের মতে দেবতার সংখ্যা তিন এবং যাজ্ঞিকগণের মতে বহু। যাস্কাচার্য্য এই তিন মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতেছেন। দেবতারা তিনই হউন আর বহুই হউন, তাঁহারা পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক এই তিন স্থান ব্যাপ্ত করিয়াই বর্ত্তমান আছেন—কতক আছেন পৃথিবীতে, কতক অন্তরিক্ষে এবং কতক দ্যুলোকে। পৃথিব্যাদিস্থানগত একত্ব পৃথিব্যাদিস্থানে অবস্থিত দেবতাসমূহে আরোপ করিয়া পৃথিবীস্থ দেবতা এক, অন্তরিক্ষস্থ দেবতা এক এবং দ্যুলোকস্থ দেবতা এক—এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে।[৩] ফলে, দেবতার সংখ্যা বহু না হইয়া তিন হইল। আবার তিন স্থানের দেবতারা সম্ভোগ অর্থাৎ মিলিতভাবে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক এই স্থানত্রয়ের পালন করিয়া ইহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।[৪] "মেঘগণ দেবতাদিগের সৃষ্টিকালে প্রথম দেখা দিয়াছিল। সেই মেঘ ইন্দ্র ছেদন করাতে তাহার মধ্য হইতে জল নির্গত হইল। পর্জ্জন্য, বায়ু ও সূর্য্য এই তিন দেবতা যথাক্রমে পৃথিবীর উদ্ভিজ্জদিগকে পরিপক্ব করেন। আর বায়ু ও সূর্য্য এই দুই দেবতা প্রীতিকর জলকে বহন করিতে পারেন" ( ঋগ্বেদ ১০।২৭।২৩ ; নিরু ২।২২ দ্রষ্টব্য )[৫] "উদক একই প্রকার, কয়েক দিন উপরে গমন করে, কয়েক দিন নিম্নে নামিয়া আসে। প্রীতিকর মেঘগণ ভূমিকে প্রীত করে এবং অগ্নি দ্যুলোককে প্রীত করে" ( ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৫১ )।[৬] "অগ্নি পৃথিবীলোক হইতে জল [ ধূমাকারে ] ঊর্দ্ধলোকে প্রেরণ করেন। দ্যুলোকে এই অগ্নিই রশ্মি-আচ্ছাদিত সূর্য্য হইয়া বর্ষণ করেন ; [ অন্তরিক্ষস্থানদেবতা ] মরুদ্‌গণ সূর্য্য-সৃষ্ট বৃষ্টি পৃথিবীতে আনয়ন করেন" ( কাঠক সং, ১১।১০ ; শত ব্রাঃ, ৫।৩।৫।১৭ ; নিরু ৭।২৪ )। এই সকল বৈদিক বাক্য হইতে ইহা প্রতীত হয় যে, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য এই তিন দেবতা পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোকের প্রতি সর্ব্বদা অনুগ্রহসম্পন্ন ; তাঁহাদের একই কার্য্য এবং তাহা হইতেছে এই লোকত্রয়কে পরস্পর মিলিত হইয়া রক্ষা করা। 'সম্ভোগ' শব্দ পালনার্থক 'ভুজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লোকত্রয়ের সম্ভোগ বা রক্ষণরূপ এককার্য্যতানিবন্ধনও তিন দেবতাকে অন্ততঃ গৌণভাবে এক বলিয়া কল্পনা করা যাইতে

---

১। সহস্থানতয়া একত্বং স্থানৈকত্বম্ ( দুঃ )।

২। সম্ভোগহেতুকমেকত্বং সম্ভোগৈকত্বম্ ( দুঃ )।

৩। তস্মিন্ ক্ষেত্র পক্ষে স্থানৈকত্বং পৃথিব্যাদিস্থানগতমেকত্বং তান্নিষূপচারেণোপেক্ষিতব্যম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।

৪। ভুজিঃ পালনে। সম্ভোগে পালনে কর্ত্তব্যে স্থিত্যর্থং বিশ্বস্যানুগ্রাহকত্বেনৈকত্বং সম্ভোগৈকত্বম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।

৫। রমেশচন্দ্র দ্রষ্টব্য।

৬। রমেশচন্দ্র দ্রষ্টব্য।

পারে; লৌকিক ব্যবহারেও যাহাদের কার্য্য এক তাহারা এক বলিয়াই পরিগণিত হয়।[১] ফলে দাঁড়াইল দেবতার একত্ব। যাস্কাচার্য্যের নিগূঢ় অভিপ্রায় এই যে দেবতার একত্ব ত্রিত্ব বা বহুত্ব পরস্পর অবিরোধী—তিনই সত্য। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া বিচার করিতে হইবে মাত্র। আত্মবিৎ পারমার্থিকভাবে দেবতার একত্বই দর্শন করেন; তাঁহার মতে ত্রিত্ব ও বহুত্ব গৌণভাবে সত্য। নিরুক্তকারের মতে দেবতার ত্রিত্বই পারমার্থিকভাবে সত্য; একত্ব ও বহুত্ব গৌণভাবে সত্য। যাজ্ঞিকের মতে পারমার্থিক সত্য দেবতার বহুত্ব; একত্ব ও ত্রিত্ব গৌণভাবে সত্য। সমস্ত জিনিষটা এইভাবে বিচার করিলে বিরোধ-কল্পনার অবকাশ থাকে না।[২]

উদাহরণের দ্বারা বক্তব্য পরিস্ফুট করিতেছেন :—

যথা পৃথিব্যাং মনুষ্যাঃ পশবো দেবা ইতি স্থানৈকত্বম্,* সম্ভোগৈকত্বঞ্চ দৃশ্যতে যথা পৃথিব্যাঃ পর্জ্জন্যেন চ বায়্বাদিত্যাভ্যাঞ্চ সম্ভোগোঽগ্নিনা চেতরস্য লোকস্য ॥ ৯ ॥

যথা (যেরূপ) পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) মনুষ্যাঃ পশবঃ দেবাঃ ইতি স্থানৈকত্বম্ (মনুষ্য, পশু ও পৃথিবীস্থানী দেবগণ—ইহাদের সকলেরই স্থান পৃথিবী বলিয়া একত্ব আছে); সম্ভোগৈকত্বঞ্চ দৃশ্যতে (সম্ভোগনিমিত্ত একত্বও পরিদৃষ্ট হয়), যথা (যেরূপ), পর্জ্জন্যেন চ বায়্বাদিত্যাভ্যাং চ (পর্জ্জন্যকর্তৃক এবং বায়ু ও আদিত্যকর্তৃক) পৃথিব্যাঃ সম্ভোগঃ (পৃথিবীর সম্ভোগ বা পালন), অগ্নিনা ইতরস্য চ লোকস্য [ সম্ভোগঃ ] (এবং অগ্নিকর্তৃক অন্য লোকের অর্থাৎ অন্তরিক্ষ অথবা দ্যুলোকের পালন)।

মনুষ্য পৃথিবীতে আছে, পশু পৃথিবীতে আছে এবং পৃথিবীস্থানী দেবতারাও পৃথিবীতে আছেন। এই একস্থানতা অর্থাৎ পৃথিবীস্থানতা নিবন্ধন ইহারা সকলে এক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে এবং ইহাদের সমষ্টিগত নাম হইতে পারে পৃথিবী। এই যুক্তি অনুসারে এইরূপও বলা যাইতে পারে যে, যে সমস্ত দেবতা পৃথিবীস্থান, স্থানগত একত্ব ধরিয়া তাঁহারা সকলেও এক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন এবং তাঁহাদের সমষ্টিগত নাম হইতে পারে অগ্নি। এইরূপে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাসমমূহের সমষ্টিগত নাম হইতে পারে বায়ু এবং দ্যুস্থানগত দেবতাসমূহের সমষ্টিগত নাম হইতে পারে সূর্য্য। আবার দেখা যায় অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য পরস্পর মিলিতভাবে একই কার্য্য করিতেছেন এবং সেই কার্য্য

---

১। অনেনপ্রকারেণৈকত্বং কার্য্যৈকত্বাৎ স্থানৈকত্বাদ্বা ভাক্তং ন প্রতিষিধ্যতে; লোকেঽপি সমানকার্য্যাঃ ভবতি যেষাং তেষামেকত্বমিত্যুচ্যতে (দুঃ)।

২। অত্রৈবং সতি আত্মবিদ্ আত্মনি ত্রিত্ব নানাত্বে ভক্তীকৃত্য……একমাত্মানং পশ্যতি। তথা নানাত্বৈকত্বে নৈরুক্তা ইতি ত্রিত্বে, তথা ত্রিত্বৈকত্বে যাজ্ঞিকা নানাত্বে। এবমেবামবিরোধ. (দুঃ)।

* 'স্থানৈকত্বঞ্চ'—এইরূপ পাঠও পরিদৃষ্ট হয়।

হইতেছে লোকত্রয়ের সম্ভোগ বা সম্যক্ পালন। অগ্নি দগ্ধদ্রব্যসমুত্থ ধূমের আকারে জল ঊর্দ্ধলোকে প্রেরণ করিতেছেন, সূর্য্য তাহা হইতে বৃষ্টির সৃষ্টি করিতেছেন, বায়ু এবং পর্জ্জন্যদেব (মধ্যমস্থানদেবতা—বায়ুরই রূপান্তর) সেই বৃষ্টি পৃথিবীতে আনয়ন করিতেছেন, পৃথিবী উদ্ভিজ্জ-সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। তিন দেবতার ঈদৃশ এককার্য্যতানিবন্ধন তাঁহারা তিন নহে, বস্তুগত্যা এক—এইরূপ কল্পনাও করা যাইতে পারে।

*তত্রৈতন্নররাষ্ট্রমিব ॥ ১০ ॥

তত্র (দেবতা বিষয়ে) এতৎ (এই ভেদাভেদ) নররাষ্ট্রম্ ইব (নর ও রাষ্ট্রের ন্যায়)।

দেবতাবিষয়ে ভেদাভেদ-প্রতীতি লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থন করিতেছেন। নর ও রাষ্ট্রে যেরূপ ভেদাভেদ-প্রতীতি, দেবতাবিষয়েও সেইরূপ। অমাত্য, জনপদ, প্রজাপুঞ্জ প্রভৃতি এইস্থানে 'নর' শব্দের প্রতিপাদ্য। রাষ্ট্র বলিতে সমষ্টিভাবে এই সমস্তই বুঝায়। নর (অমাত্য, জনপদ, প্রজাপুঞ্জ প্রভৃতি) বলিলে ভেদ-প্রতীতি এবং রাষ্ট্র বলিলে অভেদ-প্রতীতি হয়। সেইরূপ পার্থিবাগ্নি বলিলে হয় অভেদ-প্রতীতি, জাতবেদা বৈশ্বানর বলিলে হয় ভেদ-প্রতীতি; পরমাত্মা বলিলে হয় অভেদ প্রতীতি, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি বলিলে হয় ভেদ-প্রতীতি।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

* তত্র তন্নররাষ্ট্রমিব—এইরূপ পাঠও আছে।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### অথাকারচিন্তনং দেবতানাম্ ॥ ১ ॥

অথ ( তৎপরে ) দেবতানাম্ ( দেবতাদিগের ) আকারচিন্তনম্ ( আকার বিষয়ে চিন্তা বা বিচার করা যাইতেছে )।

দেবতার আকার বা রূপ কীদৃশ ? মনুষ্যের ন্যায় অথবা পৃথিব্যাদির ন্যায়—তদ্বিষয়ে বিচার করা হইতেছে। এই বিচার কাহাদের ? আত্মবিদ্‌গণের এই বিচার হইতে পারে না ; কারণ, তাঁহাদের মতে দেবতা অর্থাৎ পরমাত্মা—এক নির্গুণ এবং নিরাকার বা নীরূপ। নিরুক্তকারগণের মতে এই বিচার, ইহা বলাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, তাঁহাদের মতে দেবতা—অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য। এই তিন দেবতাই প্রত্যক্ষ ; তন্মধ্যে বায়ু নিরাকার এবং অগ্নি ও সূর্য্যের আকার বা রূপ কিরূপ সেই সম্বন্ধে কোন বিচারের অপেক্ষা নাই। অতএব বুঝিতে হইবে দেবতাগণের আকার সম্বন্ধে যে বিচার তাহা যাজ্ঞিকগণের মতে ; আত্মবিদ্‌গণের মতেও নহে, নিরুক্তকারগণের মতেও নহে।[1]

### পুরুষবিধাঃ স্যুরিত্যেকম্ ॥ ২ ॥

[ দেবতাঃ ] ( দেবতাগণ ) পুরুষবিধাঃ স্যুঃ ( মানুষের ন্যায় হইতে পারেন ) ইতি একম্ [ দর্শনম্ ] ( ইহা এক মত )।

এক মতে দেবতাগণ মানুষেরই ন্যায়—মানুষেরই ন্যায় বিগ্রহধারী বা আকারবিশিষ্ট ; মানুষের রূপের ন্যায়ই তাঁহাদের রূপ।[2] এই মতের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন :—

### (ক) চেতনাবদ্বদ্ধি স্তুতয়ো ভবন্তি ॥ ৩ ॥

হি ( যে হেতু ) চেতনাবদ্বৎ স্তুতয়ঃ ভবন্তি ( চেতনাবান্ অর্থাৎ মানুষের প্রতি প্রযুক্ত স্তুতির ন্যায় স্তুতিসমূহ হইয়া থাকে )।

চেতনাবদ্বৎ স্তুতয়ঃ—চেতনাবতাং স্তুতয় ইব স্তুতয়ঃ ; চেতনাবান্—প্রশস্ত চেতনাবিশিষ্ট—মানুষ। মানুষের প্রতি প্রযুক্ত স্তুতি যেরূপ, দেবতাদের প্রতি প্রযুক্ত স্তুতিও সেইরূপ। চাটূক্তি করিয়া বলবীর্য্য খ্যাপন করিয়া মানুষের স্তুতি করা হয় ; দেবতাদের স্তুতিও করা হয় ঠিক এই ভাবে। কাজেই বুঝিতে হইবে দেবতাসমূহ মানুষেরই ন্যায় অর্থাৎ মানুষের আকার বা রূপ যেরূপ, দেবতাদিগেরও সেইরূপ। লক্ষ্য করিতে হইবে 'চেতনাবদ্বৎ' এই পদে দুইটি 'বতি' প্রত্যয় আছে ; প্রথম 'বতি' প্রত্যয় মত্বর্থে, দ্বিতীয় 'বতি' প্রত্যয় তুল্যার্থে।[3] মত্বর্থে

---

১। দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

২। পুরুষবিধাঃ পুরুষপ্রকারাঃ পুরুষবিগ্রহা ইত্যর্থঃ ( দুঃ )।

৩। পূর্বো বতির্মত্বর্থে উত্তরস্তুল্যার্থে ( দুঃ )।

'বতি' প্রত্যয় আবার প্রশংসা সূচনা করিয়েছে ; মানুষই চেতনাবান্ অর্থাৎ প্রশস্ত চৈতন্য-বিশিষ্ট। গবাদিরও চেতনা বা চৈতন্য আছে বটে, কিন্তু তাহারা হিতাহিত বিচার শূন্য, কাজেই তাহাদের চেতনা চেতনা বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না ; তাহাদের চেতনা থাকিলেও বস্তুগত্যা তাহারা নিশ্চেতন। ফলে চেতনাবান্ বলিতে মানুষকেই বুঝাইবে।

(খ) তথাভিধানানি ॥ ৪ ॥

তথা ( আর ) অভিধানানি ( পরস্পর সম্ভাষণ বা উক্তিপ্রত্যুক্তি ) [ দেবতাগণের পুরুষবিধত্বে প্রমাণ ]।

দেবতাগণের আকার ( রূপ ) যে মানুষেরই ন্যায় তদ্বিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ—দেবতাগণের মধ্যে পরস্পর মনুষ্যবৎ অভিধান অর্থাৎ সম্ভাষণ বা উক্তিপ্রত্যুক্তি ; মানুষ পরস্পর যেরূপ উক্তিপ্রত্যুক্তি করিয়া থাকে, দেবতারাও ঠিক সেইরূপই করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদের ১।১৬৫ সূক্ত ইন্দ্র মরুদ্গণ এবং অগস্ত্যের উক্তিপ্রত্যুক্তিময়।

(গ) অথাপি পৌরুষবিধিকৈরঙ্গৈঃ সংস্তূয়ন্তে ॥ ৫ ॥

অথাপি ( আর ) [ দেবতাগণ ] পৌরুষবিধিকৈঃ অঙ্গৈঃ ( মানুষের যাদৃশ অঙ্গ, তাদৃশ অঙ্গসমূহের দ্বারা ) সংস্তূয়ন্তে ( সংস্তুত হইয়া থাকেন )।

বাহু, মুষ্টি প্রভৃতি অঙ্গ মানুষেরই থাকে। বাহু, মুষ্টি প্রভৃতি অঙ্গের প্রশংসা দ্বারা অর্থাৎ এই সমস্ত অঙ্গের বলবীর্যখ্যাপনপূর্বক দেবতাগণেরও স্তুতি করা হইয়াছে। ইহাও দেবতাগণের পুরুষবিধত্বে প্রমাণ।

'ঋষ্বা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ' ( ঋ ৬।৪৭।৮ )।
'যৎ সংগৃভ্ণা মঘবন্ কাশিরিত্তে' ( ঋ ৩।৩০।৫ ) ॥ ৬ ॥

ইন্দ্র ( হে ইন্দ্র ), স্থবিরস্য তে ( প্রাচীন তোমার ) ঋষ্বা ( ঋষ্বৌ—দর্শনীয় অর্থাৎ মনোজ্ঞ ) বাহূ ( বাহুদ্বয় ) ······ মঘবন্ ( হে মঘবন্ ), যৎ সংগৃভ্ণা ( অনন্ত দ্যাবা পৃথিবীকেও তুমি যে গ্রহণ করিয়াছ ) [ ইহাকেই প্রমাণিত হয় ] তে ( তোমার ) কাশিঃ ( মুষ্টি ) ইৎ ( মহান্ )।

প্রথম মন্ত্রাংশে ইন্দ্রের বাহুদ্বয়ের এবং দ্বিতীয় মন্ত্রাংশে ইন্দ্রের কাশি অর্থাৎ মুষ্টির ( নিরু ৬।১ দ্রষ্টব্য ) প্রশংসা করা হইয়াছে। মানুষের অঙ্গসদৃশ অঙ্গের প্রশংসা দ্বারা যে দেবতারা স্তুত হয়েন, তাহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইল।

(ঘ) অথাপি পৌরুষবিধিকৈর্দ্রব্যসংযোগৈঃ ॥ ৭ ॥

অথাপি ( আর ) পৌরুষবিধিকৈঃ দ্রব্যসংযোগৈঃ ( মানুষের যাদৃশ দ্রব্য তাদৃশ দ্রব্য সংযোগের দ্বারা ) [ সংস্তূয়ন্তে ] ( সংস্তুত হইয়া থাকেন )।

দেবতারা যে পুরুষবিধ অর্থাৎ মানুষের ন্যায় আকার বা রূপবিশিষ্ট তদ্বিষয়ে অপর

প্রমাণ এই যে, যাদৃশ দ্রব্য মানুষের থাকে, দেবতাগণ তাদৃশ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ তাদৃশ দ্রব্য-সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া বর্ণিত হবেন।

'আ যাভ্যাং হরিভ্যামিন্দ্র যাহি' ( ঋ ২।১৮।৪ )।

'কল্যাণীর্জায়া সুরণং গৃহে তে' ( ঋ ৩।৫৩।৬ ) ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র ( হে ইন্দ্র ), [ তব ] যাভ্যাং হরিভ্যাম্ ( তোমার যে অশ্বদ্বয় আছে তাহার সাহায্যে ) আযাহি ( আগমন কর )।

[ হে ইন্দ্র ], কল্যাণীঃ[1] ( কল্যাণকারিণী বা কল্যাণগুণযুক্তা ) জায়া ( জায়া ) [ এবং ] সুরণং ( রমণীয় দ্রব্যসমষ্টি )[2] তে গৃহে ( তোমার গৃহে ) [ বর্ত্ততে ] ( আছে )।

অশ্বাদি উপকরণ এবং জায়াদি ভোগাবস্তু মনুষ্যেরই থাকে; ইন্দ্রও তাদৃশ সম্পদের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইলেন।

(ঙ) অথাপি পৌরুষবিধিকৈঃ কর্ম্মভিঃ ॥ ৯ ॥

অথাপি ( আর ) পৌরুষবিধিকৈঃ কর্মভিঃ ( মানুষের যাদৃশ কর্ম তাদৃশ কর্মসমূহের দ্বারা ) [ সংস্তূয়ন্তে ] ( স্তুত হইয়া থাকেন )।

পান, ভোজন ও শ্রবণাদি কর্ম সাধারণতঃ মানুষ করিয়া থাকে; দেবতারাও এই সকল কর্ম করেন বলিয়া মন্ত্রে বর্ণনা আছে। ইহাও দেবতাদিগের পুরুষবিধত্বে অন্যতম প্রমাণ।

'অদ্ধীন্দ্র পিব চ প্রস্থিতস্য' ( ঋ ১০।১১৬।৭ )।

'আ শ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবম্ ( ঋ ১।১০।৯ ) ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র ( হে ইন্দ্র ), প্রস্থিতস্য ( তোমার সম্মুখে স্থিত পুরোডাশ এবং সোমের অংশ )[3] অদ্ধি ( ভক্ষণ কর ) পিব চ ( এবং পান কর )।

হে শ্রুৎকর্ণ ( হে শ্রবণসমর্থ-কর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ হে অপ্রতিহত-শ্রবণ ), হবং ( আমাদের আহ্বান ) আশ্রুধী ( সম্যক্ শ্রবণ কর )।

উদ্ধৃত মন্ত্রাংশদ্বয়ে ইন্দ্র মনুষ্যবৎ পান, ভোজন ও শ্রবণাদি কর্মের কর্তা বলিয়া প্রতীত হইয়েছেন।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। কল্যাণীঃ ( ছান্দসরূপ ) — কল্যাণী।
২। যদ্ যদ্ রমণীয়ং তৎ সর্বম্ ( দুঃ )।
৩। যাং প্রতি স্থিতস্য…বজ্রিকেতেহেকবচনমিতি শেষঃ ( দুঃ বাঃ )।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### অপুরুষবিধাঃ স্যুরিত্যপরম্ ॥ ১ ॥

অপুরুষবিধাঃ স্যুঃ ( দেবতাগণ মানুষের স্থায় নাও হইতে পারেন ) ইতি অপরং [ দর্শনম্ ] ( ইহা অপর মত )।

দেবতারা পুরুষবিধ অর্থাৎ মানুষের স্থায় আকার বা রূপবিশিষ্ট নহেন—ইহা অপর মত।

### অপিতু যদ্দৃশ্যতেঽপুরুষবিধং তদ্ যথাগ্নির্বায়ুরাদিত্যঃ পৃথিবী চন্দ্রমা ইতি ॥ ২ ॥

অপিতু ( যে হেতু ) যৎ দৃশ্যতে ( যে দেববৃন্দ পরিদৃষ্ট হয়েন ) তৎ অপুরুষবিধম্ ( সেই দেববৃন্দ অপুরুষবিধ ), যথা ( যেরূপ ) অগ্নিঃ, বায়ুঃ, আদিত্যঃ, পৃথিবী, চন্দ্রমাঃ ইতি ( অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র—ইত্যাদি )।

দেবতাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইতেছেন অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি। ইহাদের সকলেই কিন্তু অপুরুষবিধ অর্থাৎ ইহাদের কেহই মানুষের স্থায় রূপবিশিষ্ট নহেন। দেবতাত্ব-নিবন্ধন অপ্রত্যক্ষ দেবতারাও প্রত্যক্ষ দেবতাদের স্থায়ই হইবেন, ইহা কল্পনা করাই যুক্তিসঙ্গত; কাজেই দেবতারা সকলেই অপুরুষবিধ।

### যথো এতচ্চেতনাবদ্বদ্ধি স্তুতয়ো ভবন্তীত্যচেতনান্যপ্যেবং স্তূয়ন্তে যথাক্ষ-প্রভৃতীন্যোষধিপর্য্যন্তানি ॥ ৩ ॥

যথো এতৎ ( আর যে বলা হইয়াছে ) চেতনাবদ্বৎ হি স্তুতয়ঃ ভবন্তি ইতি ( চেতনাবান্ অর্থাৎ মানুষের প্রতি প্রযুক্ত স্তুতির স্থায় দেবতাদেরও স্তুতিসমূহ হইয়া থাকে, অতএব দেবতারা পুরুষবিধ ) [ তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে ] অচেতনানি অপি এবং স্তূয়ন্তে ( অচেতন পদার্থসমূহও এইরূপে অর্থাৎ চেতনাবান্ মানুষের স্থায় স্তুত হইয়া থাকে ),[১] যথা অক্ষপ্রভৃতীনি ওষধিপর্য্যন্তানি ( যেরূপ অক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ওষধি পর্য্যন্ত পদার্থসমূহ )।

মানুষের স্তুতির অনুরূপ দেবতাদের স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়—এই যুক্তিতে বলা হইয়াছিল যে, দেবতারা পুরুষবিধ অর্থাৎ মানুষের স্থায় রূপবিশিষ্ট। অপুরুষবিধত্ববাদী ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, এই যুক্তির সারবত্তা নাই।[২] কারণ, অক্ষাদি ওষধি পর্য্যন্ত অচেতন পদার্থ-সমূহও ( নিঘ ৫।৩৪-২২ ) চেতনাবান্ মানুষের স্থায় স্তুত হইয়াছে;[৩] তাহা বলিয়া অক্ষাদি পদার্থ ত পুরুষবিধ অর্থাৎ মানুষের স্থায় রূপবিশিষ্ট নহে।

---

১। এবং চেতনাবদ্বিধানাৎ স্তূয়ন্তে ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। তস্মাৎ চেতনাবৎস্তুতিদর্শনহেতুঃ পৌরুষবিধ্যে দেবতানাম্ ( দুঃ )।

৩। ঋগ্বেদ—১০।৩৪।১৪, ১০।১৭৫।১-৪, ১০।৯৭।১ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

যথো এতৎ পৌরুষবিধিকৈরঙ্গৈঃ সংস্তূয়ন্ত ইত্যচেতনেষ্বপ্যেতদ্ভবতি "অভিক্রন্দন্তি হরিতেভিরাসভি" রিতি ( ঋ ১০।৯৪।২ ) গ্রাবস্তুতিঃ ॥ ৪ ॥

যথো এতৎ ( আর যে বলা হইয়াছে ), পৌরুষবিধিকৈঃ অঙ্গৈঃ সংস্তূয়ন্তে ইতি ( মানুষের যাদৃশ অঙ্গ তাদৃশ অঙ্গসমূহের দ্বারা দেবতারা সংস্তুত হইয়া থাকেন, অতএব দেবতারা পুরুষবিধ ) [ তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে ] অচেতনেষু অপি তৎ ভবতি ( অচেতন পদার্থসমূহেও এইরূপ স্তুতি হইয়া থাকে ) ; [ যথা ] হরিতেভিঃ আসভিঃ ( হরিদ্বর্ণৈঃ আস্যৈঃ—হরিদ্বর্ণ মুখের দ্বারা ) অভিক্রন্দন্তি ( সোমপায়ীদিগকে আহ্বান করিতেছে ) ইতি গ্রাবস্তুতিঃ ( ইহা গ্রাবস্তুতি অর্থাৎ সোম থেঁত্‌লাইবার জন্য ব্যবহৃত পাষাণের স্তুতি )।

পৌরুষবিধিক অঙ্গের দ্বারা স্তুত হইয়াছেন বলিয়া দেবতারা পুরুষবিধ, ইহা বলাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ, বেদে অচেতন পদার্থেরও ঈদৃশ স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়। উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে পাষাণের স্তুতি হইয়াছে—পৌরুষবিধিক অঙ্গ মুখের দ্বারা ; তাহা বলিয়া পাষাণ ত আর পুরুষবিধ নহে। বস্তুতঃ পাষাণের মুখ থাকিতে পারে না, রূপক কল্পনা করিতেই হইবে ; তদ্বৎ ইন্দ্রাদিরও বাহুমুষ্ট্যাদি ( ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৬ষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য ) অযথাভূত বা মিথ্যা—রূপকের আশ্রয়ে ইহার অনুরূপ ব্যাখ্যা করা কর্তব্য। কাজেই 'পৌরুষবিধিকৈঃ অঙ্গৈঃ···( ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৫ম সন্দর্ভ ) এই উক্তি অসার।[১]

যথো এতৎ পৌরুষবিধিকৈর্দ্রব্যসংযোগৈরিত্যেতদপি তাদৃশমেব।
'সুখং রথং যুযুজে সিন্ধুরশ্বিনম্ ( ঋ ১০।৭৫।৯ ) ইতি নদীস্তুতিঃ ॥ ৫ ॥

যথো এতৎ পৌরুষবিধিকৈঃ দ্রব্যসংযোগৈঃ ইতি ( আর যে বলা হইয়াছে, মানুষের যাদৃশ দ্রব্য তাদৃশ দ্রব্যসংযোগের দ্বারা দেবতারা সংস্তুত হইয়া থাকেন, কাজেই দেবতারা পুরুষবিধ ) এতৎ অপি তাদৃশম্ এব ( ইহাও তাদৃশই অর্থাৎ ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অচেতন পদার্থসমূহেও ঈদৃশ স্তুতি হইয়া থাকে )। সিন্ধুঃ ( নদী ) অশ্বিনং ( ঘোটকযুক্ত ) সুখং ( সুখকর ) রথং যুযুজে ( রথ যোজনা করিয়াছিল ) ইতি নদীস্তুতিঃ ( ইহা নদীস্তুতি )।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের সপ্তম সন্দর্ভে দেবতাদের পুরুষবিধত্বে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারও সারবত্তা নাই। কারণ, পৌরুষবিধিক দ্রব্যের দ্বারা অচেতন পদার্থেরও স্তুতি দেখা যায়। উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে নদীর স্তুতি হইয়াছে রথের দ্বারা ; তাহা বলিয়া নদী কি পুরুষবিধ ( মানুষের ন্যায় রূপবিশিষ্ট ) ? এই স্থলেও নদীর রথ থাকা বা রথে আরোহণ করা বস্তুতঃ অসম্ভব ; রূপক কল্পনা করিতেই হইবে। তদ্বৎ ইন্দ্রাদিরও যে অশ্বাদি উপকরণ এবং জায়াদি ভোগ্যবস্তু ( ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৮ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য ) তাহাও রূপকমাত্র—পুরুষবিধত্বে হেতু বলিয়া উপন্যস্ত হইতে পারে না।

---

১। নহি গ্রাবাণঃ যথাভূতান্যাস্যানি সন্তি, রথসংযোগেন চ যুজ্যন্তে, তদ্বদিন্দ্রাদীনামপ্যযথাভূতৈর্বাহুমুষ্ট্যাদিভিঃ স্তুতিঃ স্যাৎ ( দু. )।

যথো এতৎ পৌরুষবিধিকৈঃ কর্ম্মভিরিত্যেতদপি তাদৃশমেব।
"হোতুশ্চিৎ পূর্ব্বে হবিরদ্যমাশত" ( ঋ ১০।৯৪।২ ) ইতি গ্রাবস্তুতিরেব ॥ ৬ ॥

যথো এতৎ ( আর যে বলা হইয়াছে ) পৌরুষবিধিকৈঃ কর্ম্মভিঃ ইতি ( মানুষের যাদৃশ কর্ম্ম তাদৃশ কর্ম্মসমূহের দ্বারা দেবতারা সংস্তুত হইয়া থাকেন, অতএব দেবতারা পুরুষবিধ ), এতৎ অপি তাদৃশম্ এব ( ইহাও তাদৃশই অর্থাৎ ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অচেতন পদার্থসমূহেও ঈদৃশ স্তুতি হইয়া থাকে )। [ গ্রাবাণঃ ] ( পাষাণসমূহ ) হোতুশ্চিৎ ( হোতার অর্থাৎ অগ্নিরও ) পূর্ব্বে ( পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া ) অদ্যং ( ভক্ষণীয় ) হবিঃ ( হবি ) আশত ( অশ্নন্তি—ভক্ষণ করে ) ইতি গ্রাবস্তুতিঃ এব ( ইহা পাষাণের স্তুতিই )।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নবম সন্দর্ভে দেবতাদের পুরুষবিধত্বে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার খণ্ডন করিতেছেন। বৈদিক মন্ত্রসমূহে পৌরুষবিধিক কর্ম্মসমূহের দ্বারা অচেতন পদার্থেরও স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়। উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে পাষাণের স্তুতি হইয়াছে পৌরুষবিধিক কর্ম্ম অশন অর্থাৎ ভক্ষণের দ্বারা—পাষাণ মনুষ্যের ন্যায় ভক্ষণ-কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পাষাণের ভক্ষণ ক্রিয়া বস্তুতঃ সম্ভব নহে—ইহা রূপকমাত্র। তদ্বৎ ইন্দ্রাদি দেবতারও যে পান, ভোজন, শ্রবণাদি ক্রিয়া ( ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দশম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য ) তাহাও রূপক—পুরুষবিধত্বের হেতু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

অপি বোভয়বিধাঃ স্যুঃ ॥ ৭ ॥

অপি বা ( অথবা ) উভয়বিধাঃ স্যুঃ ( দেবতারা উভয়বিধই হইতে পারেন )।

তৃতীয় মত এই যে, দেবতারা উভয়বিধ অর্থাৎ পুরুষবিধ এবং অপুরুষবিধ উভয়ই। বৈদিক মন্ত্রসমূহে দেবতাদের পুরুষবিধত্ব এবং অপুরুষবিধত্ব উভয়ই তুল্যভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে [১] এবং যুক্তিতর্কের প্রামাণ্য উভয় দিকেই সমান। [২]

অপি বা পুরুষবিধানামেব সতাং কর্ম্মাত্মান এতে স্যু র্যথা যজ্ঞো যজমানস্য ॥ ৮॥

অপি বা ( অথবা ) পুরুষবিধানাম্ এব সতাং ( পুরুষবিধ দেবতাদেরই ) এতে ( অপুরুষবিধ দেবতাসমূহ ) কর্ম্মাত্মানঃ স্যুঃ ( কর্ম্মাত্মা হইতে পারেন ), যথা যজ্ঞঃ যজমানস্য ( যেমন যজমানের কর্ম্মাত্মা যজ্ঞ )।

চতুর্থ মত এই যে, দেবতারা পুরুষবিধ এবং অপুরুষবিধ—এই উভয়বিধ হইলেও পরস্পর স্বতন্ত্র নহেন, পরস্পর সংসৃষ্ট—পুরুষবিধ দেবতাগণ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অপুরুষবিধ দেবতারা তাঁহাদেরই কর্ম্মাত্মা অর্থাৎ কর্ম্মসম্পাদকরূপে আত্মা (working self)। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি অপুরুষবিধ দেবতাসমূহ ধারণ, শীতোষ্ণ, বর্ষাদির বিধান করিয়া

১। উভয়থাপি মন্ত্রদর্শনাৎ ( স্কঃ ভাঃ )।
২। উভয়হেতুপ্রামাণ্যাৎ ( দুঃ )।

জগৎপালনরূপ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ; এই সমস্ত দেবতারই স্ব স্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাঁহারা পুরুষবিধ। অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসমূহ প্রত্যক্ষ নহেন, আগমগম্য ; সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ ভাবে ইঁহাদের কোন কার্য্য নাই—ইঁহাদের সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হয় স্থূলরূপ প্রত্যক্ষদৃষ্ট অপুরুষবিধ দেবতাগণের দ্বারা। কাজেই অপুরুষবিধ দেবতা পুরুষবিধ দেবতার কর্মাত্মা, যেমন যজ্ঞ যজমানের কর্মাত্মা। যজ্ঞ যজমানের অঙ্গসমূহের এবং আত্মার সংস্কাররূপ কর্মসাধন করিয়া তাহার কর্মাত্মতা প্রাপ্ত হয়, ইহা ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ হইতে আমরা অবগত হইতে পারি।[১]

এষ চাখ্যানসময়ঃ ॥ ৯ ॥

এষঃ চ ( আর ইহাই ) আখ্যানসময়ঃ ( আখ্যানের অর্থাৎ মহাভারতাদি পুরাণ ও ইতিহাস-গ্রন্থের সিদ্ধান্ত )।[২]

মহাভারত-গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়—পৃথিবী স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া ভারাবতরণের নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন ( আদি. ৬৪ ), অগ্নি ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া বাসুদেব এবং অর্জ্জুনের নিকট খাণ্ডব বন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন ( আদি. ২২৪-২২৫ ) এবং পুরুষরূপ ধারণ করিয়া উহা দগ্ধ করিয়াছিলেন ( আদি. ২৩০ )। স্থূল পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারাই নানারূপ ধারণ করিয়া তত্তৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, ঈদৃশ সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন। কাজেই বলা যাইতে পারে, মহাভারতাদি আখ্যান-গ্রন্থও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ।

দেবতাদের আকার সম্বন্ধে এখানে আমরা চারিটি মতের সমাবেশ দেখিতে পাই—(১) দেবতারা পুরুষবিধ, (২) দেবতারা অপুরুষবিধ, (৩) দেবতারা উভয়বিধ এবং (৪) দেবতারা উভয়বিধ হইলেও একে অন্যের কর্মাত্মা। এই মত-চতুষ্টয়ের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। দেবতাদের মাহাভাগ্য অর্থাৎ নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যবশতঃ তাঁহারা এক দুই বহু, মূর্ত্ত অমূর্ত্ত, পুরুষবিধ অপুরুষবিধ প্রভৃতি সবই হইতে পারেন। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যখন যেভাবে তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন, তখন সেই ভাবেই তাঁহাদের স্তব করিয়াছেন।[৩]

## ॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। শত. প. ব্রা. ১১।২।৩.১৩, ১২।৮।৩।১৭ ; মৈত্রা. স° ৪।১।৮ ; কাঠ স° ৩১।৬ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ; যে যাহার হইয়া কর্মসাধন করে সে তাহার কর্মাত্মা।

২। ইতিহাসপুরাণাভিধায়ানেষু সমযঃ সিদ্ধান্তঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

৩। সর্বং চৈতদুপপদ্যতে মাহাভাগ্যে সতোঽবর্ধাৎ কথঞ্চিৎ দেবতা ন স্যাৎ—অমূর্তা মূর্তা একধা দ্বিধা বহুধা চেতি। যথাতু বর্তমানানাং দৃষ্টবন্ মন্ত্রদৃশস্তথা তথা অস্তুবন্ ( দুঃ )।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

**তিস্র এব দেবতা ইত্যুক্তং পুরস্তাত্তাসাং ভক্তিসাহচর্য্যং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥**

তিস্রঃ এব দেবতাঃ ইতি উক্তং পুরস্তাৎ ( দেবতা তিনই ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ), তাসাং ( সেই দেবতাগণের ) ভক্তিসাহচর্য্যং ( ভক্তি এবং সাহচর্য্য ) ব্যাখ্যাস্যামঃ ( বিবৃত করিব )।

অগ্নি, ইন্দ্র এবং সূর্য্য—ইঁহারাই তিন দেবতা, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইঁহাদের ভক্তি ( ইঁহারা কোন্ কোন্ পদার্থ বা দেবদেবীকে ভজনা বা স্বীয় বলিয়া গ্রহণ করেন অথবা কোন্ কোন্ পদার্থের বা দেবদেবীর দ্বারা স্বীয় বলিয়া গৃহীত হয়েন' অর্থাৎ কোন্ কোন্ পদার্থের বা দেবদেবীর সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ) এবং সাহচর্য্য ( ইঁহাদের কোন্ কোন্ দেবতার সহিত সাহচর্য্য আছে অর্থাৎ কোন্ কোন্ দেবতার সহিত ইঁহারা একযোগে স্তুত হয়েন ), বিশদভাবে বিবৃত হইতেছে। ইহার সার্থকতা আছে; অনেক মন্ত্র আছে যাহারা অসংবিজ্ঞাতপদ অর্থাৎ অগ্ন্যাদি পদের অভাবে মন্ত্রস্থিত পদসমূহ হইতে যাহাদের দেবতা অবগত হওয়া যায় না। ঈদৃশ মন্ত্রসমূহের দেবতানির্ণয়ে সহায়তা করে ভক্তি এবং সাহচর্য্য।

**অথৈতান্যগ্নিভক্তীন্যয়ং লোকঃ প্রাতঃসবনং বসন্তো গায়ত্রী ত্রিবৃৎস্তোমো রথন্তরং সাম যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতাঃ প্রথমে স্থানেঽগ্নায়ী পৃথিবীলেতি স্ত্রিয়ঃ ॥২॥**

অথ এতানি অগ্নিভক্তীনি ( তার পর এই সমস্ত অগ্নিভক্তি অর্থাৎ যে সব পদার্থ বা দেবদেবীর কথা বলা যাইতেছে তাহারা—অগ্নিকর্ত্তৃক স্বীয় বলিয়া গৃহীত অথবা অগ্নিকে তাহারা স্বীয় বলিয়া গ্রহণ করে—তাহারা অগ্নির ভাগ )[১] :—অয়ং লোকঃ ( লোকের মধ্যে এই লোক ) প্রাতঃসবনং ( সবনের মধ্যে প্রাতঃসবন ) বসন্তঃ ( ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু ) গায়ত্রী ( ছন্দের মধ্যে গায়ত্রীচ্ছন্দ ) ত্রিবৃৎস্তোম ( স্তোমের মধ্যে ত্রিবৃৎ স্তোম ) রথন্তরং সাম ( সামের মধ্যে রথন্তর সাম ) যে চ দেবগণাঃ প্রথমে স্থানে সমাম্নাতাঃ ( আর যে দেবগণ প্রথমস্থানে অর্থাৎ পৃথিবীস্থানে অভিহিত হইয়াছেন ) অগ্নায়ী পৃথিবী ইলা ইতি স্ত্রিয়ঃ ( আর অগ্নায়ী, পৃথিবী এবং ইলা—এই স্ত্রীদেবতাত্রয় )।

পৃথিবীলোক, প্রাতঃসবন প্রভৃতি অগ্নিভক্তি বা অগ্নির ভাগ। প্রাতঃসবন—অগ্নিষ্টোম সোমযাগে 'পূর্ব্বাহ্ণে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে তিনবার সোমের অভিষব এবং সোমের আহুতি হয়। সোমাভিষব এবং সোমাহুতি ও তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় অনুষ্ঠান, একযোগে

---

১। লোকাধীনাযেবাগ্ন্যাদিভির্ভজনং ভক্তিঃ, অগ্ন্যাদিভির্ভজ্যন্তে অগ্ন্যাধীন্ বা ভজন্তে ( দুঃ )।

সমুদায় কর্ম্মের নাম সবন। পূর্ব্বাহ্ণে প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্নে মাধ্যন্দিন সবন, অপরাহ্ণে তৃতীয় সবন।[১] ত্রিবৃৎস্তোম—'প্রাতঃসবনে হোতার আজ্যশস্ত্রের পূর্ব্বে বহিষ্পবমান স্তোত্র গেয়। সামসংহিতা ২।১-৯ এই নয়টি মন্ত্র তিন ভাগ করিয়া এক এক ভাগে এক এক পর্য্যায় হয়। কোন মন্ত্র একাধিকবার আবৃত্তি হয় না; কাজেই শেষ পর্যন্ত নয়টি মন্ত্রই থাকে; নয় মন্ত্র তিন পর্য্যায়ে গীত হইলে উহাকে ত্রিবৃৎস্তোম বলে।'[২] রথন্তর সাম—'ঋক্ মন্ত্রে সুর বসাইয়া গান করিলে উহা সামে পরিণত হয়'; 'অভিত্বা শূর নোনুমঃ' (ঋ ৭।৩২।২২) এই ঋক্ হইতে উৎপন্ন সামের নাম রথন্তর সাম (ঐত. ব্রা. ৪।১ দ্রষ্টব্য)। যে চ দেবগণাঃ প্রথমে স্থানে সমাম্নাতাঃ—প্রথমস্থানে অর্থাৎ পৃথিব্যাখ্য অগ্নির স্থানে যে সমস্ত জাতবেদা অশ্ব অগ্ন প্রভৃতি দেবগণ নিঘণ্টুতে (৫.১-৩) পরিপঠিত হইয়াছেন। অগ্নায়ী, পৃথিবী, ইলা—এইস্থলে 'ইলা, পৃথিবী, অগ্নায়ী' এই ক্রমে পাঠ হওয়া উচিত ছিল। কারণ, পৃথিবী-বাচক ইলার পাঠ আছে নিঘণ্টুতে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে; পৃথিবী ও অগ্নায়ী এই উভয়েরই পাঠ পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে আছে বটে কিন্তু পৃথিবী পঠিত হইয়াছে পূর্ব্বে এবং অগ্নায়ী তৎপরে। উপস্থিত ক্ষেত্রে ক্রমভঙ্গ করিয়া অগ্নায়ী, পৃথিবী, ইলা এইরূপ পাঠ করিবার কারণ কি? দুর্গাচার্য্য বলেন—অগ্নায়ী অগ্নির পত্নী, উভয়ের মধ্যে অর্থগত ভেদ নাই।[৩] কাজেই অগ্নায়ীর উল্লেখ হইয়াছে সর্ব্বপ্রথম; তৎপরে উল্লেখ হইয়াছে পৃথিবীর, অগ্নি পৃথিব্যাশ্রিত বলিয়া। ইলা পৃথিবীকে বুঝাইলেও পরোক্ষভাবেই বুঝাইয়া থাকে, স্পষ্টভাবে নহে; কাজেই ইহার উল্লেখ হইয়াছে পৃথিবীর পরে।

অথাস্য কর্ম্ম বহনং চ হবিষামাবাহনং চ দেবানাং যচ্চ
কিঞ্চিদ্দার্ষ্টিবিষয়িকমগ্নিকর্ম্মৈব তৎ ॥ ৩ ॥

অথ অস্য কর্ম (তারপরে ইহার কর্ম)—বহনং চ হবিষাম্ (হবির বহন) আবাহনং চ দেবানাং (এবং দেবতাগণের আবাহন); যচ্চ কিঞ্চিৎ দার্ষ্টিবিষয়িকম্ (আর যা কিছু বৃষ্টির অনুকূলতাবিধায়ক) অগ্নিকর্ম এব তৎ (তাহা অগ্নিরই কর্ম)।

অগ্নির কর্ম—হবিঃসমূহ দেবতাদের নিকট নিয়া যাওয়া, দেবতাদের আবাহন করা[৪] এবং অন্ধকার বিনাশপূর্ব্বক বৃষ্টির অনুকূলতাবিধায়ক প্রকাশ সম্পাদন করা।[৫]

অথাস্য সংস্তবিকা দেবা ইন্দ্রঃ সোমো বরুণঃ পর্জ্জন্য ঋতবঃ ॥ ৪ ॥

অথ (আর) অস্য (ইহার) সংস্তবিকাঃ দেবাঃ (সহস্তুত দেবগণ)—ইন্দ্রঃ সোমঃ বরুণঃ পর্জ্জন্যঃ ঋতবঃ (ইন্দ্র, সোম, বরুণ, পর্জ্জন্য এবং ঋতুসমূহ)।

---

১। রামেন্দ্রসুন্দর—যজ্ঞকথা (৮২ পৃঃ)।
২। রামেন্দ্রসুন্দর—ঐত. ব্রা. (১৫১ পৃঃ)।
৩। অগ্নায়ী তৎসমানাখ্যানাৎ সন্নিকৃষ্টতরা।
৪। যাঁরা দেবতাগণের হোতা বা আবাহনকারী (ঐত. ব্রা. ১।২৮; ৩।১৪ দ্রষ্টব্য)।
৫। দার্ষ্টিবিষয়িকং বৃষ্ট্যনুগ্রহো যস্ত বিষয়ঃ তস্মাদ্ধি বিষয়িকং প্রকাশাদি কর্মেত্যর্থঃ (দুঃ)।

অগ্নির সাহচর্য কোন্ কোন্ দেবতার সহিত আছে—কোন্ কোন্ দেবতা অগ্নির সংস্তবিক অর্থাৎ কোন্ কোন্ দেবতার সহিত অগ্নির একযোগে সংস্তব বা স্তুতি হইয়াছে তাহা বলিতেছেন। অগ্নির স্তুতি হইয়াছে—ইন্দ্রের সহিত ( ঋ ৩।২৫।৪ ), সোমের সহিত ( ঋ ১।৯৩।১ ), বরুণের সহিত ( ঋ ৪।১।৪ ), পর্জন্যের সহিত ( ঋ ৬।৫২।১৬ ) এবং ঋতুসমূহের সহিত ( ১।১৫।৪ )। এই সকল স্থলে অগ্নির প্রধানতা এবং অন্যান্য দেবগণের অপ্রধানতা বুঝিতে হইবে।[১]

আগ্নাবৈষ্ণবং চ হবিঃ, নত্বৃক্ সংস্তবিকী দশতয়ীষু বিদ্যতে ॥ ৫ ॥

আগ্নাবৈষ্ণবং চ হবিঃ ( অগ্নি ও বিষ্ণুকে সম্মিলিতভাবে প্রদত্ত হবির কথাও আছে ); তু ( কিন্তু ) দশতয়ীষু ( দশমণ্ডলাত্মক ঋগ্বেদের শাখাসমূহে ) সংস্তবিকী ঋক্ ন বিদ্যতে ( অগ্নি ও বিষ্ণু সহস্তুত হইয়াছেন, ঈদৃশ ঋক্ নাই )।

• অগ্নাবিষ্ণু সজোষসেমাঃ……এই মন্ত্রের ( মৈত্রা. সং ৪।১০।১, ৪।১১।২ ; তৈত্তি. সং ৪।৭।১ দ্রষ্টব্য ) বিনিয়োগ উপদিষ্ট হইয়াছে অগ্নি ও বিষ্ণুকে সম্মিলিতভাবে যে হবি প্রদান করা হয় তদ্বিষয়ে[২] ( মৈত্রা. সং ১।৪।১৪, ২।১।৭, ২।৩।৫ ; তৈত্তি. সং ৪।৭।১ দ্রষ্টব্য )। আগ্নাবৈষ্ণবম্—অগ্নিশ্চ বিষ্ণুশ্চ অগ্নাবিষ্ণু ( পাঃ ৬।৩।২৬ ) ; অগ্নাবিষ্ণ্বোঃ ইদম্ ইতি আগ্নাবৈষ্ণবম্। দশতয়ীষু—দশমণ্ডলাবয়ব ঋক্‌সংহিতার নাম দশতয়ী ; বহুবচনের দ্বারা শাখাসমূহের বোধ হইতেছে।[৩] মূল কথা এই যে, বিষ্ণুর সহিত অগ্নির যে সাহচর্য বা সহভাগিত্ব তাহা হবির্নিমিত্তক[৪], স্তুতি-নিমিত্তক নহে ; সমগ্র ঋগ্বেদে এমন কোনও মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয় না, যাহাতে এই দুই দেবতার একসঙ্গে স্তুতি হইয়াছে।

অথাপ্যাগ্নাপৌষ্ণং হবির্নতু সংস্তবঃ ॥ ৬ ॥

অথাপি ( আর ) আগ্নাপৌষ্ণং হবিঃ ( অগ্নি ও পূষাকে সম্মিলিতভাবে প্রদত্ত হবির কথাও আছে ) ; ন তু সংস্তবঃ ( কিন্তু সংস্তব অর্থাৎ সহস্তুতির কথা নাই )।

অগ্নি ও পূষার সম্মিলিত হবির কথা বেদে আছে ; কিন্তু কেবল ঋগ্বেদে নহে, কোন বেদেই তাঁহাদের সহস্তুতির কথা নাই।[৫]

---

১। অগ্নেঃ পূর্বনিপাতাদ্ দেবতাদ্বন্দ্বে মুখ্যতা ( দুঃ )।

২। আগ্নাবৈষ্ণবে হবিষি বিনিয়োগঃ।

৩। দশমণ্ডলাখ্যা অবয়বা যাসাং তাঃ দশতয্যঃ ঋগ্বেদশাখাঃ ( স্কঃ খাঃ ) ; দশতয়ঃ ঋগ্বেদঃ তস্য শাখাঃ দশতয্যঃ তাসু সর্বাস্বপি শাখাসু ( দুঃ )।

৪। বিষ্ণুনা সহভাক্‌ত্বং হবিষ্কৃতৈবাগ্নেঃ কেবলম্ ( স্কঃ খাঃ )।

৫। ন তু সংস্তবঃ অন্যত্রাপি বেদে ; কুত এতৎ প্রতিবেদবিষয়জ্ঞানবধারণাৎ ( স্কঃ খাঃ )।

তত্রৈতাং বিভক্তস্তুতিমৃচমুদাহরন্তি ॥ ৭ ॥

তত্র ( সংস্তব বিষয়ে )[১] এতাং ( এই ) বিভক্তস্তুতিম্ ঋচং ( বিভক্তভাবে স্তুতি হইয়াছে যাহাতে এইরূপ একটি ঋক্ ) উদাহরন্তি ( নিরুক্তকারগণ উদ্ধৃত করেন )।

যাহাতে অগ্নি ও পূষার তুল্যভাবে ( প্রধান-অপ্রধানভাবে নহে ) ভিন্ন ভিন্ন স্তুতি হইয়াছে, এইরূপ একটি ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছেন।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। অত্র তাস্মন্ সংস্তবে ( দুঃ )।

## নবম পরিচ্ছেদ

পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু প্রবিদ্বানস্টপশুর্ভুবনস্য গোপাঃ।

স ত্বৈতেভ্যঃ পরিদদৎ পিতৃভ্যোঽগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।১৭।৩ )

বিদ্বান্ ( জ্ঞানী ) অনষ্টপশুঃ ( যাহার পশু নষ্ট হয় না ঈদৃশ ) ভুবনস্য গোপাঃ ( সর্ব্বভূতের রক্ষক ) পূষা ( আদিত্য ) ত্বা ( তোমাকে ) ইতঃ ( এই মনুষ্যলোক হইতে ) প্রচ্যাবয়তু ( লইয়া যাউন ), সঃ ( তিনি ) ত্বা ( তোমাকে ) এতেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ পরিদদৎ ( চন্দ্রমণ্ডলোপান্তবর্ত্তী পিতৃগণের নিকট সমর্পণ করুন ), অগ্নিঃ ( অগ্নি ) [ তথা হইতে ] সুবিদত্রিয়েভ্যঃ দেবেভ্যঃ [ পরিদদৎ ] ( শোভনধনবিশিষ্ট দেবগণের নিকট সমর্পণ করুন )।

পূষা ত্বেতঃ প্রচ্যাবয়তু বিদ্বাননষ্টপশুর্ভুবনস্য গোপাঃ

ইত্যেষ হি সর্ব্বেষাং ভূতানাং গোপায়িতাদিত্যঃ ॥ ২ ॥

'গোপা' শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন। গোপা—রক্ষক ; ইত্যেষ হি—এই যে পূষা, ইনি হইতেছেন সর্ব্বভূতের রক্ষাকারী আদিত্য।

স ত্বৈতেভ্যঃ পরিদদৎ পিতৃভ্যইতি সাংশয়িকস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

স ত্বৈতেভ্যঃ……ইতি তৃতীয় পাদঃ ( স ত্বৈতেভ্য…… মন্ত্রের এই তৃতীয় চরণ ) সাংশয়িকঃ ( ব্যাখ্যাতৃগণের সংশয় উৎপাদন করে )।

পূষা পুরস্তাত্তস্যান্বাদেশ ইত্যেকম্, অগ্নিরুপরিষ্টাত্তস্য প্রকীর্ত্তনেত্যপরম্ ॥ ৪ ॥

পূষা পুরস্তাৎ ( পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ) তস্য অন্বাদেশঃ ( 'সঃ' এই পদ তাহারই অন্বাদেশ বা পুনঃকথন ) ইতি একম্ ( ইহা এক মত ), অগ্নিঃ উপরিষ্টাৎ ( অগ্নির কথা পরে বলা যাইতেছে ) তস্য প্রকীর্ত্তনা ( 'সঃ' এই পদ তাহারই প্রকীর্ত্তনা অর্থৎ অগ্নিকেই বুঝাইতেছে ) ইতি অপরম্ ( ইহা অপর মত )।

তৃতীয় পাদে 'সঃ' এই পদ আছে ; এই পদটি কাহার নির্দ্দেশক ? ইহাই সংশয়। কেহ কেহ বলেন—পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রথম দুই পাদে যে পূষার কথা বলা হইয়াছে, 'সঃ' এই পদ তাহারই অন্বাদেশ বা পুনঃকথন ; অর্থাৎ 'সঃ' পদের দ্বারা সেই পূষারই বোধ হইতেছে। অপর মত এই যে—অগ্নির কথা পরে অর্থাৎ চতুর্থ পাদে বলা যাইতেছে, 'সঃ' এই পদের দ্বারা তাহারই নির্দ্দেশ হইয়াছে। এই মতে অন্বয় হইবে—সঃ ( প্রসিদ্ধঃ ) অগ্নিঃ ত্বা এতেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ দেবেভ্যঃ………—সেই প্রসিদ্ধ অগ্নি তোমাকে পিতৃগণের নিকট হইতে নিয়া দেবগণের নিকট অর্পণ করুন। প্রথম মতে—প্রথম তিন পাদে পূষার স্তুতি, চতুর্থ পাদে অগ্নির স্তুতি ;

দ্বিতীয় মতে—প্রথমার্ধে পূষার স্তুতি, দ্বিতীয়ার্ধে অগ্নির স্তুতি। এই দুই দেবতার মধ্যে এখানে গৌণ মুখ্য ভাব নাই, কাজেই ইহাদের স্তুতি বিভক্ত স্তুতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

অগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ, সুবিদত্রং ধনং ভবতি।
বিন্দতের্বৈকোপসর্গাদ্দদাতের্বা স্যাদ্দ্ব্যুপসর্গাৎ ॥ ৫ ॥

অগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ—এইস্থলে, সুবিদত্রং ধনং ভবতি ( 'সুবিদত্র' শব্দের অর্থ ধন ) বিন্দতেঃ বা একোপসর্গাৎ ( একটি উপসর্গযুক্ত 'বিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে ) দদাতেঃ বা স্যাৎ দ্ব্যুপসর্গাৎ ( অথবা দুইটি উপসর্গযুক্ত 'দা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে )।

'সুবিদত্র' শব্দের অর্থ ধন। 'সু' উপসর্গ পূর্বক লাভার্থক 'বিদ্' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে ( সু+বিদ্+কত্র—উ ৩৮৮ দ্রষ্টব্য )—সুষ্ঠু লভ্যতে অর্থাৎ সুষ্ঠু লাভের বস্তু যাহা ; অথবা 'সু' ও 'বি' এই উপসর্গদ্বয় পূর্বক দানার্থক 'দা' ধাতু হইতেও ইহার নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—সুষ্ঠু বিবিধতয়া দীয়তে অর্থাৎ সুষ্ঠু ও বিবিধভাবে দানের বস্তু যাহা।

॥ নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## দশম পরিচ্ছেদ

অথৈতানীন্দ্রভক্তীন্যন্তরিক্ষলোকো মাধ্যন্দিনং সবনং গ্রীষ্মস্ত্রিষ্টুপ্ পঞ্চদশ-স্তোমো বৃহৎসাম যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতা মধ্যমে স্থানে যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

অথ এতানি ইন্দ্রভক্তীনি ( তারপর, এই সমস্ত ইন্দ্রভক্তি অর্থাৎ যে সকল পদার্থ বা দেবদেবীর কথা বলা যাইতেছে তাহারা ইন্দ্র-কর্তৃক স্বীয় বলিয়া গৃহীত অথবা ইন্দ্রকে তাহারা স্বীয় বলিয়া গ্রহণ করে—তাহারা ইন্দ্রের ভাগ ) :—অন্তরিক্ষলোক ( লোকের মধ্যে অন্তরিক্ষ-লোক ), মাধ্যন্দিনং সবনং ( সবনের মধ্যে মাধ্যন্দিনসবন ), গ্রীষ্মঃ ( ঋতুর মধ্যে গ্রীষ্ম ঋতু ), ত্রিষ্টুপ্ ( ছন্দের মধ্যে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ), পঞ্চদশস্তোমঃ ( স্তোমের মধ্যে পঞ্চদশস্তোম ), বৃহৎ সাম ( সামের মধ্যে বৃহৎ সাম ) যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতাঃ মধ্যমে স্থানে যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ ( যে দেবগণ এবং যে সকল স্ত্রী-দেবতা মধ্যমস্থানে অর্থাৎ অন্তরিক্ষস্থানে অভিহিত হইয়াছেন )।

অন্তরিক্ষলোক, মাধ্যন্দিনসবন প্রভৃতি ইন্দ্রভক্তি বা ইন্দ্রের ভাগ। মাধ্যন্দিনসবন —অষ্টম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য। পঞ্চদশস্তোম—"সামবেদ সংহিতার (২।১০-১২) এই তিনমন্ত্রে সুর দিয়া সামে পরিণত করিয়া তিন বারে বা তিন পর্য্যায়ে গাইতে হয়। তিন মন্ত্র তিন পর্য্যায়ে নয়টি মন্ত্র হয় ; কিন্তু কোন কোন মন্ত্র একাধিকবার আবৃত্তি করিয়া উহাকে পোনের মন্ত্রে পরিণত করা যাইতে পারে। মনে কর, ক খ গ এই তিন মন্ত্র ; উহার কোনটিকে তিনবার, অন্য দুইটি একবার মাত্র আবৃত্তি করিলে উহা পাঁচমন্ত্রে পরিণত হইবে ; তিন পর্য্যায়ে পোনের মন্ত্র হইবে। যথা :—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম পর্য্যায় | ক ক ক | খ | গ | ৫ |
| দ্বিতীয় পর্য্যায় | ক | খ খ খ | গ | ৫ |
| তৃতীয় পর্য্যায় | ক | খ | গ গ গ | ৫ |
| সাকল্যে.. ............ | | | | ১৫ |

এইরূপ তিন মন্ত্রকে পোনেরতে পরিণত করিয়া যে স্তোত্র নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে পঞ্চদশ-স্তোম বলা যায়"।[১] বৃহৎ সাম—'ত্বামিদ্ধি হবামহে' ( ঋ ৬।৪৬।১ ) 'এই ঋক্ হইতে উৎপন্ন সামের নাম বৃহৎ'[২] ( ঐ ব্রা ৪।৪ দ্রষ্টব্য )। যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতা মধ্যমে স্থানে যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ—মধ্যমস্থানে অর্থাৎ অন্তরিক্ষাখ্য ইন্দ্রের স্থানে যে সকল বায়ু, বরুণ, রুদ্র, সোম, চন্দ্রমা প্রভৃতি দেবগণ এবং অদিতি, রাকা, অনুমতি, ইন্দ্রাণী, গৌরী প্রভৃতি স্ত্রী-দেবতাগণ, নিঘণ্টুতে ( ৫।৪-৫ ) পরিপঠিত হইয়াছেন।

---

১। রামেন্দ্রসুন্দর—ঐতরেয় ব্রা: ( ১৫০ পৃ: )।

২। রামেন্দ্র সুন্দর—ঐতরেয় ব্রা: ( ৩৭৭ পৃ: )।

অথাস্য কর্ম্ম রসানুপ্রদানং বৃত্রবধো যা চ কা চ বলকৃতিরিন্দ্রকর্ম্মৈব তৎ ॥ ২ ॥

অথ অস্য কর্ম (তার পরে ইহার কর্ম)—রসানুপ্রদানং (বৃষ্টি সম্পাদন) বৃত্রবধঃ (মেঘবিদারণ) যা চ কা চ বলকৃতিঃ ইন্দ্র কর্ম এব তৎ (আর যাহা কিছু বলের কার্য্য তাহা সমস্তই ইন্দ্র-কর্ম)।

ইন্দ্র মেঘবিদারণ করেন এবং বৃষ্টিপ্রদান করেন। যাহা কিছু বলসাধ্য কার্য্য—কীট-পতঙ্গ, পিপীলিকা প্রভৃতিও বলসঞ্চয়পূর্ব্বক যে স্ব স্ব কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা সমস্তই ইন্দ্রের কর্ম অর্থাৎ ইন্দ্র-সম্পাদিত। 'বলই প্রাণ, প্রাণই বায়ু এবং বায়ুই ইন্দ্র'।

অথাস্য সংস্তবিকা দেবা অগ্নিঃ সোমো বরুণঃ পূষা বৃহস্পতির্ব্রহ্মণস্পতিঃ পর্ব্বতঃ কুৎসো বিষ্ণুর্বায়ুঃ ॥ ৩ ॥

অথ (আর) অস্য সংস্তবিকাঃ দেবাঃ (সহস্তুত দেবগণ)—অগ্নিঃ সোমঃ বরুণঃ পূষা বৃহস্পতিঃ ব্রহ্মণস্পতিঃ পর্ব্বতঃ কুৎসঃ বিষ্ণুঃ বায়ুঃ (অগ্নি, সোম, বরুণ, পূষা, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, পর্ব্বত, কুৎস, বিষ্ণু এবং বায়ু)।

কোন্ কোন্ দেবতা ইন্দ্রের সংস্তবিক অর্থাৎ ইন্দ্রের সহিত একযোগে কোন্ কোন্ দেবতার স্তুতি হইয়াছে তাহা বলিতেছেন। ইন্দ্রের স্তুতি হইয়াছে—অগ্নির সহিত (ঋ ৩।১২।৯), সোমের সহিত (ঋ ৭।১০৪।২), বরুণের সহিত (ঋ ৭।৮২।১), পূষার সহিত (ঋ ৬।৫৭।১), বৃহস্পতির সহিত (ঋ ৪।৪৯।১), ব্রহ্মণস্পতির সহিত (ঋ ২।২৪।১২), পর্ব্বতের সহিত (ঋ ৩।৫৩।১), কুৎসের সহিত (ঋ ৫।৩১।৯), বিষ্ণুর সহিত (৭।৯৯।৫) এবং বায়ুর সহিত (ঋ ১।২।৪)।

অথাপি মিত্রো বরুণেন সংস্তূয়তে, পূষ্ণা রুদ্রেণ চ সোমঃ, অগ্নিনা চ পূষা বাতেন চ পর্জ্জন্যঃ ॥ ৪ ॥

অথাপি (আর) মিত্রো বরুণেন সংস্তূয়তে (মিত্র বরুণের সহিত সংস্তুত হয়েন), পূষ্ণা রুদ্রেণ চ সোমঃ (পূষা এবং রুদ্রের সহিত সোম স্তুত হয়েন), অগ্নিনা চ পূষা (অগ্নির সহিত পূষা স্তুত হয়েন), বাতেন চ পর্জ্জন্যঃ (পর্জ্জন্য বাতের সহিত স্তুত হয়েন)।

ইন্দ্রের সংস্তবিক দেবগণের মধ্যে আবার কাহারও কাহারও পরস্পর সংস্তব বা সহস্তুতি পরিদৃষ্ট হয়। যেমন—মিত্র বরুণের (ঋ ৩।৬২।১৬), সোম পূষার (ঋ ২।৪০।১), সোম রুদ্রের (ঋ ৬।৭৪।৩) এবং পর্জ্জন্য বাতের (ঋ ১০।৬৬।১০) সহস্তুত। অগ্নিনা চ পূষা—স্কন্দস্বামীর মতে ইহা অপপাঠ, কারণ, অগ্নির সহিত পূষার সংস্তব নাই, ইহাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (৮ম পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)। তিনি বলেন, 'বায়ুনা চ পূষা' এইরূপ পাঠও

আছে এবং এই পাঠই ঠিক পাঠ ; বায়ুর সহিত পূষার সংস্তব দেখা যায় ঋগ্বেদের ৫।৪৩।৯ মন্ত্রে।[১] দুর্গাচার্য্য 'অগ্নিনা চ পূষা' এই পাঠেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পার্থিবাগ্নির সহিত পূষার সংস্তব নাই ইহা সত্য ; কাজেই অগ্নি বলিতে এখানে অন্তরিক্ষাগ্নি এবং দ্যুলোকাগ্নি বুঝিতে হইবে এবং পূষার সহিত ইহাদের সংস্তব অন্বেষণ করিয়া নিতে হইবে।[২] আরও দ্রষ্টব্য এই যে, 'মিত্রো বরুণেন' ইত্যাদি স্থলে প্রথমা বিভক্ত্যন্ত দেবগণের স্তুতি মুখ্য স্তুতি এবং তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত দেবগণের স্তুতি অমুখ্য স্তুতি।[৩]

॥ দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অগ্নিনা চ পূষা ইত্যপপাঠঃ, নতু সংস্তব ইতি প্র'ত্যক্ষবিরোধাৎ। বায়ুনা চ পূষা ইত্যাদি পাঠঃ।

২। মধ্যমস্থানেন চ দ্যুস্থানেন চ সংস্তব ইতি, পার্থিবেন প্রতিষেধাৎ। মৃগ্যামৃগ্যাহরণং যেন সংস্তবঃ।

৩। মিত্রো বরুণেন ইত্যেবমাদিষু যা প্রথময়া নির্দিশ্যতে সা মুখ্যা স্তুতিঃ যা তৃতীয়য়া সা অমু'ল্যা ( দুঃ )।

# একাদশ পরিচ্ছেদ

অথৈতান্যাদিত্যভক্তীনি অসৌ লোকস্তৃতীয়সবনং বর্ষা জগতী সপ্তদশস্তোমো বৈরূপং সাম যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতা উত্তমে স্থানে যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

অথ এতানি আদিত্যভক্তীনি ( তারপর এই সমস্ত আদিত্যভক্তি অর্থাৎ যে সকল পদার্থ বা দেবদেবীর কথা বলা যাইতেছে, তাহারা আদিত্য-কর্তৃক স্বীয় বলিয়া গৃহীত অথবা আদিত্যকে তাহারা স্বীয় বলিয়া গ্রহণ করে—তাহারা আদিত্যের ভাগ ) :— অসৌ লোকঃ ( লোকের মধ্যে দ্যুলোক ), তৃতীয় সবনং ( সবনের মধ্যে তৃতীয়সবন ), বর্ষা ( ঋতুর মধ্যে বর্ষা ঋতু ), জগতী ( ছন্দের মধ্যে জগতীছন্দ ), সপ্তদশ স্তোমঃ ( স্তোমের মধ্যে সপ্তদশস্তোম ) বৈরূপং সাম ( সামের মধ্যে বৈরূপ সাম ) যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতাঃ উত্তমে স্থানে যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ ( যে দেবগণ এবং যে সকল স্ত্রী-দেবতা উত্তমস্থানে বা ঊর্দ্ধতম স্থানে অর্থাৎ দ্যুস্থানে অভিহিত হইয়াছেন )।

দ্যুলোক, তৃতীয়সবন প্রভৃতি আদিত্যভক্তি বা আদিত্যের ভাগ। তৃতীয়সবন—অষ্টম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য। সপ্তদশস্তোম—১৭ মন্ত্রের স্তোম; "ঋক্ মন্ত্রে সুর বসাইয়া গাইবার সময় একই স্বর দিয়া হয় ত একাধিকবার আওড়াইতে হয়; কাজেই প্রত্যেক আবৃত্তিকে একটি সামমন্ত্র ধরিলে সামমন্ত্রের সংখ্যা এইরূপে বাড়িয়া যায়। এইরূপ কতিপয় সামমন্ত্রের সমষ্টি এক এক স্তোত্র; পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির হেতু শেষ পর্য্যন্ত যতগুলি সামমন্ত্র দাঁড়ায়, তদনুসারে স্তোমের নামকরণ হয়"।[১] পঞ্চদশস্তোমে তিন পর্য্যায়ে পাঁচের মন্ত্র হয়, সপ্তদশস্তোমে তিন মন্ত্রই সাতের মন্ত্র হইবে। যথা :—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| প্রথম পর্য্যায় | ককক | খ | গ | —৫ | } ১৭ |
| দ্বিতীয় পর্য্যায় | ক | খখখ | গ | =৫ | |
| তৃতীয় পর্য্যায় | ক | খখখ | গগগ | —৭ | |

অথবা—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| প্রথম পর্য্যায় | ক | খখখ | গ | =৫ | } ১৭ |
| দ্বিতীয় পর্য্যায় | ক | খখখ | গগগ | =৭ | |
| তৃতীয় পর্য্যায় | ককক | খ | গ | =৫ | |

বৈরূপ সাম—'যদ্ দ্যাব ইন্দ্র তে শতম্', ( ঋ ৮।৭০।৫ ) এই ঋক হইতে উৎপন্ন সাম ( ঐ ব্রা ৪।১ দ্রষ্টব্য )। যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতা উত্তমে স্থানে যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ—উত্তম বা

১। রামেন্দ্রসুন্দর—ঐ ব্রা ( ৭৫০ পৃঃ )।

ঊর্দ্ধতম স্থানে অর্থাৎ দ্যুলোকাখ্য আদিত্যের স্থানে যে সকল ত্বষ্টা, সবিতা, বিধাতৃ, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ এবং ঊষা, সূর্য্যা, বৃষাকপায়ী স্ত্রী-দেবতাগণ নিঘণ্টুতে ( ৫।৬ ) পরিপঠিত হইয়াছেন।

অথাস্য কর্ম্ম রসাদানং রশ্মিভিশ্চ রসধারণং যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রবহ্‌লিতমাদিত্য-কর্ম্মৈব তৎ ॥ ২ ॥

অথ অস্য কর্ম্ম ( তারপর ইহার কর্ম্ম )—রসাদানং ( রসগ্রহণ ) রশ্মিভিশ্চ রসধারণং ( এবং রশ্মিসমূহের দ্বারা রসধারণ ) যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রবহ্‌লিতম্ ( আর যত কিছু প্রচ্ছাদন এবং প্রকাশন, তাহা সমস্তই আদিত্যের কর্ম্ম )।

রসাকর্ষণ, স্বমণ্ডলে রসধারণ[১] এবং প্রবহ্‌লিত অর্থাৎ রাত্রি-গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রচ্ছাদন এবং অবিদ্যার অপনয়ন করিয়া আত্মার প্রকাশসাধন—এই সমস্ত আদিত্যের কর্ম্ম। আদিত্য গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রচ্ছাদন করেন স্বীয় প্রকাশের দ্বারা।[২]

চন্দ্রমসা বায়ুনা সংবৎসরেণেতি সংস্তবঃ ॥ ৩ ॥

চন্দ্রমসা বায়ুনা সংবৎসরেণ ইতি ( চন্দ্রমা বায়ু এবং সংবৎসর—এই সকল দেবতার সহিত ) সংস্তবঃ ( আদিত্যের সহস্তুতি আছে )।

আদিত্যের সংস্তবিক দেবতার কথা বলিতেছেন। আদিত্যের স্তুতি হইয়াছে চন্দ্রমার সহিত ( ঋ ১০।৮৫।১৮ ), বায়ুর সহিত ( শুক্ল-যজুঃ ৩৯।৫৪ )[৩] এবং সংবৎসরের সহিত ( ঋ ১।১৬৪।২ )।[৪]

এতেম্বেব স্থানব্যূহেম্বৃতুচ্ছন্দঃস্তোমপৃষ্ঠস্য ভক্তিশেষমনুকল্পয়ীত ॥ ৪ ॥

এতেষু এব স্থানব্যূহেষু ( এই সকল পৃথিব্যাদি স্থানব্যূহে অর্থাৎ ব্যবস্থিত স্থানসমূহে ) ঋতুচ্ছন্দঃস্তোমপৃষ্ঠস্য ভক্তিশেষম্ ( ঋতু, ছন্দ, স্তোম এবং পৃষ্ঠ বা সামের ভক্তিশেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট ঋতু প্রভৃতির ভাগ বা ভজনীয় )[৫] অনুকল্পয়ীত ( অনুকল্পনা করিবে )।[৬]

---

১। গৃহীতরসধারণক মণ্ডলে ( স্কঃ ভাঃ )।

২। প্রবহ্‌লিতং চাবর্ধানকর্ম ; রাত্রিগ্রহনক্ষত্রাদিপ্রচ্ছাদনম্, তদসৌ প্রকাশেনাবর্বৃণোতি ইতি। প্রবহ্‌লিতং প্রকাশনমাদিত্যকর্মৈতার্থ, অবিদ্যাপনয়েনাত্মাদিপ্রকাশনম্।

৩। নিরু ১২।৩৭ দ্রষ্টব্য।

৪। নিরু ৪।২৭ দ্রষ্টব্য।

৫। ঋতুভক্তিশেষঃ ছন্দোভক্তিশেষঃ স্তোম ভক্তিশেষঃ পৃষ্ঠভক্তি শেষক ( দুঃ )। ঋতুভক্তিশেষম্—শিষ্টানাং ঋতূনাং ভক্তিম্, ছন্দোভক্তিশেষম্—শিষ্টানাং ছন্দসাং ভক্তিম্ ইত্যাদি। বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা এই তিন ঋতুর, গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ্ জগতী এই তিন ছন্দের ভজনীয় কে কে অর্থাৎ ইহারা কোন্ কোন্ দেবতার ভাগ তাহা বলা হইয়াছে। কোন্ কোন্ স্তোম এবং কোন্ কোন্ সামও কোন্ কোন্ দেবতার ভাগ তাহাও বলা হইয়াছে। আরও ঋতু, ছন্দ প্রভৃতি অবশিষ্ট আছে ; তাহারা কোন্ কোন্ দেবতার ভাগে পড়িবে তাহাই নির্ণীত হইতেছে।

৬। অনুকল্পয়ীত=অনুকল্পয়েত ; পূর্ব্ব কল্পনা ( ব্যবস্থা ) মুখ্য কল্পনা, সেই কল্পনা বা ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া যে কল্পনা বা ব্যবস্থা হইতেছে তাহাই অনুকল্পনা।

( অগ্নির )—পৃথিবীলোক প্রাতঃসবন বসন্ত গায়ত্রী ত্রিবৃৎ স্তোম রথন্তর সাম।

( ইন্দ্রের )—অন্তরিক্ষলোক মাধ্যন্দিনসবন গ্রীষ্ম ত্রিষ্টুপ্ পঞ্চদশস্তোম বৃহৎ সাম।

( আদিত্যের )—দ্যুলোক তৃতীয়সবন বর্ষা জগতী সপ্তদশস্তোম বৈরূপ সাম।

এই ভাবে তিনটি স্থানব্যূহ বিরচিত হইয়াছে। প্রথমটির নাম পৃথিবীব্যূহ, দ্বিতীয়টির নাম অন্তরিক্ষব্যূহ এবং তৃতীয়টির নাম দ্যুলোকব্যূহ। এই ব্যূহত্রয়ে নির্দ্দিষ্ট ঋতু, ছন্দ, স্তোম, এবং সাম ব্যতিরেকে আরও অনেক ঋতু, ছন্দ, স্তোম, পৃষ্ঠ বা সাম অবশিষ্ট রহিয়াছে, যাহাদের ভক্তির কথা বলা হয় নাই অর্থাৎ তাহারা কাহার ভাগ—তাঁহারা কাহার ভজনীয় অথবা কে তাহাদের ভজনীয় তাহা নির্ণীত হয় নাই। আচার্য্য বলিতেছেন, উপরি উক্ত কোন না কোন ব্যূহের মধ্যে তাহাদিগকে স্থাপন করিবে,[১] এবং তাহা দ্বারাই তাহারা কোন্ দেবতার ভাগ তাহা নির্ণীত হইবে। যথা :—

শরদনুষ্টুবেকবিংশস্তোমো বৈরাজং সামেতি পৃথিব্যায়তনানি ॥ ৫ ॥

শরৎ ( শরৎ ঋতু ) অনুষ্টুপ্ ( অনুষ্টুপ্ ছন্দ ) একবিংশস্তোমঃ ( ২১ মন্ত্রের স্তোম ) বৈরাজং সাম ( বৈরাজ সাম ) ইতি পৃথিব্যায়তনানি ( ইহারা পৃথিব্যায়তন বা পৃথিবীস্থান অর্থাৎ পৃথিবীব্যূহে স্থাপনীয় )।

শরৎ ঋতু, অনুষ্টুপ্ ছন্দ প্রভৃতি পৃথিবীব্যূহে স্থাপিত হইবে। পৃথিবীব্যূহে স্থাপনীয় বলিয়াই ইহারা অগ্নির ভাগ। কোন মন্ত্রে অগ্নির স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকিলেও ইহাদের কোনও একটির অস্তিত্ব হইতেই বুঝা যাইবে ঐ মন্ত্র অগ্নি-দেবতাক।[২]

একবিংশ স্তোম—২১ মন্ত্রের স্তোম ; তিন পর্য্যায়ে একুশ মন্ত্র হয় এই ভাবে—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম পর্য্যায় | ক ক ক | খ খ খ | গ | —৭ |
| দ্বিতীয় পর্য্যায় | ক | খ খ খ | গ গ গ | —৭ |
| তৃতীয় পর্য্যায় | ক ক ক | খ | গ গ গ | —৭ |
| | | | | ২১ |

অথবা

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম পর্য্যায় | ক ক ক | খ | গ | =৫ |
| দ্বিতীয় পর্য্যায় | ক | খ খ খ | গ গ গ | —৭ |
| তৃতীয় পর্য্যায় | ক ক ক | খ খ খ | গ গ গ | —৯ |
| | | | | ২১ |

বৈরাজ সাম—'পিবা সোমমিন্দ্র মদন্তু ত্বা' ( ঋ ৭।২৩।১ ) এই মন্ত্র হইতে উৎপন্ন সামের নাম বৈরাজ সাম ( ঐ ব্রা ৪।১৩ দ্রষ্টব্য )

১। যত্রানুক্তানি তদানুপূর্ব্বেণ কল্পয়েৎ ( দুঃ বাঃ )।

২। অনগ্নিলিঙ্গেঽপি চেন্মন্ত্রে এতেষামন্যতমং স্যাৎ স আগ্নেয় ইতি প্রতিপত্তব্যম্ ( দুঃ )।

**হেমন্তঃ পঙ্‌ক্তিস্ত্রিণবস্তোমঃ শাক্বরং সামেত্যন্তরিক্ষায়তনানি ॥ ৬ ॥**

হেমন্তঃ ( হেমন্ত ঋতু ) পঙ্‌ক্তিঃ ( পঙ্‌ক্তি ছন্দ ) ত্রিণবস্তোমঃ ( ত্রিণবস্তোম অর্থাৎ ২৭ মন্ত্রের স্তোম ) শাক্বরং সাম ( শাক্বর সাম ) ইতি অন্তরিক্ষায়তনানি ( ইহারা অন্তরিক্ষায়তন বা অন্তরিক্ষস্থান অর্থাৎ অন্তরিক্ষব্যূহে স্থাপনীয় ) ।

হেমন্ত ঋতু, পঙ্‌ক্তি ছন্দ প্রভৃতি অন্তরিক্ষব্যূহে স্থাপিত হইবে। অন্তরিক্ষব্যূহে স্থাপিত হইবে বলিয়াই ইহারা ইন্দ্রের ভাগ। কোন মন্ত্রে ইন্দ্রের স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকিলেও ইহাদের কোনও একটির অস্তিত্ব হইতেই বুঝা যাইবে ঐ মন্ত্র ইন্দ্র-দেবতাত্মক।

ত্রিণবস্তোম—২৭ মন্ত্রের স্তোম ; তিন মন্ত্র তিন পর্যায়ে সাতাশ মন্ত্র হইবে এই ভাবে :—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম পর্যায় | ক ক ক | খ খ খ খ খ | গ | = ৯ |
| দ্বিতীয় পর্যায় | ক | খ খ খ | গ গ গ গ গ | = ৯ |
| তৃতীয় পর্যায় | ক ক ক ক ক | খ | গ গ গ | = ৯ |
| | | | | ২৭ |

অথবা

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম পর্যায় | ক ক ক | খ খ খ | গ | = ৭ |
| দ্বিতীয় পর্যায় | ক | খ খ খ | গ গ গ গ গ | = ৯ |
| তৃতীয় পর্যায় | ক ক ক ক ক | খ খ খ | গ গ গ | = ১১ |
| | | | | ২৭ |

শাক্বর সাম—'প্রোম্বস্মৈ পুরোরথম্‌…( ঋ ১০।১৩৩।১ ) এই মন্ত্র হইতে উৎপন্ন সামের নাম শাক্বর সাম ( ঐ ব্রা ৪।১৩ দ্রষ্টব্য ) ।

**শিশিরোঽতিচ্ছন্দাস্ত্রয়স্ত্রিংশস্তোমো রৈবতং সামেতি দ্যুভক্তীনি ॥ ৭ ॥**

শিশিরঃ ( শিশির ঋতু ) অতিচ্ছন্দাঃ ( অতিচ্ছন্দাংসি—অতিচ্ছন্দঃসমূহ ) ত্রয়স্ত্রিংশ-স্তোমঃ ( ৩৩ মন্ত্রের স্তোম ) রৈবতং সাম ( রৈবত সাম ) ইতি দ্যুভক্তীনি ( ইহারা দ্যুভক্তি বা দ্যুলোকস্থান অর্থাৎ দ্যুলোকব্যূহে স্থাপনীয় ) ।

শিশির ঋতু অতিচ্ছন্দঃসমূহ (অত্যষ্টি, অতিধৃতি, অতিশক্বরী প্রভৃতি ) ত্রয়স্ত্রিংশস্তোম এবং রৈবত সাম দ্যুলোকব্যূহে স্থাপিত হইবে। দ্যুলোকব্যূহে স্থাপিত বলিয়াই ইহারা আদিত্যের ভাগ। কোনও মন্ত্রে আদিত্যের স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকিলেও ইহাদের কোনও একটির অস্তিত্ব হইতেই বুঝা যাইবে ঐ মন্ত্র আদিত্য-দেবতাক। ত্রয়স্ত্রিংশস্তোম—৩৩ মন্ত্রের স্তোম ; তিন মন্ত্র তিন পর্যায়ে তেত্রিশ মন্ত্র হইবে এই ভাবে :—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম পর্য্যায় | ক ক ক | খ খ খ খ খ খ খ | গ | =১১ |
| দ্বিতীয় পর্য্যায় | ক | খ খ খ | গ গ গ গ গ গ গ | =১১ |
| তৃতীয় পর্য্যায় | ক ক ক ক ক ক ক | খ | গ গ গ | =১১ |
| | | | | ৩৩ |

অথবা

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম পর্য্যায় | ক ক ক | খ খ খ খ খ খ খ | গ গ গ গ গ | =১৫ |
| দ্বিতীয় পর্য্যায় | ক ক ক ক ক | খ খ খ | গ গ গ | =১১ |
| তৃতীয় পর্য্যায় | ক ক ক | খ | গ গ গ | = ৭ |
| | | | | ৩৩ |

রৈবত সাম—'রেবতী র্নঃ সধমাদে'…( ঋ ১।৩০।১৩ ) এই মন্ত্র হইতে উৎপন্ন সামের নাম রৈবত সাম ( ঐ ব্রা ৪।১৩ দ্রষ্টব্য )।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### মন্ত্রা মননাৎ ॥ ১ ॥

মন্ত্রাঃ ( 'মন্ত্র' শব্দ ) মননাৎ ( 'মন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

দেবতা পরিজ্ঞান হয় মন্ত্র হইতে ; দেবতার ভক্তি সাহচর্য্য এবং কর্ম্ম প্রভৃতিও পরিজ্ঞাত হওয়া যায় মন্ত্র হইতেই। কাজেই 'মন্ত্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন।[১] জ্ঞানার্থক 'মন্' ধাতু হইতে 'মন্ত্র' শব্দ নিষ্পন্ন—যাঁহারা মন্তা বা মননশীল তাঁহারা মন্ত্র হইতেই অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ বিষয়সমূহ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন ;[২] অথবা মন্ত্রসমূহ মন্তব্য অর্থাৎ মননের ( জ্ঞান বা আলোচনার ) বিষয়।[৩]

### ছন্দাংসি ছাদনাৎ ॥ ২ ॥

ছন্দাংসি ( 'ছন্দঃ' শব্দ ) ছাদনাৎ ( চুরাদি 'ছদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

মন্ত্রসমূহ ছন্দোময় ; কাজেই 'ছন্দঃ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। আবরণার্থক চুরাদি 'ছদ্' ধাতু হইতে 'ছন্দঃ' শব্দ নিষ্পন্ন[৪]—দেবগণ মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া নিজদিগকে ছন্দঃসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন', ইহা আমরা উপনিষৎ, ব্রাহ্মণ এবং সংহিতা-গ্রন্থ হইতে অবগত হই।[৫]

### [ স্তোমঃ স্তবনাৎ ॥ ৩ ][৬]

স্তোমঃ ( 'স্তোম' শব্দ ) স্তবনাৎ ( 'স্তু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'স্তোম' শব্দ স্তুত্যর্থক 'স্তু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—স্তোমের ( সাম মন্ত্রের সমষ্টির ) দ্বারা দেবতার স্তুতি হয়।

### যজুর্যজতেঃ ॥ ৪ ॥

যজুঃ ( 'যজুস্' শব্দ ) যজতেঃ ( 'যজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'ঋক্' শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে ( নিরূ ১।৮ দ্রষ্টব্য ) ; এক্ষণে 'যজুঃ' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। দেবপূজার্থক অর্থাৎ যজ্ঞসম্পাদনার্থক 'যজ্'

---

১। সর্ব্বদৈবতমন্ত্রাধ্যয়নমিত্যুক্তম্, ত এব তাবন্মন্ত্রাঃ কস্মাদিতি বক্তব্যম্ অত আহ ( দুঃ )।

২। তেহধ্যাত্মাধিদৈবাধিযজ্ঞাভিমন্ত্যারো মন্ত্রেভ্যঃ তেনেমাঃ মন্ত্রম্ ( দুঃ )।

৩। মন্তব্যা হি তে ( স্কঃ স্বাঃ )।

৪। বৈয়াকরণগণ সংবরণার্থক চুরাদি 'ছন্দ্' ধাতু হইতে 'ছন্দঃ' শব্দের নিষ্পত্তি সাধন করেন ; উণাদি প্রকরণে ( ৬৬৮ সূঃ ) 'চন্দ' ধাতু হইতে 'ছন্দঃ' শব্দের নিষ্পত্তি করা হইয়াছে।

৫। ছাঃ উঃ ১।৪।২ ; শ ব্রা ৮।৫।২।১, তৈঃ সং ৫।৬।৬।১ দ্রষ্টব্য।

৬। অনেক পুস্তকে এই অংশে পরিদৃষ্ট হয় না।

ধাতু হইতে 'যজুস্' শব্দের নিষ্পত্তি (উ ২৭৭)—যজুর্বেদেরই অধিকাংশ মন্ত্রের দ্বারা হোম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।[১] যাগও নিষ্পন্ন হইয়া থাকে যজুর্মন্ত্রের দ্বারাই। হোতা যাজ্যা অর্থাৎ যাগের মন্ত্র পাঠ করিয়া বষট্‌কার করেন অর্থাৎ 'বৌষট্' উচ্চারণ করেন; এই বষট্‌কারের সঙ্গে সঙ্গেই অধ্বর্যু আহুতির দ্রব্য (আজ্য অথবা পুরোডাশ) আহবনীয়াগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। পরে যজমান ত্যাগমন্ত্র বলেন; দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগই যাগ। যাজ্যামন্ত্র অধিকাংশ স্থলেই যজুর্মন্ত্র। কাজেই বলিতে পারা যায়, যজুর্মন্ত্রের দ্বারাই বিশেষভাবে যাগও পরিসমাপ্ত হয়।[২] শতপথব্রাহ্মণে স্পষ্ট উল্লিখিত দেখিতে পাই, যজুর্মন্ত্রের দ্বারাই দেবগণ যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলেন।[৩]

যাগ ও হোম উভয়েই দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ করা হয়; কিন্তু যাজ্ঞিকেরা এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন। যাগে হোতা যাজ্যা পাঠ এবং বষট্‌কার করেন, আহুতি দেন অধ্বর্যু বিনা মন্ত্রপাঠে। হোমে হোতার দরকার হয় না। অধ্বর্যু নিজেই অগ্নির পার্শ্বে বসিয়া যজুর্মন্ত্র পাঠ করেন; তৎপরে স্বাহাকার করেন অর্থাৎ 'স্বাহা' উচ্চারণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নিতে আহুতি দেন।[৪]

**সাম সম্মিতমৃচাস্যতের্বর্চা সমং মেন ইতি নৈদানাঃ ॥ ৫ ॥**

সাম = সম্মিতম্ ঋচা (ঋকের দ্বারা সম্মিত), অস্যতেঃ বা, স্যতেঃ বা (অথবা 'সাম' শব্দ 'অস্' ধাতু হইতে কিংবা 'সো' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), ঋচা সমং মেনে (ঋকের সমান অর্থাৎ সমসংখ্যক মনে করিয়াছিলেন) ইতি নৈদানাঃ (নিদানাভিজ্ঞগণ ইহা মনে করেন)।

'সাম' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (ক) 'সম্' পূর্বক 'মা' ধাতু হইতে 'সাম' শব্দের নিষ্পত্তি—ঋকের দ্বারা সাম সম্মিত বা পরিমাপিত অর্থাৎ ঋকের সহিত সাম সমান পরিমাণবিশিষ্ট; ঋক্ মন্ত্রে সুর দিয়া গান করিলেই সাম হয়, কাজেই ঋকের পরিমাণ বা সংখ্যা যত, সামের পরিমাণ বা সংখ্যাও তত।[৫] (খ) ঋচাস্যতেঃ—এই স্থলে ঋচা + অস্যতেঃ অথবা ঋচা + স্যতেঃ এইরূপ পদবিভাগ করিয়া বলা যাইতে পারে—'সাম' শব্দ ক্ষেপণার্থক 'অস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন অথবা অন্তকর্মার্থক (অবসানার্থক) 'সো' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ৫৭২)। 'অস্' ধাতু হইতে নিষ্পত্তি করিলে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইবে

---

১। প্রায়েণ হি যজুষা হোমমন্ত্রাঃ (স্কঃ খাঃ)।

২। তেন হি বিশেষত ইজ্যতে, যাজ্যায়ে বষট্‌কারবিধানাৎ (দুঃ)।

৩। ৪.৩।৭।১৩ দ্রষ্টব্য।

৪। শ ব্রা ১।৭।২।২১; রামেন্দ্রসুন্দর—যজ্ঞকথা (৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৫। যাবতী ঋক্ তাবদেব পরিমাণতঃ (দুঃ); স্কন্দস্বামী বলেন—'সম্' উপসর্গের স, 'ঋচা' এই তৃতীয়ান্ত পদের আকার এবং 'মা' ধাতুর ম মিলিয়া সাম হইয়াছে।

—ঋক্ মন্ত্রসমূহে যেন সাম প্রক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।[১] 'সো' ধাতু হইতে নিষ্পত্তি করিলে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইবে—সাম ঋকের অন্তকর্ম্ম ( অবসান বা পরিসমাপ্তি ) অর্থাৎ সাম ঋকের নিষ্ঠা বা পর্য্যবসান : প্রথমে সংহিতা, তৎপরে পদ এবং পদস্তোমই সাম।[২] ( গ ) 'সম' শব্দপূর্ব্বক জ্ঞানার্থক 'মন্' ধাতু হইতে 'সাম' শব্দ নিষ্পন্ন—ঋকের সম অর্থাৎ সমান সংখ্যক সাম, প্রজাপতি ইহাই পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন।[৩] এই তৃতীয় মত নৈদানদিগের অর্থাৎ নিদান-নামক গ্রন্থে অভিজ্ঞ যাঁহারা তাঁহাদিগের।[৪] শব্দমূল অথবা মন্ত্রমূল-নিরূপক গ্রন্থই নিদান।

গায়ত্রী গায়তেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ ॥ ৬ ॥

গায়ত্রী ( 'গায়ত্রী' শব্দ ) স্তুতিকর্ম্মণঃ ( স্তুত্যর্থক ) গায়তেঃ ( 'গৈ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

গায়ত্রী, উষ্ণিক্ প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দের নাম। 'ছন্দঃ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; এক্ষণে গায়ত্রী প্রভৃতি নামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। স্তুত্যর্থক 'গৈ' ধাতু (নিঘ ৩।১৪) হইতে 'গায়ত্রী' শব্দের নিষ্পত্তি—গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা দেবতার গীতি বা স্তুতি করা হয়।[৫]

ত্রিগমনা বা বিপরীতা গায়তো মুখাদুদপতদিতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৭ ॥

বা ( অথবা ) ত্রিগমনা ( ত্রিগমনা অর্থাৎ পাদত্রয়বিশিষ্টা ) বিপরীতা ( বৈপরীত্য অর্থাৎ অক্ষর বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইয়া ) [ 'গায়ত্রী' শব্দ হইয়াছে ] ; গায়তঃ মুখাৎ উদপতৎ ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ( আর ব্রাহ্মণগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, স্তুতিপরায়ণ ব্রহ্মার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল )।[৬]

প্রকারান্তরে 'গায়ত্রী' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। (ক) 'গায়ত্রী' শব্দ 'ত্রি' শব্দপূর্ব্বক গমনার্থক 'গম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—গায়ত্রী ত্রিগমনা বা পাদত্রয়ে গমনশীলা অর্থাৎ পাদত্রয়বিশিষ্টা ( ঋ ১।১, ১।২ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য )। 'ত্রিগম' শব্দই অক্ষর বৈপরীত্যে 'গায়ত্রী' শব্দে পরিণত হইয়াছে ; ত্রিগম=ত্রিগায়=গায়ত্রী।[৭] অথবা (খ) 'গৈ' ধাতু ও 'পত্' ধাতুর যোগে 'গায়ত্রী' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ; গীতি বা স্তুতি করিবার সময় ব্রহ্মার মুখ হইতে গায়ত্রী পতিত ( নিঃসৃত ) হইয়াছিল, ইহা ব্রাহ্মণগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে।[৮] গাপত্র=গায়ত্র=গায়ত্রী।

---

১। প্রক্ষিপ্তমিব হি তৎ ঋচি ভবতি ( দুঃ )।

২। 'ষো' অন্তকর্ম্মণি—অন্ত্যং তৎ কর্ম্ম ভবতি, সংহিতা-পদম্-সাম ইতি ( দুঃ )। স্যতের্বাঽবসানার্থস্য, ঋচো হি তদবসিতং নিষ্ঠিতং ভবতি ( স্কঃ খাঃ )।

৩। ঋচা এতৎ সমন্ ইত্যেবং প্রজাপতির্মেনে জ্ঞাতবান্ ( দুঃ )।

৪। নিদানমিতি গ্রন্থঃ, তদ্বিদো নৈদানাঃ ( দুঃ )।

৫। তয়া হি গীয়ন্তে স্তূয়ন্তে দেবতাঃ ( দুঃ ) ; ধাতু পাঠে—'গৈ' শব্দে।

৬। প্রজাপতের্বা মুখাদুৎপতিতত্বান্নিঃসৃতা ( স্কঃ খাঃ )।

৭। ত্রি অং: পাদৈর্গমনং বর্ত্তনং সা ত্রিগায়েতি বিপরীতাক্ষরা গায়ত্রী ( স্কঃ খাঃ )।

৮। শ ব্রা ৩।১।১।১৪, ১৪।৮।১৪।৭ দ্রষ্টব্য।

উষ্ণিগুৎস্নাতা ভবতি। স্নিহ্যতেঃ বা স্যাৎ কান্তিকর্ম্মণঃ। উষ্ণীষিণী বেত্যৌপমিকম্। উষ্ণীষং স্নায়তেঃ ॥ ৮ ॥

উষ্ণিক্ ( উষ্ণিক্ ) উৎস্নাতা ভবতি ( উদ্বেষ্টিত হয় ), বা ( অথবা ) কান্তিকর্ম্মণঃ স্নিহ্যতেঃ স্যাৎ ( কান্ত্যর্থক 'স্নিহ্' ধাতু হইতেও 'উষ্ণিক্' শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে )। উষ্ণীষিণী ইব ইতি ঔপমিকম্ ( উষ্ণীষবিশিষ্টার ন্যায়—ইহা উপমা প্রযুক্ত নাম ); উষ্ণীষং ( 'উষ্ণীষ' শব্দ ) স্নায়তেঃ ( 'স্নৈ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'উষ্ণিক্' শব্দের নির্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। ( ক ) উৎপূর্ব্বক বেষ্টনার্থক 'ষ্ণৈ' ( স্নৈ ) ধাতু হইতে 'উষ্ণিক্' শব্দ নিষ্পন্ন। গায়ত্রীচ্ছন্দ ত্রিপাদ এবং ইহার প্রত্যেক পাদে আট অক্ষর; উষ্ণিক্ও ত্রিপাদ—ইহার দুই পাদ অষ্টাক্ষর এবং এক পাদ দ্বাদশাক্ষর ( পিঙ্গল ৩।১৮ ) অর্থাৎ গায়ত্রী হইতে উষ্ণিক্ ছন্দে চার অক্ষর অধিক ( ঋ ১।৭২।৪-৬, ৯।৫৩।১-৪ দ্রষ্টব্য )। এই অতিরিক্ত চার অক্ষরের দ্বারা যেন উষ্ণিক্ ছন্দ উদ্বেষ্টিত হইয়া আছে।[১] (খ) কান্ত্যর্থক ( প্রীত্যর্থক ) 'স্নিহ্' ধাতু হইতেও 'উষ্ণিক্' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে,—উষ্ণিক্ ছন্দ দেবতাগণের কান্ত বা প্রিয়।[২] (গ) 'উষ্ণিক্' শব্দ উপমাপ্রযুক্ত নাম অর্থাৎ ইহাতে উপমার্থ নিহিত রহিয়াছে; উষ্ণিক্ উষ্ণীষিণী অর্থাৎ উষ্ণীষবিশিষ্টার ন্যায়—অতিরিক্ত চার অক্ষর উষ্ণিকের উষ্ণীষস্বরূপ।[৩] প্রসঙ্গতঃ 'উষ্ণীষ' শব্দেরও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। 'উষ্ণীষ' শব্দ শৌচার্থক অথবা বেষ্টনার্থক 'ষ্ণৈ' ( স্নৈ ) ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—'উষ্ণীষ' শুদ্ধ ( শুভ্র );[৪] উষ্ণীষের ( পাগড়ীর ) দ্বারা শিরোবেষ্টন করা হয়।

ককুপ্ ককুভিনী ভবতি ককুপ্ চ কুব্জতের্বোব্জতে র্বা ॥ ৯ ॥

ককুপ্ ( ককুপ্ ছন্দ ) ককুভিনী ভবতি ( যেন ককুভ[৫] বিশিষ্ট হয় ); ককুপ্ চ ( আর 'ককুভ্' শব্দ ) কুব্জতেঃ বা উব্জতেঃ বা ( 'কুব্জ্' ধাতু অথবা 'উব্জ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে )।

'ককুভ্' ছন্দও ত্রিপাদ, কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, ইহার প্রথম পাদে আট অক্ষর, মধ্যম পাদে বার অক্ষর এবং তৃতীয় পাদে আট অক্ষর ( পিঙ্গল ৩।১৯ ); ঋগ্বেদ ১।১২০।২, ৫।৫৩ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

---

১। গায়ত্রীংশ্চতুর্ভিরক্ষরৈরধিকৈরুষ্ণিতা ইব ( দুঃ )।

২। স্নিহ্যমেতদ্দেবতানাং কান্তমেতচ্ছন্দঃ ( দুঃ )।

৩। অথবা চত্বার্যক্ষরাণি অতিরিচ্যমানান্যস্যা উষ্ণীষস্থানীয়ানি, অত উপমাপ্রযুক্তমেতদভিধানম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।

৪। স্নায়তেঃ শৌচার্থস্য বেষ্টনার্থস্য বা উভয়ার্থত্বাপি তত্র সম্ভবাৎ ( স্কঃ স্বাঃ ); স্নায়তেঃ শৌচার্থস্য শুক্লং হি তদ্ ভবতি শুক্লম্ ( দুঃ )।

৫। অকারান্ত শব্দ; অকারান্ত হইলেও ব্যঞ্জনান্ত 'ককুভ্' শব্দেরই সমার্থক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

মধ্যম পাদের অতিরিক্ত চার অক্ষর যেন ককুপ্ ( ককুভ্ )—সমস্ত ছন্দটা যেন ককুপ্-বিশিষ্ট।[1] 'ককুপ্' ( ককুভ্ ) শব্দের নিষ্পত্তি কৌটিল্যার্থক 'কুজ্' ধাতু হইতে অথবা স্তুপ্ভাবার্থক ( নত হওয়া অর্থে বর্তমান ) 'উব্জ' ধাতু হইতে[2]—ককুপ্ ঈষৎ ভগ্ন বলিয়া উভয়ার্থেরই উপপত্তি হইতে পারে।[3] প্রশ্ন হইতে পারে, এখানে 'ককুপ্' ( ককুভ্ ) শব্দের অর্থ কি ? স্কন্দস্বামী বলেন 'ককুপ্' শব্দ 'ককুদ' শব্দেরই পরিণতি।[3] 'ককুদ' শব্দের অর্থ—ষাঁড়ের ঝুঁটি ( hump ); কাজেই 'ককুপ্' শব্দেরও এই স্থলে ইহাই অর্থ বলা যাইতে পারে। ঈষৎ ভগ্ন বলিয়া কুটিল বা নত ককুদের দ্বারা যেরূপ ষাঁড়ের স্কন্ধদেশ কিঞ্চিৎ উচ্চ, মধ্যম পাদের অতিরিক্ত চার অক্ষরের দ্বারাও যেন ককুপ্ ছন্দ মধ্যদেশে সেইরূপ উচ্চ। ককুদ অর্থাৎ 'ককুপ্' বিশিষ্ট বলিয়াই ছন্দের নাম ককুপ্ হইয়াছে।

স্কন্দস্বামী আরও বলেন যে, 'ককুভিনী ভবতি' ইহা অপপাঠ এবং 'ককুদিনী ভবতি' ( ককুদবিশিষ্টা হয় ) ইহাই সঙ্গত পাঠ।[4] স্কন্দস্বামীর কথা আমাদেরও সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ, 'ককুভিনী ভবতি' বলিলে অকারান্ত 'ককুভ' শব্দের উত্তরই অস্ত্যর্থে ইনি প্রত্যয় হইয়াছে বলিতে হইবে। অবশ্য ককুভ=ককুভ্, এইরূপ বলিলে কোন কথা নাই ; অকারান্ত 'ককুভ' শব্দের প্রচলিত এমন কোন অর্থ নাই যদ্বিশিষ্ট বলিয়া ককুপ্ ছন্দের বর্ণনা হইতে পারে।

কুব্জশ্চ ॥ ১০ ॥[5]

কুব্জশ্চ কুজতে র্বা উব্জতে র্বা—'কুব্জ' শব্দও কৌটিল্যার্থক 'কুজ্' ধাতু হইতে অথবা স্তুপ্ভাবার্থক 'উব্জ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কুব্জ ব্যক্তি কুটিল অর্থাৎ বক্রও বটে এবং নতও বটে।

অনুষ্টুবনুষ্টোভনাৎ। গায়ত্রীমেব ত্রিপদাং সতীং
চতুর্থেন পাদেনানুষ্টোভতীতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥১১॥

অনুষ্টুপ্ ( 'অনুষ্টুপ্' শব্দ ) অনুষ্টোভনাৎ ( অনুপূর্বক 'স্তুভ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ); গায়ত্রীম্ এব ত্রিপদাং সতীং ( ত্রিপাদবিশিষ্ট হইয়া বিদ্যমান গায়ত্রীচ্ছন্দকে ) চতুর্থেন পাদেন ( চতুর্থ পাদের দ্বারা ) অনুষ্টোভতি ( অনুসংবর্দ্ধিত করে ) ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ( এই ব্রাহ্মণবাক্যও আছে )।

---

১। সৈষোঽক্ষিদ্ ব্যাপতেন পাদেনোপহিতেন ককুব্বিত্যুচ্যতে, স তস্যাঃ ককুদিব মধ্যতো ভবতি তেন ককুভিনীব ককুপ্ ( দুঃ )।

২। কুজতেঃ কৌটিল্যার্থস্য উব্জতের্বা স্তুপ্ভাবার্থস্য – ঈষদ্ ভগ্নভাবাদুভয়ার্থোপপত্তিঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

৩। দকারস্য পকারাপত্ত্যা পরলোপেন চ ককুপ্।

৪। ককুভিনীত্যপপাঠঃ ···।

৫। ককুপ্ চ কুব্জশ্চ কুজতে র্বোব্জতে র্বা—এইরূপ মিলিত পাঠও আছে।

'স্তভ্' ধাতু অর্চ্চনার্থক ( স্তবার্থক ) ( নিরু ৩।১৪ ) ; অনুপূর্ব্বক 'স্তভ্' ধাতু হইতে 'অনুষ্টুপ্' শব্দ নিষ্পন্ন। গায়ত্রীচ্ছন্দের তিন পাদ, অনুষ্টুপ্ ছন্দের পাদসংখ্যা চার এবং প্রত্যেক পাদে আট অক্ষর ( পিঙ্গল ৩।২৩ ) ; ঋগ্বেদ ১।১১, ১।২৬ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। যেন অনুষ্টুপ্ ছন্দ চতুর্থপাদের দ্বারা গায়ত্রীচ্ছন্দের অনুস্তুতি বা অনুসংবর্দ্ধনা[১] করে—ব্রাহ্মণগ্রন্থে ঈদৃশ উক্তি পরিদৃষ্ট হয়। অনুষ্টুপ্ ছন্দ গায়ত্রী হইতে সম্ভূত। "সেই গায়ত্রী গর্ভধারণ করিলেন ও তিনি অনুষ্টুপ্‌কে সৃষ্টি করিলেন" ( ঐ ব্রা ৪।১৮ দ্রষ্টব্য )। 'অনু' শব্দের অর্থ পশ্চাৎ—অনুষ্টুপ্ গায়ত্রী হইতে জন্মলাভ করিয়া তৎপরে গায়ত্রীর স্তুতি করিলেন, ইহাই বক্তব্য। ( অনু পশ্চাৎ আত্মলাভাদনন্তরঃ স্তোভতি স্তৌতি ইতি অনুষ্টুপ্ )।

## বৃহতী পরিবর্হণাৎ ॥ ১২ ॥

বৃহতী পরিবর্হণাৎ—'বৃহতী' এই নাম পরিবর্হণ বা পরিবৃদ্ধিনিমিত্তক ( বৃদ্ধ্যর্থক 'বৃহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )। বৃহতীচ্ছন্দ অনুষ্টুপের তুলনায় পরিবর্দ্ধিত—অনুষ্টুপে প্রত্যেক পাদে আট অক্ষর ; বৃহতীতে এক পাদ দ্বাদশাক্ষর এবং তিন পাদ অষ্টাক্ষর ( পিঙ্গল ৩।২৬ ) ;[২] ঋগ্বেদ ১।১০৯, ১।১৭৯ দ্রষ্টব্য।

## পংক্তিঃ পঞ্চপদা ॥ ১৩ ॥

পংক্তিঃ ( পংক্তিচ্ছন্দ ) পঞ্চপদা ( পঞ্চপাদবিশিষ্ট )।

'পংক্তি' শব্দ বিস্তারার্থক চুরাদি 'পঞ্চ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, অন্যান্য ছন্দের কাহারও কাহারও তিন পাদ, কাহারও কাহারও বা চারিপাদ, পংক্তিচ্ছন্দের পাঁচ পাদ ( পিঙ্গল ৩।৪৮, ঐ ব্রা ৪।২০ )—অন্যান্য ছন্দ হইতে বিস্তৃত ( ঋগ্বেদ ১।২৯, ১।৮০, ১।৮১ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য )।

## ত্রিষ্টুপ্ স্তোভত্যুত্তরপদা। কা তু ত্রিতা স্যাৎ, তীর্ণতমং ছন্দঃ ॥ ১৪ ॥

ত্রিষ্টুপ্ ( 'ত্রিষ্টুপ্' শব্দ ) স্তোভত্যুত্তরপদা ( 'স্তোভতি' এই উত্তর পদবিশিষ্ট ) ; কা তু ত্রিতা স্যাৎ ( প্রশ্ন—কিন্তু ত্রিত্ব কি করিয়া হইতে পারে ? ) তীর্ণতমং ছন্দঃ ( উত্তর—অতি বিস্তীর্ণ ছন্দ )।

ত্রিষ্টুপ্ = ত্রি + স্তভ্ ; 'ত্রিষ্টুপ্' শব্দের উত্তর পদ ( অন্তিম পদ ) স্তোভতি অর্থাৎ স্তবার্থক 'স্তভ্' ধাতুর পদ ; কিন্তু পূর্ব্ব পদে এই যে ত্রিপ্রকৃতি অর্থাৎ 'ত্রি' এই পদ, ইহার অর্থ কি ?[৩] ইহাই প্রশ্ন এবং ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ইহার অর্থ তীর্ণতম অর্থাৎ অতি বিস্তীর্ণ ( 'তৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )। গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দের তুলনায় ত্রিষ্টুপ্ অতি বিস্তীর্ণ ছন্দ—ইহার চার পাদের প্রত্যেক পাদে এগার অক্ষর ( ঋগ্বেদ ৭।২১৯, ৭।২৩, ৭।২৪ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ) এবং ইহা

---

১। অনুষ্টৌভতি অনুসংবর্দ্ধয়তি ( দুঃ পাঃ )।

২। পরিবৃদ্ধাসৌ ভবতি অনুষ্টুভশ্চতুর্ভিরক্ষরৈঃ ( দুঃ )।

৩। পূর্ব্বপদে যেয়ং ত্রিঃ। ত্রিরা শ্রূয়তে 'ত্রি' ইতি, এতৎ কিমর্থমিতি ( দুঃ )।

স্তুতিকারী ছন্দ—ঋগ্বেদের বহু সূক্তে দেবতার স্তুতি করা হইয়াছে এই ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে ( তীর্ণতমং সৎ স্তৌতীতি ত্রিষ্টুপ্ )।[১]

> ত্রিবৃদ্বজ্রস্তস্য স্তোভনীতি[২] বা। যত্ত্রিরস্তোভত্তত্ত্রিষ্টুভস্ত্রিষ্টুপ্ত্বমিতি বিজ্ঞায়তে ॥ ১৫ ।

ত্রিবৃৎ বজ্রঃ ( 'ত্রিবৃৎ' শব্দের অর্থ বজ্র ) তস্য স্তোভনী ইতি বা ( তাহার স্তুতিকারিণী, ইহাই বা 'ত্রিষ্টুপ্' শব্দের ব্যুৎপত্তি )। যৎ ত্রিঃ অস্তোভৎ ( তিনবার যে স্তুতি করিয়াছিল ) তৎ ত্রিষ্টুভঃ ত্রিষ্টুপ্ত্বম্ ( তাহাই ত্রিষ্টুপের ত্রিষ্টুপত্ব ) ইতি বিজ্ঞায়তে ( ইহা জানা যায় )।

প্রকারান্তরে 'ত্রিষ্টুপ্' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। ত্রি=ত্রিবৃৎ অর্থাৎ বজ্র। উভয়তঃ ত্রিকোটি অর্থাৎ তীক্ষ্ণাগ্রভাগবিশিষ্ট বলিয়া বজ্রের নাম ত্রিবৃৎ ; এই ত্রিবৃতের স্তুতি সম্পাদন করে ত্রিষ্টুপ্। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ঐন্দ্রচ্ছন্দ—ইন্দ্রের ভাগ ( দশম পরিচ্ছেদের প্রথম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য ) ; বজ্র ও ইন্দ্রের ভাগ—কাজেই ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের দ্বারা বজ্রের স্তুতি উপপন্ন হয়। অথবা ত্রিঃ+স্তুভ্=ত্রিষ্টুপ্ ( বারত্রয় স্তুতিকারিণী ) ব্রাহ্মণগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—যে হেতু এই ছন্দ তিন বার স্তুতি করিয়াছিল সেই জন্যই এই ছন্দের নাম ত্রিষ্টুপ্।[৩]

## ॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। তীর্ণতমং বৃহত্তমং গায়ত্র্যাদিভ্যো বহুত্বাৎ সেয়ং তীর্ণতমা চ স্তৌতি চেতি ত্রিষ্টুপ্ দুঃ।; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩.২৮ দ্রষ্টব্য।

২। তস্য স্তোভতীতি বা—এইরূপ পাঠও আছে এবং ইহা দুর্গাচার্য সম্মত পাঠ।

৩। ইতি বিজ্ঞায়তে—এই বাক্যের দ্বারা প্রতীয়মান হয় 'যৎ ত্রিরস্তোভৎ'—ইত্যাদি ব্রাহ্মণোক্তি ; কোন্ ব্রাহ্মণে এই কথা আছে নির্ণয় করিতে পারি নাই। দৈবত ব্রাহ্মণ, তৃতীয় কাণ্ড অন্বেষ্টব্য ( লক্ষ্মণ স্বরূপ )।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

**জগতী গততমং ছন্দঃ, জলচরগতি র্বা, জল্গল্যমানোঽসৃজদিতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥**

জগতী গততমং ছন্দঃ ( জগতী অন্তিম ছন্দ ), জলচরগতিঃ বা ( অথবা জগতী তরঙ্গমালার ন্যায় গতিবিশিষ্ট। ), জল্গল্যমানঃ [ সন্ ] ( ক্ষীণহর্ষ হইয়া ) [ প্রজাপতিঃ ] ( প্রজাপতি ) অসৃজৎ ( সৃষ্টি করিয়াছিলেন ) ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ( ঈদৃশ ব্রাহ্মণবাক্যও আছে )।

'জগতী' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (ক) 'গম্' ধাতু হইতে 'জগৎ' শব্দ নিষ্পন্ন ( উ ২৪১ ) স্ত্রীলিঙ্গে জগতী—জগতী গততম অর্থাৎ অন্তিম ছন্দ, জগতীর পরেই অতিচ্ছন্দসমূহ ;[১] অথবা, ছন্দের মধ্যে জগতীই বড় ছন্দ ( জগতীর চার পাদ—প্রত্যেক পাদে বার অক্ষর ), কাজেই গততম অর্থাৎ সমস্ত ছন্দ অতিক্রম করিয়া গত।[২] (খ) জলচরগতি—জগতি—জগতী ; জগতীচ্ছন্দের গতি অর্থাৎ প্রস্তার জলতরঙ্গমালার ন্যায় বহু—জগতী বহুবিধপ্রস্তারা।[৩] গুরু লঘুর বিভিন্নরূপ বিন্যাসের নাম প্রস্তার ; জগতীচ্ছন্দের বহু ভেদ আছে বলিয়া তাহার প্রস্তারও বহু ( ঋগ্বেদ ১।৩১, ১।৫৫, ১।১১৯ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য )। (গ) হর্ষক্ষয়ার্থক 'গ্লৈ' ধাতু হইতে 'জগতী' শব্দ নিষ্পন্ন ; ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, প্রজাপতি অন্যান্য ছন্দের সৃষ্টিতে ক্লান্তিবশতঃ যেন ক্ষীণহর্ষ অর্থাৎ নির্বিন্ন হইয়া অন্তিমচ্ছন্দ জগতীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 'সৃষ্টি' শব্দে এখানে 'দর্শন' বুঝিতে হইবে, কারণ, নিত্য বলিয়া ছন্দ সৃষ্ট হইতে পারে না, দৃষ্ট হইয়া থাকে।[৪]

**বিরাট্ বিরাজনাদ্বা বিরাধনাদ্বা বিপ্রাপণাদ্বা। বিরাজনাৎ সম্পূর্ণাক্ষরা, বিরাধনাদূনাক্ষরা বিপ্রাপণাদধিকাক্ষরা ॥ ২ ॥**

বিরাট্ ( 'বিরাজ্' শব্দ ) বিরাজনাৎ বা ( হয়, বি+'রাজ্' ধাতু হইতে ) বিরাধনাৎ বা ( না হয়, বি+'রাধ্' ধাতু হইতে ) বিপ্রাপণাৎ বা ( আর না হয়, বি+প্র+'আপ্' ধাতু হইতে ) [ নিষ্পন্ন ]। বিরাজনাৎ—সম্পূর্ণাক্ষরা ( বি+'রাজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিলে ব্যুৎপত্তি হইবে—সম্পূর্ণাক্ষরা হইয়া বিরাজমানা ), বিরাধনাৎ—ঊনাক্ষরা ( বি+'রাধ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন

---

১। গততমং ছন্দঃ অন্ত্যমিত্যর্থঃ ( দুঃ )।

২। পূর্বেভ্যো বহ্বক্ষরাতিশয়েন গতম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।

৩। জলতরঙ্গচলা গতিঃ প্রস্তারো যস্যাঃ বহুপ্রকারপ্রস্তারেত্যভিপ্রায়ঃ ( স্কঃ স্বাঃ ) ; জলোর্মিপ্রকারো হি যস্যাঃ প্রস্তারঃ ( দুঃ )।

৪। অন্ত্যার্থং গ্লায়ন্ প্রজাপতি নির্বিন্নঃসন্ সৃষ্টবানিতি ব্রাহ্মণমাহ ( স্কঃ স্বাঃ ) ; 'গ্লৈ' হর্ষক্ষয়ে, ক্ষীণহর্ষ ইব প্রজাপতিঃ সসৃজে দদর্শেত্যর্থঃ ন হি ছন্দাংসি ক্রিয়ন্তে নিত্যত্বাৎ…( দুঃ )।

করিলে ব্যুৎপত্তি হইবে—ন্যূনাক্ষরা হইয়া বিগত-ঋদ্ধি অর্থাৎ ক্ষীণসম্পৎ), বিপ্রাপণাৎ—অধিকাক্ষরা (বি+প্র+'আপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিলে ব্যুৎপত্তি হইবে—অধিকাক্ষরা হইয়া বিশেষ প্রাপ্তিবিশিষ্টা)।

'বিরাজ্' শব্দের নিষ্পত্তি (ক) বি পূর্ব্বক দীপ্ত্যর্থক 'রাজ্' ধাতু হইতে করা যাইতে পারে—চতুষ্পাদ বিরাট্ ('বিরাজ্' শব্দের প্রথমার একবচন) ছন্দের প্রত্যেক পাদে দশ অক্ষর, সম্পূর্ণ অক্ষরবিশিষ্ট হইয়া যেন শোভা পায় (ঋগ্বেদ ১।১৬৯, ৬২০।৭ দ্রষ্টব্য)। (খ) বি পূর্ব্বক সংসিদ্ধ্যর্থক 'রাধ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে—ত্রিপাদ বিরাট্ ছন্দ ন্যূনাক্ষরবিশিষ্ট হইয়া যেন বিগতসংসিদ্ধি অর্থাৎ হীনসম্পৎ হইয়া থাকে (ঋগ্বেদ ১।:৪৯ দ্রষ্টব্য); (গ) বি+প্র+প্রাপ্ত্যর্থক 'আপ্'[১] ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে—চতুষ্পাদ বিরাট্ ছন্দই অধিকাক্ষরবিশিষ্ট হইয়া যেন বিশেষ প্রাপ্তি বা লাভসম্পন্না হয় (ঋগ্বেদ ৪।৮৬।৬ দ্রষ্টব্য)। বিরাট্ ছন্দের অক্ষর কখনও বা সমান অর্থাৎ প্রতিপাদে দশ থাকে, কখনও বা কম হয়, আবার কখনও বা বৃদ্ধি পায়; অক্ষরের সমানতা ন্যূনতা এবং অধিকতা এই তিন দিক্ দিয়াই বিরাট্ নামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইল।

পিপীলিকামধ্যেত্যৌপমিকম্ ॥ ৩ ॥

পিপীলিকামধ্যা ইতি ঔপমিকম্—'পিপীলিকামধ্যা' এই নাম উপমাপ্রযুক্ত নাম; পিপীলিকার মধ্যদেশ (কোমর) যেরূপ ক্ষীণ, সেইরূপ ত্রিপাদ যে কোন ছন্দ মধ্যম পাদে অন্য দুই পাদ হইতে স্বল্পাক্ষরবিশিষ্ট হইলে তাহার নাম হয় পিপীলিকামধ্যা। ঋগ্বেদ ৪।৩১।১১, ৪।৩২।১৩ প্রভৃতি পিপীলিকামধ্যা গায়ত্রীর উদাহরণ (ত্রিপান্নিচৃন্মধ্যা পিপীলিকামধ্যা—পিঙ্গল ৩।১৭)।

পিপীলিকা পেলতের্গতিকর্ম্মণঃ ॥ ৪ ॥

পিপীলিকা ('পিপীলিকা' শব্দ) গতিকর্ম্মণ' পেলতেঃ (গত্যর্থক 'পেল' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'পেল' ধাতু হইতে 'পিপীলিকা' শব্দ নিষ্পন্ন; 'পেল' ধাতুর অর্থ গতি—পিপীলিকা সর্ব্বদাই গতিশীল, ক্ষণমাত্রও উদাসীন বা স্থির হইয়া থাকে না।[২]

ইতীমা দেবতা অনুক্রান্তাঃ ॥ ৫ ॥

ইতি (এই প্রকারে) ইমাঃ দেবতাঃ অনুক্রান্তাঃ (এই দেবতাগণ সংক্ষেপতঃ অনুকীর্ত্তিত বা আনুপূর্ব্ব্যসহকারে বর্ণিত হইয়াছেন)।

---

১। দুর্গাচার্য্য 'প্রু' অথবা 'প্লু' (উভয়ই গত্যর্থক) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করেন; তাহা হইলে মনে হয়, পাঠ হওয়া উচিত—'বিপ্রাবণাৎ বা' অথবা 'বি প্লাবনাৎ বা'।

২। নক্তন্দৌ ক্ষণমপ্যাস্তে (ক্ষঃ খাঃ)।

অগ্ন্যাদি দেবতার সংক্ষেপতঃ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা হইয়াছে এই ভাবে অর্থাৎ তাঁহাদের স্থান, ভক্তি, সাহচর্য্য প্রভৃতির নির্ণয় করিয়া।

## সূক্তভাজো হবির্ভাজঃ ॥ ৬ ॥

সূক্তভাজঃ (দেবতাদের কেহ কেহ সূক্তভাগী) হবির্ভাজঃ (কেহ কেহ বা হবির্ভাগী)।

এই সকল অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতার কেহ কেহ বা সূক্তভাগী—হবির্ভাগী নহেন, কেহ কেহ বা হবির্ভাগী - সূক্তভাগী নহেন, আবার কেহ কেহ সূক্তভাগী ও হবির্ভাগী দুই-ই। নিরুক্তে (১০।৪২) আমরা দেখিতে পাইব বায়ু হইতে ইন্দু পর্য্যন্ত (নিঃ ৭।৪) সাতাশটি দেবতার শেষোক্ত চারিটি দেবতা হবির্ভাগী নহেন মাত্র সূক্তভাগী, অবশিষ্ট তেইশটি দেবতা হবির্ভাগী এবং সূক্তভাগী উভয়ই। সম্পূর্ণ এক সূক্তে বা বহু সূক্তে যে সকল দেবতার বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহারা সূক্তভাগী দেবতা এবং যে সকল দেবতার উদ্দেশে মাত্র হবিই প্রদান করা হয়, কিন্তু যাঁহারা সূক্তে বর্ণিত হয়েন নাই, তাঁহারা হবির্ভাগী দেবতা।

## ঋগ্‌ভাজশ্চ ভূয়িষ্ঠাঃ ॥ ৭ ॥

ঋগ্‌ভাজশ্চ ভূয়িষ্ঠাঃ আর বহু দেবতা আবার ঋগ্‌ভাগী অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে অনেকের আবার স্তুতি বা বর্ণনা হইয়াছে এক বা একাধিক ঋক্‌, কাহারও কাহারও বা স্তুতি হইয়াছে মাত্র অর্দ্ধ ঋকে এবং কাহারও কাহারও বা এক চতুর্থ ঋকে বা এক পাদে। ঋগ্বেদের ৭।৬১ সূক্তের প্রথম সাড়ে চার ঋকে সূর্য্য-দেবতার স্তুতি হইয়াছে; আপ্রীসূক্তে (ঋগ্বেদ ১০।১১০) এক একটি ঋকে এক এক দেবতার স্তুতি হইয়াছে (নিরু ৮।১-৫ দ্রষ্টব্য); ৭।৬৬।৫ ঋকের শেষার্দ্ধে মৈত্রাবরুণের স্তুতি হইয়াছে; ১০।৮৫।১৯ ঋকের প্রথম পাদে চন্দ্রের এবং দ্বিতীয় পাদে আদিত্যের স্তুতি হইয়াছে। নিঘণ্টুতে অসমাম্নাত দেবতার উল্লেখও ঋগ্বেদে বহু দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন—দ্যুলোকস্থান পরমেষ্ঠী, অন্তরিক্ষস্থান গ্রহনক্ষত্রাদি, এবং পৃথিবীস্থান সর্প, লাঙ্গল, কুম্ভস্তক প্রভৃতি। ইহারাও ঋগ্‌ভাগী দেবতা।

## কাশ্চিন্নিপাতভাজঃ ॥ ৮ ॥

কাশ্চিৎ নিপাতভাজঃ—কোন কোন দেবতা আবার নিপাতভাগী অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বা স্তুতি বা মিলন পরিদৃষ্ট হয় এক বা একাধিক দেবতান্তরের সহিত। 'নিপাত' শব্দের অর্থ নিপতন বা সন্নিপাত অর্থাৎ সহমিলন।[১] দেবতান্তরের সহিত দেবতার যে নিপাত বা সহমিলন বা সহস্তুতি, তাহা দুই রকমের—পরস্পর সমান ভাবে অথবা প্রধান নৈঘণ্টুক ভাবে অর্থাৎ প্রধান অপ্রধান ভাবে।[২] ১০।১৮৭।৩ ঋকে বিধাতার নিপাত হইয়াছে

১। নিপাতনমস্য অন্যোঽপি সংপূর্ণার্থে দ্রষ্টব্যঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। দেবতান্তরৈঃ সহ সাধারণোনোপজ্ঞতো নৈঘণ্টুকত্বেন চ (দুঃ)।

সোম প্রভৃতি দেবতার সহিত তুল্যভাবে—বিধাতা এবং অন্যান্য দেবতা এই ঋকে তুল্য মর্যাদা সম্পন্ন ( নিরু ১১।১১-১২ দ্রষ্টব্য। ১।১০৮।১০ ঋকে ইন্দ্র এবং অগ্নি প্রধান দেবতা, পৃথিবীর নিপাত হইয়াছে নৈঘণ্টুক বা গৌণভাবে—ইন্দ্র এবং অগ্নির নিবাসস্থানরূপেই মাত্র ইহাদের সহিত পৃথিবীর সমুল্লেখ হইয়াছে ( নিরু ১২।৩০-৩১ দ্রষ্টব্য )।

অথোতাভিধানৈঃ সংযুজ্য হবিশ্চোদয়তি—ইন্দ্রায় বৃত্রঘ্ন ইন্দ্রায় বৃত্রতুর ইন্দ্রায়াংহোমুচ ইতি ॥ ৯ ॥

অথ উত ( তার পরও )[১] অভিধানৈঃ ( গুণাভিধান অর্থাৎ বিশেষণসমূহের সহিত )[২] সংযুজ্য ( সংযুক্ত করিয়া ) হবিঃ চোদয়তি ( দেবতাদিগের উদ্দেশে হবিঃ প্রদান করা হয় ), [ যথা ] ইন্দ্রায় বৃত্রঘ্নে ( বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের উদ্দেশে ) ইন্দ্রায় বৃত্রতুরে ( বৃত্রের অভিভবকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে ) ইন্দ্রায় অংহোমুচে ( সঙ্কটত্রাতা ইন্দ্রের উদ্দেশে ) ইতি ( ইত্যাদি )।

অনেক সময় দেবতাদের উদ্দেশে হবিঃ প্রদান করা হয় তাঁহাদের সহিত বিশেষণ সংযুক্ত করিয়া—যেমন ইন্দ্রায় বৃত্রঘ্নে ইত্যাদি ;[৩] বৃত্রহন্, বৃত্রতুর্ ( অভিভবার্থক 'তুর্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ) অংহোমুক্—ইত্যাদি ইন্দ্রের বিশেষণ।

তান্যপ্যেকে সমামনন্তি ॥ ১০ ॥

তানি অপি ( সেই বিশেষণসমূহকেও ) একে ( কেহ কেহ ) সমামনন্তি ( দেবতা সমাম্নায়ে পাঠ করেন )।

কোন কোন নিরুক্তকার তাদৃশ গুণপদ বা বিশেষণসমূহকেও দেবতাপ্রকরণে পাঠ করেন —বিভিন্ন দেবতার নামরূপে।

ভূয়াংসি তু সমাম্নানাৎ ॥ ১১ ॥

তু ( যে হেতু )[৪] সমাম্নানাৎ ( ঈদৃশ সমাম্নান করিলে অর্থাৎ ঈদৃশ বিশেষণসমূহকেও দেবতা সমাম্নায়ে পাঠ করিলে ) ভূয়াংসি [ স্যুঃ ] ( দেবতানামের সংখ্যা অতি বহুল হইবে )[৫] [ তস্মাৎ এতন্ন সাধু ] ( কাজেই ঐরূপ করা সঙ্গত নহে )।

আচার্যের মতে ইহা অসঙ্গত। কারণ, দেবতাদের মাহাভাগ্য অর্থাৎ অত্যৈশ্বর্যবশতঃ তাহাদের গুণের ইয়ত্তা নাই, কাজেই তাহাদের গুণপদ বা বিশেষণ অসংখ্য ; সমাম্নায়ে দেবতার নামরূপে বিশেষণের পাঠ করিতে হইলে সকল বিশেষণেরই পাঠ করিতে হয়। এইরূপ করিতে

---

১। উত ইত্যপার্থে ( দুঃ )।

২। অভিধানৈর্গুণনামভিরিতি শেষঃ ( স্কঃ খাঃ )।

৩। ইন্দ্রায় বৃত্রঘ্ন একাদশকপালং নির্বপেদিন্দ্রায় বৃত্রতুরা একাদশকপালম্ ( তৈঃ সং ২।২।১১ ); ইন্দ্রায়াংহোমুচ একাদশকপালং নির্বপেৎ ( তৈঃ সং ২ ২।১০ )।

৪। তু শব্দো হেতৌ ( স্কঃ খাঃ )।

৫। যস্মাৎ ভূয়াংসি প্রভূতাগুণপর্যায়াণি তেষাং সমাম্নানাৎ স্যুঃ ( স্কঃ খাঃ )।

গেলে কস্মিন্‌কালেও সমাম্নায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়া উঠিবে না এবং শিষ্যগণেরও সমাম্নায় অধ্যয়নের স্পৃহা হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

যত্তু সংবিজ্ঞানভূতং স্যাৎ প্রাধান্যস্তুতি তৎ সমামনে [১] ॥ ১২ ॥

যৎ তু (কিন্তু যাহা) সংবিজ্ঞানভূতং (রূঢ়তাপন্ন) প্রাধান্যস্তুতি স্যাৎ (প্রধানভাবে স্তুতিসম্পন্ন) তৎ (তাহা) সমামনে (সমাম্নায়ে পাঠ করি)।

আচার্য্য বলিতেছেন—"আমি কিন্তু অগ্ন্যাদি সেই সমস্ত নামই সমাম্নায়ে পাঠ করি—যে সমস্ত নাম রূঢ়[২] অর্থাৎ সংজ্ঞাবাচী বিশেষ্য শব্দ এবং প্রধান ভাবে যে সমস্ত নামে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার স্তুতি হইয়াছে।" 'বৃত্রহন্‌', 'বৃত্রতুর্‌', 'অংহোমুক্‌' প্রভৃতি শব্দ সংজ্ঞাবাচী বিশেষ্য শব্দ নহে, ইহারা বিশেষণ শব্দ এবং দেবতার স্তুতি প্রধানভাবে এই সমস্ত নামে হয় নাই; কাজেই আচার্য্যের মতে ইহাদের দেবতাসমাম্নায়ে পাঠ অসঙ্গত।

অথোত কর্ম্মভির্ঋষির্দেবতাঃ স্তৌতি 'বৃত্রহা পুরন্দর' ইতি ॥ ১৩ ॥

অথ উত (আরও) ঋষিঃ (ঋষি) কর্ম্মভিঃ দেবতাঃ স্তৌতি (বিবিধ কর্ম্মব্যঞ্জক বিশেষণসমূহের সহিত যুক্ত করিয়া দেবতাগণের স্তুতি করেন) [যথা] বৃত্রহা পুরন্দরঃ ইতি (বৃত্রহন্তা ইন্দ্র, শত্রুপুরবিদারক ইন্দ্র ইত্যাদি)।

বৃত্রহা, পুরন্দর, শতক্রতু, গোত্রভিৎ প্রভৃতি কর্ম্মব্যঞ্জক বিশেষণ। বৃত্রহা=বৃত্রহননরূপ কর্ম্মকারী; পুরন্দর = পুরবিদারণরূপ কর্ম্মকারী; শতক্রতু = শতযজ্ঞরূপ কর্ম্মকারী; গোত্রভিৎ=পর্ব্বত বা মেঘ ভেদনরূপ কর্ম্মকারী। ঈদৃশ কর্ম্মব্যঞ্জক বিশেষণের সহিত যুক্ত করিয়াও ঋষি দেবতার স্তুতি করিয়াছেন, ইহা বেদে পরিদৃষ্ট হয়।

তান্যপ্যেকে সমামনন্তি ॥ ১৪ ॥

তানি অপি (সেই বিশেষণসমূহকেও) একে (কেহ কেহ) সমামনন্তি (দেবতা সমাম্নায়ে পাঠ করেন)।

কোন কোন নিরুক্তকার আবার তাদৃশ কর্ম্মব্যঞ্জক বিশেষণসমূহকেও দেবতাসমাম্নায়ে পাঠ করেন—বিভিন্ন দেবতার নামরূপে। প্রশ্ন হইতে পারে, দশম সন্দর্ভে কথিত নিরুক্তকার-গণের সহিত ইহাদের পার্থক্য কোথায়? দুর্গাচার্য্য বলেন—প্রথমোক্ত নিরুক্তকারগণ 'ইন্দ্রায় বৃত্রঘ্ন একাদশকপালং নির্বপেদিন্দ্রায় বৃত্রতুরা একাদশ কপালম্‌' (তৈঃ সং ২।২।১১) 'ইন্দ্রায়াংহোমুচ একাদশকপালং নির্বপেৎ' (তৈঃ সং ২।২।১০)—ইত্যাদি বিধিবাক্যে যে সকল বিশেষণ আছে তাহাই সঙ্কলন করেন এবং শেষোক্ত নিরুক্তকারগণ সঙ্কলন করেন মাত্র কর্ম্মব্যঞ্জক বিশেষণসমূহ যাহা পরিদৃষ্ট হয় বিবিধ স্তুতিবাক্যে।[৩]

---

১। স্কন্দ স্বামীর পাঠ—সমামনেৎ।
২। সংবিজ্ঞানভূতং রূঢ়মগৌণম্‌ (দুঃ)।
৩। কো বিশেষ. পূর্ব্বেভ্যঃ সমাম্নাতৃভ্যঃ—বিধিদর্শনাৎ পূর্ব্বে স্তুতিদর্শনাদিমে।

ভূয়াংসি তু সমাম্নানাৎ। ৫ ॥

একাদশ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

**ব্যঞ্জনমাত্রং তু তত্তস্যাভিধানস্য ভবতি। যথা—ব্রাহ্মণায় বুভুক্ষিতায়ৌদনং দেহি স্নাতায়ানুলেপনং পিপাসতে পানীয়মিতি ॥ ১৬ ॥**

তৎ ( 'বৃত্রহা' 'পুরন্দর' ইত্যাদি শব্দ ) তস্য অভিধানস্য ( সেই অভিধানের অর্থাৎ ইন্দ্রাদি রূঢ় নামের )[১] ব্যঞ্জনমাত্রং তু ভবতি ( অবস্থাবিশেষের ব্যঞ্জক অর্থাৎ বিশেষণ মাত্রই হইয়া থাকে ); যথা—ব্রাহ্মণায় বুভুক্ষিতায় ওদনং দেহি ( ব্রাহ্মণ বুভুক্ষিত হইলে তাহাকে অন্ন দেও ) স্নাতায় অনুলেপনং ( কৃতস্নান হইলে তাহাকে গন্ধাদি অনুলেপন দেও ), পিপাসতে পানীয়ম্ ( পিপাসার্ত্ত হইলে পানীয় দেও ) ইতি ( ইত্যাদি )।

'বৃত্রহা' 'পুরন্দর' প্রভৃতি শব্দ ইন্দ্রাদি রূঢ় নামের বিশেষ বিশেষ অবস্থার ব্যঞ্জক অর্থাৎ বিশেষণ মাত্র। ইহারা পৃথক্ অস্তিত্বসম্পন্ন এবং স্ব স্ব প্রধান নহে;[২] ইন্দ্রাদি বিশেষ্য ব্যতিরেকে ইহাদের প্রয়োগ সম্ভবপর হয় না। যেমন—বুভুক্ষিত ব্রাহ্মণ, স্নাত ব্রাহ্মণ, পিপাসন্ ( পিপাসার্ত্ত ) ব্রাহ্মণ ইত্যাদি স্থলে 'বুভুক্ষিত' 'স্নাত' এবং 'পিপাসৎ' শব্দ ব্রাহ্মণের বিভিন্ন অবস্থার ব্যঞ্জক বা প্রকাশক মাত্র; ইহারা ব্রাহ্মণের বিশেষণ, ইহারা স্ব স্ব প্রধান নহে, বিশেষ্য ব্যতিরেকে ইহারা প্রয়োগানর্হ।[৩] 'বৃত্রহা' 'পুরন্দর' প্রভৃতি শব্দের অপ্রধানতা অর্থাৎ বিশেষণত্ব নিবন্ধনই আচার্য্য দেবতাসমাম্নায়ে ইহাদের পরিগণন করেন নাই।[৪]

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। তস্য সংবিজ্ঞানভূতস্যেন্দ্রাদেরভিধানস্য ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। ব্যঞ্জনমাত্রং বিশেষণমাত্রং ভবতি ন পৃথক্ প্রধানম্ ( দুঃ )।

৩। যথা তু বুভুক্ষিতশব্দো বিশেষণং কেবলস্য বুভুক্ষিতশব্দস্য বিশেষ্যতঃ কচিদনবস্থানাৎ এবং বৃত্রহাপুরন্দর ইত্যেবমাদীনাং বিশেষ্যমপ্রাপ্যানবস্থানাৎ ( দুঃ )।

৪। ...এষাং ব্যঞ্জনমাত্রতা ন প্রধানতা তস্মাদ্বৈতান্নৈষাং সমাম্নানে ইতি ( দুঃ )।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

## অথাতোঽনুক্রমিষ্যামঃ ॥ ১ ॥

অথ ( এক্ষণে অর্থাৎ দেবতাসমূহের বিশেষ জ্ঞান অধিকৃত বা অপেক্ষিত হইলে ) অতঃ ( সামান্য পারিভাষিক ব্যাখ্যার পর ) অনুক্রমিষ্যামঃ ( দেবতাসমাম্নায়ের প্রত্যেক পদের অর্থ বর্ণনা করিব )।

দেবতার লক্ষণ, দেবতার ভেদ, দেবতার ভক্তি সাহচর্য্য, দেবতার স্থান—ইত্যাদি বিষয় সামান্যতঃ বর্ণিত হইয়াছে ; ইহার পর দেবতা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অপেক্ষিত। আচার্য্য বলিতেছেন—দেবতা সম্বন্ধে যাহাতে বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে, তজ্জন্য দেবতাসমাম্নায়ের প্রত্যেক পদের আনুপূর্ব্বিক ব্যাখ্যা দ্বারা দেবতা বর্ণনা বিস্তৃতভাবে করিব।[১]

## অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানস্তং প্রথমং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ২ ॥

অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানঃ ( অগ্নি পৃথিবীস্থান-দেবতা ) তং প্রথমং ব্যাখ্যাস্যামঃ ( তাহাকেই প্রথমে ব্যাখ্যা করিব )।

অগ্নি পৃথিবীস্থান-দেবতা—অগ্নির কর্ম্মাধিকার বিশেষভাবে পৃথিবীতে ; পৃথিবী আমাদের সন্নিকৃষ্ট এবং লোকত্রয়ের মধ্যে প্রথম। 'অগ্নি' দেবতাসমাম্নায়ের প্রথম পদ ; কাজেই, অগ্নির ব্যাখ্যাই প্রথম কর্ত্তব্য।

## অগ্নিঃ কস্মাৎ ॥ ৩ ॥

অগ্নিঃ কস্মাৎ—'অগ্নি' কি করিয়া নিষ্পন্ন হইল ? 'অগ্নি' শব্দের নির্ব্বচন এবং ব্যুৎপত্তি কি ?

## অগ্রণীর্ভবতি, অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে, অঙ্গং নয়তি সন্নমমানঃ ॥ ৪ ॥

অগ্রণীঃ ভবতি ( অগ্রণী অর্থাৎ প্রধান হয় ), অগ্রং ( প্রথমেই ) যজ্ঞেষু ( যজ্ঞসমূহে ) প্রণীয়তে ( প্রণীত হয় ), সন্নমমানঃ ( সন্নত হইয়া ) অঙ্গং নয়তি ( অঙ্গতা প্রাপ্ত করায় অর্থাৎ আত্মসাৎ করে )।

'অগ্নি' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। অগ্র+'নী' ধাতু হইতে 'অগ্নি' শব্দ নিষ্পন্ন ; অগ্রণী=অগ্নি—অগ্নি দেবতাদের অগ্রণী বা প্রধান ; অথবা, অগ্নি দেবতাদের অগ্রণী অর্থাৎ সেনানী ( সেনাপতি )—সেনাপতি সেনা অগ্রে লইয়া যায়।[২] (খ) অগ্র+'নী' ধাতু হইতেই

---

১। আনুপূর্ব্ব্যেণ যথাসমাম্নায়মনুক্রমিষ্যামো ব্যাখ্যাস্যামেতি শেষঃ ( স্কঃ পাঃ ) ; অনুক্রমিষ্যামো বর্ণয়িষ্যামো ব্যাখ্যাস্যেতি বাক্যশেষঃ ( দুঃ )।

২। অগ্নিরগ্রণী প্রধানো দেবতানাম্ ( স্কঃ পাঃ ) ; বিজ্ঞায়তে হি—'অগ্নির্বৈ দেবানাং সেনানীঃ' ইতি ( দুঃ ), ঋগ্বেদ ১০।১১০।১১ দ্রষ্টব্য।

নিষ্পন্ন কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ভিন্ন—যজ্ঞ কর্তব্য হইলে প্রথমেই অগ্নি প্রণয়ন করা হয় অর্থাৎ 'আহবনীয় অগ্নিকে ঐষ্টিক বেদির নিকট হইতে পূর্ব্বমুখে নয়ন করিয়া উত্তর বেদিতে স্থাপন করা হয়'। যজ্ঞ করিতে হইলে অগ্নিপ্রণয়নই প্রথম কার্য্য, ইহার পূর্ব্বে কোনও কার্য্য নাই।[১] অঙ্গ+'নী' ধাতু হইতে বা 'অগ্নি' শব্দ নিষ্পন্ন; তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি যাহাতেই অগ্নি সন্নত অর্থাৎ আশ্রিত হয় তাহাই স্বীয় অঙ্গরূপে পরিণত করে অর্থাৎ দাহ্যরূপে আত্মসাৎ করে।[২] অথবা, যে বৈদিক বা লৌকিক কর্ম্মে অগ্নি সন্নত হয় অর্থাৎ সাধনতাপ্রাপ্ত হয়, তাহাতেই নিজেকে প্রধান করিয়া অন্য যাহা কিছু তাহা সমস্তই অঙ্গীভূত বা অপ্রধান করে।[৩]

অক্নোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবির্ন ক্নোপয়তি ন স্নেহয়তি ॥ ৫ ॥

অক্নোপনঃ ভবতি ইতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ ( অক্নোপন হয় অর্থাৎ রুক্ষতাসম্পাদক হয়, ইহা স্থৌলাষ্ঠীবি আচার্য্য মনে করেন ); ন ক্নোপয়তি=ন স্নেহয়তি ( 'অক্নোপন' শব্দের অর্থ 'ন ক্নোপয়তি' অর্থাৎ ন স্নেহয়তি—স্নিগ্ধ করে না অর্থাৎ রুক্ষ করে )।

আচার্য্য স্থৌলাষ্ঠীবির মতে অক্নোপন=অগ্নি ( 'অগ্নি' শব্দ ণিজন্ত 'ক্নূয়ী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—'ক্নূয়ী' ধাতু স্নেহনার্থক )[৪]; অগ্নি অক্নোপন অর্থাৎ ক্নোপিত বা স্নেহিত করে না স্নিগ্ধতাসম্পাদন অগ্নির ধর্ম্ম নহে, রুক্ষতা সম্পাদনই অগ্নির ধর্ম্ম।

ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়ত ইতি শাকপূণিঃ; ইতাদক্তাদ্দগ্ধাদ্বা নীতাৎ, স খল্বেতেরকারমাদত্তে গকারমনক্তের্বা দহতের্বা, নীঃ পরঃ ॥ ৬ ॥

ত্রিভ্যঃ আখ্যাতেভ্যঃ ( তিনটি ধাতু হইতে ) জায়তে ( 'অগ্নি' শব্দ উৎপন্ন হয় ) ইতি শাকপূণিঃ ( আচার্য্য শাকপূণি ইহা মনে করেন ), ইতাৎ ( 'ই' ধাতু হইতে ) অক্তাৎ দগ্ধাৎ বা ( 'অঞ্জ' ধাতু হইতে অথবা 'দহ্' ধাতু হইতে ) নীতাৎ ( 'নী' ধাতু হইতে ) [ 'অগ্নি' শব্দ নিষ্পন্ন ]; সঃ খলু ( 'অগ্নি' শব্দ ) এতেঃ অকারম্ আদত্তে ( 'ই' ধাতু হইতে অকার গ্রহণ করে ) অনক্তের্বা দহতের্বা গকারম্ [ আদত্তে ] ( 'অঞ্জ' ধাতু হইতে অথবা 'দহ্' ধাতু হইতে গকার গ্রহণ করে ) নীঃ পরঃ ( 'নী' ধাতু নিষ্পন্ন পদ পশ্চাদ্বর্ত্তী )।

অ + গ্ + নি = অগ্নি। শাকপূণি আচার্য্যের মতে গত্যর্থক 'ই' ধাতু হইতে আসিয়াছে অকার ( 'ই' ধাতুর রূপ 'আয়য়তি', 'আয়য়তি' পদে আছে আকার, আকার

---

১। অগ্রং প্রথমং যজ্ঞেষু কর্তব্যেষু তাদর্থ্যেন প্রণীয়তে ( স্ক: স্বা: ); ন তাবৎ কিঞ্চিদপাঙ্গং ক্রিয়তে যাবদয়ং ন প্রণীয়তে ইতি ( দু: )।

২। তৃণে বা কাষ্ঠে বা যত্র সন্নমতি আশ্রয়তি তদাত্মনোঽঙ্গতাং নয়তি আত্মসাৎ করোতীত্যর্থঃ ( দু: )।

৩। যস্মিন্ সন্নমতি বৈদিকে বা লৌকিকে কার্যে তত্র সন্নমমান এবাত্মানং প্রধানীকৃত্য সর্বমন্যদাত্মনোঽঙ্গতাং নয়তি গুণীকরোতীত্যর্থঃ ( দু: )।

৪। ধাতুপাঠ – ক্নূয়ী শব্দে উন্দে চ।

অকারেরই দীর্ঘ ; অথবা—'ই' ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ অয়ন, অয়ন অকার যুক্ত ) ;[১] ব্যঞ্জনার্থক 'অঞ্জ' ধাতু হইতে অথবা দহনার্থক 'দহ্' ধাতু হইতে আসিয়াছে গকার ( অনক্তীতি অক্—যাহা ব্যক্ত করে তাহাই—অক্ ; অক্ = অগ্—পাঃ ৮।২।৩০ অথবা দহতীতি ধক্—যাহা দগ্ধ করে তাহাই ধক্ ; ধক্ = ধগ্—পাঃ ৮।২।৩১ ।[২] অগ্ এবং ধগ্ উভয়ই গকার যুক্ত ) ; প্রাপণার্থক অর্থাৎ লইয়া যাওয়া এই অর্থ বিদ্যমান 'নী' ধাতু হইতে আসিয়াছে নি ( 'নী' ধাতুর উত্তর 'ক্তি' প্রত্যয় করিলে 'নি' শব্দ নিষ্পন্ন হয় ) ।[৩] 'অগ্নি' শব্দে উপরিউক্ত সকল ধাতুর অর্থই বিদ্যমান—অগ্নি গতি সম্পন্ন, অগ্নি পদার্থব্যঞ্জক অথবা পদার্থদাহক, অগ্নি হবিঃ প্রাপক অর্থাৎ দেবতাদের নিকট হবি লইয়া যায় ।[৪] বৈয়াকরণ মতে 'অঙ্গ' ধাতুর উত্তর 'নি' প্রত্যয়ে 'অগ্নি' শব্দ নিষ্পন্ন ( উ ৪৯০ ) ।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্য ( সেই অগ্নির ) এষা ( বক্ষ্যমাণা ঋক্ ) ভবতি ( হয় ) ।

যাহাতে অগ্নির প্রধান ভাবে স্তুতি হইয়াছে, ঈদৃশ একটি ঋক্ উদাহৃত করিতেছেন ।

॥ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। ভবতি চাস্য প্রয়োগে রূপম্ 'আয়ন্তি' ইতি ; অত্র অকারঃ তত আদত্তে ( দুঃ ) ; 'অয়নম্' ইত্যাদি রূপেষ্বেন পরিণতস্যাকারমাদত্তে ( স্কঃ স্বাঃ ) ।

২। কৃতকৃত্যসম্প্রত্যয়োর্বিকল্পেন ( দুঃ ) ।

৩। নীঃ নয়তি পরো ক্তি প্রত্যয়ান্তঃ ( স্কঃ স্বাঃ ) ।

৪। এতি চ ব্যনক্তি চ রূপাণি, অথবা এতি চ দহতি চ নয়তি চ হবীংষি দেবেভ্যঃ ( দুঃ ) ।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ১ ॥

( ঋ ১।১।১ )

যজ্ঞস্য পুরোহিতম্ ( যজ্ঞের পুরোহিত ) দেবম্ ( পদার্থ প্রকাশক ) ঋত্বিজং হোতারং ( দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক ) রত্নধাতমম্ ( রমণীয় ধনসমূহের নিরতিশয় দাতা ) অগ্নিম্ ঈড়ে ( অগ্নির স্তুতি করি অথবা অগ্নির সমীপে ধন যাচ্ঞা করি )।[১]

যজ্ঞস্য পুরোহিতম্—অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত। পুরোহিত যজমানের নিমিত্ত মাঙ্গলিক কর্মের অনুষ্ঠান করেন, অগ্নিও যজ্ঞের অঙ্গ হোম কর্মের অনুষ্ঠান করেন ;[২] অথবা পুরোহিত —পুরঃস্থাপিত[৩]—যজ্ঞের পূর্বভাগে আহবনীয় রূপে অগ্নি স্থাপিত হয়।[৪] ঋত্বিজং হোতারম্ —দেবগণের আহ্বানকারী হোতৃনামক ঋত্বিক্ ; যজ্ঞে অপেক্ষিত হোতা পোতা অধ্বর্যু নেষ্টা উদ্গাতা প্রভৃতি ষোড়শ ঋত্বিকের মধ্যে হোতার কর্তব্য হইতেছে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দেবগণকে আহ্বান করা। অগ্নি না জ্বালিলে দেবগণের যজ্ঞ হয় না, অগ্নিই দেবগণের যজ্ঞে আগমনের কারণ অর্থাৎ অগ্নিই যেন আহ্বান করিয়া দেবগণকে যজ্ঞে আনয়ন করেন— এই জন্যই অগ্নিকে হোতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

অগ্নিমীড়েঽগ্নিং যাচামি, ঈড়িরধ্যেষণকর্মা পূজাকর্মা বা ॥ ২ ॥

অগ্নিম্ ঈড়ে – অগ্নিং যাচামি ( অগ্নির নিকট যাচ্ঞা করি ); ঈড়িঃ ( 'ঈড়্' ধাতু ) অধ্যেষণকর্মা ( যাচ্ঞার্থক ) পূজাকর্মা বা ( অথবা পূজার্থক )।

'ঈড়ে' ইহার অর্থ—যাচ্ঞা করি, অথবা—পূজা বা স্তুতি করি।

পুরোহিতো ব্যাখ্যাতো যজ্ঞশ্চ ॥ ৩ ॥

পুরোহিতঃ ব্যাখ্যাতঃ যজ্ঞশ্চ ( 'পুরোহিত' শব্দ এবং 'যজ্ঞ' শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে )। 'পুরোহিত' শব্দ সম্বন্ধে ( নিরু ২।১২ ) এবং 'যজ্ঞ' শব্দ সম্বন্ধে ( নিরু ৩।১৯ দ্রষ্টব্য )।

---

১। ঈড় স্তুতৌ যাচ্ঞায়াং বা—ঈডে যাচে ( স্কঃ স্বাঃ ); ত্বমহং রত্নানি যাচে ইতি সমস্তার্থঃ ( দুঃ )।

২। যথা রাজ্ঞঃ পুরোহিতস্তদভীষ্টং সম্পাদয়তি তথা অগ্নিরপি যজ্ঞস্যাপেক্ষিতং হোমং সম্পাদয়তি ( সায়ণ )।

৩। নিরু ২।১২ দ্রষ্টব্য।

৪। যদ্বা যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনি পূর্বভাগে আহবনীয়রূপেণাবস্থিতম্ ( সায়ণ )।

দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা ॥ ৪ ॥

দেবঃ ( 'দেব' শব্দ ) দানাৎ বা ( হয় 'দা' ধাতু হইতে ) দীপনাৎ বা (না হয় 'দীপ্' ধাতু হইতে ) দ্যোতনাৎ বা ( আর না হয় 'দ্যুৎ' ধাতু হইতে ) [ নিষ্পন্ন ] ; বা ( অথবা ) দ্যুস্থানঃ ভবতি ( দ্যুস্থান হয় ) ইতি ( ইহাই 'দেব' শব্দের ব্যুৎপত্তি ) ।

'দেব' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। 'দেব' শব্দ 'দা' ধাতু হইতে, ণিজন্ত 'দীপ্' ধাতু হইতে, অথবা ণিজন্ত 'দ্যুৎ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে—দেবতা ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন, দেবতা তেজোময় বলিয়া পদার্থের দীপন বা দ্যোতন অর্থাৎ প্রকাশ করেন ; 'দীপ্' ধাতু ও 'দ্যুৎ' ধাতু পরস্পর ভিন্ন হইলেও ইহাদের অর্থ অভিন্ন।[১] দিবি তিষ্ঠতি—দ্যুস্থানে বা দ্যুলোকে অবস্থিত, ইহাও বা 'দেব' শব্দের নির্ব্বচন হইতে পারে ; 'দিব্' শব্দ হইতে 'দেব' শব্দের নিষ্পত্তি। এই শেষোক্ত নির্ব্বচনেও অগ্নির বিশেষণ হইতে কোন বাধা নাই। কারণ, সামান্যতঃ সকল দেবতারই স্থান দ্যুলোক, অগ্নি এবং ইন্দ্রেরও দ্যুলোকই স্থান, তবে তাঁহাদের বিশিষ্ট কর্ম্মাধিকার স্থান পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ[২]—অগ্নি পৃথিবী হইতেই হবির্বহন করেন এবং ইন্দ্রও অন্তরিক্ষে থাকিয়াই বর্ষণ করেন।

যো দেবঃ সা দেবতা ॥ ৫ ॥

যো দেবঃ ( যিনি দেব ) সা দেবতা ( তিনিই দেবতা ) ।

'দেব' শব্দ ও 'দেবতা' শব্দ অভিন্নার্থক ; 'দেব' শব্দের উত্তর স্বার্থে 'তা' প্রত্যয় করিয়া 'দেবতা' শব্দের নিষ্পত্তি।

হোতারং হ্বাতারং জুহোতের্হোতেত্যৌর্ণবাভঃ ॥ ৬ ॥

হোতারং—হ্বাতারং ( 'হোতারম্' ইহার অর্থ 'হ্বাতারম্' অর্থাৎ আহ্বানকারীকে ) ; জুহোতেঃ হোতা ( 'হু' ধাতু হইতে 'হোতৃ' শব্দের নিষ্পত্তি ) ইতি ঔর্ণবাভঃ ( আচার্য্য ঔর্ণবাভ ইহা মনে করেন ) ।

'হোতৃ' শব্দ আহ্বানার্থক 'হ্বে' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; কাজেই হোতারং—হ্বাতারম্, দেবতাদের আহ্বানকারীই হোতা। আচার্য্য ঔর্ণবাভের মতে 'হু' ধাতু হইতে 'হোতৃ' শব্দ নিষ্পন্ন ; 'হু' ধাতুর অর্থ দান এবং অদন ( ভক্ষণ ) অথবা আদান ( গ্রহণ )[৩]—হোতা অগ্নিতে হবির্দান অর্থাৎ হবিঃপ্রক্ষেপ করেন, হবিঃশেষ ভক্ষণ করেন অথবা গ্রহণ করেন।

---

১। দীপয়তি হ্যসৌ তেজোময়ত্বাৎ, দ্যোতনাদ্বা ধাত্বন্তরমর্থৈকত্বম্ ( দুঃ ) ।

২। অগ্নীন্দ্রাবপি দ্যুস্থানৌ, সামান্যং হি দ্যৌঃ স্থানং দেবতানাম্, তয়োস্তু কর্ম্মাধিকারস্থানে বিশিষ্টে পৃথিব্যন্তরিক্ষে ( দুঃ )

৩। 'হু' দানাদনয়োঃ, 'আদানে চ' ইত্যেকে ( সিদ্ধান্তকৌমুদী ) ।

রত্নধাতমং রমণীয়ানাং ধনানাং দাতৃতমম্ ॥ ৭ ॥

রত্নধাতমম্—রমণীয়ানাং ধনানাং দাতৃতমম্ (রমণীয় ধনসমূহের নিরতিশয় দাতা); 'রত্ন' শব্দ 'রম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ২৯৭) এবং ধাতা—দাতা (যাস্কাচার্যের মতে 'ধা' ধাতুও 'দা' ধাতু সমানার্থক)। সায়ণের মতে—রত্নধাতম—প্রভূত রত্নধারী।

তস্যৈষা পরা ভবতি ॥ ৮ ॥

তস্য (সেই অগ্নির) এষা পরা ভবতি (এই পরবর্তী ঋক্‌টি হইতেছে)। ইহার পরবর্তী ঋক্‌টি[1] (১।১।২) ও অগ্নি সম্বন্ধেই; তাহা উদাহৃত করিতেছেন। তস্য এষা অপরা ভবতি—এইরূপ বিশ্লেষণও করা যাইতে পারে;[2] অপরা—অন্যা।

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। পরা অনন্তরা ( স্কঃ যাঃ )।

২। তস্য এষায়েবেষা অপরা ঋক্ ভবতি ( দুঃ )।

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঋ´ষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥ ১ ॥

( ঋ ১।১।২ )

অগ্নিঃ ( অগ্নি ) পূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিঃ ( পূর্ব্ব অর্থাৎ চিরন্তন ঋষিগণের ) ঈড্যঃ [ আসীৎ ] ( স্তুতিভাজন ছিলেন ), নূতনৈঃ উত [ ঈড্যঃ ] ( নূতন ঋষিগণেরও স্তুতিভাজন ); সঃ ( তিনি ) দেবান্ ( দেবগণকে ) এহ বক্ষতি ( এই যজ্ঞে আনয়ন করুন )।

অগ্নির্যঃ পূর্ব্বৈঋ´ষিভিরীড়িতব্যো বন্দিতব্যোঽস্মাভিশ্চ নবতরৈঃ
স দেবানিহাবহত্বিতি ॥ ২ ॥

অগ্নিঃ যঃ পূর্ব্বৈঃ ঋষিভিঃ ঈড়িতব্যঃ বন্দিতব্যঃ [ আসীৎ ] ( অগ্নি—যিনি পূর্ব্ব ঋষিগণের ঈড়িতব্য অর্থাৎ বন্দিতব্য ছিলেন ), অস্মাভিশ্চ নবতরৈঃ [ ঈড়িতব্যঃ ] ( নূতন অর্থাৎ নবতর ঋষি আমাদেরও যিনি ঈড়িতব্য ) স দেবান্ ইহ আবহতু ( তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন ) ইতি ( ইহাই অর্থ )।

পূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিঃ – পূর্ব্বৈঃ ঋষিভিঃ ( পূর্ব্ব ঋষিগণকর্ত্তৃক ); ঈড়িতব্যঃ – বন্দিতব্যঃ ( বন্দনীয় ); নূতনৈঃ – নবতরৈঃ অস্মাভিশ্চ ( এবং নবতর অস্মাদৃশ ঋষিগণকর্ত্তৃক ); এহ বক্ষতি – আ + ইহ বক্ষতি – ইহ আবক্ষতি – ইহ আবহতু ( এইস্থানে অর্থাৎ এই যজ্ঞে আনয়ন করুন )।

স ন মন্যেতায়মেবাগ্নিরিত্যপ্যেতে উত্তরে জ্যোতিষী অগ্নী উচ্যেতে ॥ ৩ ॥

অয়ম্ এব অগ্নিঃ ( এই পৃথিবীস্থান জ্যোতির্বিশেষই অগ্নি ) ইতি সঃ ন মন্যেত ( শিষ্য[১] যেন ইহা মনে না করেন ); অপি এতে উত্তরে জ্যোতিষী ( এই দৃশ্যমান উর্দ্ধতর জ্যোতির্দ্বয়ও ) অগ্নী উচ্যেতে ( অগ্নি বলিয়া অভিহিত হয় )।

সন্দেহ হইতে পারে, মাত্র এই পৃথিবীস্থান অগ্নিই অগ্নি; কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা নহে। আমরা উর্দ্ধে যে জ্যোতির্দ্বয় দেখিতে পাই অর্থাৎ বিদ্যুৎ ও সূর্য্য—তাহাদিগকেও অগ্নি বলা হইয়া থাকে।[২]

---

১। সঃ শিষ্যঃ ( দুঃ )।

২। উত্তরে জ্যোতিষী বিদ্যুদাদিত্যাখ্যে অগ্নী ( স্কঃ পাঃ )।

তত্তো নু মধ্যমঃ ॥ ৪ ॥

ততঃ নু ( তাহাদের মধ্যে অর্থাৎ জ্যোতিত্রয়ের মধ্যে ) মধ্যমঃ [ উদাহ্রিয়তে ] ( মধ্যমাগ্নির উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে ) ।

যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে 'অগ্নি' শব্দের অর্থ যে মধ্যমাগ্নি অর্থাৎ বিদ্যুৎ, তাহা প্রদর্শিত হইবে।

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অভিপ্রবন্ত সমনেব যোষাঃ কল্যাণ্যঃ স্ময়মানাসো অগ্নিম্।
ঘৃতস্য ধারাঃ সমিধো নসন্ত তা জুষাণো হর্য্যতি জাতবেদাঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ৪।৫৮।৮ ; শুক্ল-যজুঃ ১৭।৯৬ )

কল্যাণ্যঃ ( মধুরদর্শনা )[১] স্ময়মানাসঃ ( ঈষৎ হাস্যবদনা ) সমনা যোষাঃ ইব ( সমানচিত্তা যোষিৎদিগের ন্যায় )[২] ঘৃতস্য ধারাঃ ( জলধারাসমূহ ) অগ্নিম্ অভিপ্রবন্ত ( অগ্নির অর্থাৎ বিদ্যুতের অভিমুখে গমন করে ),[৩] সমিধঃ ( সমিন্ধনকারিণী হইয়া ) নসন্ত ( সেই অগ্নিকে প্রাপ্ত হয় অথবা সেই অগ্নির প্রতি নত হয় বা ঝুঁকিয়া পড়ে )[৪] জাতবেদাঃ ( অগ্নি অর্থাৎ বৈদ্যুতাগ্নি ) জুষাণঃ ( প্রীত হইয়া ) তাঃ ( সেই জলধারাসমূহকে ) হর্য্যতি ( পুনঃ পুনঃ কামনা করে )।

রূপযৌবনাদি-গুণসম্পন্না, রমণীয়দর্শনা একভর্ত্তার প্রতি তুল্যরূপে আসক্তচিত্তা যোষিৎ-শ্রেণি যেরূপ ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে যুগপৎ পতির অভিমুখে গমন করে, বারিধারাসমূহও সেইরূপ বৈদ্যুতাগ্নির অভিমুখে যুগপৎ গমন করে; গমন করিয়া তাহারা বৈদ্যুতাগ্নির সমিন্ধন হয় অর্থাৎ বৈদ্যুতাগ্নিকে সমিদ্ধ বা বিশেষরূপে প্রকট করে এবং তাহাকে প্রাপ্ত হয়। জাতবেদা অর্থাৎ অগ্নি ( বৈদ্যুতাগ্নি )ও প্রীতিযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে কামনা ( প্রতিকামনা ) করে। বিদ্যুৎ জল হইতে প্রকট হয়—এই জন্যই জলকে বিদ্যুতের সমিন্ধন বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে 'অগ্নি' শব্দ বিদ্যুৎ বাচক—জল হইতে বিদ্যুতের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। আশঙ্কা হইতে পারে, এই মন্ত্রে 'অগ্নি' শব্দ পার্থিবাগ্নির বাচক এবং 'ঘৃতস্য ধারাঃ' ইহার অর্থ—আহুতিরূপে প্রদত্ত ঘৃতধারাসমূহ।[৫] একটু চিন্তা করিলেই ঈদৃশ আশঙ্কার নিরাকরণ হইতে পারে। সমনা যোষাঃ ইব অভিপ্রবন্ত ( সমান চিত্তা যোষিৎদিগের ন্যায় অভিমুখে গমন করিতেছে ) এই বাক্য দ্বারা গমনের যৌগপদ্য অর্থাৎ একসঙ্গে অভিগমন প্রতীত হইতেছে; আহুতিরূপে প্রদত্ত ঘৃতধারাসমূহ কিন্তু অগ্নির

---

১। কল্যাণ্যঃ রূপযৌবনাদিগুণসম্পন্নাঃ ( দুঃ )।

২। দ্বিতীয় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

৩। দ্বিতীয় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

৪। ষষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

৫। কস্মাৎ পুনরত্র পার্থিব এবাগ্নির্ন গৃহ্যতে, ঘৃতকাহুতিলক্ষণাদ্.........( স্বঃ স্বাঃ )।

অভিমুখে গমন করে একসঙ্গে নহে, একের পর অন্যে—তাহাদের অভিগমনে যৌগপদ্য নাই।[১]

অভিনমন্ত সমনস ইব যোষাঃ ॥ ২ ॥

অভিপ্রবন্ত=অভিনমন্ত (অভিনত হয় অর্থাৎ অভিমুখে গমন করে); সমনা=সমনসঃ (সমানচিত্তা অর্থাৎ তুল্যভাবে অনুরক্তা)। অভিপূর্বক গত্যর্থক 'প্রু' ধাতুর লটের ছান্দস রূপ (বর্তমানার্থে)—অভিপ্রবন্ত ; = অভিপ্রবন্তে=অভিগচ্ছন্তি।[২] সমনা ইব=সমনসঃ ইব ; 'সমনসঃ' পদই 'সমনা' এই বৈদিকরূপে পরিণত হইয়াছে।

সমনং সমননাদ্বা সম্মাননাদ্বা ॥ ৩ ॥

সমনং ('সমন' শব্দ) সমননাৎ বা (হয় সংপূর্বক 'অন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) সম্মাননাৎ বা (আর না হয় সংপূর্বক 'মন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'সমনস্' শব্দের অন্ত্যবর্ণের লোপ করিয়া 'সমন' শব্দেরই নির্বচন প্রদর্শন করিতেছেন।[৩] সংপূর্বক প্রাণনার্থক 'অন্' ধাতু হইতে 'সমন' শব্দ নিষ্পন্ন—একই ভর্তায় সম্যক্ অনন বা প্রাণন অর্থাৎ জীবন যাহাদের তাহারা সমন (সমনসঃ বা সমনা); অথবা সংপূর্বক মননার্থক 'মন্' ধাতু হইতে 'সমন' শব্দ নিষ্পন্ন—একই ভর্তায় সম্যক্ মনন বা চিন্তা যাহাদের তাহারা সমন (সমনসঃ বা সমনা)।[৪] এই মতে 'সমনন' শব্দই সমন (সমনসঃ বা সমনা) হইয়াছে। 'সম্মাননাৎ বা' ইহার অর্থ সংপূর্বক পূজার্থক 'মান্' ধাতু হইতে বা 'সমন' শব্দের নিষ্পত্তি, এইরূপও বলা যাইতে পারে—একই ভর্তায় সম্যক্ পূজা বা আদর যাহাদের তাহারাই সমন।

কল্যাণ্যঃ স্ময়মানাসো অগ্নিম্ ইত্যৌপমিকম্ ॥ ৪ ॥

কল্যাণ্যঃ স্ময়মানাসঃ অগ্নিম্—এই বাক্য ঔপমিকম্ (উপমা প্রযুক্ত)।

কল্যাণ্যঃ স্ময়মানাসঃ ইত্যাদি বর্ণনা উপমাপ্রযুক্ত (অর্থাৎ উপমা দ্বারা করা হইয়াছে); কল্যাণী হাস্যবদনা যোষিৎ শ্রেণি যেরূপ অগ্নির অভিমুখে......ইত্যাদি এই বাক্যের অর্থ।

ঘৃতস্য ধারা উদকস্য ধারাঃ ॥ ৫ ॥

ঘৃতস্য ধারাঃ = উদকস্য ধারাঃ (জলধারাসমূহ)।

মন্ত্রে 'ঘৃত' শব্দ উদকবাচী (নিরু ১।১২ দ্রষ্টব্য)।

---

১। ......উচ্যতে। বহুনাং ধারাণাং যুগপদভিগমনবচনাৎ। ক্রমহ্রাজ্যাহুতীনাং ঘৃতধারাণাং যুগপদগ্নিং প্রত্যভিগমনসম্ভবাৎ, বৈত্যাতেতু সমবতি (স্কঃ স্বাঃ)।

২। প্রবতের্গতিকর্মণশ্ছান্দসত্বাৎ বর্তমানে লটি প্রবন্ত ইতি অভিপ্রবন্তে অভিগচ্ছন্তি (স্কঃ স্বাঃ)

৩। কৃতান্তলোপমেব সমনশব্দং নিরব্রবীতি (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। পূর্বমনতেঃ প্রাণনার্থস্য উত্তরং মনোতেঃ (দুঃ), একত্রাং পুংসি অননং প্রাননং মনো বা যাসাম্...... (স্কঃ স্বাঃ)।

সমিধো নসন্ত নসতিরাপ্নোতিকর্ম্মা, নমতিকর্ম্মা বা ॥ ৬ ॥

'সমিধো নসন্ত'—এই স্থলে, নসতিঃ ( 'নস্' ধাতু ) আপ্নোতিকর্ম্মা ( প্রাপ্ত্যর্থক ) বা ( অথবা ) নমতিকর্ম্মা ( নমনার্থক )।

'নস্' ধাতু প্রাপ্ত্যর্থক অথবা নমনার্থক ; নসন্ত—'নস্' ধাতুর লঙের ছান্দস রূপ বর্ত্তমানার্থে ( নির্ ৪।১৫ দ্রষ্টব্য )।

'তা জুষাণো হর্য্যতি জাতবেদাঃ' হর্য্যতি প্রেপ্সাকর্ম্মা বিহর্য্যতীতি ॥ ৭ ॥

তা জুষাণঃ—এইস্থলে, হর্য্যতিঃ ( 'হর্য' ধাতু ) প্রেপ্সাকর্ম্মা ( প্রেপ্সার্থক ) ; বিহর্য্যতি ইতি ( 'হর্য্যতি' ইহার অর্থ—বিহর্য্যতি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ প্রেপ্সা বা কামনা করে )।[১]

ধাতুপাঠে হর্য 'গতিকান্ত্যোঃ'—'হর্য্' ধাতুর অর্থ গতি এবং কান্তি ; 'কান্তি' শব্দের অর্থ ইচ্ছা ( নির্ ২।৬ দ্রষ্টব্য )।

"সমুদ্রাদূর্ম্মির্মধুমাঁ উদারৎ"

( ঋ ৪।৫৮।১ ; শুক্ল-যজুঃ ১৭।৮৯ )

ইত্যাদিত্যমুক্তং মন্যন্তে ॥ ৮ ॥

মধুমান্ ( উদকবান্ ) ঊর্ম্মিঃ ( অগ্নি অর্থাৎ আদিত্যাখ্য তেজোরাশি )[২] সমুদ্রাৎ ( সমুদ্র হইতে ) উদারৎ ( উদ্গত হয় ), ইতি আদিত্যম্ উক্তম্ মন্যন্তে ( ইহা দ্বারা আদিত্য উক্ত বা বর্ণিত হইয়াছেন বলিয়া আচার্য্যগণ মনে করেন )।

'অগ্নি' শব্দে যে বৈদ্যুতাগ্নি বুঝায় তাহা দেখান হইয়াছে ; 'অগ্নি' শব্দে যে ঊর্দ্ধতম জ্যোতি আদিত্যকেও বুঝায় তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে "সমুদ্রাদূর্ম্মি···" এই মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'ঊর্ম্মি' শব্দ এখানে আদিত্যের বোধক, পার্থিবাগ্নির নহে। দ্রষ্টব্য এই যে, এই মন্ত্রাংশে বা সম্পূর্ণ মন্ত্রে কোথাও 'অগ্নি' শব্দের উল্লেখ নাই। প্রশ্ন হইতে পারে 'অগ্নি' শব্দেরই যখন অভাব, তখন এই মন্ত্রে 'অগ্নি' শব্দ আদিত্যার্থ প্রতিপাদক এইরূপ বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? দুর্গাচার্য্য এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন—বাজসনেয়ীদিগের মতে ত্রয়োদশমন্ত্রাত্মক একটি বর্গ বা মন্ত্রসমষ্টি ( যজুঃ ১৭।৮৭-৯৯ ) আছে ; ইহার প্রথম দুইটি মন্ত্র ব্যতীত আর এগারটি মন্ত্র সমস্তই ঋগ্বেদ ৪।৫৮ সূক্তের এবং এই সূক্তেরই প্রথম মন্ত্রের অংশ 'সমুদ্রাদূর্ম্মির্মধুমাঁ উদারৎ'। উক্ত বর্গের প্রথম মন্ত্রে 'অগ্নি' শব্দ আছে—'অপাং প্রেণীনমগ্নে' ইত্যাদি। এই 'অগ্নি' শব্দেরই সমানার্থক উদ্দিষ্ট উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে অবস্থিত 'ঊর্ম্মি' শব্দ—যাহার অর্থ আদিত্য। এই ভাবেই উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে 'অগ্নি' শব্দ যে আদিত্যবোধক তাহা

---

১। পুনঃ পুনঃ প্রেপ্সতি অভিকাময়তে ( দুঃ )।

২। ঊর্ম্মিস্তেজ সংঘাত আদিত্যাখ্যঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

প্রতিপাদিত হইয়াছে।[১] অধিকন্তু 'সমুদ্রাদূর্ম্মির্মধুমাঁ উদারৎ…' ইত্যাদি সূক্তে নিবিৎ স্থাপিত হয়। 'শস্ত্রান্তর্গত সূক্তের মধ্যে কতিপয় সংক্ষিপ্তপদযুক্ত মন্ত্র প্রক্ষেপ করিতে হয়; ঐ সকল মন্ত্রের নাম নিবিৎ মন্ত্র'। 'অগ্নির্দেবেদ্ধঃ' ( ঐ স্বর্গে অবস্থিত আদিত্যরূপী অগ্নি দেবগণ-কর্তৃক ইদ্ধ প্রদীপ্ত )—ইহা দ্বাদশপাদ নিবিতের এক পাদ। এই পাদে অবস্থিত 'অগ্নি' শব্দেরই সমানার্থক উদ্দিষ্ট উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের 'ঊর্ম্মি' শব্দ—যাহার অর্থ আদিত্য। এই ভাবেও বা উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে 'অগ্নি' শব্দ যে আদিত্যবোধক তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, বলা যাইতে পারে।[২]

'সমুদ্রাদ্ধ্যোবোঽহৃদ্ধা উদেতি'[৩] ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৯ ॥

( কৌ ব্রা ২৫।১ )

সমুদ্রাৎ অদ্ভ্যঃ ( সমুদ্রের জল হইতে ) এবং উদেতি ( ইহা উদিত হয় ) ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ( এই ব্রাহ্মণবাক্যও আছে )।

'সমুদ্রাদূর্ম্মির্মধুমাঁ উদারৎ…' এই মন্ত্রের ব্রাহ্মণ 'সমুদ্রাদ্ধ্যোবোঽহৃদ্ধা উদেতি' ( সমুদ্র হইতে এই তেজোরাশি উদিত হয় )। সমুদ্র হইতে উত্থিত হয় আদিত্য, পার্থিবাগ্নি নহে—পার্থিবাগ্নি ও জল পরস্পর বিরুদ্ধ। কাজেই 'ঊর্ম্মি' শব্দে যে তেজোরাশির বোধ হইতেছে তাহা আদিত্য, পার্থিবাগ্নি নহে।[৪]

অথাপি ব্রাহ্মণং ভবতি "অগ্নিঃ সর্ব্বাঃ দেবতাঃ" ইতি ॥ ১০ ॥

( ঐ ব্রা ২।৩ )

অথাপি ( আর ) অগ্নিঃ সর্ব্বাঃ দেবতাঃ ( অগ্নিই সকল দেবতা ) ইতি ব্রাহ্মণং ভবতি ( এই ব্রাহ্মণবাক্যও আছে )।

পার্থিবাগ্নি এবং ঊর্দ্ধতর জ্যোতির্ব্বয়ই যে মাত্র 'অগ্নি' শব্দের বাচ্য, তাহা নহে; সমস্ত দেবতাই 'অগ্নি' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন—ইহা ব্রাহ্মণগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে।

তস্যোত্তরা ভূয়সে নির্ব্বচনায় ॥ ১১ ॥

উত্তরা ( উত্তরবর্ত্তী ঋক্‌টি ) তস্য ( এই ব্রাহ্মণগ্রন্থের )[৫] ভূয়সে নির্ব্বচনায় ( স্পষ্টতর নির্ব্বচন অর্থাৎ প্রতিপাদনের নিমিত্ত )।[৬]

---

১। সূক্তেঽগ্নিলিঙ্গমেবেবং পার্থিবাগ্নিস্তু "ইমংস্তোমম্" ইত্যত্র "অপাং প্রণীনমগ্নে" ইতি।

২। নিবিচ্ছাম্নিন্ সূক্তে ধীয়তে, সা চাগ্নিলিঙ্গা।

৩। কৌষীতকী ব্রাহ্মণের পাঠ 'উদেতি'।

৪। আদিত্যাশ্চাগ্নিবদনেন মন্ত্রেণোচ্যতে ইতি স্ফুটয়ত্যেব মন্ত্রস্য ব্রাহ্মণম্—'সমুদ্রাদ্ধ্যোবোঽহৃদ্ধা উদেতি' ইতি চ। ন চ পার্থিবঃ সমুদ্রাদুদেতি বিরোধাৎ, তস্মাদাদিত্যোঽত্রাগ্নিরভিপ্রেতঃ ( দুঃ )।

৫। তস্য চ ব্রাহ্মণস্য ( দুঃ )।

৬। ভূয়সে বহুতরায় ( দুঃ ); বিশেষণাভিব্যক্ততরায় ( স্কঃ টীঃ )।

'ইন্দ্রং মিত্রং বরুণম্'—ইত্যাদি যে ঋক্‌টি ইতঃপরেই ( পরবর্তী পরিচ্ছেদে ) উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা 'অগ্নিই সকল দেবতা' এই ব্রাহ্মণবাক্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিবে।

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ১।১৬৪।৪৬ )

অগ্নিম্ ( অগ্নিকে ) ইন্দ্রং মিত্রং বরুণম্ আহুঃ ( ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ বলিয়া থাকেন ), অথো ( আর ) দিব্যঃ ( দ্যুলোকোদ্ভব ) সুপর্ণঃ ( সুন্দরগমনশীল ) গরুত্মান্ ( আদিত্য ) সঃ [ এব ] ( সেই অগ্নিই ) একং সৎ ( এক হইলেও ) বিপ্রাঃ ( মেধাবিগণ ) বহুধা বদন্তি ( বহু বলিয়া বর্ণনা করেন ), অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ ( এক দেবতাকেই অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা বলিয়া থাকেন )।

যাঁহারা মেধাবী বা বিজ্ঞ তাঁহারা অগ্নিকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আত্মা এক এবং মহান্; এক হইলেও তাঁহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করা হয়—তাঁহাকেই বলা হয় অগ্নি, তাঁহাকেই বলা হয় যম, তাঁহাকেই বলা হয় মাতরিশ্বা।

ইমমেবাগ্নিং মহান্তমাত্মানমেকমাত্মানং বহুধা মেধাবিনো
বদন্তীন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিং দিব্যং চ গরুত্মন্তম্ ॥ ২ ॥

ইমম্ এব অগ্নিং মহান্তম্ আত্মানম্ ( এই অগ্নিরূপী মহান্ আত্মাকেই ); একম্= আত্মানম্ ( 'এক' শব্দের অর্থ—আত্মা ); বহুধা মেধাবিনো বদন্তি ইন্দ্রং মিত্রং বরুণম্ অগ্নিং দিব্যং চ গরুত্মন্তম্ ( এক মহান্ আত্মাকেই মেধাবিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি এবং দ্যুলোকভব গরুত্মান্ বলিয়া অভিহিত করেন )।

দিব্যো দিবিজঃ ॥ ৩ ॥

দিব্যঃ দিবিজঃ ( 'দিব্য' শব্দের অর্থ দিবিজ অর্থাৎ দ্যুলোকে উদ্ভূত )।

গরুত্মান্ গরণবান্ গুর্বাত্মা মহাত্মেতি বা ॥ ৪ ॥

গরুত্মান্=গরণবান্ অর্থাৎ স্তুতিমান্; 'গরণবৎ' শব্দই 'গরুত্মৎ' আকারে পরিবর্তিত হইয়াছে; 'গরণ' শব্দের অর্থ স্তুতি; আদিত্যের উদ্দেশে যে সকল স্তুতি করা হয়, তাহা দ্বারাই আদিত্য স্তুতিমান্। বা ( অথবা ) গরুত্মান্=গুর্বাত্মা অর্থাৎ মহাত্মা।

অথবা 'গুর্বাত্মন্' শব্দ 'গরুত্মৎ' আকারে পরিবর্তিত হইয়াছে; গুর্বাত্মা ( গুরু আত্মা যাঁহার ) পদের অর্থ মহাত্মা। 'গরুত্মান্' পদের বিশেষণ রহিয়াছে সুপর্ণ; 'সুপর্ণ' শব্দের অর্থ সুপতন অর্থাৎ সুন্দর গমনবিশিষ্ট।

যত্ত্ব সূক্তং ভজতে যস্মৈ হবির্নিরুপ্যতে অয়মেব সোঽগ্নিঃ।
নিপাতমেবৈতে উত্তরে জ্যোতিষী এতেন নামধেয়েন ভজেতে ॥ ৫ ॥

যত্র ( কিন্তু যে অগ্নি ) সূক্তং ভজতে ( সূক্তভাগী হন ) যস্মৈ ( যাঁহার উদ্দেশে ) হবিঃ নিরূপ্যতে ( হবি নিরূপিত অর্থাৎ প্রদত্ত হয় ) অয়ম্ এব সঃ অগ্নিঃ ( ইনিই সেই পার্থিব অগ্নি )। এতে উত্তরে জ্যোতিষী ( এই ঊর্দ্ধতর জ্যোতির্দ্বয় ) এতেন নামধেয়েন ( এই অগ্নি নামে ) নিপাতম্ এব ভজেতে ( নিপাতেরই ভজনা করেন অর্থাৎ অপ্রাধান্ত ভাগী হন )।

যে অগ্নির সূক্তে স্তুতি হয়, যে অগ্নির উদ্দেশে হবি প্রদত্ত হয় সেই অগ্নি পার্থিবাগ্নি-- অন্তরিক্ষাগ্নি ( বিদ্যুৎ ) বা দ্যুলোকাগ্নি ( সূর্য্য ) নহেন। ঊর্দ্ধতর জ্যোতির্দ্বয় অর্থাৎ অন্তরিক্ষাগ্নি এবং দ্যুলোকাগ্নি ( বিদ্যুৎ এবং সূর্য্য ) অগ্নি নামের ভাগী হন, নিপাতবশে অর্থাৎ ঔপচারিক ভাবে বা অপ্রধান ভাবে।[1] মুখ্য অগ্নি বলিতে পার্থিবাগ্নিকেই বুঝাইবে— বিদ্যুতের এবং সূর্য্যের যে অগ্নি নাম তাহা ঔপচারিক বা গৌণ; অগ্নি নামে বিদ্যুৎ এবং সূর্য্য সূক্তভাগীও নহেন, হবির্ভাগীও নহেন।

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। নিপাতো নাম অপ্রাধান্যং ভক্তিরিত্যর্থঃ ( দু: )।

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

### জাতবেদাঃ কস্মাৎ ॥ ১ ॥

জাতবেদাঃ কস্মাৎ—'জাতবেদস্' শব্দ কি করিয়া নিষ্পন্ন হইল? এই শব্দটির নির্ব্বচন এবং বুৎপত্তি কি?

**জাতানি বেদ জাতানি বৈনং বিদুঃ, জাতে জাতে বিদ্যত ইতি বা,**
**জাতবিত্তো বা জাতধনঃ, জাতবিদ্যো বা জাতপ্রজ্ঞানঃ ॥ ২ ॥**

জাতানি বেদ (জাত বা উৎপন্ন সমস্তকেই ইনি জানেন), জাতানি বা এনং বিদুঃ (অথবা উৎপন্ন প্রাণিমাত্রই ইহাকে জানে), জাতে জাতে বিদ্যতে ইতি বা (অথবা যাহা যাহা উৎপন্ন তৎসমস্তেই ইনি বিদ্যমান আছেন) জাতবিত্তঃ বা জাতধনঃ (অথবা, ইনি জাতবিত্ত অর্থাৎ জাতধন—ইহা হইতে ধন উৎপন্ন হয়), জাতবিদ্যঃ বা জাতপ্রজ্ঞানঃ (অথবা, ইনি জাতবিদ্য অর্থাৎ জাতপ্রজ্ঞান—ইনি নৈসর্গিক প্রজ্ঞানবিশিষ্ট)।

'জাতবেদস্' শব্দের অর্থ অগ্নি; ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন:—(ক) জাত+জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে বা কর্ম্মবাচ্যে 'অসি' প্রত্যয়ে 'জাতবেদস্' শব্দ নিষ্পন্ন (উ ৬৬৬); কর্ত্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন করিলে অর্থ হইবে—জাতমাত্রকেই ইনি (জাতবেদা) জানেন; ইনি লোকপাল, সর্ব্বজ্ঞ, জাত বা উৎপন্ন এমন কিছু নাই যাহা ইনি জানেন না।[1] কর্ম্মবাচ্যে নিষ্পন্ন করিলে অর্থ হইবে—জাত যে-কোন প্রাণী ইহাকে জানে, তির্য্যগাদি প্রাণীরও পরিজ্ঞাত।[2] (খ) জাত+সত্তার্থক 'বিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; যাহা কিছু জাত বা উৎপন্ন তৎসমস্তেই ইনি বিদ্যমান[3]—ইনি পরমেশ্বর, পরমাত্মা। (গ) 'জাত' এবং 'বিত্ত' এই দুই শব্দ যোগে 'জাতবেদস্' শব্দের নিষ্পত্তি; ইনি জাতবিত্ত বা জাতধন—ইহা হইতে ধন উৎপন্ন হয়; 'ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ' (হুতাশন বা অগ্নি হইতে ধন ইচ্ছা করিবে)—এই প্রবাদবাক্য এতদ্বিষয়ে প্রমাণ।[4] (ঘ) 'জাত' এবং 'বিদ্যা' এই দুই শব্দ যোগে 'জাতবেদস্' শব্দের নিষ্পত্তি; ইনি জাতবিদ্য অর্থাৎ জাতপ্রজ্ঞান—ইহার প্রজ্ঞান নৈসর্গিকভাবেই জাত বা উৎপন্ন।[5]

---

১। জাতানি সর্ব্বাণি ভূতানি বেদ লোকপালত্বাৎ (স্কঃ স্বাঃ); ন হি তদস্তি জাতমস্মিঁল্লোকে যদসৌন বেদ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

২। জাতানি বা তির্য্যগাদীন্যপ্যেনং বিদুঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। ন তদস্তি জাতং যত্রাসৌ নাস্তি (দুঃ)।

৪। ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাদিতি চ প্রবাদঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। নিসর্গত এবাস্য জাতং প্রজ্ঞানমিত্যর্থঃ (দুঃ)।

**যত্তজ্জাতঃ পশূনবিন্দতেতি তজ্জাতবেদসো জাতবেদস্ত্বমিতি ব্রাহ্মণং তস্মাৎ সর্ব্বান্ ঋতূন্ পশবোঽগ্নিমভিসর্পন্তীতি চ[1] ॥ ৩ ॥**

যৎ ( যেহেতু ) তৎ ( তখন ) জাতঃ ( জাত হইয়া ) পশূন্ অবিন্দত ইতি ( পশুসমূহ লাভ করিয়াছিলেন ) তৎ ( সেই জন্যই ) জাতবেদসঃ জাতবেদস্ত্বম্ ( জাতবেদার জাতবেদস্ত্ব ) ইতি ব্রাহ্মণম্ ( ইহা ব্রাহ্মণবচন ) ; তস্মাৎ ( সেই নিমিত্ত ) সর্ব্বান্ ঋতূন্ ( সমস্ত ঋতুতেই ) পশবঃ ( পশুসমূহ ) অগ্নিম্ অভিসর্পন্তি ( অগ্নির অভিমুখে ধাবিত হয় ), ইতি চ ( ইহাও ব্রাহ্মণবচন ) ।[2]

ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে 'জাতবেদস্' শব্দের নিষ্পত্তি সাধিত হইয়াছে জাত + লাভার্থক 'বিন্দ্' ধাতু হইতে ; অগ্নি জাত হইয়াই পশুলাভ করিয়াছিলেন, অগ্নির জাতবেদা নাম এই নিমিত্তই। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে আরও উক্ত হইয়াছে যে, সকল ঋতুতেই ( এমন কি গ্রীষ্মেও ) পশুগণ অগ্নির অভিমুখে ধাবিত হয় ; অগ্নি যে তাহাদের স্বামী বা প্রভু, এই বোধই ইহার কারণ। অগ্নি যে পশুলাভ করিয়াছিলেন তাহা কোন্ পশু? ইহা কি মনুষ্যপশু? অথর্ব্ববেদে ( ১১।২।৯ ) পঞ্চ পশুর মধ্যে মনুষ্যও কিন্তু একপ্রকার পশু।[3] মনুষ্য অনাদিকাল হইতে অগ্নির সেবক এবং সকল ঋতুতেই অগ্নি মনুষ্যের অপরিহার্য্য।

**তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥**

তস্য ( সেই জাতবেদার ) এষা ঋক্ ( বক্ষ্যমাণা ঋক্ ) ভবতি ( হয় )। যাহাতে জাতবেদার স্তুতি আছে ঈদৃশ একটি ঋক্ উদাহৃত হইতেছে।

**॥ ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥**

---

১। মৈঃ সং ১।৮।২ দ্রষ্টব্য ; মূলে আছে 'যত্তজ্জাতঃ' অবিন্দত ইহার পর 'ইতি' নাই।

২। ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ( স্কঃ খাঃ )।

৩। তবেমে পঞ্চ পশবো বিভক্তা গাবোঽশ্বাঃ পুরুষা অজাবয়ঃ।

## বিংশ পরিচ্ছেদ

প্র নূনং জাতবেদসমশ্বং হিনোত বাজিনম্।
ইদং নো বর্হিরাসদে। ১ ॥

(ঋ ১০।১৮৮।১)

[হে স্তোতারঃ] (হে স্তোতৃগণ), অশ্বং (ব্যাপনস্বভাব) বাজিনং (চলনশীল) জাতবেদসং (অগ্নিকে) নূনং[1] প্রহিনোত (প্রেরণ করুন), নঃ (আমাদের) ইদং বর্হিঃ (এই কুশোপরি) [সঃ] (জাতবেদা) আসদে (আসীদতু—উপবেশন করুন)।

ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—'হে স্তোতৃগণ, আপনারা অন্নপাক প্রভৃতি স্বকীয় কর্মের দ্বারা সর্ব্ব জগৎ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান এবং শিখাসমূহে চলনস্বভাব জাতবেদার অর্থাৎ অগ্নির স্তুতি করিয়া তাঁহাকে আমাদের যজ্ঞে প্রেরণ করুন; জাতবেদা আসিয়া যজ্ঞে বিস্তৃত এই কুশের উপর উপবেশন করুন।

প্রহিণুত জাতবেদসং কর্ম্মভিঃ সমশ্নুবানম্ ॥ ২ ॥

প্রহিনোত—প্রহিণুত (আপনারা প্রেরণ করুন); অশ্বম্—কর্মভিঃ সমশ্নুবানম্ (অন্নপাক প্রভৃতি স্বীয় কর্মের দ্বারা সর্ব্ব জগৎ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান)।[2]

অপি বোপমার্থে স্যাদশ্বমিব জাতবেদসমিতি ॥ ৩ ॥

অপি বা (অথবা) উপমার্থে স্যাৎ ('অশ্ব' শব্দ উপমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে);[3] অশ্বম্ জাতবেদসম্—অশ্বম্ ইব জাতবেদসম্ (অশ্বতুল্য অগ্নিকে)।

'অশ্ব' শব্দের রূঢ়ার্থ প্রাণিবিশেষ, যৌগিকার্থ ব্যাপনশীল। রূঢ়ার্থ যৌগিকার্থ হইতে বলবান্[4]—কোনও শব্দের রূঢ়ার্থ সম্ভব হইলে যৌগিকার্থ গ্রহণ করিবে না। 'অশ্বং জাতবেদসম্' এই স্থলে 'অশ্ব' শব্দের রূঢ়ার্থ সম্ভব হইতে পারে যদি উপমার্থ (লুপ্তোপমা) স্বীকার করা যায় অর্থাৎ যদি বলা যায় অশ্বং জাতবেদসম্—অশ্বম্ ইব জাতবেদসম্ (অশ্ব-তুল্য অগ্নিকে—অশ্বের ন্যায় ক্ষিপ্রকারী অগ্নিকে)।[5] ঈদৃশ অর্থের কোনও অসঙ্গতি নাই বুঝিয়াই আচার্য্য বলিতেছেন—অপি বোপমার্থে স্যাৎ....ইত্যাদি।

---

১। 'নূনং' পদের কোন অর্থ নাই, পাদ পূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে; নূনমিতি পাদপূরণঃ (স্ক: স্বা:)।

২। ব্যাপ্তারমন্নপক্ত্যাদিভিঃ স্বকর্মভিঃ কৃৎস্নস্য জগতঃ (স্ক: স্বা:)।

৩। লুপ্তোপমো বাধশব্দঃ (স্ক: স্বা:)।

৪। রূঢ়ের্বলীয়স্ত্বাৎ (দু:)।

৫। অশ্বমিব শীঘ্রকারিত্বাৎ (স্ক: স্বা:)।

ইদং নো বর্হিরাসীদন্বিতি ॥ ৪ ॥

আসদে=আসীদন্তু ( উপবেশন করুন )।

তদেতদেকমেব জাতবেদসং গায়ত্রং তৃচং দশতয়ীষু বিদ্যতে,
যত্তু কিঞ্চিদাগ্নেয়ং তজ্জাতবেদসানাং স্থানে যুজ্যতে ॥ ৫ ॥

তৎ ( অতঃপর ), এতৎ একম্ এব ( এই একটিই ) জাতবেদসং ( জাতবেদোদেবতাক ) গায়ত্রং ( গায়ত্রীচ্ছন্দে বিরচিত ) তৃচং ( ঋক্‌ত্রয়াত্মক সূক্ত ) দশতয়ীষু বিদ্যতে ( সমগ্র ঋগ্বেদে বিদ্যমান আছে ); যৎ তু কিঞ্চিৎ আগ্নেয়ম্ ( যে কোন অগ্নি-দেবতাক মন্ত্রসমষ্টি আছে ) তৎ ( তাহা ) জাতবেদসানাং স্থানে ( জাতবেদোদেবতাক মন্ত্রসমূহের স্থানে ) যুজ্যতে ( বিনিযুক্ত হয় )।

ঋগ্বেদের ১০।১৮৮ সূক্তটিতে তিনটি ঋক্ আছে এবং ইহার দেবতা জাতবেদা ; ঋক্ তিনটিই গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত। সমগ্র ঋগ্বেদে আর কোনও সূক্ত নাই যাহার ঋক্‌সমূহ গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত অথচ যাহার দেবতা জাতবেদা। যজ্ঞে কিন্তু গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত বহু মন্ত্রের প্রয়োজন আছে যাহাদের দেবতা জাতবেদা ; এই প্রয়োজন মিটাইবার নিমিত্ত গায়ত্রী-চ্ছন্দে রচিত আগ্নেয় ( অগ্নি-দেবতাক ) মন্ত্রসমূহই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।[1] ইহা দ্বারা ইহাও প্রতিপাদিত হইতেছে যে, জাতবেদা ও অগ্নি অভিন্ন।[2]

স ন মন্যেতায়মেবাগ্নিরিত্যপ্যেতে উত্তরে জ্যোতিষী জাতবেদসী উচ্যেতে, ততো নু মধ্যমঃ। অভিপ্রবন্ত সমনেব যোষা ইতি তৎ পুরস্তাদ্ব্যাখ্যাতম্। অথাসাবাদিত্য উদুত্যং জাতবেদসমিতি তদুপরিষ্টাদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৬ ॥

স ন মন্যেত অয়ম্ এব অগ্নিঃ ইতি ( শিষ্য যেন মনে না করেন যে, 'জাতবেদস্' শব্দ-মাত্র অগ্নিকেই বুঝাইয়া থাকে )। অপি এতে উত্তরে জ্যোতিষী ( এই দৃশ্যমান উর্দ্ধতর জ্যোতির্দ্বয়ও ) জাতবেদসী উচ্যেতে ( জাতবেদা বলিয়া অভিহিত হয় ); ততঃ নু মধ্যমঃ ( এই জ্যোতির্দ্বয়ের মধ্যে মধ্যমাগ্নির উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে ) 'অভি প্রবন্ত সমনেব যোষাঃ' ইতি ( 'অভিপ্রবন্ত সমনেব যোষাঃ' ইত্যাদি ঋকে 'জাতবেদস্' শব্দের অর্থ মধ্যমাগ্নি ) তৎ পুরস্তাৎ ব্যাখ্যাতম্ ( এই ঋকটির ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে ); অথ অসৌ আদিত্যঃ ( আর এই 'জাতবেদস্' শব্দ যে আদিত্যকে বুঝায় ) 'উদুত্যং জাতবেদসম্' ইতি ( তাহার উদাহরণ 'উদুত্যং জাতবেদসম্' এই ঋক্‌টি ); তৎ উপরিষ্টাৎ ব্যাখ্যাস্যামঃ ( এই ঋকটির ব্যাখ্যা পরে করিব )।

---

১। বহুষিবেবৈত গায়ত্রচ্ছন্দোযুক্তৈর্জাতবেদোদৈবতৈর্মন্ত্রৈরবিরতং প্রয়োজনমস্তি......তত্র কিঞ্চিদাগ্নেয়ং মন্ত্রজাতং গায়ত্রে এব ছন্দসি......, তৎ বিনিযুজ্যতে ( দুঃ )।

২। তেন কিং সিদ্ধং ভবতি ? অগ্নিরেব জাতবেদা ইতি ( দুঃ )।

'জাতবেদস্' শব্দ যে মাত্র পার্থিবাগ্নিবাচক তাহা নহে ; মধ্যমাগ্নি ( বিদ্যুৎ ) এবং উত্তমাগ্নি ( সূর্য্যও ) 'জাতবেদস্' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। 'অভিপ্রবন্ত সমনেব যোষাঃ' ( ঋ ৪।৫৮।৮ ) এই ঋকে 'জাতবেদস্' শব্দ যে মধ্যমাগ্নিবাচক তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে ; এই ঋকের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে ( সপ্তদশ পরিচ্ছেদের প্রথম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )। 'জাতবেদস্' শব্দ যে উত্তমাগ্নি ( আদিত্য )-বাচক তাহার উদাহরণ 'উদুত্যং জাতবেদসম্' এই ঋক্ ( ঋ ১।৫০।১ ; শুক্ল-যজুঃ ৭।৪১, ৮।৪১ ) ; এই ঋকের ব্যাখ্যা পরে ( নিরু ১২।১৫ ) করা হইবে।

যস্তু সূক্তং ভজতে যস্মৈ হবির্নিরুপ্যতেঽয়মেব সোঽগ্নির্জাতবেদা নিপাত-মেবৈতে উত্তরে জ্যোতিষী এতেন নামধেয়েন ভজেতে ॥ ৭ ॥

"যে জাতবেদা সূক্তভাগী হন, যাঁহার উদ্দেশে হবি প্রদত্ত হয়, সেই জাতবেদা এই পার্থিব অগ্নি ; এই উর্দ্ধতর জ্যোতির্দ্বয় ( বিদ্যুৎ এবং সূর্য্য ) এই জাতবেদা নামে নিপাতেরই ভজনা করেন অর্থাৎ অপ্রাধান্য ভাগী হইয়া থাকেন।" তাৎপর্য্য এই যে, যে জাতবেদার সূক্তে স্তুতি হয়, যে জাতবেদা হবির্ভাগী হইয়া থাকেন, সেই জাতবেদা মধ্যমাগ্নি ( বিদ্যুৎ )ও নহেন, দ্যুলোকাগ্নি ( আদিত্য )ও নহেন ; সেই জাতবেদা পার্থিবাগ্নি। বিদ্যুৎ এবং আদিত্য যে জাতবেদা বলিয়া অভিহিত হন, তাহা নিপাতবশে অর্থাৎ ঔপচারিকভাবে বা অপ্রধানভাবে। জাতবেদা বলিতে মুখ্যভাবে পার্থিবাগ্নিকেই বুঝাইবে ; বিদ্যুৎ এবং আদিত্যের যে জাতবেদা নাম, তাহা ঔপচারিক বা গৌণ। 'জাতবেদা' নামে বিদ্যুৎ এবং আদিত্য সূক্তভাগীও নহেন, হবির্ভাগীও নহেন ( অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের পঞ্চম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

॥ বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## একবিংশ পরিচ্ছেদ

### বৈশ্বানরঃ কস্মাৎ ॥ ১ ॥

বৈশ্বানরঃ কস্মাৎ—'বৈশ্বানর' শব্দ কি করিয়া নিষ্পন্ন হইল ? এই শব্দটির নির্ব্বচন এবং ব্যুৎপত্তি কি ?

**বিশ্বান্ নরান্নয়তি, বিশ্ব এনং নরা নয়ন্তীতি বা, অপি বা বিশ্বানর এব স্যাৎ প্রত্যৃতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি, তস্য বৈশ্বানরঃ ॥ ২ ॥**

বিশ্বান্ নরান্ ( সকল মানুষকে ) [ অসৌ ] নয়তি ( ইনি নিয়া যান ), বা ( অথবা ) বিশ্বে নরাঃ ( সকল মানুষ ) এনং নয়ন্তি ( ইহাকে নিয়া যায় ) ইতি ( ইহাই ব্যুৎপত্তি ); অপি বা ( অথবা ) বিশ্বানরঃ এব [ কশ্চিৎ ] স্যাৎ ( কেহ 'বিশ্বানর' হইয়াই আছেন ),[১] 'বিশ্বানরঃ' ইহার অর্থ—প্রত্যৃতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ( যিনি সর্ব্বভূতে প্রতিগত অর্থাৎ প্রবিষ্ট )[২] তস্য বৈশ্বানরঃ ( তাঁহার অর্থাৎ বিশ্বানরের অপত্য বৈশ্বানর )।

'বৈশ্বানর' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন।

(ক) 'বিশ্বনরের ইনি নেতা' এই অর্থে 'বিশ্বনর' শব্দের উত্তর 'অণ্' প্রত্যয়ে 'বৈশ্বানর' শব্দ নিষ্পন্ন—বৈশ্বানর অর্থাৎ অগ্নি বিশ্বনরকে অর্থাৎ সকল মানুষকে এই লোক হইতে পরলোকে লইয়া যান ( ঋ ১০।১৬।১-২, ১০।১৭।৩ দ্রষ্টব্য )।

(খ) 'বিশ্বনর ইহার নেতা' এই অর্থে 'বিশ্বনর' শব্দের উত্তর 'অণ্' প্রত্যয়ে 'বৈশ্বানর' শব্দ নিষ্পন্ন—বিশ্বনর অর্থাৎ সকল মানুষ বৈশ্বানরকে ( অগ্নিকে ) নিয়া নানাবিধ কর্ম্মে বিনিযুক্ত করে।

(গ) 'বিশ্বানর'—বিশ্বান্+অর ( গত্যর্থ 'ঋ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ), 'বিশ্বানর' শব্দের অর্থ—যিনি বিশ্বজন্তুতে প্রত্যৃত ( প্রতিগত বা প্রবিষ্ট ) হইয়া বর্ত্তমান আছেন অর্থাৎ প্রাণাখ্য বায়ু;[৩] বিশ্বানরের অপত্য বৈশ্বানর—প্রাণাখ্য বায়ু হইতে বৈশ্বানরের জন্ম, ইহা 'প্রাণাদ্ধি বলান্মথ্যমানো হি জায়তে' এই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়।

### তস্যৈষা ভবতি ॥ ৩ ॥

তস্য এষা ভবতি—সেই বৈশ্বানরের সম্বন্ধে এই অর্থাৎ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধ্রিয়মাণ ঋক্‌টি হইতেছে।

॥ একবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। আকার হইয়াছে পাঃ ৬।৩।১৩৭ সূত্রানুসারে।

২। প্রতি+গত্যর্থ 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন।

৩। বিশ্বানর এব কশ্চিৎ স্যাৎ ( দুঃ ); সর্ব্বাণি ভূতানি অয়ং প্রত্যৃতঃ প্রবিষ্ট ইতি বৈশ্বানরঃ, স চ সামর্থ্যাৎ প্রাণাখ্যো বায়ুঃ ( স্কঃ মাঃ )।

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা হি কং ভুবনানামভিশ্রীঃ।
ইতো জাতো বিশ্বমিদং বিচষ্টে বৈশ্বানরো যততে সূর্য্যেণ ॥ ১ ॥

( ঋ ১।৯৮।১, শুক্ল-যজুঃ ২৬।৭ )

বৈশ্বানরস্য ( বৈশ্বানরের ) সুমতৌ ( কল্যাণময়ী মতিতে ) স্যাম ( যেন আমরা থাকি )। রাজা হি কং[1] ( দেদীপ্যমান ) ভুবনানাম্ অভিশ্রীঃ ( ভূতসমূহের অভিশ্রয়ণীয় ), ইতঃ জাতঃ ( এই মনুষ্যলোক হইতে অথবা অরণি হইতে উৎপন্ন হইয়া ) বৈশ্বানরঃ ( বৈশ্বানর ) ইদং বিশ্বং ( এই বিশ্বকে ) বিচষ্টে ( বিবিধরূপে দর্শন করেন অথবা বিবিধরূপে প্রকাশিত করেন ), সূর্য্যেণ যততে ( এবং সূর্য্যের সহিত সঙ্গত হয়েন )।

ইতো জাতঃ সর্ব্বমিদমভিবিপশ্যতি বৈশ্বানরঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বমিদং—সর্ব্বম্ ইদম্ ( এই সকলকে অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বকে ) বিচষ্টে—অভিবিপশ্যতি ( বিবিধরূপে দর্শন করেন অথবা বিবিধরূপে প্রকাশিত করেন )। বি+দর্শনার্থক 'চক্ষ্' ধাতুর লটের পদ বিচষ্টে; অন্তর্গতণ্যর্থ করিলে অর্থ হইবে দর্শয়তি অর্থাৎ প্রকাশয়তি ( প্রকাশিত করেন )।[2]

সংযততে সূর্য্যেণ রাজা ॥ ৩ ॥

যততে—সংযততে ( সঙ্গত হয়েন ); সূর্য্যের সহিত রাজা অর্থাৎ দেদীপ্যমান অগ্নি সঙ্গত ( মিলিত ) হয়েন। সূর্য্যের রশ্মি পৃথিবীর দিকে আগমন করে এবং অগ্নির অর্চিঃ ঊর্দ্ধে গমন করে ; সূর্য্য এবং অগ্নির যে মিলন তাহা পরস্পরের দীপ্তি দ্বারা।[3]

যঃ সর্ব্বেষাং ভূতানামভিশ্রয়ণীয়ঃ ॥ ৪ ॥

যঃ ( যে বৈশ্বানর ) ; ভুবনানাম্ অভিশ্রীঃ—সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অভিশ্রয়ণীয়ঃ ( সর্ব্বভূতের আশ্রয়ণীয়ঃ )।

তস্য বয়ম্ বৈশ্বানরস্য কল্যাণ্যাং মতৌ স্যামেতি ॥ ৫ ॥

বয়ং ( আমরা ) তস্য বৈশ্বানরস্য ( সেই বৈশ্বানরের ) ; সুমতৌ—কল্যাণ্যাং মতৌ

---

১। 'হি' ও 'কং' পাদপূরণার্থে—হিকৌ পাদপূরণৌ ( স্কঃ ভাঃ )।

২। অন্তর্গতণ্যর্থো বা বিবিধং দর্শয়তি প্রকাশয়তীত্যর্থঃ ( স্কঃ ভাঃ )।

৩। 'যতী প্রযত্নে' প্রযত্নেন চাত্র যৎপূর্ব্বকং গমনং লক্ষ্যতে সংযচ্ছতে চ সূর্য্যেণ সহ। কথম্, সূর্য্যস্য রশ্ময়ঃ পৃথিবীমাগচ্ছন্তি অগ্নেরপ্যর্চিষ ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি, তয়োর্ভাসোর্যঃ সংসর্গস্তমভিপ্রায়মিদং সঙ্গতত্বম্ ( স্কঃ ভাঃ )।

( কল্যাণমতী মতিতে অর্থাৎ শুভ সানুগ্রহ বুদ্ধিতে ) স্যাম ( যেন থাকিতে পারি ) ইতি ( ইহাই অর্থ )।

তৎ কো বৈশ্বানরঃ ॥ ৫ ॥

তৎ ( তাহা হইলে ) কঃ বৈশ্বানরঃ ( বৈশ্বানর কে ? )। আত্মবিদ্‌গণের মতে বৈশ্বানর আত্মা ; ইন্দ্র, আদিত্য, বায়ু, আকাশ, উদক পৃথিবী প্রভৃতিও বৈশ্বানর বলিয়া পরিজ্ঞাত। কাজেই বৈশ্বানর সম্বন্ধে সন্দেহ হয় এবং প্রশ্ন হয় যথার্থতঃ ইনি কে ?

মধ্যম ইত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৬ ॥

মধ্যমঃ ( বৈশ্বানর মধ্যমাগ্নি অর্থাৎ বিদ্যুৎ ) ইতি আচার্য্যাঃ ( আচার্য্যগণ ইহা মনে করেন )।

নৈরুক্ত আচার্য্যগণ মনে করেন—মধ্যমাগ্নি বা বিদ্যুৎই বৈশ্বানর।

বর্ষকর্ম্মণা হ্যেনং স্তৌতি ॥ ৭ ॥

হি ( যেহেতু ) বর্ষকর্ম্মণা ( বর্ষণক্রিয়ার দ্বারা ) এনং স্তৌতি ( ইহার স্তুতি করা হয় )।

যেহেতু বর্ষণক্রিয়ার প্রযোজক বলিয়া বৈশ্বানরের স্তুতি করা হয়, সেই জন্যই বৈশ্বানর মধ্যমাগ্নি বা বিদ্যুৎ। বৈশ্বানরের স্তুতিসম্পন্ন ঋক্ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়েছে।

॥ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

প্র নূ মহিত্বং বৃষভস্য বোচং যং পূরবো বৃত্রহণং সচন্তে।
বৈশ্বানরো দস্যুমগ্নির্জঘন্বাঁ অধূনোৎ কাষ্ঠা অব শম্বরং ভেৎ ॥ ১ ॥

(ঋ ১।৫৯।৬)

বৃষভস্য (জলবর্ষী বৈশ্বানরের) মহিত্বং (মাহাত্ম্য) নূ (ক্ষু—শীঘ্র অর্থাৎ অবিলম্বে) প্রবোচম্ (কীর্ত্তন করিতেছি), যং বৃত্রহণং (যে মেঘহন্তা বৈশ্বানরকে) পূরবঃ (মনুষ্যগণ) সচন্তে (অর্চ্চনা করে), বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ (বৃষ্টিবর্ষী অগ্নি) দস্যুং (দস্যু অর্থাৎ বৃষ্টি প্রতিরোধক) শম্বরং (মেঘকে) জঘন্বান্ (পুনঃ পুনঃ তাড়না করিয়া) ভেৎ (বিদীর্ণ করিয়াছেন) [এবং] কাষ্ঠাঃ (জল) অবাধূনোৎ (ক্ষারিত অর্থাৎ বর্ষিত করিয়াছেন)।

প্রব্রবীমি তন্মহিত্বং মাহাভাগ্যং বৃষভস্য বর্ষিতুরপাম্ ॥ ২ ॥

প্র+বোচম্—প্রব্রবীমি (প্রকৃষ্টরূপে বলিতেছি বা বর্ণনা করিতেছি), বৃষভস্য—বর্ষিতুঃ অপাম্ (জলবর্ষণকারী বৈশ্বানরের অর্থাৎ বিদ্যুতের) তৎ (সেই অর্থাৎ অতি প্রসিদ্ধ) মহিত্বং—মাহাভাগ্যং (মাহাত্ম্য বা মহৎ ঐশ্বর্য্য)।

যং পূরবঃ পূরয়িতব্যা মনুষ্যা বৃত্রহণং মেঘহনং সচন্তে সেবন্তে বর্ষকামাঃ ॥ ৩ ॥

বৃত্রহণং—মেঘহনং (মেঘহন্তাকে); যং বৃত্রহণং (যে মেঘহন্তাকে অর্থাৎ বৈশ্বানর বা বিদ্যুৎকে), পূরবঃ—পূরয়িতব্যাঃ মনুষ্যাঃ (বর্দ্ধনীয় বা ভরণযোগ্য মনুষ্যগণ) বর্ষকামাঃ [সন্তঃ] (বৃষ্টি কামনা করিয়া) সচন্তে—সেবন্তে (সেবা বা অর্চ্চনা করেন)। পূরবঃ—'পূরু' শব্দের প্রথমার বহুবচন; 'পূরু' শব্দ মনুষ্যবাচক (নিঃ ২।৩)—পূরণার্থক 'পৄ' ধাতু বা আপ্যায়নার্থক 'পূর্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ১।২৩ দ্রষ্টব্য)। সচন্তে—'সচ্' ধাতু সেবার্থক (নিঃ ৩।২৯)।

দস্যুর্দস্যতেঃ ক্ষয়ার্থাদুপদস্যন্ত্যস্মিন্ রসা উপদাসয়তি কর্ম্মাণি ॥ ৪ ॥

দস্যুঃ ('দস্যু' শব্দ) ক্ষয়ার্থাৎ দস্যতেঃ (ক্ষয়ার্থক 'দস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); অস্মিন্ (মেঘে) রসাঃ (উদকরাশি) উপদস্যন্তি (ক্ষীণ হইয়া অবস্থান করে), [বা] (অথবা) কর্ম্মাণি (কৃষ্যাদি কর্ম্মসমূহ) উপদাসয়তি (অনাবৃষ্টি দ্বারে ক্ষীণ করে)। 'দস্যু' শব্দের অর্থ মেঘ; 'ক্ষীণ হওয়া' অর্থে বর্ত্তমান দিবাদি 'দস্' ধাতু হইতে 'দস্যু' শব্দ নিষ্পন্ন (উ ৩০০)—মেঘে জলরাশি থাকে ক্ষীণ হইয়া; 'দস্' ধাতুর অন্তর্গতণ্যর্থ ধরিয়া অর্থাৎ 'ক্ষীণ করা' অর্থ

গ্রহণ করিয়াও ইহা হইতে 'দস্যু' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—মেঘ অনাবৃষ্টি দ্বারে অর্থাৎ যথাযথ বর্ষণ না করিয়া কৃষ্যাদি কর্মসমূহ ক্ষীণ ( নষ্ট ) করে।

তমগ্নির্বৈশ্বানরো ঘ্নন্নবাধূনোদপঃ কাষ্ঠা অভিনচ্ছম্বরং মেঘম্ ॥ ৫ ॥

বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ ( বৈশ্বানর অগ্নি অর্থাৎ বিদ্যুৎ ) তম্ ( সেই দস্যুকে ); অঘ্নন্—ঘ্নন্ ( তাড়িত করিয়া ); কাষ্ঠাঃ=অপঃ ( জলরাশিকে ); অবাধূনোৎ ( অব+অধূনোৎ—মন্ত্রে ক্রিয়া ও উপসর্গ ব্যবহিত ); শম্বরঃ=মেঘম্ ( 'শম্বর' শব্দ মেঘবাচী—নিঃ ১।১০ ); ভেৎ=অভিনৎ ( বিদীর্ণ করিয়াছেন )।

দুর্গাচার্য্য 'অব' উপসর্গের সম্বন্ধ ঘটাইয়াছেন 'ভেৎ' এই ক্রিয়ার সহিত; তাঁহার মতে অব+ভেৎ—অবাভিনৎ—ব্যদারয়ৎ ( বিদীর্ণ করিয়াছেন )।

অথাসাবাদিত্য ইতি পূর্ব্বে যাজ্ঞিকাঃ ॥ ৬ ॥

অথ ( আর ) অসৌ আদিত্যঃ ( বৈশ্বানর আদিত্য ) ইতি পূর্ব্বে যাজ্ঞিকাঃ ( পূর্ব্ব যাজ্ঞিকগণ ইহা মনে করেন )।

যাঁহারা মন্ত্র এবং অর্থবাদ হইতে যজ্ঞস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া প্রথম যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন তাঁহারা পূর্ব্ব যাজ্ঞিক—তাঁহারাই ছিলেন সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ( ধর্ম্মের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ) ঋষি। তাঁহাদের মতে বৈশ্বানর হইতেছেন আদিত্য—তদ্ব্যতিরেকে আর কেহ নহেন।

এষাং লোকানাং রোহেণ সবনানাং রোহ আম্নাতো রোহাৎ প্রত্যবরোহশ্চিকীর্ষিত স্তামনুকৃতিং হোতাগ্নিমারুতে শস্ত্রে বৈশ্বানরীয়েণ সূক্তেন প্রতিপদ্যতে, সোঽপি ন স্তোত্রিয়মাদ্রিয়েতাগ্নেয়ো হি ভবতি ॥ ৭ ॥

এষাং লোকানাং ( এই লোকত্রয়ের ) রোহেণ ( আরোহণক্রমে ) সবনানাং ( সবনত্রয়ের ) রোহঃ ( আরোহণক্রম ) আম্নাতঃ ( অভিহিত হইয়াছে ); রোহাৎ ( আরোহণের পর ) প্রত্যবরোহঃ চিকীর্ষিতঃ ( প্রত্যবরোহণ অর্থাৎ অবতরণ করা অভীষ্ট হয় ); হোতা ( হোতা ) তাম্ অনুকৃতিং ( সেই অনুকরণ ) আগ্নিমারুতে শস্ত্রে ( আগ্নিমারুতসংজ্ঞক শস্ত্রে ) বৈশ্বানরীয়েণ সূক্তেন ( বৈশ্বানরদৈবত সূক্তের দ্বারা ) প্রতিপদ্যতে ( আরম্ভ করেন ), সঃ অপি ( অপি চ সঃ হোতা—সেই হোতা কিন্তু ) স্তোত্রিয়ং ন আদ্রিয়েত ( স্তোত্রিয়ের আদর করেন না )[১] হি ( যেহেতু ) আগ্নেয়ঃ ভবতি ( স্তোত্রিয় অগ্নিদৈবত হয় )।

প্রথম পৃথিবীলোক, পৃথিবীলোকের উপর অন্তরিক্ষলোক, অন্তরিক্ষলোকের উপর দ্যুলোক; প্রাতঃসবনের দ্বারা পৃথিবীলোকের, মাধ্যন্দিন সবনের দ্বারা অন্তরিক্ষলোকের এবং তৃতীয় সবনের দ্বারা দ্যুলোকের প্রাপ্তি সংঘটিত হয়। এই প্রাপ্তি অবশ্য ধ্যানযোগে।

---

১। আদ্রিয়েত=আদ্রিয়তে ( স্কঃ ভাঃ )।

দ্যুলোকে আরোহণ করিবার পর হোতা তথা হইতে প্রত্যবরোহণ অর্থাৎ অবতরণ করিতে অভিলাষ করেন। অবতরণের অনুকরণ করেন হোতা আগ্নিমারুত শস্ত্রে[1] যে বৈশ্বানরীয় সূক্ত ( ঋ ৩।৩ ) আছে তাহা পাঠ করিয়া। এই স্থলে হোতা স্তোত্রিয়ের আদর করেন না, অর্থাৎ স্তোত্রিয়—ঋ ৬।৪৮ ( অগ্নি-দেবতাক সূক্ত ) পাঠ করেন না ; কারণ, স্তোত্রিয় আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নি-দেবতাক স্তোত্র। অগ্নি পৃথিবীস্থান-দেবতা। দ্যুলোক হইতে অবতরণ কালে যে বৈশ্বানরীয় ( বৈশ্বানর-দেবতাক ) সূক্ত পঠিত হয়, তাহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বৈশ্বানর এবং দ্যুলোক-দেবতা আদিত্য পরস্পর অভিন্ন—ইহাই পূর্ব্ব যাজ্ঞিকগণের অভিপ্রায়।

তত আগচ্ছতি মধ্যস্থানা দেবতা রুদ্রং চ মরুতশ্চ ততোঽগ্নিমিহস্থানমত্রৈব[2] স্তোত্রিয়ং শংসতি ॥ ৮ ॥

ততঃ ( তৎপরে ) মধ্যস্থানাঃ দেবতাঃ রুদ্রং চ মরুতশ্চ আগচ্ছতি ( মধ্যস্থান-দেবতা রুদ্র এবং মরুদ্‌গণ সমীপে আগমন করেন ) ততঃ অগ্নিম্ ইহস্থানম্ ( তৎপরে আগমন করেন পৃথিবীস্থান-দেবতা অগ্নি সমীপে ), অত্রৈব ( এই স্থানেই ) স্তোত্রিয়ং শংসতি ( স্তোত্রিয় পাঠ করেন )।

হোতা দ্যুলোক হইতে অবতরণ করিবার পরে আগমন করেন অন্তরিক্ষলোক-দেবতা রুদ্র এবং মরুদ্গণের সমীপে অর্থাৎ বৈশ্বানরীয় সূক্ত পাঠ করিয়া পাঠ করেন রুদ্রদেবতাক সূক্ত ( ঋ ২।৩৩ ) এবং মরুদ্দেবতাক সূক্ত ( ঋ ১।৮৭ ) ; অতঃপর তিনি আগমন করেন পৃথিবীস্থান-দেবতা অগ্নি সমীপে অর্থাৎ সর্ব্বশেষে তিনি পাঠ করেন স্তোত্রিয় অর্থাৎ অগ্নি-দেবতাক সূক্ত ( ঋ ৬।৪৮ )। এই বর্ণনা অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ( ঐ ব্রা দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, অবতরণানুকরণে দ্যুলোকের দেবতারূপে স্তুতি করা হয় বৈশ্বানরের, অন্তরিক্ষলোকের দেবতারূপে স্তুতি করা হয় রুদ্রের এবং মরুদ্গণের, পৃথিবীলোকের দেবতারূপে স্তুতি করা হয় অগ্নির। দ্যুলোকের দেবতা কিন্তু আদিত্য ; কাজেই বৈশ্বানর আদিত্য ব্যতিরেকে আর কেহই নহেন।

অথাপি বৈশ্বানরীয়ো দ্বাদশকপালো ভবত্যেতস্য দ্বাদশবিধং কর্ম্ম ॥ ৯ ॥

অথাপি ( আর ) বৈশ্বানরীয়ঃ [ পুরোডাশঃ ] ( বৈশ্বানরের উদ্দেশে কল্পিত পুরোডাশ ) দ্বাদশকপালো ভবতি ( দ্বাদশ কপালে আহুতি দেওয়া হয় ), এতস্য দ্বাদশবিধং কর্ম্ম ( এই আদিত্যেরও দ্বাদশবিধ কর্ম্ম )।

বৈশ্বানর ও আদিত্য যে অভিন্ন তদ্বিষয়ে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে—উভয়েই দ্বাদশ সংখ্যার

---

১। তৃতীয় সবনে পাঠ্য শস্ত্র। ঐ ব্রা ১৩।১১ দ্রষ্টব্য। আগ্নিমারুত শস্ত্রের আরম্ভ বৈশ্বানরীয় সূক্তে।
২। অত্র বৈ—এই পাঠও আছে।

সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। বৈশ্বানরের উদ্দেশে পুরোডাশ প্রদত্ত হয় দ্বাদশ সংখ্যক কপালে [১] এবং আদিত্যেরও কর্ম দ্বাদশবিধ—আদিত্যই উদয় ও অস্তগমনের দ্বারা অহোরাত্রাদিক্রমে দ্বাদশ মাসের রচনা করিয়া থাকেন।

অথাপি ব্রাহ্মণং ভবত্যসৌ বা আদিত্যোঽগ্নির্বৈশ্বানর' (মৈ. ব্রা. ২।১।২)
ইতি ॥ ১০ ॥

অথাপি (আর) ব্রাহ্মণং ভবতি (ব্রাহ্মণবাক্যও আছে)—অসৌ বা আদিত্যঃ অগ্নির্বৈশ্বানরঃ (এই পরিদৃশ্যমান আদিত্যই বা বৈশ্বানর অগ্নি)।

বৈশ্বানর ও আদিত্য যে অভিন্ন তদ্বিষয়ে তৃতীয় প্রমাণ ব্রাহ্মণবাক্য। উদ্ধৃত ব্রাহ্মণবাক্য স্পষ্টই প্রতিপাদন করিতেছে যে, আদিত্য ও বৈশ্বানর পরস্পর ভিন্ন নহে।

অথাপি নিবিৎ সৌর্য্যবৈশ্বানরী ভবত্যা যো দ্যাং ভাত্যা পৃথিবীমিত্যেষ হি দ্যাবাপৃথিব্যাবাভাসয়তি ॥ ১১ ॥

অথাপি (আর) নিবিৎ (নিবিৎ-মন্ত্র) সৌর্য্যবৈশ্বানরী ভবতি (সূর্য্যরূপ বৈশ্বানরের স্তুতিতে প্রযুক্ত হয়); যঃ (যে বৈশ্বানর) দ্যাম্ (দ্যুলোক) আভাতি (প্রকাশিত করেন), পৃথিবীম্ আ [ভাতি] (পৃথিবীলোক প্রকাশিত করেন)। ইতি [নিবিৎ] (এই নিবিৎ পরিদৃষ্ট হয়); এষ হি (এই আদিত্যই) দ্যাবাপৃথিব্যৌ (দ্যুলোক এবং পৃথিবীলোক) আভাসয়তি (অবভাসিত বা প্রকাশিত করেন)।

"শাস্ত্রান্তর্গত সূক্তের মধ্যে কতিপয় সংক্ষিপ্ত পদযুক্ত মন্ত্র প্রক্ষেপ করিতে হয়; ঐ সকল মন্ত্রের নাম নিবিৎ মন্ত্র।" "আ যো দ্যাং ভাত্যা পৃথিবীম্"—ইহা একটি নিবিৎ মন্ত্র (শা. শ্রৌ. সূ. ৮।২২।১, কৌ ব্রা ৫।৮ দ্রষ্টব্য)। এই মন্ত্রে বৈশ্বানরের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—যিনি দ্যুলোক এবং পৃথিবীলোককে উদ্ভাসিত করেন। দ্যুলোক এবং পৃথিবীলোক এতদুভয়কে উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ আদিত্য, পার্থিবাগ্নি নহে; কারণ, পার্থিবাগ্নির সামর্থ্য অল্পদেশ প্রকাশনে। কাজেই বলিতে হইবে, বৈশ্বানর আদিত্য বা সূর্য্যের সহিত অভিন্ন। এই নিবিৎটি সৌর্য্যবৈশ্বানরী—সূর্য্যই যে বৈশ্বানর তাহা প্রতিপাদন করিতেছে।

অথাপি ছান্দোমিকং সূক্তং সৌর্য্যবৈশ্বানরং ভবতি দিবি পৃষ্টো অরোচতেত্যেষ হি দিবি পৃষ্টো অরোচতেতি ॥ ১২ ॥

অথাপি (আর) ছান্দোমিকং সূক্তং সৌর্য্যবৈশ্বানরং ভবতি (ছান্দোমিক সূক্ত সূর্য্য

---

১। বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং পুরোডাশং নির্বপতি (শ প ব্রা ৫।২।৫।১৩); বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বপতি (তৈ ব্রা ১।৭।২।৫); অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় দ্বাদশকপালং নির্বপেৎ (তৈঃ সং ২।১।২-৩)। কপাল—ছোট ছোট মাটির খোলা; পুরোডাশ—অধ্বর্য্যুর যজ্ঞে প্রস্তুত চাউলের রুটি।

এবং বৈশ্বানরের অভিন্নতা-প্রতিপাদক হয়); দিবি (দ্যুলোকে) পৃষ্টঃ (অবস্থিত হইয়া)[১] অরোচত (দীপ্তি পায়)[২] ইতি (ইহাই ছান্দোমিক); এষ হি (এই সূর্য্যই) দিবি পৃষ্টঃ অরোচত ইতি (দ্যুলোকে অবস্থিত হইয়া দীপ্তি পাইয়া থাকে)।

"দ্বাদশাহ যাগে নবরাত্র মধ্যে শেষ তিন দিনের অনুষ্ঠান" ছন্দোম বলিয়া অভিহিত। ইহাতে প্রযুক্ত সূক্তই ছান্দোমিক সূক্ত। 'দিবি পৃষ্টো অরোচত' (শুক্ল-যজুঃ ৩৩।৯২, আশ্বঃ শ্রৌ ৮।১০; ঋ ১।৯৮।২ দ্রষ্টব্য)—ইহা ছান্দোমিক সূক্তের অংশ। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, বৈশ্বানর অগ্নি দ্যুলোকে অবস্থিত হইয়া দ্যুতিসম্পন্ন হয়। দ্যুলোকে থাকিয়া দ্যুতি-সম্পন্ন হয় সূর্য্য (আদিত্য)—পার্থিবাগ্নি নহে; কাজেই বৈশ্বানর সূর্য্য (আদিত্য) ব্যতিরেকে আর কেহই নহেন।

অথাপি হবিষ্পান্তীয়ং সূক্তং সৌর্য্যবৈশ্বানরং ভবতি ॥ ১৩ ॥

অথাপি (আর) হবিষ্পান্তীয়ং সূক্তং সৌর্য্যবৈশ্বানরং ভবতি (হবিষ্পান্তীয় সূক্ত সূর্য্য ও বৈশ্বানরের একত্বপ্রতিপাদক হয়)।

ঋগ্বেদের ১০।৮৮ সূক্ত হবিষ্পান্তীয় সূক্ত বলিয়া খ্যাত—কারণ, ইহার প্রারম্ভেই 'হবিষ্পান্তম্' কথাটি রহিয়াছে। এই সূক্তের দ্বাদশ মন্ত্রে বৈশ্বানরকে দিবসের স্রষ্টা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উদয় এবং অস্তগমনের দ্বারা সূর্য্যই দিবসের স্রষ্টা, পার্থিবাগ্নি বা মধ্যমাগ্নি নহে। কাজেই বৈশ্বানর—সূর্য্য (আদিত্য)।

অয়মেবাগ্নির্বৈশ্বানর ইতি শাকপূণিঃ। বিশ্বানরাবেতে উত্তরে জ্যোতিষী বৈশ্বানরোঽয়ং যত্তাভ্যাং জায়তে ॥ ১৪ ॥

অয়ম্ এব অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ (এই পার্থিবাগ্নিই বৈশ্বানর) ইতি শাকপূণিঃ (শাকপূণি আচার্য্য ইহা মনে করেন), এতে উত্তরে জ্যোতিষী (এই ঊর্দ্ধগত জ্যোতির্দ্বয়) বিশ্বানরৌ (বিশ্বানর বলিয়া অভিহিত), বৈশ্বানরঃ অয়ম্ (এই পার্থিবাগ্নি বৈশ্বানর) যৎ (যেহেতু) তাভ্যাং জায়তে (জ্যোতির্দ্বয় হইতে উৎপন্ন হয়)।

আচার্য্য শাকপূণি মনে করেন, 'বৈশ্বানর' শব্দে সূর্য্যকে বুঝায় না, বুঝায় এই সর্ব্বত্র দৃশ্যমান পার্থিবাগ্নিকেই। ঊর্দ্ধগত জ্যোতির্দ্বয় অর্থাৎ মধ্যমাগ্নি বিদ্যুৎ এবং উত্তমাগ্নি সূর্য্য বিশ্বানর নামে খ্যাত; পার্থিবাগ্নি তাহাদেরই অপত্য—বিশ্বানর অর্থাৎ বিদ্যুৎ এবং সূর্য্য হইতেই পার্থিবাগ্নি উৎপন্ন; কাজেই পার্থিবাগ্নির নাম বৈশ্বানর (নিরু ৭।২১ দ্রষ্টব্য)।

---

১। দিবি দ্যুলোকে পৃষ্টঃ স্পর্শনেন স্থানং লভতে, তত্রস্থিতঃ ইত্যর্থঃ (স্কঃ বাঃ)। দিবি পৃষ্টঃ দ্যুলোকে স্পৃষ্টঃ অবস্থিত ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

২। অরোচত রোচতে দীপ্যতে (দুঃ)।

কথংস্বয়মেতাভ্যাং জায়ত ইতি ॥ ১৫ ॥

কথং নু ( আচ্ছা, কিরূপে ) অয়ং ( বৈশ্বানর অর্থাৎ পার্থিবাগ্নি ) এতাভ্যাং জায়তে ( ঊর্দ্ধগত জ্যোতির্দ্বয় হইতে উৎপন্ন হয় ) ? ইতি ( ইহাই প্রশ্ন )।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, বিদ্যুৎ এবং সূর্য্য হইতে বৈশ্বানরের ( পার্থিবাগ্নির ) উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

যত্র বৈদ্যুতঃ শরণমভিহন্তি যাবদনুপাত্তো ভবতি মধ্যমধর্ম্মৈব তাবদুদকেন্ধনঃ শরীরোপশমন উপাদীয়মান এবায়ং সম্পদ্যত উদকোপশমনঃ শরীরদীপ্তিঃ ॥ ১৬ ॥

যত্র ( যখন ) বৈদ্যুতঃ ( বৈদ্যুতাগ্নি ) শরণম্ ( আশ্রয় ) অভিহন্তি ( অভিগত বা প্রাপ্ত হয় ),[1] যাবৎ অনুপাত্তঃ ভবতি ( যে পর্য্যন্ত মনুষ্য-কর্ত্তৃক উপস্পৃষ্ট বা পরিগৃহীত না হয় ) তাবৎ মধ্যমধর্ম্মা এব ভবতি (সেই পর্য্যন্ত মধ্যমাগ্নি অর্থাৎ বৈদ্যুতাগ্নির ধর্ম্মই রক্ষা করে)—উদকেন্ধনঃ শরীরোপশমনঃ [ ভবতি ] ( উদকে দীপ্যমান এবং শরীরে অর্থাৎ কাষ্ঠাদিতে উপশান্ত বা লীন হইয়া থাকে ); উপাদীয়মানঃ এব ( উপস্পৃষ্ট বা গৃহীত হইলেই ) অয়ং ( বৈদ্যুতাগ্নি ) [ পার্থিবাগ্নিঃ ] সম্পদ্যতে ( পার্থিবাগ্নিতে পরিণত হয় ) [ তখন হয় ] উদকোপশমনঃ শরীরদীপ্তিঃ ( উদকে উপশান্ত এবং শরীরে অর্থাৎ কাষ্ঠাদিতে দীপ্যমান )।

বৈদ্যুতাগ্নি হইতে পার্থিবাগ্নির উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা বলিতেছেন। বৈদ্যুতাগ্নি যখনই পতিত হইয়া তাহার আশ্রয়ভূত জল অথবা কাষ্ঠাদি প্রাপ্ত হয়, মনুষ্য-কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট বা গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করে—অর্থাৎ জলে দীপ্যমান এবং কাষ্ঠাদিতে উপশান্ত বা লীন থাকে। মনুষ্য-কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট বা গৃহীত হইলেই পার্থিবাগ্নিতে পরিণত হয়, তখন তাহার ধর্ম্ম হয় বিপরীত—উদকে হয় উপশান্ত বা লীন এবং কাষ্ঠাদিতে হয় দীপ্যমান।

অথাদিত্যাৎ। উদীচি প্রথমসমাবৃত্ত আদিত্যে কংসং বা মণিং বা পরিমৃজ্য প্রতিস্বরে যত্র শুষ্কগোময়মসংস্পর্শয়ন্ ধারয়তি তৎ প্রদীপ্যতে সোঽয়মেব সম্পদ্যতে ॥ ১৭ ॥

অথ আদিত্যাৎ ( তৎপরে আদিত্য হইতে পার্থিবাগ্নির উদ্ভব কিরূপে হয়, তাহা বলা হইতেছে )। উদীচি ( উত্তর দিকে ) প্রথমসমাবৃত্তে আদিত্যে ( আদিত্য প্রথম সমাবৃত্ত বা প্রত্যাবৃত্ত হইলে ) কংসং বা মণিং বা ( কাঁসা অথবা মণি ) পরিমৃজ্য ( পরিমার্জ্জিত অর্থাৎ পালিশ করিয়া ) প্রতিস্বরে ( প্রত্যুপতাপে ) যত্র ( যখন )[2] শুষ্কগোময়ম্ অসংস্পর্শয়ন্ ধারয়তি

১। হন হিংসাগত্যোঃ—'হন্' ধাতু এখানে গত্যর্থক। অভিহন্তি নিহন্তি অভিগচ্ছতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ (দুঃ)।
২। যত্র যদা ( স্কঃ ধাঃ )।

( শুষ্ক গোময় স্পর্শ না করাইয়া ধারণ করে ) তৎ (সেই শুষ্ক গোময় ) প্রদীপ্যতে ( প্রদীপ্ত হয় ) সঃ ( আদিত্য ) অয়ম্ এব সম্পদ্যতে ( পার্থিবাগ্নিই হইয়া যায় )।

আদিত্য হইতে পার্থিবাগ্নির উদ্ভব হয় নিম্নোক্ত প্রকারে। আদিত্য যখন প্রথম দক্ষিণ দিক্ হইতে উত্তর দিকে প্রত্যাবৃত্ত হন অর্থাৎ যখন উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, তখন যদি কেহ একখণ্ড কাঁসা বা একটি সূর্যকান্ত মণি ঘর্ষণের দ্বারা পরিমার্জ্জিত করে এবং যেখানে শুষ্ক গোময় রহিয়াছে তাহা স্পর্শ না করাইয়া অর্থাৎ কিঞ্চিৎ দূরে যদি সেই কাঁসার খণ্ড বা সূর্যকান্ত মণি তথায় প্রত্যুপতাপে রাখে অর্থাৎ তাহাতে সূর্যের কিরণসমূহ কেন্দ্রীভূত (focus) করে[1] তাহা হইলে সূর্যকিরণ উপরি উক্ত কাঁসার খণ্ড বা মণির মধ্য দিয়া আসিয়া শুষ্ক গোময় প্রজ্জলিত করিবে এবং শুষ্ক গোময় পার্থিবাগ্নিতে পরিণত হইবে। কাজেই পার্থিবাগ্নি সূর্য হইতেই সমুদ্ভূত হয়—ইহাতে আর সন্দেহাবকাশ কোথায় ?

অথাপ্যাহ 'বৈশ্বানরো যততে সূর্যেণ' ( ঋ ১।৯৮।১ ) ইতি ॥ ১৮ ॥

অথাপি ( আর ) বৈশ্বানরঃ সূর্যেণ যততে ( বৈশ্বানর সূর্যের সহিত মিলিত হন ) ইতি আহ ( ইহা বলা হইয়া থাকে )।

ঋগ্বেদের ১।৯৮।১ মন্ত্রে 'বৈশ্বানর সূর্যের সহিত মিলিত হন' এইরূপ বলা হইয়াছে। বৈশ্বানর ও সূর্য অভিন্ন হইলে ঈদৃশ উক্তি সম্ভবপর হইত না।

ন চ পুনরাত্মনাত্মা সংযততেঽন্যেনৈবান্যঃ সংযততে ॥ ১৯ ॥

ন চ পুনঃ আত্মনা আত্মা সংযততে ( ইহা দ্রষ্টব্য যে, কোন বস্তু নিজে নিজের সহিত কখনও মিলিত হয় না ) অন্যেন এব অন্যঃ সংযততে[2] ( অন্যের সহিতই অন্য মিলিত হইয়া থাকে )।

দুইটি বিভিন্ন পদার্থই পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হয়—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আদিত্য সূর্যের সহিত মিলিত হন—এইরূপ উক্তি অসিদ্ধ ; কারণ, আদিত্য ও সূর্য অভিন্ন। কাজেই বৈশ্বানর সূর্যের সহিত মিলিত হন এইরূপ উক্তি যখন রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে বৈশ্বানর ও সূর্য পরস্পর ভিন্ন।

ইত ইমমাদধাতামুতোঽমুষ্য রশ্ময়ঃ প্রাদুর্ভবন্তীতোঽস্যার্চ্চিষস্তয়োর্ভাসোঃ সংসঙ্গং দৃষ্ট্বৈবমবক্ষ্যৎ ॥ ২০ ॥

ইতঃ ( কাষ্ঠাদি হইতে মথিত করিয়া )[3] ইমম্ ( এই পার্থিবাগ্নিকে ) আদধাতি

---

১। প্রতিস্বরে প্রত্যুপতাপে ( দুঃ ) ; প্রতিস্বরেঽপি রশ্ম্যুপতাপাদয়ঃ ( কঃ খাঃ ) ; প্রতিস্বরঃ—focus (Monier Williams)·

২। সংযততে সংশ্লিষ্যতে ( কঃ খাঃ )।

৩। ইতঃ কাষ্ঠাদেঃ ( কঃ খাঃ )।

( স্থাপিত করে ) ; অমুতঃ ( আদিত্যমণ্ডল হইতে )[১] অমুষ্য রশ্ময়ঃ ( মণ্ডলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্বীয় রশ্মিসমূহ )[২] প্রাদুর্ভবন্তি ( প্রাদুর্ভূত হয় ), ইতঃ ( এই অগ্নিপিণ্ড হইতে )[৩] অস্য ( এতদধিষ্ঠাত্রী দেবতার )[৪] অর্চিষঃ ( অর্চিঃসমূহ ) [ প্রাদুর্ভবন্তি ] ( প্রাদুর্ভূত হয় ) তয়োঃ ( অগ্নি এবং সূর্য্যের ) ভাসোঃ ( দ্বিবিধ দীপ্তির ) সংসঙ্গং ( সঙ্গম অর্থাৎ মিলন ) দৃষ্ট্বা ( দর্শন করিয়া ) এবম্ ( এইরূপ ) অবক্ষ্যৎ ( মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়াছেন )।

পার্থিবাগ্নি ( বৈশ্বানর ) সূর্য্যের সহিত মিলিত হয়—ঈদৃশ উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে তাহা বলিতেছেন। ওষধি বনস্পতি কিংবা কাষ্ঠ হইতে মথিত করিয়া আনিয়া ইন্ধন-সংযোগে যখন অগ্নি পৃথিবীতে স্থাপিত করা হয়,[৫] তখন অগ্নিপিণ্ড হইতে অগ্নি-দেবতার শিখাসমূহ প্রকট হইয়া উঠে ; আদিত্যমণ্ডল হইতেও আদিত্য-দেবতার রশ্মিসমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। আদিত্য এবং অগ্নি—এতদুভয়ের জ্যোতি পরস্পর মিলিত হয়। ঈদৃশ মিলন দেখিয়াই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়াছেন—বৈশ্বানর ও সূর্য্যের পরস্পর মিলন সংঘটিত হইতেছে ( ২২শ পরিচ্ছেদের ৩য় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

**অথ যান্যেতান্যৌত্তমিকানি সূক্তানি ভাগানি বা সাবিত্রাণি বা সৌর্য্যাণি বা পৌষ্ণানি বা বৈষ্ণবানি বা বৈশ্বদেব্যানি বা তেষু বৈশ্বানরীয়াঃ প্রবাদা অভবিষ্যন্নাদিত্য-কর্ম্মণা চৈনমস্তোষ্যন্নিত্যুদেষীত্যস্তমেষীতি বিপর্য্যেষীতি ॥ ২১ ॥**

অথ (আর) যানি এতানি ঔত্তমিকানি সূক্তানি ( যে সমস্ত সূক্ত উত্তমস্থান-দেবতাবিষয়ে প্রযুক্ত ) ভাগানি বা ( ভগবিষয়ে হউক ) সাবিত্রাণি বা ( বা সবিতৃবিষয়ে হউক ) সৌর্য্যাণি বা ( বা সূর্য্যবিষয়ে হউক ) পৌষ্ণানি বা ( বা পূষার বিষয়ে হউক ) বৈষ্ণবানি বা ( বা বিষ্ণুবিষয়ে হউক ) বৈশ্বদেব্যানি বা ( অথবা বিশ্বদেববিষয়ে হউক ), তেষু ( সেই সমস্ত সূক্তে ) বৈশ্বানরীয়াঃ ( বৈশ্বানর সম্বন্ধীয় ) প্রবাদাঃ ( প্রবচন বা উক্তি ) অভবিষ্যন্ ( থাকিত ), চ ( আর ) আদিত্যকর্ম্মণা ( আদিত্যকর্ম্মের দ্বারা ) এনম্ ( বৈশ্বানরকে ) অস্তোষ্যন্ ( স্তুতি করিত )—ইতি ( এইরূপে ) উদেষি ( উদিত হও ) ইতি ( এইরূপে ) অস্তম্ এষি ( অস্ত গমন কর ) ইতি ( এইরূপে ) বিপর্য্যেষি ( বিপরীত ভাবাপন্ন হও )।

ভগ, সবিতা, সূর্য্য, পূষা, বিষ্ণু এবং বিশ্বেদেবাঃ—ইহারা সকলেই উত্তমস্থান ( দ্যুস্থান )-দেবতা। বস্তুগত্যা ইহারা সকলেই আদিত্য-দেবতা ; আদিত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম

---

১। অমুতঃ মণ্ডলাৎ ( দুঃ )।
২। অমুষ্য আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠাতুঃ বহুতাঃ ( দুঃ )।
৩। ইতঃ তেজঃপিণ্ডাৎ ( দুঃ )।
৪। অস্য তদধিষ্ঠাতুঃ ( দুঃ )।
৫। আদধাতি অভ্যাদধাতীন্ধনৈঃ ( দুঃ )।

ভগ, সবিতা প্রভৃতি। বৈশ্বানর ও আদিত্য অভিন্ন হইলে ভগ, সবিতা প্রভৃতি দেবতার সূক্তে বৈশ্বানরীয় প্রবাদ অর্থাৎ এই সকল দেবতার বিশেষণরূপে বৈশ্বানরের প্রয়োগ থাকিত—যেমন, হে ভগ বৈশ্বানর, হে সবিতঃ বৈশ্বানর ইত্যাদি। 'বৈশ্বানর' শব্দের গুণপদত্ব অর্থাৎ বিশেষণত্ব স্বীকার করিয়া ভাষ্যকার এইরূপ বলিতেছেন ; 'বৈশ্বানর' শব্দ বিশেষ্যও হইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে 'দাশরথি', 'কৌন্তেয়' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে; 'দাশরথি রাম ইহা বলিলেন', 'দাশরথি বনগমন করিলেন'—'দাশরথি' শব্দের উভয় প্রকার প্রয়োগই সুসঙ্গত। 'বৈশ্বানর' শব্দ আদিত্যবাচী বিশেষ্য—ইহাও বিচারসহ নহে। কারণ, তাহা হইলে আদিত্যের উদয়াস্তগমন প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম, সেই সকল কর্ম্মের আরোপ করিয়া মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ বৈশ্বানরের স্তুতি করিতেন—যেমন, হে বৈশ্বানর তুমি উদিত হও, হে বৈশ্বানর, তুমি অস্তগমন কর, হে বৈশ্বানর তুমি প্রাতঃসময়ে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, শীতে, বসন্তে, গ্রীষ্মে, বিপরীত ভাবাপন্ন হও—ইত্যাদি। ঔত্তমিক সূক্তসমূহে ভগাদি দেবতার বিশেষণরূপেও বৈশ্বানরের উল্লেখ নাই, আদিত্যকর্ম্মের দ্বারা বৈশ্বানরের স্তুতিও পরিদৃষ্ট হয় না—কাজেই বৈশ্বানর আদিত্য হইতে পারেন না।

আগ্নেয়েষ্বেব হি সূক্তেষু বৈশ্বানরীয়াঃ প্রবাদা ভবন্তি ॥ ২২ ॥

আগ্নেয়েষু এব হি সূক্তেষু (আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নি-দেবতাক সূক্তসমূহেই) বৈশ্বানরীয়াঃ প্রবাদাঃ ভবন্তি (বৈশ্বানর সম্বন্ধীয় উক্তিসমূহ রহিয়াছে)।

ঔত্তমিক সূক্তসমূহে বৈশ্বানরীয় প্রবাদ নাই কিন্তু আগ্নেয় সূক্তসমূহে তাহা আছে—অগ্নির বিশেষণরূপে বৈশ্বানরের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় (ঋ ৬।৭।১ দ্রষ্টব্য)। কাজেই বৈশ্বানর অগ্নি, আদিত্য নহেন।

অগ্নিকর্ম্মণা চৈনং স্তৌতীতি বহসীতি পচসীতি দহসীতি ॥ ২৩ ॥

অগ্নিকর্ম্মণা চ এনং স্তৌতি ইতি (আর অগ্নি-কর্ম্মসমূহের দ্বারা বৈশ্বানরকে স্তুতি করা হয়—ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ); (যেমন), বহসি ইতি (তুমি বহন কর), পচসি ইতি (তুমি পাক কর), দহসি ইতি (তুমি দহন কর)।

অগ্নি হবির্বহন করে, পক্তব্য বস্তু পাক করে এবং দগ্ধব্য বস্তু দহন করে। 'হে বৈশ্বানর! তুমি বহন কর, তুমি পাক কর, তুমি দহন কর'—ইত্যাদিরূপে অগ্নি-কর্ম্মসমূহের দ্বারাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ বৈশ্বানরের স্তুতি করিয়াছেন। কাজেই বৈশ্বানর অগ্নি, আদিত্য নহেন।

যথো এতদ্ বর্ষকর্ম্মণা যেনং স্তৌতীত্যস্মিন্নপ্যেতদুপপদ্যতে ॥ ২৪ ॥

যথো এতৎ (আর যে ইহা বলা হইয়াছে) বর্ষকর্ম্মণা (বর্ষণক্রিয়ার দ্বারা) এনং স্তৌতি ইতি (এই বৈশ্বানরের স্তুতি করা হয়) এতৎ (ইহা অর্থাৎ বর্ষণক্রিয়া) অস্মিন্ অপি (অগ্নি পক্ষেও) উপপদ্যতে (উপপন্ন হয়)।

২২।৭ সন্দর্ভে বলা হইয়াছে যে, যেহেতু বৈশ্বানর বর্ষণক্রিয়ার প্রযোজক বলিয়া স্তুত হইয়া থাকেন, তন্নিমিত্তই বৈশ্বানর মধ্যমাগ্নি বা বিদ্যুৎ। বিরুদ্ধবাদী ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, অগ্নিও বর্ষণক্রিয়ার প্রযোজক ; কাজেই বৈশ্বানর অগ্নি—ইহা বলা অযৌক্তিক হইবে না।

সমানমেতদুদকমুচ্চৈত্যব চাহভিঃ।
ভূমিং পর্জ্জন্যা জিন্বন্তি দিবং জিন্বন্ত্যগ্নয়ঃ ॥ ২৫ ॥

ঋ ১।১৬৪।৫১

সমানম্ এতৎ উদকম্ (একই এই উদক) অহভিঃ (অহোভিঃ—উত্তরায়ণের দিনসমূহে) উৎ চ এতি (উর্দ্ধে গমন করে) অব চ এতি (দক্ষিণায়নের দিনসমূহে অধোগমন করে) ;[১] পর্জ্জন্যাঃ (মধ্যমলোক-দেবতা পর্জ্জন্য) ভূমিং (ভূমিকে) জিন্বন্তি (পরিতৃপ্ত করেন) অগ্নয়ঃ (অগ্নি-দেবতা) দিবং (দ্যুলোককে) জিন্বন্তি (পরিতৃপ্ত করেন)।

উত্তরায়ণে পৃথিবীস্থ জলাশয়সমূহ হইতে সূর্য্যকিরণের দ্বারা জল উর্দ্ধে নীত হয়, বৃষ্টিরূপে সেই জলই আবার দক্ষিণায়নে পৃথিবীতে পতিত হয়। পর্জ্জন্য-দেবতা যেরূপ মধ্যমলোক হইতে বৃষ্টি প্রেরণ করিয়া পৃথিবীকে তর্পিত করেন, অগ্নি-দেবতাও সেইরূপ পৃথিবী হইতে বৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দ্যুলোককে তর্পিত করেন। অগ্নি দেবতা বর্ষণক্রিয়ার দ্বারা দ্যুলোকের তৃপ্তিসাধন করেন এই ভাবে—আহুতি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া দগ্ধ হয় এবং সূক্ষ্ম দেবোপভোগ্য উদকত্ব প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিশিখাসমূহের দ্বারা বৃষ্টিরূপে উর্দ্ধলোকে নীত হয়—উর্দ্ধলোকবাসী দেবগণের তৃপ্তিসাধন করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১।৮।৭) অধোলোককেই উর্দ্ধলোকের গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তৃপ্ত দেবগণ আবার ঐ জলই ভূলোকে বৃষ্টিরূপে প্রেরণ করেন। দেখা যাইতেছে, পৃথিবীতে যে বর্ষণ হয় তাহার মূলে রহিয়াছে অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত আহুতি; কাজেই অগ্নিকেও বর্ষণক্রিয়ার প্রযোজক বলা যাইতে পারে। মনুসংহিতায় (৩।৭৬) স্পষ্ট বলা আছে—অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত আহুতি আদিত্যলোকে গমন করে, আদিত্য হইতে হয় বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে হয় অন্ন, অন্ন হইতে হয় প্রজা।

ইতি সা নিগদ ব্যাখ্যাতা ॥ ২৬ ॥

ইতি সা (এই যে ঋক্ তাহা) নিগদ ব্যাখ্যাতা (পাঠের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা যাস্কাচার্য্য করেন নাই, যেহেতু ইহা অতি সুগম—পাঠমাত্রেই ইহার অর্থ প্রতীতি হয়।

॥ ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। অহভিস্থানসত্বাৎ বর্ণলোপঃ, তৃতীয়া চ সপ্তম্যর্থে অহঃসু উদগয়নে যান্যহানি তেষূর্দ্ধ্বং গচ্ছতি দক্ষিণায়নে যানি তেষবঃ (স্কঃ ষাঃ)।

## চতুৰ্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণং নিয়ানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপো বসানা দিবমুৎপতন্তি।
ত আ বরৃত্রন্ সদনাদৃতস্যাদিদ্ ঘৃতেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে ॥ ১ ॥

(ঋ ১।১৬৪।৪৭)

হরয়ঃ সুপর্ণাঃ (রসাহরণকারী সূর্য্যরশ্মিসমূহ) অপঃ বসানাঃ (জলাচ্ছাদিত হইয়া) দিবম্ উৎপতন্তি (দ্যুলোকে উৎক্রমণ করে), তে (তাহারা) কৃষ্ণ নিয়ানং (দক্ষিণায়ন কালে)[1] ঋতস্য (জলের) সদনাৎ (সংস্থান হইতে) আববৃত্রন্ (প্রত্যাবৃত্ত হয়), আৎ ইৎ (তৎপরেই) ঘৃতেন (জলের দ্বারা) পৃথিবী ব্যুদ্যতে (পৃথিবী পরিষিক্ত হয়)।

উত্তরায়ণে সূর্য্যরশ্মিসমূহের দ্বারা জলরাশি দ্যুলোকে নীত হয়, সূর্য্য দক্ষিণায়নে আগমন করিলে সংস্থান হইতে অর্থাৎ জলরাশি যেস্থানে গিয়া জমা হয় তথা হইতে সেই জলরাশি চ্যুত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয় এবং পৃথিবীকে জলসিক্ত করে। মাত্র মধ্যমাগ্নি এবং পার্থিবাগ্নিই বর্ষণ-প্রবর্ত্তক নহেন, দ্যুলোকাগ্নি বা সূর্য্যেরও যে বর্ষণ-প্রবর্ত্তকত্ব আছে, ইহা প্রদর্শনের নিমিত্তই ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণং নিরয়ণং রাত্রিরাদিত্যস্য ॥ ২ ॥

কৃষ্ণং নিয়ানং—কৃষ্ণং নিরয়ণং (কৃষ্ণমার্গ)=আদিত্যস্য রাত্রিঃ (আদিত্যের রাত্রি)।

'নিয়ান' শব্দের অর্থ নিরয়ণ অর্থাৎ বর্ত্ম বা পথ (নির্যাতি নির্গচ্ছত্যনেন—ইহাই ব্যুৎপত্তি); কৃষ্ণ নিয়ান—ইহার দ্বারা কৃষ্ণমার্গ বা আদিত্যের রাত্রি অর্থাৎ দক্ষিণায়নকে বুঝাইতেছে। কৃষ্ণনিয়ান, কৃষ্ণনিরয়ণ, কৃষ্ণমার্গ, আদিত্যরাত্রি ও দক্ষিণায়ন—ইহারা সমানার্থক।

হরয়ঃ সুপর্ণাঃ হরণা আদিত্যরশ্ময়ঃ ॥ ৩ ॥

হরয়ঃ—হরণাঃ (রসাহরণকারী), সুপর্ণাঃ—আদিত্যরশ্ময়ঃ (সূর্য্যরশ্মিসমূহ)। সূর্য্য-রশ্মিসমূহই পৃথিবীস্থ জলাশয়ের জল আহরণ করিয়া ঊর্দ্ধে নিয়া যায়।

তে যদামুতোঽর্বাঞ্চঃ পর্য্যাবর্ত্তন্তে সহস্থানাদুদকস্যাদিত্যাৎ ॥ ৪ ॥

তে (সূর্য্যরশ্মিসমূহ) অর্বাঞ্চঃ (অধোমুখ হইয়া) যদা (যখন) অমুতঃ (সেই) উদকস্য সহস্থানাৎ আদিত্যাৎ (জলের একত্রাবস্থিতির স্থান আদিত্যমণ্ডল হইতে) পর্য্যাবর্ত্তন্তে (প্রত্যাবৃত্ত হয়)।

---

১। প্রথমা দ্বিতীয়া বা সপ্তম্যর্থে দ্রষ্টব্যা (ঋঃ ভাঃ)।

সূর্য্যরশ্মিসমূহের প্রত্যাবৃত্তি দ্বারা সূর্য্যের দক্ষিণায়নপ্রাপ্তি সূচিত হইতেছে। আ ববৃত্রন্—আবর্ত্তন্তে—পর্য্যাবর্ত্তন্তে; সদনাৎ=সহস্থানাৎ; ঋতস্য—উদকস্য। ভগবান্ আদিত্য জগতের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত উদকগর্ভত্ব ধারণ করিতে অভিলাষী হইয়া উত্তরায়ণ প্রাপ্ত হন; পরে দক্ষিণায়ন প্রাপ্ত হইয়া তিনি গর্ভমোচন করেন—পৃথিবী জল-পরিপূর্ণ হয়।

অথ ঘৃতেনোদকেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে ॥ ৫ ॥

ঘৃতেন—উদকেন (জলের দ্বারা); ব্যুদ্যতে—বিশেষরূপে ক্লিন্ন বা সিক্ত হয়—ক্লেদনার্থক 'উন্দী' ধাতুর কর্ম্মবাচ্যের রূপ উদ্যতে। সূর্য্যের দক্ষিণায়ন প্রাপ্তির পরেই পৃথিবী জলপ্লাবিত এবং শস্যসমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়।

ঘৃতমিত্যুদকনাম জিঘর্তেঃ সিক্তিকর্ম্মণঃ ॥ ৬ ॥

ঘৃতম্ ইতি উদকনাম ('ঘৃত' শব্দ উদকবাচী—নিঘ ১।১২), সিক্তিকর্ম্মণঃ (সেচনার্থক) জিঘর্তেঃ ('ঘৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উ ৩৮৯); ইহার দ্বারা সেচন করা হয়—ইহাই ব্যুৎপত্তি।

অথাপি ব্রাহ্মণং ভবত্যগ্নির্বা ইতো বৃষ্টিং সমীরয়তি ধামচ্ছদ্দিবি খলু ভূত্বা বর্ষতি মরুতঃ সৃষ্টাং বৃষ্টিং নয়ন্তি ॥ ৭ ॥

(কাং সং ১১।১০, তৈ সং ২।৪।১০ দ্রষ্টব্য)।

অথাপি ব্রাহ্মণং ভবতি (আর ব্রাহ্মণবচনও আছে)—অগ্নি র্বা (অথ বা অগ্নি) ইতঃ বৃষ্টিং সমীরয়তি (এই লোক হইতে বৃষ্টি প্রেরণ করেন) ধামচ্ছৎ দিবি খলু ভূত্বা বর্ষতি (দ্যুলোকে আদিত্য হইয়া বর্ষণ করেন) মরুতঃ (মরুদ্গণ) সৃষ্টাং বৃষ্টিং নয়ন্তি (সৃষ্ট বৃষ্টি পৃথিবীতে আনয়ন করেন)।

অগ্নি হইতে হয় ধূম, ধূম হইতে হয় মেঘ এবং মেঘ হইতে হয় বৃষ্টি; অগ্নি দ্যুলোকে বর্ষণ করেন এবং অগ্নিই আদিত্যরূপী হইয়া ভূলোকেও বর্ষণ করেন। দক্ষিণায়ন প্রাপ্ত হইয়া আদিত্যই যে বর্ষণ-ক্রিয়া সম্পাদন করেন—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অগ্নি এবং আদিত্য উভয়েই বর্ষণ-প্রবর্ত্তক, ইহাই এই ব্রাহ্মণবচনে প্রতিপাদিত হইয়াছে। মেঘরূপ রশ্মিসমূহের দ্বারা অক্রান্ত ধাম অর্থাৎ তেজঃপিণ্ডসমূহের আচ্ছাদক বলিয়া সূর্য্যের নাম ধামচ্ছৎ (ধামাং ছাদয়িতা রশ্মিভির্মেঘরূপৈঃ—দুঃ)। 'ধামচ্ছদিব খলু বৈ ভূত্বা'—অনেক পুস্তকের ইহাই পাঠ। 'ধামচ্ছদাদিত্যো ভূত্বা'—ইহা দুর্গস্বীকৃত পাঠ। সূর্য্যসৃষ্ট বৃষ্টি ভূলোকে আনীত হয় মরুদ্গণ অর্থাৎ মধ্যমস্থান বায়ুসমূহের দ্বারা।

যদা খলু বাসাবাদিত্যোঽগ্নিং রশ্মিভিঃ পর্য্যাবর্ত্ততেঽথ বর্ষতীতি ॥ ৮ ॥

(কাং সং ১১।১০, তৈ সং ৪।১।২ দ্রষ্টব্য)।

যদা খলু বা (অথবা যখন) অসৌ আদিত্যঃ (ঐ আদিত্য) রশ্মিভিঃ (রশ্মিসমূহের

দ্বারা ) অগ্নিং পর্য্যাবর্ত্ততে ( অগ্নির প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হন ) অথ বর্ষতি ( তখনই বর্ষণ হয় ) ইতি ( ইহা অপর ব্রাহ্মণবাক্য )।

সূর্য্যও বর্ষণ-প্রবর্ত্তক—ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এই ব্রাহ্মণবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। জলভারাক্রান্ত রশ্মিসমূহের দ্বারা আদিত্য অগ্নির দিকে প্রত্যাবৃত্ত অর্থাৎ অধোমুখ হইলেই বর্ষণ হয়। বহু পুস্তকের এবং তৈত্তিরীয় সংহিতার পাঠ—'যদা খলু বাবাবাদিত্যো ন্যঙ্ রশ্মিভিঃ পর্য্যাবর্ত্ততে……'। কাঠক সংহিতার পাঠ—'যদাদা আদিত্যোঽর্বাঙ্……'।

যথো এতদ্রোহাৎ প্রত্যবরোহশ্চিকীর্ষিত ইত্যাম্নায় বচনাদেতদ্ভবতি ॥ ৯ ॥

যথো এতৎ ( আর যে ইহা বলা হইয়াছে ) রোহাৎ প্রত্যবরোহঃ…ইতি ( ২৩শ পরিচ্ছেদ ৭ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য ) আম্নায়বচনাৎ এতৎ ভবতি ( শাস্ত্রবচনবশতঃ ইহা হইয়া থাকে )।

পূর্ব্ব যাজ্ঞিকগণের মতে বৈশ্বানর আদিত্য ( ২৩৬ দ্রষ্টব্য )। সেই মত খণ্ডন করিতেছেন। ২৩শ পরিচ্ছেদের ৭ম সন্দর্ভে 'আরোহণের পর প্রত্যবরোহণ অভীষ্ট হয়'—ইত্যাদি বলা হইয়াছে শাস্ত্রবচন অনুসরণ করিয়াই অর্থাৎ তৃতীয়সবনে যে বৈশ্বানরীয় সূক্তের পাঠ হয় তাহা বিধিবচনের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত ; দ্যুলোকে আরোহণাদি অর্থবাদ মাত্র—বৈশ্বানর প্রভৃতির সহিত দ্যুলোকাদির সম্বন্ধজ্ঞাপক নহে।

যথো এতৎ—বৈশ্বানরীয়ো দ্বাদশকপালো ভবতীত্যনির্ব্বচনং কপালানি ভবন্ত্যস্তি হি সৌর্য্য এককপালঃ পঞ্চকপালশ্চ ॥ ১০ ॥

যথো এতৎ ( আর যে ইহা বলা হইয়াছে ) বৈশ্বানরীয়ঃ দ্বাদশ কপালো ভবতি ইতি ( ২৩শ পরিচ্ছেদ ৯ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )—কপালানি ( কপালসমূহ ) অনির্ব্বচনং ভবন্তি ( অনুদাহরণ হয় )[১], হি ( যেহেতু ) সৌর্য্যঃ এককপালঃ পঞ্চকপালশ্চ ( সূর্য্যের উদ্দেশে পুরোডাশ একখানা কপালেও প্রদত্ত হয় পাঁচখানা কপালেও প্রদত্ত হয় )।

২৩শ পরিচ্ছেদ ৯ম সন্দর্ভে বলা হইয়াছে যে, বৈশ্বানর ও আদিত্য উভয়েই দ্বাদশ সংখ্যার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট—বৈশ্বানরের উদ্দেশে পুরোডাশে প্রদত্ত হয় দ্বাদশসংখ্যক কপালে এবং আদিত্যেরও কর্ম্ম দ্বাদশবিধ ; কাজেই বৈশ্বানর ও আদিত্য অভিন্ন। এতাদৃশ উক্তি যুক্তিসহ নহে ; কারণ—বৈশ্বানর যদি আদিত্য হইতেন তাহা হইলে আদিত্যও দ্বাদশকপাল হইতেন অর্থাৎ বৈশ্বানরের ন্যায় আদিত্যের উদ্দেশেও পুরোডাশ প্রদত্ত হইত দ্বাদশসংখ্যক কপালে, বিশেষতঃ যখন আদিত্য দ্বাদশবিধ কর্ম্মবিশিষ্ট। কিন্তু তাহাতো নহে—আদিত্যের উদ্দেশে পুরোডাশ একখানা কপালেও প্রদত্ত হয়, পাঁচখানা কপালেও প্রদত্ত হয়। কাজেই কপালসংখ্যার দৃষ্টান্তে বৈশ্বানর ও আদিত্যের একত্বপ্রতিপাদন অযৌক্তিক।

---

১ ' অনির্ব্বচনম্ অনুদাহরণম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।

যথো এতৎ ব্রাহ্মণং ভবতীতি—বহুভক্তিবাদীনি হি ব্রাহ্মণানি ভবন্তি—পৃথিবী বৈশ্বানরঃ সংবৎসরো বৈশ্বানরো ব্রাহ্মণো বৈশ্বানর ইতি ॥ ১১ ॥

যথো এতৎ ব্রাহ্মণং ভবতি ইতি (আর যে বলা হইয়াছে, বৈশ্বানর ও আদিত্যের অভেদ-প্রতিপাদক ব্রাহ্মণবচনও আছে—২৩শ পরিচ্ছেদ ১০ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)। [এতদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে] ব্রাহ্মণানি (ব্রাহ্মণ-বচনসমূহ) বহু ভক্তিবাদীনি ভবন্তি (উপচারে অর্থাৎ গৌণভাবে বহু কথা বলে) [যেমন] পৃথিবী বৈশ্বানরঃ (পৃথিবী বৈশ্বানর) সংবৎসরঃ বৈশ্বানরঃ (সংবৎসর বৈশ্বানর) ব্রাহ্মণঃ বৈশ্বানরঃ (ব্রাহ্মণ বৈশ্বানর) ইতি (ইত্যাদি)।

২৩শ পরিচ্ছেদ ১০ম সন্দর্ভে বৈশ্বানর ও আদিত্যের একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ব্রাহ্মণবচনের উপর নির্ভর করিয়া। উদ্ধৃত ব্রাহ্মণবচনে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—আদিত্যই বৈশ্বানর। বিরুদ্ধবাদী বলেন—ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে ঈদৃশ উক্তি বহু রহিয়াছে; যেমন—পৃথিবী বৈশ্বানর, সংবৎসর বৈশ্বানর, ব্রাহ্মণ বৈশ্বানর ইত্যাদি। এই সকল উক্তির মূলে রহিয়াছে ভক্তি; 'ভক্তি' শব্দের অর্থ উপচার বা গুণভাব অর্থাৎ সাদৃশ্য। দুই পদার্থের গুণসাদৃশ্য দেখিয়া ঈদৃশ উক্তি হইয়া থাকে—ঈদৃশ উক্তি যে সর্ব্বদাই একত্ব-প্রতিপাদক তাহা নহে।

যথো এতন্নিবিৎ সৌর্য্যবৈশ্বানরী ভবতীত্যস্যৈব সা ভবতি "যো বিড্‌ভ্যো মানুষীভ্যোঽদীদেদি"[১] ত্যেষ হি বিড্‌ভ্যো মানুষীভ্যো দীপ্যতে ॥ ১২ ॥

যথো এতৎ নিবিৎ সৌর্য্যবৈশ্বানরী ভবতি ইতি (আর যে বলা হইয়াছে, নিবিন্মন্ত্র আদিত্যও বৈশ্বানরের একত্ব-প্রতিপাদক—২৩ পরিচ্ছেদ ১১শ সন্দর্ভ)। [এতদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে] অস্য এব (এই পার্থিবাগ্নিরই প্রতিপাদক) সা ভবতি (নিবিৎ হইতেছে) [যথা] যঃ (যে অগ্নি) মানুষীভ্যঃ বিড্‌ভ্যঃ (মনুষ্যজাতীয় প্রজাসমূহের নিমিত্ত) অদীদেৎ (প্রদীপ্ত হয়)[২]—এষঃ হি বিড্‌ভ্যঃ মানুষীভ্যঃ দীপ্যতে (এই পার্থিবাগ্নিই মনুষ্যজাতীয় প্রজাসমূহের নিমিত্ত প্রদীপ্ত হইয়া থাকে)।

২৩শ পরিচ্ছেদে ১১শ সন্দর্ভে বলা হইয়াছে যে, নিবিন্মন্ত্র বৈশ্বানর ও আদিত্যের অভিন্নতা-প্রতিপাদক তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, 'যো বিড্‌ভ্যঃ' ইত্যাদি নিবিন্মন্ত্র স্পষ্টই প্রতিপাদন করিতেছে যে, বৈশ্বানর মনুষ্যজাতীয় প্রজাগণের নিমিত্তই প্রদীপ্ত হয়। মাত্র মনুষ্যজাতীয় প্রজাগণের নিমিত্ত প্রদীপ্ত হয় পার্থিবাগ্নি, দ্যুলোকাগ্নি (আদিত্য) প্রদীপ্ত হন মনুষ্য এবং দেবতা এই উভয়বিধ প্রজাগণের নিমিত্ত। কাজেই 'যো বিড্‌ভ্যঃ'—ইত্যাদি নিবিন্মন্ত্রে বৈশ্বানর পার্থিবাগ্নিবাচী, আদিত্যবাচী নহে।

---

১। সাং শ্রৌ সূ ৮।২৬।১, কৌ ব্রা ২।৮ দ্রষ্টব্য

২। অদীদেৎ দীপ্যতে (স্কঃ ভাঃ)।

যথো এতৎ ছান্দোমিকং সূক্তং সৌর্য্যবৈশ্বানরং ভবতীত্যশ্বৈবৈতদ্বতি 'জমদগ্নিভিরাহুত' (আশ্ব. শ্রৌত ৮।৯) ইতি ॥ ১৩ ॥

যথো এতৎ ছান্দোমিকং সূক্তং সৌর্যবৈশ্বানরং ভবতি ইতি (আর যে বলা হইয়াছে, ছান্দোমিক সূক্ত আদিত্য ও বৈশ্বানরের একত্ব-প্রতিপাদক হয়—২৩শ পরিচ্ছেদ ১২শ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)। [এতদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে] অস্যৈব এতদ্ ভবতি (এই ছান্দোমিক সূক্ত পার্থিবাগ্নিরই প্রতিপাদক হয়) [যেমন] জমদগ্নিভিঃ আহুতঃ (ঋষিগণ-কর্তৃক আহুত অর্থাৎ দত্তাহুতি)।[১]

২৩শ পরিচ্ছেদ ১২শ সন্দর্ভে বলা হইয়াছে ছান্দোমিক সূক্ত বৈশ্বানরের আদিত্যত্ব-প্রতিপাদক। ইহা ঠিক নহে; কারণ—ছান্দোমিক সূক্তে বলা হইয়াছে যে, বৈশ্বানর জমদগ্নি অর্থাৎ ঋষিগণ-কর্তৃক আহুত হন অর্থাৎ ঋষিগণ বৈশ্বানরে আহুতি প্রদান করেন। আহুতি প্রদান করা হয় পার্থিবাগ্নিতে, আদিত্যে আহুতি প্রদান অসম্ভব। কাজেই ছান্দোমিক সূক্ত বৈশ্বানরের পার্থিবাগ্নিত্ব প্রতিপাদন করে।

জমদগ্নয়ঃ প্রজমিতাগ্নয়ো বা প্রজ্বলিতাগ্নয়ো বা তৈরভিহুতো ভবতি ॥ ১৪ ॥

জমদগ্নয়ঃ (জমদগ্নিগণ) প্রজমিতাগ্নয়ো বা (হয় প্রজমিতাগ্নি অর্থাৎ প্রযোজিতাগ্নি) প্রজ্বলিতাগ্নয়ো বা (আর না হয় প্রজ্বলিতাগ্নি অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্বালক) তৈঃ (তাঁহাদের কর্তৃক) অভিহুতো ভবতি (অগ্নি অভিহুত অর্থাৎ দত্তাহুতি হয়)।

প্রসঙ্গতঃ 'জমদগ্নি' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (১) জমিতাগ্নি—জমৎ অগ্নি—জমদগ্নি—যাঁহাদের দ্বারা অগ্নি প্রজমিত অর্থাৎ প্রযোজিত হয়[২] অর্থাৎ যজ্ঞসম্পাদক ঋষি; 'জম' ধাতুর অর্থ কিন্তু গতি অথবা অদন ('জমু' অদনে; জমিতির্জ্বলতেশগতিকর্মণঃ— নিরু ২।১৪ দ্রষ্টব্য)। (২) জমৎ+অগ্নি—জমদগ্নি; 'জমৎ'ও 'জ্বলৎ' সমানার্থক (নিরু ১।১৭ দ্রষ্টব্য)। আহুত—অভিহুত (আহুতি দ্বারা সন্তর্পিত)।

যথো এতদ্ধবিষ্পান্তীয়ং সূক্তং সৌর্য্যবৈশ্বানরং ভবতীত্যশ্বৈবৈতদ্ ভবতি ॥ ১৫ ॥

যথো এতৎ হবিষ্পান্তীয়ং সূক্তং সৌর্যবৈশ্বানরং ভবতি ইতি (আর যে বলা হইয়াছে, হবিষ্পান্তীয় সূক্ত আদিত্য ও বৈশ্বানরের একত্ব-প্রতিপাদন করে—২৩শ পরিচ্ছেদ ১৩শ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)। [এতদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে] এতৎ (হবিষ্পান্তীয় সূক্ত) অস্যৈব (এই পার্থিবাগ্নিরই প্রতিপাদক হয়)।

২৩শ পরিচ্ছেদের ১৩শ সন্দর্ভে বলা হইয়াছে যে, হবিষ্পান্তীয় সূক্ত (ঋ ১০।৮৮) আদিত্য

---

১। জমদগ্নি ঋষিভিঃ (দুঃ পাঃ)।
২। প্রজমিতাঃ প্রযোজিতা অগ্নয়ো যৈঃ (দুঃ পাঃ)।

শ্ব বৈশ্বানরের একত্ব-প্রতিপাদক। ইহা ঠিক নহে—কারণ, হবিষ্পান্তীয় সূক্ত বৈশ্বানরের পার্থিবাগ্নিত্বই প্রতিপাদন করে। এই সূক্তের যে প্রথম মন্ত্র তাহা আগ্নেয় (অগ্নিদেবতাক) সৌর (সূর্য্যদেবতাক নহে)। প্রথম মন্ত্রটি আগ্নেয় হওয়ায় পরবর্ত্তী মন্ত্রগুলিও আগ্নেয়। এই সূক্তের মধ্যে যে 'বৈশ্বানর' শব্দ রহিয়াছে তাহা প্রকরণবশে অগ্নিরই বিশেষণ, সূর্য্যের নহে।[১] পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে হবিষ্পান্তীয় সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইতেছে।

॥ চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। সূক্তাদৌ মন্ত্রস্যাগ্নেয়ত্বাৎ পরাচীনানামপ্যাগ্নেয়ত্বমেব। বৈশ্বানরপ্রতিপাদকত্বেন বিশেষণং প্রকরণাৎ সূর্য্যস্যেতি বর্ণয়তি (দুঃ বাঃ)

## পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হবিষ্পান্তমজরং স্ববির্বিদি দিবিস্পৃশ্যাহুতং জুষ্টমগ্নৌ।
তস্য ভর্মণে ভুবনায় দেবা ধর্মণে কং স্বধয়া পপ্রথন্ত ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।৮৮।১)

স্ববির্বিদি দিবিস্পৃশি অগ্নৌ (আদিত্যবেত্তা দ্যুলোকস্পর্শকারী অগ্নিতে) পান্তং (পানযোগ্য) অজরং (জরাবর্জিত—বিপরিণামরহিত) জুষ্টং (দেবতাদিগের প্রিয়) হবিঃ (হবি) আহুতং (আহুতিরূপে বিসৃষ্ট হয়)। তস্য (সেই হবির) ভর্মণে (ভরণ অর্থাৎ বৃদ্ধি করিবার জন্য) ভুবনায় (ভাবনের জন্য অর্থাৎ দেবোপভোগ্য করিবার নিমিত্ত) ধর্মণে (অবিচ্ছেদে ধারণ করিবার নিমিত্ত) দেবাঃ কং[1] স্বধয়া পপ্রথন্ত (দেবগণ এই পার্থিব অগ্নিকে অন্নের দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়াছেন)।

হবিঃ—পুরোডাশাদি; ঈদৃশ হবি পান্ত অর্থাৎ দেবগণের পানযোগ্য হয় যখন অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হওয়ায় ইহাদের স্থূলভাব বিনষ্ট হয়; অথবা হবিঃ—সোমরস—যাহা দেবগণের পানীয়। অজরম্—'জরা' শব্দের অর্থ বিপরিণাম; অগ্নিদগ্ধ হইলে হবির আর কোনরূপ বিপরিণাম সম্ভবপর হয় না; অথবা—'অজর' শব্দের অর্থ নিত্য অভিনব বা সদা উল্লাসজনক।

হবির্যৎ পানীয়মজরং সূর্য্যবিদি দিবিস্পৃশ্যভিহুতং জুষ্টমগ্নৌ ॥ ২ ॥

হবিঃ যৎ পানীয়ম্—পান্তম্—পানীয়ম্ (পানযোগ্য); স্ববির্বিদি—সূর্য্যবিদি (অগ্নিকে সূর্য্যবেত্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে)। দিবিস্পৃশি অগ্নৌ অভিহুতম্—আহুতম্—অভিহুতম্ (আহুতিস্বরূপে প্রদত্ত); অগ্নিশিখা অতি উচ্চে উঠে বলিয়া অগ্নিকে দ্যুলোকস্পর্শী বলা হইয়াছে, অথবা অগ্নি দ্যুলোকে হবির্বহন করে বলিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে।

তস্য ভরণায় চ ভাবনায় চ ধারণায় চৈতেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ ইমমগ্নিমন্নেনাপপ্রথন্তেতি ॥ ৩ ॥

তস্য—সেই হবির। ভর্মণে—ভরণায় অর্থাৎ বৈপুল্য সাধনায়; অগ্নি যেন হবির বৈপুল্যসম্পাদন করেন এই অভিলাষে। ভুবনায়—ভাবনায় অর্থাৎ হবি যেন দেবগণের উপভোগ্য হয়, দেবগণের তৃপ্তিসাধনে সমর্থ হয় এতদুদ্দেশ্যে।[2] ধর্মণে—ধারণায়; এই হবি

---

১। কমিতি পাদপূরণঃ (দুঃ টীঃ); ক শব্দের অর্থ সুখ বা সুখকর; দেবগণ সুখকর অগ্নিকে বর্দ্ধিত করেন—এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে।

২। ভুবনায় ভাবনায় ভাবনং দেবতাযোগ্যত্বাপাদনং তদর্থম্ (দুঃ টীঃ)।

যেন নিরন্তর দেবতারা ধারণ করিতে পারেন, এই নিমিত্ত। এতেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ—ভরণ, ভাবন এবং ধারণ, এই সকল কর্ম্মসম্পাদনের নিমিত্ত। ইমম্ অগ্নিম্ অন্নেন অপপ্রথন্ত ইতি—এই অগ্নিকে অন্ন অর্থাৎ আজ্য ও পুরোডাশের দ্বারা বর্দ্ধিত বা পুষ্ট করিয়াছেন; 'স্বধা' শব্দের অর্থ অন্ন ( নিঃ ২।৭ ); পপ্রথন্ত—অপপ্রথন্ত—বর্দ্ধিত করিয়াছেন ( চুরাদি 'প্রথ' ধাতুর লুঙের রূপ )।

অথাপ্যাহ ॥ ৪ ॥

অথাপি ( আরও ) আহ ( বলিতেছেন )। পৃথিবীস্থান অগ্নিই বৈশ্বানর, মধ্যমাগ্নি কিংবা দ্যুলোকাগ্নি ( আদিত্য ) বৈশ্বানর নহে—ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে অন্য সূক্ত হইতে একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছেন।

॥ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

অপামুপস্থে মহিষা অগৃভ্ণত বিশো রাজানমুপতস্থুঋগ্মিয়ম্।
আ দূতো অগ্নিমভরদ্বিবস্বতো বৈশ্বানরং মাতরিশ্বা পরাবতঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ৬।৮।৪ )

অপাম্ উপস্থে ( জলের উপস্থানে অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোকে ) মহিষা ( মহান্ মাধ্যমিক দেবগণ ) অগৃভ্ণত ( বিদ্যুৎরূপী অগ্নিকে ধারণ করিয়াছিলেন ) ঋগ্মিয়ং ( অর্চ্চনীয় বিদ্যুৎরূপী অগ্নিকে উপতস্থুঃ ( পরিবৃত করিয়া স্তুতি করিতেছিলেন )[১] বিশঃ রাজানম্ ইব ( মনুষ্যগণ যেরূপ রাজাকে পরিবৃত করিয়া স্তুতি করে ); দূতঃ ( দেবগণের দূত স্বরূপ ) মাতরিশ্বা ( বায়ু ) পরাবতঃ ( সর্ব্বপরিচালক ) বিবস্বতঃ ( আদিত্য হইতে ) বৈশ্বানরম্ অগ্নিম্ ( বৈশ্বানর অগ্নিকে ) আ+অভরৎ ( ইহলোকে আহরণ করিয়া আনিয়াছেন )।

এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে—মহান্ অর্থাৎ বলশালী মরুদ্‌গণ অন্তরিক্ষ মধ্যে বিদ্যুৎরূপে অগ্নিকে ধারণ করিয়াছিলেন; মাতরিশ্বা ( বায়ু ) আদিত্যমণ্ডল হইতে বৈশ্বানর অগ্নিকে ইহলোকে আহরণ করিয়া আনিয়াছেন। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বৈশ্বানর মধ্যমাগ্নি বিদ্যুৎও নহে, দ্যুলোকাগ্নি আদিত্যও নহে।

অপামুপস্থ উপস্থানে মহত্যন্তরিক্ষলোক আসীনা মহান্ত ইতি বাগৃহ্ণত মাধ্যমিকা দেবগণা বিশ ইব রাজানমুপতস্থুঃ ॥ ২ ॥

অপাম্ উপস্থে—অপাম্ উপস্থানে—যেখানে জলরাশি আসিয়া একত্র হয় অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোকে। মহিষাঃ=মহি ( মহতি )+ষাঃ ( সন্নাঃ=আসীনাঃ )—মহান্ অন্তরিক্ষলোকে সন্ন অর্থাৎ আসীন দেবগণ; মহান্তঃ ইতি বা—অথবা, মহিষাঃ=মহান্তঃ—মহান্ বা শক্তিশালী দেবগণ। অগৃভ্ণত=অগৃহ্ণত ( গ্রহণ বা ধারণ করিয়াছিলেন ); এই ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ—মাধ্যমিকাঃ দেবগণাঃ ( যাঁহাদের বিশেষণ—মহিষাঃ ) এবং কর্ম্মপদ—বিদ্যুদ্রূপিণম্ অগ্নিম্ ( বিদ্যুৎরূপী অগ্নি )। বিশো রাজানম্ উপতস্থুঃ—বিশঃ ইব রাজানম্ উপতস্থুঃ ( মনুষ্যগণ যেরূপ রাজাকে স্তুতি করে, দেবগণ সেইরূপ বিদ্যুৎরূপী অগ্নিকে স্তুতি করিয়াছিলেন )।

ঋগ্মিয়মৃগ্মন্তমিতি বার্চ্চনীয়মিতি বা পূজনীয়মিতি বা ॥ ৩ ॥

ঋগ্মিয়ম্ ঋগ্মন্তম্ ইতি বা ( 'ঋগ্মিয়ম্' পদের অর্থ হয় ঋগ্মন্তম্ ) অর্চ্চনীয়ম্ ইতি বা

---

১। পরিবার্য্য উপতস্থুঃ ( দুঃ ); বিশো মনুষ্যনামৈতৎ পূর্ব্বোপমং চ মনুষ্যা ইব রাজানমুপতস্থুঃ উপপূর্ব্বস্তিষ্ঠতিঃ স্তৌতৌ স্তুতবন্তঃ স্তুবন্তি বা ( স্কঃ স্বাঃ )।

( অথবা 'অর্চনীয়ম্' ) পূজনীয়ম্ ইতি বা ( অথবা 'পূজনীয়ম্' ) 'ঋগ্মিয়' শব্দের ত্রিবিধ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন।

(১) ঋগ্মিয়=ঋগ্মান্ ( দ্বিতীয়ার একবচনে 'ঋগ্মন্তম্' )—স্তুতিসম্পন্ন অর্থাৎ যিনি সর্বদাই স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ঋচ্ ( স্তুতি ) শব্দের উত্তর 'মতুপ্' অর্থে 'মিয়' প্রত্যয়।

(২) অর্চনার্থক 'ঋচ্' ধাতুর উত্তর তব্যার্থে 'মিয়' প্রত্যয় নিষ্পন্ন 'ঋগ্মিয়' শব্দ ; ঋগ্মিয়=অর্চনীয়।

(৩) পূজনার্থক 'অর্চ' ধাতুর সম্প্রসারণে হয় 'ঋচ্', তদুত্তর তব্যার্থে 'মিয়' প্রত্যয় নিষ্পন্ন 'ঋগ্মিয়' শব্দ ; ঋগ্মিয়=পূজনীয়।

আহরদ্ যং দূতো দেবানাম্ ॥ ৪ ॥

আ+অভরৎ=আহরৎ ( আহরণ করিয়াছিলেন ) ; দূতঃ=দেবানাং দূতঃ ( দেবগণের দূতস্বরূপ ) ; দেবগণের দূতস্বরূপ মাতরিশ্বা যাহাকে অর্থাৎ যে বৈশ্বানর অগ্নিকে আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

বিবস্বত আদিত্যাদ্ বিবস্বান্ বিবাসনবান্ ॥ ৫ ॥

বিবস্বতঃ=আদিত্যাৎ ( আদিত্য হইতে ) ; বিবস্বান্=বিবাসনবান্ ( বিবাসন যুক্ত অর্থাৎ অন্ধকার বিতাড়নে সমর্থ )—বিবাসনবৎ=বিবসবৎ=বিবস্বৎ।

প্রেরিতবতঃ পরাগতান্বা ॥ ৬ ॥

পরাবতঃ=প্রেরিতবতঃ ( প্র+ঈরিতবতঃ—সর্ব-পরিচালক আদিত্য হইতে ) বা ( অথবা ) পরাগতাৎ ( অতি দূরবর্তী আদিত্য হইতে )।

পরাবতঃ—'পরাবৎ' শব্দের পঞ্চমীর একবচন, প্র+ঈর্ ধাতু ক্তবতু প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন 'পরাবৎ' শব্দ—আদিত্য সর্ববস্তু এবং সর্বপ্রাণী প্রেরিত বা পরিচালিত করেন। অথবা 'পরাবৎ' শব্দের অর্থ পরাগত অর্থাৎ অতি দূরবর্তী।

অস্যাগ্নের্বৈশ্বানরস্য মাতরিশ্বানমাহর্তারমাহ ॥ ৭ ॥

অস্য বৈশ্বানরস্য অগ্নেঃ ( এই বৈশ্বানর অগ্নির ) মাতরিশ্বানম্ আহর্তারম্ আহ ( মাতরিশ্বাকে আহর্তা বলা হইয়াছে )।

এই মন্ত্রে মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ুকে বৈশ্বানর অগ্নির আহর্তা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

মাতরিশ্বা বায়ুর্মাতর্যন্তরিক্ষে শ্বসিতি মাতর্যাশ্বনিতীতি বা ॥ ৮ ॥

মাতরিশ্বা=বায়ুঃ ( 'মাতরিশ্বন্' শব্দের অর্থ বায়ু ), মাতরি=অন্তরিক্ষে ( 'মাতৃ' শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ ) ; মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বসিতি ইতি মাতরিশ্বা ( বায়ুকে মাতরিশ্বা বলা হয়, বা

অন্তরিক্ষে অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট বলিয়া ) ; মাতরিশ্বস=মাতরিশ্বন্। অথবা, মাতরি আশু অনিতি গচ্ছতি ইতি মাতরিশ্বা—অন্তরিক্ষে শীঘ্র গতিবিশিষ্ট বলিয়া বায়ুর নাম মাতরিশ্বা [1] ( মাতরি+শ্ব+অন্=মাতরিশ্বন্ ; শ্ব এবং আশু সমানার্থক—নির্ ৬।১ দ্রষ্টব্য )।

অথৈনমেতাভ্যাং সর্ব্বাণি স্থানান্যভ্যাপাদং স্তৌতি ॥ ৯ ॥

অথ ( অতঃপর ) এনং ( এই বৈশ্বানর অগ্নিকে ) এতাভ্যাং ( বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বয়ের দ্বারা ) সর্ব্বাণি স্থানানি অভ্যাপাদং ( সমস্ত স্থানে স্থাপিত বা ব্যাপ্ত বলিয়া ) স্তৌতি ( স্তব করিতেছেন )।

অতঃপর দুইটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া অগ্নির স্তব করিতেছেন ; এই দুই মন্ত্রে অগ্নি সর্ব্বস্থান ভাগী অর্থাৎ পৃথিবীস্থান, অন্তরিক্ষস্থান এবং দ্যুলোকস্থান—এই তিন স্থানেই অবস্থিত [2] থাকেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অভি+আ+'পদ্' ধাতুর ণমুল্ প্রত্যয়ে 'অভ্যাপাদম্' পদ নিষ্পন্ন ( পাঃ ৩।৪।৫৬ )।

॥ ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। মাতরি অন্তরিক্ষে অপ্রতিবধ্যমান শক্তিঃ শ্বসিতি গচ্ছতি। অথবা—মাতরি আশু অনিতি গচ্ছতি (দুঃ)।

২। সর্ব্বস্থানাভ্যাপাদনেন সর্ব্বস্থানেষবনেন বা ( স্কঃ স্বাঃ )।

## সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

মূর্দ্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ সূর্য্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।
মায়াম্ তু যজ্ঞিয়ানামেতামপো যত্তূর্ণিশ্চরতি প্রজানন্ ॥ ১ ॥

(ঋ ১০.৮৮।৬)

অগ্নিঃ (অগ্নি) নক্তং (রাত্রিকালে) ভুবো (ভূলোকের) মূর্দ্ধা ভবতি (মস্তকস্বরূপ হন), ততঃ (পরে) প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) উদ্যন্ (উদিত হইয়া) সূর্য্যঃ জায়তে (সূর্য্যরূপে উৎপন্ন হন), অপঃ (কর্ম) প্রজানন্ (পরিজ্ঞাত হইয়া) তূর্ণিঃ (ত্বরমাণ অগ্নি) যৎ (যে) চরতি (ত্রিলোকে বিচরণ করেন) এতাং যজ্ঞিয়ানাম্ উতু[১] মায়াম্ [তত্ত্ববিদো মন্যন্তে] (ইহা যজ্ঞসম্পাদক দেবগণের মায়া অর্থাৎ প্রজ্ঞা বা ক্রিয়াকৌশল বলিয়াই তত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন)।

অগ্নি ভূলোকের মস্তক—মস্তকহীন হইয়া কেহই জীবিত থাকে না, অগ্নিহীন হইয়াও কেহ জীবিত থাকিতে পারে না, বিশেষতঃ রাত্রিতে। এই অগ্নি সূর্য্য হইতে ভিন্ন নহে, প্রাতঃকালে অগ্নিই সূর্য্যরূপে উদিত হন। বেগসম্পন্ন অগ্নি স্বীয় কর্ম পরিজ্ঞাত হইয়া যে ত্রিলোকে বিচরণ করেন—ইহা যজ্ঞসম্পাদক দেবগণের মায়া (প্রজ্ঞান)-নিমিত্তক। এই মন্ত্রে অগ্নি পৃথিবীস্থান এবং দ্যুস্থানভাগী বলিয়া স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে 'চরতি' ইহার অর্থ 'ত্রিলোকেই বিচরণ করেন'—কাজেই অগ্নিকে অন্তরিক্ষস্থানভাগীও বলা হইয়াছে। (এই পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ সন্দর্ভ এবং পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

মূর্দ্ধা মূর্ত্তমস্মিন্ ধীয়তে ॥ ২ ॥

মূর্দ্ধা ('মূর্দ্ধন্' শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে), মূর্ত্তম্ (পিণ্ড অর্থাৎ শরীর) অস্মিন্ ধীয়তে (ইহাতে ধৃত হয়)।

মূর্ত্ত+ধা ধাতু 'কনিন্' প্রত্যয় (উ ১৫৭) 'মূর্দ্ধন্' শব্দ নিষ্পন্ন; মূর্ত্তধন্=মূর্দ্ধন্। মস্তকের আজ্ঞানুসারে সমস্ত শরীর কর্মসম্পাদন করে। মস্তক কর্ত্তিত হইলে শরীর প্রাণহীন হয়—কাজেই মস্তকে শরীর ধৃত।

মূর্দ্ধা যঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং ভবতি নক্তমগ্নি ॥ ৩ ॥

যঃ অগ্নিঃ (যে অগ্নি) নক্তং (রাত্রিতে) সর্ব্বেষাং ভূতানাং (সমস্ত প্রাণীর) মূর্দ্ধা ভবতি (মস্তকস্বরূপ হন)।

সকল মানুষেরই আলোক-উত্তাপ এবং পাকক্রিয়া অত্যাবশ্যক; রাত্রিতেই অগ্নির

---

১। উতু শব্দপূরণৌ (স্কঃ ভাঃ)।

প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। শরীরের পক্ষে যেরূপ মস্তক, মানুষের পক্ষে, বিশেষতঃ রাত্রিতে সেইরূপ অগ্নি।

ততঃ সূর্য্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্ স এব ॥ ৪ ॥

ততঃ স এব ( সেই অগ্নিই ) প্রাতঃ উদ্যন্ সূর্য্যঃ জায়তে ( প্রাতরুদিত সূর্য্যরূপে উৎপন্ন হন )।

রাত্রিতে স্বকর্ম নিষ্পাদন করিয়া পার্থিবাগ্নিই প্রাতঃকালে সূর্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ; পার্থিবাগ্নি ও সূর্য্য পরস্পর অভিন্ন।

প্রজ্ঞাং ত্বেতাং মন্যন্তে যজ্ঞিয়ানাং দেবানাং যজ্ঞসম্পাদিনামপো
যৎ কর্ম্ম চরতি প্রজানন্ সর্ব্বাণি স্থানান্যনুসঞ্চরতে ত্বরমাণঃ ॥ ৫ ॥

অপঃ = কর্ম প্রজানন্ ( সম্যক্‌রূপে জানিয়া ) ত্বরমাণঃ ( ত্বরমাণ বা বেগসম্পন্ন অগ্নি ) যৎ চরতি = যৎ সর্ব্বাণি স্থানানি অনুসঞ্চরতে ( সর্ব্ব স্থানে যে বিচরণ করেন ) প্রজ্ঞাং তু এতাং মন্যন্তে যজ্ঞিয়ানাং = যজ্ঞসম্পাদিনাং দেবানাম্ ( ইহাকে যজ্ঞিয়গণের অর্থাৎ যজ্ঞসম্পাদক দেবগণের প্রজ্ঞা বলিয়া তত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন )।

বিশ্বরক্ষণরূপ স্বীয় কর্ম অবগত হইয়া ত্বরমাণ অর্থাৎ স্বকর্ত্তব্যে সর্ব্বদা ত্বরান্বিত অগ্নি যে ত্রিলোকে বিচরণ করেন—পৃথিবীতে পার্থিবাগ্নি, অন্তরিক্ষলোকে বিদ্যুৎ, দ্যুলোকে আদিত্য—ইহা যজ্ঞনির্ব্বাহক দেবগণের প্রজ্ঞা বা ক্রিয়াকৌশল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মায়াম্—প্রজ্ঞাম্ ( নিঃ ৩।৯ ) ; মন্যন্তে—ইহার কর্তৃপদ 'তত্ত্ববিদঃ' উহ্য রহিয়াছে। 'অপস্' শব্দ কর্ম্মবাচী ( নিরু ২।১ )—'আপ্' ধাতুর উত্তর অসুন প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন ( উ ৬৩৭ )। তূর্ণিঃ—ত্বরমাণঃ—'তূর্ণি' শব্দ ক্ষিপ্রবাচী ( নিরু ২।১৫ )।

তস্যোত্তরা ভূয়সে নির্ব্বচনায় ॥ ৬ ॥

উত্তরা [ ঋক্ ] ( উত্তরবর্তী ঋক্ অর্থাৎ যে ঋক্‌টি অব্যবহিত পরেই উদ্ধৃত হইতেছে ) ভূয়সে নির্ব্বচনায় ( স্পষ্টতর নির্ব্বচনের নিমিত্ত )।

যে ঋক্‌টি পরে উদ্ধৃত হইতেছে তাহা দ্বারা অগ্নি যে ত্রিস্থানভাগী তাহা আরও স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইবে।

॥ সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

স্তোমেন হি দিবি দেবাসো অগ্নিমজীজনঞ্ছক্তিভী রোদসি প্রাম্।
তম্ অকৃণ্বংস্ত্রেধা ভুবে কং স ওষধীঃ পচতি বিশ্বরূপাঃ ॥ ১ ॥
(ঋ ১০।৮৮।১০)

দেবাসঃ (ইন্দ্রাদি দেবগণ অথবা যজমানগণ) স্তোমেন হি[1] (স্তোম সহকারে) শক্তিভিঃ (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহের দ্বারা) রোদসি প্রাম্ (দ্যাবা পৃথিবীর পূরণকারক) [যম্] অগ্নিম্ (যে অগ্নিকে) দিবি (দ্যুলোকে) অজীজনন্ (উৎপাদন করিলেন), ত্রেধা ভুবে কং[2] (ত্রিবিধত্ব বিধানের নিমিত্তই) তম্ (সেই অগ্নিকে) অকৃণ্বন্ (সৃষ্টি করিয়াছিলেন), সঃ (অগ্নি) বিশ্বরূপাঃ (বহুপ্রকার) ওষধীঃ (ওষধি) পচতি (পরিণত বা পক্ক করেন)।

স্তোমেন হি যং দিবি দেবা অগ্নিমজনয়ঞ্ছক্তিভিঃ কর্ম্মভির্দ্যাবা পৃথিব্যোঃ পূরণং তমকুর্বংস্ত্রেধাভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ ॥ ২ ॥

স্তোমেন হি (স্তোম বা স্তুতি সহকারে) দিবি (দ্যুলোকে) দেবাসঃ—দেবাঃ (দেবগণ বা যজমানগণ) শক্তিভিঃ—কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মসমূহের দ্বারা) রোদসি প্রাং=দ্যাবা পৃথিব্যোঃ পূরণং (স্বীয় তেজে দ্যাবা-পৃথিবীর পরিপূর্ত্তিকারক) যম্ অগ্নিম্ (যে অগ্নিকে) অজীজনন্—অজনয়ন্ (উৎপন্ন করিলেন) পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে) অন্তরিক্ষে (অন্তরিক্ষে) দিবি (দ্যুলোকে) তং (সেই অগ্নিকে) ত্রেধা ভুবে=ত্রেধা ভাবায় (ত্রিবিধত্ব বিধানের নিমিত্ত) অকুর্বন্ (সৃষ্টি করিয়াছিলেন)—ইতি শাকপূণিঃ (ইহা শাকপূণিসম্মত ব্যাখ্যা)।

এই দৃশ্যমান অগ্নিই বৈশ্বানর। ইহা শাকপূণির মত (২৩।১৪); আচার্য্যেরও ইহাই মত। নিজ পক্ষ দৃঢ় করিবার নিমিত্তই আচার্য্য শাকপূণির নাম পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। দেবগণ অগ্নি সৃষ্টি করিয়া তাহার ত্রিবিধত্বেরও বিধান করিয়াছেন—পৃথিবীতে এই অগ্নি পার্থিবাগ্নি, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ এবং দ্যুলোকে আদিত্য। অগ্নি যে ত্রিস্থানভাগী তাহা এই মন্ত্রে স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইল। শক্তি=কর্ম্ম (নিরু ২।১)।

'যদস্য দিবি তৃতীয়ং তদসাবাদিত্যঃ' ইতি হি ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥[3]

অস্য (এই অগ্নির) যং তৃতীয়ং [রূপম্] (যে তৃতীয় রূপ) তং অসৌ আদিত্যঃ (তাহা ঐ আদিত্য), ইতি হি ব্রাহ্মণম্ (ইহা একটি ব্রাহ্মণবচন)।

---

১। হীতি পদপূরণঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। কমিত্যনর্থকো নিপাতঃ (দুঃ)।

৩। মূল অপরিজ্ঞাত।

এই অগ্নিই যে আদিত্য—তাহা ব্রাহ্মণবাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিলেন।

তদগ্নীকৃত্য স্তৌতি ॥ ৪ ॥

তৎ ( আদিত্যরূপ জ্যোতিকে )[১] অগ্নীকৃত্য ( অগ্নিরূপে সাধিত বা নিষ্পন্ন করিয়া ) স্তৌতি ( স্তব করিলেন )।

উদ্ধৃত মন্ত্রে আদিত্যের স্তুতি করা হইয়াছে তাহাকে অগ্নিরূপে প্রতিপন্ন করিয়া; আদিত্য প্রকৃতপক্ষে অগ্নিরই তৃতীয় রূপ, তিনি দ্যুলোকাগ্নি—ইহাই মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অথৈনমেতয়াদিত্যীকৃত্য স্তৌতি ॥ ৫ ॥

অথ ( অতঃপর ) এনম্ ( অগ্নিকে ) এতয়া ( এই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ ঋকের দ্বারা ) আদিত্যীকৃত্য ( আদিত্যরূপে সাধিত বা নিষ্পন্ন করিয়া ) স্তৌতি ( স্তুতি করিতেছেন )।

যে মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে আদিত্যরূপে অগ্নিরই স্তুতি আছে। আদিত্য অগ্নিরই রূপ, আদিত্য ও অগ্নি পরস্পর ভিন্ন নহে—ইহা প্রতিপাদন করাই ভাষ্যকারের অভিপ্রায়।

॥ অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। তমাদিত্যরূপং তৃতীয়ম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।

## ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যদেদেনমদধুর্যজ্ঞিয়াসো দিবি দেবাঃ সূর্য্যমাদিতেয়ম্ ।।
যদা চরিষ্ণু মিথুনাবভূতামাদিৎ প্রাপশ্যন্ ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।৮৮।১১)

যদা ইৎ[1] (যখন) যজ্ঞিয়াসঃ দেবাঃ (যজ্ঞসম্পাদক দেবগণ অথবা ঋত্বিক্ বা যজমানগণ) এনম্ আদিতেয়ং সূর্য্যম্ (এই অদিতিপুত্র সূর্য্যকে) দিবি অদধুঃ (দ্যুলোকে স্থাপন করিয়াছিলেন), যদা (যখন) চরিষ্ণু (সহবিচরণশীল) মিথুনৌ অভূতাম্ (উষা এবং আদিত্য যুগ্মরূপী হইয়া আবির্ভূত হইলেন) আৎ ইৎ (তখন হইতে)[2] বিশ্বা ভুবনানি (নিখিল প্রাণিবর্গ) প্রাপশ্যন্ (তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল)।

এই মন্ত্রে আদিত্যেরই প্রত্যক্ষভাবে স্তব করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অগ্নিই আদিত্য, অগ্নিকেই আদিত্য করা হইয়াছে।

যদৈনমদধুর্যজ্ঞিয়াঃ সর্বে দিবি দেবাঃ সূর্য্যমাদিতেয়মদিতেঃ পুত্রং
যদা চরিষ্ণূ মিথুনৌ প্রাদুরভূতাং সর্ব্বদা সহচারিণাবুষাশ্চাদিত্যশ্চ ॥ ২ ॥

যদা এনং সূর্য্যম্ আদিতেয়ম্—অদিতেঃ পুত্রং সর্বে যজ্ঞিয়াঃ দেবাঃ দিবি অদধুঃ (যখন এই আদিতেয় অর্থাৎ অদিতিপুত্র সূর্য্যকে সমস্ত যজ্ঞসম্পাদক দেবতারা দ্যুলোকে স্থাপন করিয়াছিলেন), যদা চরিষ্ণূ—সর্ব্বদা সহচারিণৌ উষাশ্চ আদিত্যশ্চ (যখন সর্ব্বদা এক সঙ্গে বিচরণশীল উষা এবং আদিত্য) মিথুনৌ অভূতাং—প্রাদুরভূতাম্ (মিথুন অর্থাৎ যুগ্মরূপী হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন)।

মিথুনৌ কস্মান্মিনোতিঃ শ্রয়তিকর্ম্মা থু ইতি নামকরণস্থকারো বা নয়তিঃ পরো বনির্বা সমাশ্রিতাবন্যোন্যং নয়তো বনুতো বা ॥ ৩ ॥

মিথুনৌ কস্মাৎ ('মিথুন' শব্দ কি করিয়া নিষ্পন্ন হইল)? মিনোতিঃ শ্রয়তিকর্ম্মা ('মি' ধাতু আশ্রয়ার্থক) থু ইতি নামকরণঃ ('থু' হইতেছে প্রত্যয়) থকারো বা (অথবা 'থ' প্রত্যয়) নয়তিঃ পরঃ বনি র্বা (ইহার পরে 'নী' ধাতু অথবা 'বন্' ধাতু যুক্ত হইবে),[3] সমাশ্রিতৌ অন্যোন্যং নয়তঃ (পরস্পর সমাশ্রিত হইয়া কালক্ষেপ করে) বা (অথবা) বনুতঃ (পূর্ব্বদিক্‌কে অথবা পরস্পরকে ভজনা করে)।

---

১। ইৎ পাদপূরণঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। আবিষ্কিতাবপৌ তদঃ প্রভৃতি (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। থু প্রত্যয় হইলে 'নী' ধাতু এবং থ প্রত্যয় হইলে 'বন্' ধাতু যুক্ত হইবে—যথা থু তথা নয়তিঃ পরঃ যথা থঃ তথা বনিঃ কৃতসম্প্রসারণঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

মন্ত্রে প্রযুক্ত 'মিথুন' শব্দের ব্যুৎপত্তি দুইপ্রকারে প্রদর্শন করিতেছেন। (১) 'মি' ধাতু+থ্ প্রত্যয়+'নী' ধাতুর ন কার=মিথুন ( উষা এবং সূর্য্য পরস্পর সমাশ্রিত হইয়া সময় ক্ষেপ করে );[১] (২) 'মি' ধাতু+থ প্রত্যয়+সম্ভজনার্থক 'বন্' ধাতুর 'ব' এর সম্প্রসারণ উ এবং ন কার=মিথুন ( উষা এবং সূর্য্য পরস্পর সমাশ্রিত হইয়া পূর্ব্বদিকের অথবা একে অন্যের ভজনা করে )।[২] উভয় ব্যুৎপত্তিতেই 'মি' ধাতু সমাশ্রয়ার্থক—ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ ; ধাতুপাঠে 'মি' ধাতু প্রক্ষেপণার্থক।

মনুষ্যমিথুনাবপ্যেতস্মাদেব, মেথন্তাবন্যোন্যং বনুতে ইতি বা ॥ ৪ ॥

মনুষ্যমিথুনৌ অপি ( মনুষ্য মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ যুগলবাচক 'মিথুন' শব্দও ) এতস্মাৎ এব ( পূর্ব্বোক্ত ধাতুপ্রত্যয়সংযোগ হইতেই নিষ্পন্ন ); বা ( অথবা ) মেথন্তৌ ( পরস্পর মিলিত হইয়া ) বনুতে ( একে অন্যের ভজনা করে ) ইতি ( ইহাই 'মিথুন' শব্দের ব্যুৎপত্তি )।

স্ত্রী-পুরুষ-যুগলবাচী 'মিথুন' শব্দের ব্যুৎপত্তিও পূর্ব্বোক্তপ্রকার। অথবা সংগমার্থক 'মেথ' বা 'মিথ' ধাতু এবং সম্ভজনার্থক 'বন্' ধাতুর যোগে 'মিথুন' শব্দের নিষ্পত্তি ( মেথ বা মিথ+বন্—'ব'-এর সংপ্রসারণ উ=মিথুন )—স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে একসঙ্গে সংগত বা মিলিত হইয়াই একে অন্যের ভজনা বা সেবা করে। হিংসার্থক 'মেথ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিলে ব্যুৎপত্তি হইবে—হিংসা বা আক্রোশ করিয়া অর্থাৎ অসঙ্গত ব্যবহার দর্শনে তাড়না পূর্ব্বক একে অন্যের ভজনা করে।

অথৈনমেতয়াগ্নীকৃত্য স্তৌতি ॥ ৫ ॥

অথ ( অতঃপর ) এনম্ ( বৈশ্বানরকে )[৩] এতয়া ( বক্ষ্যমাণ ঋকের দ্বারা ) অগ্নীকৃত্য ( অগ্নিরূপে সাধিত বা নিষ্পন্ন করিয়া ) স্তৌতি ( স্তুতি করিতেছেন )।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে অগ্নিরূপেই বৈশ্বানরের স্তুতি আছে—বৈশ্বানরকে অগ্নি করা হইয়াছে।

॥ ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। সমাশ্রিতৌ অন্যোন্যং নয়তঃ কালম্ ( স্কঃ ভাঃ )।
২। বনুতো বা সম্ভজতঃ প্রাচীম্ ( স্কঃ ভাঃ )।
৩। এনম্ বৈশ্বানরমেব প্রতিষ্ঠিতায়িষ্যাদেশঃ ( স্কঃ ভাঃ ) ; দুর্গাচার্য্যের মতে এনম্=আদিত্যম্।

# ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যত্রা বদেতে অবরঃ পরশ্চ যজ্ঞন্যোঃ কতরো নৌ বি বেদ।
আশেকুরিৎ সধমাদং সখায়ো নক্ষন্ত যজ্ঞং ক ইদং বিবোচৎ ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।৮৮।১৭ )

যত্রা ( যত্র—যে স্থলে ) অবরঃ ( নিম্নস্থিত অগ্নি ) পরশ্চ ( এবং ঊর্দ্ধস্থিত অগ্নি ) বদেতে ( বিবাদ করেন ) যজ্ঞন্যোঃ নৌ ( যজ্ঞ নেতা আমাদের উভয়ের মধ্যে ) কতরঃ ( কে ) বিবেদ ( অধিক জানেন ) [ তত্র ] ( সেই স্থলে ) [ যে এতে ] ( এই যে সব )[1] সখায়ঃ ( তুল্য খ্যাতিবিশিষ্ট ঋত্বিক্ ) যজ্ঞং নক্ষন্ত ( যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন )[2] [ তে ] ( তাঁহারা ) ইৎ ( ইহাদের )[3] সধমাদং ( সংঘর্ষ বা বিবাদ )[4] [ অপনেতুম্ ] ( অপনীত করিতে )[5] আ শেকুঃ ( সমর্থ হন না ),[6] [ এবং বলেন ] কঃ ইদং বিবোচৎ ( কে ইহা বিশেষভাবে বলিবে )।

নিম্নস্থ অগ্নি অর্থাৎ পার্থিবাগ্নি এবং ঊর্দ্ধস্থ অগ্নি অর্থাৎ মধ্যমাগ্নি উভয়েই যজ্ঞ সম্পাদক ; ইহাদের মধ্যে কে বহুজ্ঞ ইহা নিয়া যখন বিবাদ হয়, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ঋত্বিগ্‌গণ সেই বিবাদ মিটাইতে সমর্থ হন না এবং বলেন উভয়েই বহুজ্ঞ, ইহাদের মধ্যে তারতম্য কে নির্ণয় করিতে পারে ? এই মন্ত্রে অবরঃ এবং যজ্ঞন্যোঃ ( 'যজ্ঞনী' শব্দের ষষ্ঠীর দ্বিবচন )—এই দুইটি পদ রহিয়াছে। নিম্নস্থ যজ্ঞনেতা অগ্নি—পার্থিবাগ্নি ; মন্ত্রটি পার্থিবাগ্নিপর ( ৩য় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

যত্র বিবদেতে দৈব্যৌ হোতারাবয়ং চাগ্নিরসৌ চ মধ্যমঃ কতরো নৌ যজ্ঞে ভূয়ো বেদেত্যাশক্নুবন্তি তৎসহমদনং সমানখ্যানা ঋত্বিজস্তেষাং যজ্ঞং সমশ্নুবানানাং কো ন ইদং বিবক্ষ্যতীতি ॥ ২ ॥

অবরঃ পরশ্চ=দৈব্যৌ হোতারৌ অয়ং চ অগ্নিঃ অসৌ চ মধ্যমঃ ( দিব্য হোতা বা যজ্ঞ সম্পাদক অর্থাৎ এই পার্থিবাগ্নি এবং ঐ মধ্যমাগ্নি ) ; যত্রা বদেতে—যত্র বিবদতে ( যেস্থলে বিবাদ করেন ), কতরো নৌ বিবেদ—কতরঃ নৌ যজ্ঞে ভূয়ঃ বেদ ( আমাদের মধ্যে যজ্ঞে কে বহু জানেন ), আশেকুরিৎ সধমাদং সখায়ঃ—ইতি আশক্নুবন্তি তৎসহমদনং সমান-

---

১। তত্র য এতে সখায়ঃ ( দুঃ )।
২। নক্ষতির্ব্যাপ্তিকর্মা, ব্যাপ্নুবন্তি কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৩। ইৎ এতয়োঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৪। সধমাদং সহমাদং সহস্পর্দ্ধাং সংঘর্ষম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৫। অপনেতুমিতি শেষঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
৬। আকারোঽত্র প্রতিষেধে ন শেকুর্ন শক্নুবন্তি ( স্কঃ স্বাঃ )।

খ্যানাঃ ঋত্বিজঃ ( সেই সহমদন অর্থাৎ সংঘর্ষ সমানখ্যাতিবিশিষ্ট ঋত্বিগ্‌গণ অপনীত করিতে সমর্থ হন না ) তেষাং যজ্ঞং সমস্রবানানাম্ [ ঋত্বিজাম্ ইদম্ অভূৎ ] ( যজ্ঞানুষ্ঠাতা সেই ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে এইরূপ ভাব হইয়াছিল—তাঁহারা এইরূপ বলিয়াছিলেন ) ক ইদং বিবোচৎ—কঃ নঃ ইদং বিবক্ষ্যতি ( আমাদের জন্য ইহা কে বলিবে অর্থাৎ কে বহুজ্ঞ ইহা কে নির্ণয় করিবে )। সধমাদম্—সহমাদম্—সহমদনম্ ( সংঘর্ষ বা বিবাদ )—'অপনেতুম্' এই উহ্য ক্রিয়ার কর্ম ; সখ্যাঃ=সমানখ্যানাঃ ; আশেকুঃ=আশক্নুবন্তি—ঈষৎ শক্নুবন্তি—ন শক্নুবন্তি ; বিবোচৎ—বিবক্ষ্যতি।

তস্যোত্তরা ভূয়সে নির্ব্বচনায় ॥ ৩ ॥

উত্তরা [ ঋক্ ] ( পরবর্ত্তী ঋক্ অর্থাৎ যে ঋক্‌টি অব্যবহিত পরেই উদ্ধৃত হইতেছে ) ভূয়সে নির্ব্বচনায় ( স্পষ্টতর নির্ব্বচনের নিমিত্ত )।

উপরি উদ্ধৃত মন্ত্রে পার্থিবাগ্নি এবং মধ্যমাগ্নি এতদুভয়েরই স্তুতি আছে ; যে মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে মাত্র পার্থিবাগ্নিই স্তুত হইয়াছেন। কাজেই এই মন্ত্রটি দ্বারা ইহাই আরও স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইবে যে, হবিষ্পান্তীয় সূক্ত পার্থিবাগ্নিপর।

॥ ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যাবন্মাত্রমুষসো ন প্রতীকং সুপর্ণ্যো বসতে মাতরিশ্বঃ।
তাবদ্দধাত্যুপ যজ্ঞমায়ন্ ব্রাহ্মণো হোতুরবরো নিষীদন্ ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।৮৮।১৯ )

হে মাতরিশ্বঃ ( হে মাতরিশ্বন্—হে বায়ো ) ন ( সম্প্রতি )[1] যাবন্মাত্রম্ ( যৎ পরিমাণ ) সুপর্ণ্যঃ ( রাত্রি সকল ) উষসঃ ( উষার ) প্রতীকং ( অপগত অংশ অর্থাৎ অনাগত ভাগ অথবা পুনর্দর্শন ) বসতে ( আচ্ছাদিত করে ) তাবৎ ( তৎ পরিমাণ ) হোতুঃ ( অগ্নি হোতা হইতে ) অবরঃ ( অল্পজ্ঞ ) ব্রাহ্মণঃ ( ব্রাহ্মণ হোতা ) যজ্ঞম্ আয়ন্ ( যজ্ঞে আগমন পূর্ব্বক ) নিষীদন্ ( উপবেশন করিয়া ) উপদধাতি ( যজ্ঞ ধারণ করেন )।

যজ্ঞ আরম্ভ হয় উষাকালে; রাত্রির অন্ধকারে উষার যতটুকু প্রকাশ আবৃত থাকে, যজ্ঞের ততটুকুই ধারণ করেন অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদনে স্বল্পমাত্র কর্তৃত্বই করেন যজ্ঞশালায় আগমনকারী যজ্ঞবেদিতে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ হোতা, যিনি অগ্নিরূপ হোতা হইতে অল্পজ্ঞ। উষার আবৃত অংশ যেরূপ সামান্য, ব্রাহ্মণ হোতার জ্ঞানও তদ্রূপ সামান্য। দিব্য হোতা অগ্নির যে বিজ্ঞান, মনুষ্য হোতা ব্রাহ্মণ তাহার অধিকারী হইতে পারেন কিনা মাতরিশ্বা এইরূপ প্রশ্ন করিলে, মাতরিশ্বাকে উক্তরূপ উত্তর প্রদান করা হইয়াছিল। মন্ত্রে স্পষ্টভাবে অগ্নিরই প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হোতার জ্ঞান অল্প হইলেও তিনি অগ্নির অনুগ্রহেই হোতৃকর্ম করিতে সমর্থ হন।

যাবন্মাত্রমুষসঃ প্রতীকং প্রত্যক্তং ভবতি প্রতিদর্শনমিতি বা ॥ ২ ॥

প্রতীকং প্রত্যক্তং ভবতি প্রতিদর্শনম্ ইতি বা ( 'প্রতীক' শব্দের অর্থ প্রত্যক্ত অর্থাৎ প্রতিগত অংশ বা অনাগতাংশ ; অথবা—প্রতিদর্শন বা পুনর্দর্শন )।

'প্রতীক' শব্দ প্রতি পূর্ব্বক গত্যর্থক বা দর্শনার্থক 'অঞ্চ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।[2] প্রত্যক্ত=প্রতিগত ; অর্থাৎ অপগত ভাগ বা অনাগতাংশ ) অথবা 'অঞ্চ' ধাতু দর্শনার্থক—প্রতীক—প্রতিদর্শন ( ৪র্থ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

অস্ত্যুপমানস্য সম্প্রত্যর্থে প্রয়োগ ইহেব নিধেহীতি যথা ॥ ৩ ॥

উপমানস্য ( উপমানের অর্থাৎ উপমাবাচক শব্দের ) সম্প্রত্যর্থে ( 'সম্প্রতি' এই অর্থে ) প্রয়োগঃ অস্তি ( প্রয়োগ আছে ), যথা ( যেমন ) ইহ ইব নিধেহি ( সম্প্রতি এখানে স্থাপন কর )।

---

১। নকারঃ সম্প্রত্যর্থে এব ( দুঃ )—( ৩য় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য ) ; ন—directly ( সাক্ষাৎস্বরূপ )।
২। অঞ্চতের্গত্যর্থস্য রূপম্ ( স্কঃ স্বাঃ ) ; দুর্গাচার্য্যের মতে 'প্রতীক' শব্দ 'অক' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

মন্ত্রে প্রযুক্ত 'ন' পদের অর্থ সম্প্রতি। 'ন' এর উপমানত্ব বা উপমাবাচকত্ব আছে (নিরু ১।৪)। উপমাবাচক যে সকল শব্দ তাহাদের 'সম্প্রতি' অর্থেও প্রয়োগ হইয়া থাকে; 'ইহেব নিবেহি' এই বাক্যে যেমন উপমাবাচক ইব=সম্প্রতি। মন্ত্রে নকারের 'সম্প্রতি' অর্থও সুসঙ্গত হয় না। সায়ণ প্রতিষেধার্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্ব্যাখ্যানুমত অনুবাদ—"হে বায়ু, যে পর্য্যন্ত রাত্রিগণ উষার মুখের আচ্ছাদন খুলিয়া না দেন, তখনই পার্থিব অগ্নি আসিয়া যজ্ঞের নিকট স্থান গ্রহণ করেন, তিনিই হোতা, তিনিই স্তোত্রকারী" (রমেশচন্দ্র)।

সুপর্ণাঃ সুপতনা এতা রাত্রয়ো বসতে মাতরিশ্বন্ জ্যোতির্বর্ণস্য ॥ ৪ ॥

সুপর্ণ্যঃ—সুপতনাঃ এতাঃ রাত্রয়ঃ (এই সকল রাত্রি যাহাদের পতন বা আগমন প্রাণিবর্গের পক্ষে অতি সুখকর), মাতরিশ্বঃ—মাতরিশ্বন্ (হে বায়ো), বর্ণস্য (সুন্দর বর্ণবিশিষ্ট উষার) জ্যোতিঃ (প্রকাশ) বসতে (আবৃত করিয়া রাখে)।

'প্রতীক' শব্দের অর্থ প্রতিগত অর্থাৎ অপগত ভাগ বা অনাগত ভাগ যাহা উষার জ্যোতি বা প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং যাহাকে রাত্রির অন্ধকার আবৃত রাখে।

তাবদুপদধাতি যজ্ঞমাগচ্ছন্ ব্রাহ্মণো হোতাস্যাগ্নের্হোতুরবরো নিষীদন্ ॥ ৫ ॥

তাবৎ উপদধাতি (তাবৎ পরিমাণ অর্থাৎ স্বল্প পরিমাণ) উপদধাতি (ধারণ করেন) যজ্ঞম্ আয়ন্—যজ্ঞম্ আগচ্ছন্ (যজ্ঞে আগমনকারী) ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণঃ হোতা (ব্রাহ্মণ হোতা), অস্য অগ্নেঃ হোতুঃ অবরঃ (এই অগ্নি হোতা হইতে নিকৃষ্ট), নিষীদন্ (যজ্ঞ সদনে উপবিষ্ট হইয়া)। উপদধাতি—মন্ত্রে ধাতু এবং উপসর্গ ব্যবহিত রহিয়াছে; যজ্ঞের স্বল্প অংশই ব্রাহ্মণ হোতা সম্পাদন করেন।

হোতৃজপস্ত্বনগ্নিবৈশ্বানরীয়ো ভবতি 'দেব সবিতরেতং ত্বা বৃণতেঽগ্নিং হোত্রায় সহ পিত্রা বৈশ্বানরেণ',[১] ইতি। ইমমেবাগ্নিং সবিতারমাহ সর্ব্বস্য প্রসবিতারং মধ্যমং বোত্তমং বা পিতরম্ ॥ ৬ ॥

হোতৃজপস্তু (হোতৃজপ কিন্তু) অনগ্নিবৈশ্বানরীয়ঃ ভবতি (অগ্নি ও বৈশ্বানরের একত্ব প্রতিপাদক হয় না)। দেব সবিতঃ (হে দেব সবিতঃ) পিত্রা বৈশ্বানরেণ সহ (পিতা বৈশ্বানরের সহিত) হোত্রায় (হোতৃকর্ম্মের নিমিত্ত) অগ্নিং ত্বা বৃণতে (অগ্নি তোমাকে বরণ করে) ইতি (ইত্যাদি)। ইমম্ এব অগ্নিং (এই পরিদৃশ্যমান পার্থিবাগ্নিকেই) সবিতারম্ আহ (সবিতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন), সবিতারং—সর্ব্বস্য প্রসবিতারম্ (সকলের প্রেরক), মধ্যমং বা উত্তমং বা পিতরম্ (মধ্যমাগ্নি বা উত্তমাগ্নিকে পিতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন)।

শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে হোতৃপাঠ্য জপই হোতৃজপ। 'দেব সবিতঃ…' ইত্যাদি হোতৃজপ। এই স্থলে বৈশ্বানর অগ্নির পিতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; কাজেই অগ্নি ও বৈশ্বানর পরস্পর

১। ঐ ব্রা ২.৫.৫ দ্রষ্টব্য।

ভিন্ন। 'সবিতা' শব্দের অর্থ স্কন্দস্বামী করিয়াছেন প্রেরক ; অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাবতীয় কর্মের প্রেরক অগ্নি—কারণ, এই সকল কর্ম অগ্নিপ্রণয়ন ( ঐ ব্রা ১।৪।২ )—পুরঃসরই হইয়া থাকে।[1] দুর্গাচার্য্যের মতে 'সবিতা' শব্দের অর্থ প্রসবকর্তা ; অগ্নি যজ্ঞ নির্বাহ করেন এবং যজ্ঞ হইতেই শস্য, প্রজা প্রভৃতির নিষ্পত্তি ( মনু ৩।৭৬ )।[2] বৈশ্বানর—মধ্যমাগ্নি বিদ্যুৎ অথবা উত্তমাগ্নি আদিত্য ; এতদুভয় হইতে পার্থিবাগ্নির উদ্ভব হয় ( ২৩শ পরিচ্ছেদ ১৬শ ও ১৭শ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য ), কাজেই ইহারা পার্থিবাগ্নির পিতা বা জনক।

যস্তু সূক্তং ভজতে যস্মৈ হবির্নিরুপ্যতেঽয়মেব সোঽগ্নির্বৈশ্বানরঃ ॥ ৭ ॥

তু ( কিন্তু ) যঃ সূক্তং ভজতে ( যে বৈশ্বানর সূক্ত ভজনা করেন ) যস্মৈ হবিঃ নিরুপ্যতে ( যে বৈশ্বানরকে হবিঃ প্রদান করা হয় ) অয়ম্ এব সঃ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ ( সেই বৈশ্বানর এই অগ্নিই )।

আচার্য্য-মত এবং পূর্ব্ব যাজ্ঞিকগণের মত বর্ণনা করিয়া শাকপূণির মতই সমর্থন করিতেছেন। হোতৃজপ অগ্নি ও বৈশ্বানরের ভিন্নতা প্রতিপাদক, ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু 'অপামুপস্থে…' ইত্যাদি মন্ত্র ( ঋ ৬।৮।৪, ২৬শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) বিদ্যুৎ ও আদিত্য হইতে বৈশ্বানর যে ভিন্ন তাহাও স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিতেছে। অনগ্নি-বৈশ্বানরীয় যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সকল যুক্তি অপেক্ষা শাকপূণি প্রদর্শিত যুক্তি প্রবল। বিশেষতঃ সূক্তভাগী বৈশ্বানর অর্থাৎ যে বৈশ্বানর সম্পূর্ণ সূক্তের দেবতা অথবা যে বৈশ্বানর হবির্ভাক্, সেই বৈশ্বানর অগ্নিই, সূর্য্যও নহেন বিদ্যুৎও নহেন।

নিপাতমেবৈতে উত্তরে জ্যোতিষী এতেনাভিধেয়েন ভজেতে ভজেতে ॥ ৮ ॥

এতে উত্তরে জ্যোতিষী ( এই ঊর্দ্ধতর জ্যোতির্দ্বয় ) এতেন অভিধেয়েন ( বৈশ্বানর এই নামে ) নিপাতম্ এব ভজেতে ভজেতে ( নিপাতেরই ভজনা করে )।

'নিপাত' শব্দের অর্থ সহমিলন বা সহস্তুতি ( ১৩শ পরিচ্ছেদের ৮ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )। বিদ্যুৎ এবং আদিত্যও বৈশ্বানর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন কিন্তু ইহারা নিপাতভাগী অর্থাৎ বৈশ্বানর নামে অন্য দেবতার সহিত স্তুত হইয়া থাকেন—আনুষঙ্গিক ভাবে বা গৌণভাবে, বৈশ্বানর নামে স্বতন্ত্রভাবে বা প্রধান ভাবে ইহাদের স্তুতি নাই।

ভজেতে ভজেতে—এই দ্বিরুক্তি অধ্যায় পরিসমাপ্তি সূচনার্থ।

॥ একত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

॥ সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

---

১। সর্বস্যাগ্নিহোত্রাদেঃ কর্মণোঽগ্নিপ্রণয়নপুরঃসরত্বাৎ প্রসবিতারং প্রেরয়িতারম্।

২। সর্বস্য প্রসবিতারং যজ্ঞদ্বারেণ।

# অষ্টম অধ্যায়

## প্রথম পরিচ্ছেদ

[ অথ ত্রয়োদশ পদানি—অতঃপর ত্রয়োদশ পদ বিবৃত হইতেছে ] (১) দ্রবিণোদাঃ।

দ্রবিণোদাঃ কস্মাদ্ধনং দ্রবিণমুচ্যতে—যদেনদভিদ্রবন্তি।

বলং বা দ্রবিণং—যদনেনাভিদ্রবন্তি। তস্য দাতা দ্রবিণোদাঃ ॥ ১ ॥

দ্রবিণোদাঃ কস্মাৎ ('দ্রবিণোদস্' শব্দ কি করিয়া নিষ্পন্ন হইল?) ধনং দ্রবিণম্ উচ্যতে (দ্রবিণ ধন বলিয়া অভিহিত হয়) যৎ এনৎ অভিদ্রবন্তি (যেহেতু ইহার অভিমুখে লোক প্রধাবিত হয়); বলং বা দ্রবিণম্ (অথবা 'দ্রবিণ' শব্দের অর্থ বল) যৎ অনেন অভিদ্রবন্তি (যেহেতু বলান্বিত হইয়া লোক শত্রুর অভিমুখে প্রধাবিত হয়); তস্য দাতা দ্রবিণোদাঃ (ধনের অথবা বলের দাতা—দ্রবিণোদাঃ)।

অগ্নি 'জাতবেদস্' এবং 'বৈশ্বানর' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া এখন দ্রবিণোদঃ প্রভৃতি ত্রয়োদশ শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রথমতঃ, 'দ্রবিণোদস্' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। 'দ্রবিণ' শব্দ গত্যর্থক 'দ্রু' ধাতুর উত্তর ইনন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (উ ২০৮); কর্মবাচ্যে প্রত্যয় যোগ করিলে 'দ্রবিণ' শব্দের অর্থ হইবে ধন এবং করণবাচ্যে যোগ করিলে অর্থ হইবে বল। দ্রবিণ+দানার্থক 'দাস্' ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়ে 'দ্রবিণোদস্' শব্দের নিষ্পত্তি; দ্রবিণদাস্=দ্রবিণোদস্। 'দ্রবিণোদস্' শব্দের অর্থ—ধনদাতা অথবা বলদাতা। দেবরাজ যজ্বার মতে 'দ্রবিণ' শব্দের উত্তর সকার উপজন (আগম), তদুত্তর দা+অসুন্ প্রত্যয়ে 'দ্রবিণোদস্' শব্দ নিষ্পন্ন।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ২ ॥

তস্য এষা ভবতি (দ্রবিণোদা দেবতাবিষয়ে এই ঋক্‌টী হইতেছে)। পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহা দ্রবিণোদার স্তুতিসম্পন্ন।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্রবিণোদা দ্রবিণসো গ্রাবহস্তাসো অধ্বরে।
যজ্ঞেষু দেবমীলতে ॥ ১ ॥

(ঋ ১।১৫।৭)

যঃ দ্রবিণোদাঃ (যিনি দ্রবিণোদা) [তং] দেবং (সেই দেবতাকে) দ্রবিণসঃ (অর্থলাভের আশায় যজ্ঞে সমাসীন অথবা হবিঃস্বরূপ ধনের প্রদাতা) গ্রাবহস্তাসঃ (প্রস্তরহস্ত) [ঋত্বিকগণ] অধ্বরে যজ্ঞে (=অধ্বরেষু যজ্ঞেষু—রাক্ষসাদি কর্তৃক অহিংসিত যজ্ঞসমূহে) ঈলতে (ঈড়তে—যাচ্ঞা স্তুতি পূজা বা সংবর্ধন করেন)।

গ্রাবহস্তাসঃ—"সোমের অভিষবে অর্থাৎ সোমরস নিষ্কাশনে সোম থেঁতলাইবার জন্য ব্যবহৃত চারিখানি পাষাণ"=গ্রাব; "চারিজন ঋত্বিক চারিখানি পাষাণহস্তে সোমখণ্ড আঘাত দিয়া রস বাহির করেন।" (ঐ ব্রা—রামেন্দ্রসুন্দর)। অধ্বরে যজ্ঞেষু—অধ্বরেষু যজ্ঞেষু (ব্যত্যয়েনৈকবচনং বহুবচনস্য স্থানে—স্কঃ স্বাঃ)। 'ধ্বর' ধাতুর অর্থ হিংসা; 'অধ্বর' শব্দের অর্থ অহিংসিত—অবৈগুণ্যবশতঃ রাক্ষসাদি যজ্ঞের হিংসা করিতে পারে না।[১]

দ্রবিণোদা যস্তম্ ॥ ২ ॥

যঃ দ্রবিণোদাঃ তং [ঈলতে] (যিনি দ্রবিণোদা তাঁহাকে স্তুতি করেন)—এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে।

দ্রবিণস ইতি দ্রবিণসাদিন ইতি বা দ্রবিণসানিন ইতি বা ॥ ৩ ॥

দ্রবিণসঃ ইতি ('দ্রবিণসঃ' ইহার অর্থ) দ্রবিণসাদিনঃ ইতি বা (দ্রবিণের জন্য অর্থাৎ দক্ষিণাদি ধনলাভের জন্য যজ্ঞে সমাসীন) দ্রবিণসানিনঃ ইতি বা (অথবা, হবিরাখ্য ধনের প্রদাতা)। দ্রবিণসঃ—উহা 'ঋত্বিজঃ' এই পদের বিশেষণ; দ্রবিণ+'সদ্' ধাতু অথবা দ্রবিণ+'সন্' (দানার্থক) ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়ে 'দ্রবিণস্' শব্দ নিষ্পন্ন।

দ্রবিণসস্তস্মাৎ পিবত্বিতি বা ॥ ৪ ॥

দ্রবিণসঃ তস্মাৎ পিবতু ইতি বা (অথবা সেই সোমরূপ ধন হইতে পান করুন, ইহাই অর্থ)।

অথবা 'দ্রবিণোদাঃ দ্রবিণসঃ পিবতু'—এইরূপ অন্বয় করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে; সকারান্ত 'দ্রবিণস্' শব্দই ধনবাচী, 'দ্রবিণস্' শব্দের পঞ্চমীর একবচনে—দ্রবিণসঃ।

---

১। অবৈগুণ্যাদ্রাক্ষসাদিভিরহিংসেতেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

দ্রবিণোদা সোমাখ্য ধন হইতে নিজাংশ পান করুন—ইহাই মন্ত্রের অর্থ ;[১] এইরূপ অর্থ করিলে 'পিবতু' পদের অধ্যাহার করিতে হয় বটে, কিন্তু 'যঃ দ্রবিণোদাস্তম্ ঈলতে'—ঈদৃশ কষ্টকল্পনা করিতে হয় না। এইমতে সম্পূর্ণ মন্ত্রের অন্বয়—দ্রবিণোদাঃ দ্রবিণসঃ পিবতু, গ্রাবহস্তাসঃ ( ঋত্বিজঃ ) অধ্বরে যজ্ঞেষু দেবমীলতে।

যজ্ঞেষু দেবমীলতে যাচন্তি স্তুবন্তি বর্দ্ধয়ন্তি পূজয়ন্তীতি বা ॥ ৫ ॥

ঈলতে ( ঈড়তে )—'ঈড়্' ধাতুর লট্ প্রথমপুরুষের বহুবচনের রূপ ; 'ঈড়্' ধাতু—যাচ্ঞার্থক, স্তুত্যর্থক, বর্দ্ধনার্থক এবং পূজার্থক।

তৎ কো দ্রবিণোদা ইন্দ্র ইতি ক্রৌষ্টুকিঃ। স বলধনয়োর্দাতৃতমস্তস্য চ সর্ব্বা বলকৃতিঃ 'ওজসো জাতমুত মন্য এনম্'ইতি চাহ ॥ ৬ ॥

( ঋ ১০।৭৩।১০ )

তৎ কঃ দ্রবিণোদাঃ ( তাহা হইলে দ্রবিণোদা কে ? ) ইন্দ্রঃ ইতি ক্রৌষ্টুকিঃ ( ক্রৌষ্টুকি বলেন—দ্রবিণোদা—ইন্দ্র ) ; সঃ বলধনয়োঃ দাতৃতমঃ ( ইন্দ্র বল ও ধনের প্রকৃষ্টতম দাতা ), তস্য চ সর্ব্বা বলকৃতিঃ ( যাবতীয় বলসাধ্য কর্ম ইন্দ্রেরই ) ওজসঃ উত ( আর বল হইতে ) ; এনম্ ( এই ইন্দ্রকে ) জাতং মন্যে ( সম্ভূত বলিয়া মনে করি ),[২] ইতি আহ ( মন্ত্রে ইহা বলা হইয়াছে )।

আচার্য্য ক্রৌষ্টুকি মনে করেন—ইন্দ্রই দ্রবিণোদা ; কারণ, বল ও ধন ( যাহা 'দ্রবিণ' শব্দের অর্থ ) দান করিতে ইন্দ্রেরই প্রকৃষ্ট সামর্থ্য আছে। বিশেষতঃ যাবতীয় বলসাধ্য কার্য্য ইন্দ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। মন্ত্রেও বলা হইয়াছে—বলরাশি হইতেই ইন্দ্রের জন্ম।

অথাপ্যগ্নিং দ্রাবিণোদসমাহৈষ পুনরেতস্মাজ্জায়তে।
'যো অশ্মনোরন্তরগ্নিং জজান' ( ঋ ২।১২।৩ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৭ ॥

অথাপি ( আরও ) অগ্নিং ( অগ্নিকে ) দ্রাবিণোদসম্ আহ ( দ্রবিণোদ'র অপত্য বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে ), এষ পুনঃ এতস্মাৎ জায়তে ( অগ্নি আবার ইন্দ্র হইতেই জাত হয় )। যঃ অশ্মনোঃ অন্তঃ ( যিনি মেঘ-খণ্ডদ্বয়ের মধ্যে ) অগ্নিং জজান ( অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিলেন ) [ স জনাস ইন্দ্রঃ ] ( হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র )—ইত্যপি নিগমঃ ভবতি ( এই বৈদিকবাক্যও আছে )।

---

১। অথবা সকারান্ত এব ধনবচনঃ, ততশ্চ দ্রবিণস ইতি।পঞ্চমী। তেনায়মর্থোঽভবতি—দ্রবিণোদা নাম দেবঃ। দ্রবিণসো ধনাৎ সোমাখ্যাদেকদেশং স্বাংশলক্ষণং পিবতু ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। উক্ত শব্দোঽপার্থে ওজসশ্চ পরো দ্রষ্টব্যঃ বলাদপি জাতং মন্যে ( স্কঃ স্বাঃ )

দ্রবিণোদা যে ইন্দ্র, তদ্বিষয়ে দ্বিতীয় যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। অগ্নির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—তিনি দ্রাবিণোদস অর্থাৎ দ্রবিণোদার অপত্য—'দ্রবিণোদাঃ পিবতু দ্রাবিণোদসঃ' [১] (ঋ ২।৩৭।৪)। অগ্নি কিন্তু ইন্দ্রেরই অপত্য—কারণ, 'যো অশ্মনোরন্তঃ……' এই মন্ত্রে স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র হইতেই অগ্নি উৎপন্ন। কাজেই দ্রবিণোদাঃ—ইন্দ্র।

অথাপ্যৃতুযাজেষু দ্রাবিণোদসাঃ প্রবাদা ভবন্তি।

তেষাং পুনঃ পাত্রস্যৈন্দ্রপানমিতি ভবতি ॥ ৮ ॥

অথাপি (আরও) ঋতুযাজেষু (ঋতুযাজ মন্ত্রসমূহে) দ্রাবিণোদসাঃ প্রবাদাঃ ভবন্তি ('দ্রবিণোদা' শব্দযুক্ত উক্তিসমূহ রহিয়াছে)[২] পুনঃ (আর) তেষাং পাত্রস্য (সেই সমস্ত মন্ত্রের যে পাত্র, তাহার) ইন্দ্রপানম্ ইতি ভবতি (ইন্দ্রপান এই সংজ্ঞা হয়)।

দ্রবিণোদা যে ইন্দ্র তদ্বিষয়ে আরও একটি যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। "চৈত্রমাস হইতে আরম্ভ করিয়া ফাল্গুন পর্যন্ত বারমাসের উদ্দেশে বারটি ঋতুগ্রহ বিহিত।" "সোমরসের যে অংশ পাত্রে অথবা স্থালীতে আহুতির জন্য গৃহীত হইয়া আহবনীয় অগ্নিতে দেবতোদ্দেশে অর্পিত হয়, তাহার নাম গ্রহ।" যে সকল মন্ত্রে ঋতু অর্থাৎ মাসসমূহের উদ্দেশে সোমরসের আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহাদের নাম ঋতুযাজ এবং যে পাত্রে করিয়া সোমরস অর্পিত হয়, তাহার নাম ইন্দ্রপান; 'ইন্দ্রপান' শব্দের অর্থ—ইন্দ্র পান করেন যে পাত্রের দ্বারা।[৩] ঋগ্বেদের ২।৩৭।১-৪ মন্ত্রসমূহ ঋতুযাজ; এই সকল মন্ত্রে দ্রবিণোদার প্রবচন অর্থাৎ দ্রবিণোদার সম্বন্ধে বিশেষ উক্তি রহিয়াছে—যেমন, সোমং দ্রবিণোদঃ পিব ঋতুভিঃ (হে দ্রবিণোদা, ঋতুগণের সহিত সোম পান কর); দ্রবিণোদাঃ পিবতু দ্রাবিণোদসঃ (যাঁহার অপত্য দ্রাবিণোদস অর্থাৎ অগ্নি—সেই দ্রবিণোদা সোম পান করুন অথবা দ্রাবিণোদার অর্থাৎ অগ্নির তুল্য যে দ্রবিণোদা তিনি পান করুন)।[৪] দ্রবিণোদা দেবতা, তিনি সোম পান করেন ইন্দ্রপান অর্থাৎ ইন্দ্রের পানীয় পাত্রের দ্বারা; কাজেই দ্রবিণোদাঃ—ইন্দ্র। আহুতি পাত্রের নাম যে ইন্দ্রপান, তাহার প্রমাণ—'হোতা যক্ষদ্দেবং দ্রবিণোদসম্…' ইত্যাদি মন্ত্র (প্রৈষ ৫১)।

অথাপ্যেনং সোমপানেন স্তৌতি ॥ ৯ ॥

অথাপি (আরও) এনং (দ্রবিণোদাকে) সোমপানেন স্তৌতি (সোমপানের দ্বারা স্তুতি করা হয়)।

ঋতুযাজমন্ত্রে (২।৩৭।১ দ্রষ্টব্য) সোম পানের দ্বারা দ্রবিণোদার স্তুতি করা হইয়াছে। সোম পান ইন্দ্রই করিয়া থাকেন—সোম পানের সহিত ইন্দ্রেরই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; 'সোমাপ্যায়ন'

---

১। যস্যাপত্যং দ্রাবিণোদসোঽগ্নিঃ স দ্রবিণোদা ইতি (দুঃ)।
২। দ্রবিণোদঃ শব্দ যুক্তাঃ প্রবাদা ভবন্তি (দুঃ)।
৩। ইন্দ্রঃ পিবতি যেন চমসস্থানীয়েন তৎ (স্কঃ মঃ); ইন্দ্রস্য পাতুং সোমান্ (দুঃ)।
৪। পূর্বোপপন্নং চৈতৎ, চৈত্রাদিনামাভিসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ (স্কঃ ভাঃ)।

মন্ত্রসমূহে ( মৈঃ সং ১।২।৭, ৩।৮।২ ; শুক্ল-যজুঃ ৫।৭ দ্রষ্টব্য ) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সোম ইন্দ্রেরই নিমিত্ত কল্পিত। কাজেই দ্রবিণোদাঃ—ইন্দ্র।

অথাপ্যাহ 'দ্রবিণোদাঃ পিবতু দ্রাবিণোদস' ইতি ॥ ১০ ॥

( ঋ ২।৩৭।৪ )

অথাপি আহ ( আরও বলা হইয়াছে ) [ যস্য অপত্যং ] দ্রাবিণোদসঃ ( দ্রাবিণোদস অর্থাৎ অগ্নি যাঁহার অপত্য ) [ সঃ ] দ্রবিণোদাঃ পিবতু ( সেই দ্রবিণোদা সোম পান করুন )।[১]

উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে 'দ্রবিণোদাঃ' এবং 'দ্রাবিণোদসঃ'—এই দুইটি পদ রহিয়াছে। দ্রবিণোদা দ্রাবিণোদসের অর্থাৎ অগ্নির জনক ; কাজেই দ্রবিণোদা—ইন্দ্র। পূর্ব্বেও এতদ্বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে ( ৭ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )। স্কন্দস্বামী বলেন, পূর্ব্বে যে অবতারণা করা হইয়াছে তাহা ভাষ্যকারের দ্বারা নহে, ব্যাখ্যাতৃগণের দ্বারা ; বিশেষতঃ পূর্ব্বে ( ৭ম সন্দর্ভে ) অগ্নির দ্রাবিণোদসত্ব সাধন করা হইয়াছে ; এক্ষণে দ্রবিণোদার ইন্দ্রত্বসাধন করাই পূর্ব্বপক্ষের উদ্দেশ্য।

অয়মেবাগ্নির্দ্রবিণোদা ইতি শাকপূণিঃ। আগ্নেয়েষ্বেব সূক্তেষু দ্রাবিণোদসাঃ প্রবাদা ভবন্তি। 'দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্' ( ঋ ১।৯৬।১ ) ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১১ ॥

অয়ম্ এব অগ্নিঃ দ্রবিণোদাঃ ( এই দৃশ্যমান পার্থিবাগ্নিই দ্রবিণোদা ) ইতি শাকপূণিঃ ( আচার্য্য শাকপূণি ইহা মনে করেন )। আগ্নেয়েষু এব সূক্তেষু ( আগ্নেয় সূক্তসমূহেই ) দ্রাবিণোদসাঃ প্রবাদাঃ ভবন্তি ( দ্রবিণোদার সম্বন্ধে প্রবচন বা উক্তিসমূহ রহিয়াছে )। দেবাঃ ( দেবগণ ) দ্রবিণোদাম্ ( হবিরাখ্য ধনের বহন কর্ত্তা ) অগ্নিং ( অগ্নিকে ) ধারয়ন্ ( অধারয়ন্—ধারণ করিয়াছিলেন )[২] ইত্যপি নিগমঃ ভবতি ( এই বৈদিকবাক্যও আছে )।

শাকপূণি আচার্য্যের মতে পৃথিবীস্থান অগ্নিই দ্রবিণোদা ; যাস্কাচার্য্যেরও ইহাই মত। আগ্নেয় সূক্তসমূহে ( অর্থাৎ অগ্নি-দেবতাক বহু সূক্তে ) দ্রবিণোদার প্রবাদ অর্থাৎ উক্তি আছে—অগ্নির বিশেষণরূপে দ্রবিণোদার প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। 'দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্'—ইহা বৈদিকবাক্য—আগ্নেয় সূক্তান্তর্গত একটি মন্ত্রের অংশ ; দ্রবিণোদা অগ্নির বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য এই যে, এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে 'দ্রবিণোদা' শব্দ, 'দ্রবিণোদস্' শব্দ নহে। বস্তুগত্যা দ্রবিণোদা এবং দ্রবিণোদস্ একার্থক ; দ্রবিণোদা নিষ্পন্ন হইয়াছে 'দা' ধাতু হইতে এবং দ্রবিণোদস্ নিষ্পন্ন হইয়াছে 'দাস্' ধাতু হইতে—উভয় ধাতুরই অর্থ দান।

যথো এতৎ স বলধনয়োর্দাতৃতম ইতি সর্ব্বাসু দেবতাস্বৈশ্বর্য্যং বিদ্যতে ॥ ১২ ॥

যথো এতৎ ( আর যে বলা হইয়াছে ) সঃ বলধনয়োঃ দাতৃতমঃ ইতি ( ইন্দ্র বল ও ধনের

---

১। যস্যাপত্যং দ্রাবিণোদসোঽগ্নিঃ স এব দ্রবিণোদা ইতি ( দুঃ ) ; ( অষ্টম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

২। ছান্দসত্বাদড়ভাবঃ ( স্কঃ দুঃ )।

প্রকৃষ্টতম দাতা।) [ এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ] সর্বাসু দেবতাসু ঐশ্বর্যং বিদ্যতে ( সকল দেবতার মধ্যেই ঐশ্বর্য বর্তমান আছে )।

'দ্রবিণোদা' শব্দে বুঝায় ইন্দ্রকে—এতৎপক্ষে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ইন্দ্রই দ্রবিণের অর্থাৎ বল ও ধনের প্রকৃষ্টতম দাতা ( ৬ষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সকল দেবতাই বল ও ধনের দাতা হইতে পারেন, কারণ, সকল দেবতার মধ্যেই ঐশ্বর্য বা ঈশ্বরত্ব আছে। এই ঐশ্বর্যবলে অগ্নি, সূর্য প্রভৃতি দেবতারও বল ও ধনদানে সামর্থ্য আছে ; বল ও ধন দান করা মাত্র ইন্দ্রেরই বৈশিষ্ট্য নহে।

যথো এতদোজসো জাতমুত মন্য এনমিতি চাহেত্যয়মপ্যগ্নি রোজসা বলেন মথ্যমানো জায়তে তস্মাদেনমাহ সহসস্পুত্রং সহসঃ সূনুং সহসো যহুম্॥ ৩॥

যথো এতৎ ( আর যে বলা হইয়াছে ) ওজসঃ জাতম্ উত মন্যে এনম্ ইতি চ আহ ( ইন্দ্রকে বল হইতে সম্ভূত বলিয়া মনে করি—মন্ত্রে ইহা বলা হইয়াছে ) ; [এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ] অয়ম্ অপি অগ্নিঃ ( এই অগ্নিও ) ওজসা = বলেন ( বল দ্বারা ) মথ্যমানঃ ( মথ্যমান হইয়া ) জায়তে ( জাত হয় ) তস্মাৎ ( তন্নিমিত্তই ) এনং সহসঃ পুত্রং সহসঃ সূনুং সহসঃ যহুম্ আহ ( এই অগ্নিকে বলের পুত্র, বলের সূনু এবং বলের যহু বলা হয় )।

যাবতীয় বলসাধ্য কার্য ইন্দ্র সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইন্দ্রের সহিত বলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ইন্দ্র বলরাশি হইতে সমুৎপন্ন—দ্রবিণোদার ইন্দ্রত্ব প্রদর্শনার্থ ঈদৃশ যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে ( ৬ষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )। এই যুক্তির খণ্ডনে বলা যাইতে পারে যে, মাত্র ইন্দ্রের সহিতই যে বলের সম্বন্ধ তাহা নহে, অগ্নির সহিতও বলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বলের দ্বারা মথিত হইয়াই অগ্নি সমুৎপন্ন হয় ; এইজন্য অগ্নিকে বলা হয়—সহসঃ পুত্রম্ ( সহসস্পুত্রঃ—ঋ ২।৭।৬ ) সহসঃ সূনুম্ ( সহসঃ সূনো—ঋ ৮।৭৫।৩ ) সহসঃ যহুম্ ( সহসঃ যহো—ঋ ১।৭৯।৪ )। 'সহস্' শব্দের অর্থ বল এবং পুত্র সূনু ও যহু সমানার্থক—সন্তানবাচী। কাজেই যে যুক্তিতে দ্রবিণোদাকে ইন্দ্র বলা হইয়াছে, সেই যুক্তিতেই দ্রবিণোদাকে অগ্নি বলা যাইতে পারে।

যথো এতদগ্নিং দ্রাবিণোদসমাহেত্যৃত্বিজোঽত্র দ্রবিণোদস উচ্যন্তে হবিষো দাতারস্তে চৈনং জনয়ন্তি। 'ঋষীণাং পুত্রো অধিরাজ এষঃ' ( শুক্ল-যজুঃ ৫।৪ ) ইত্যপি নিগমো ভবতি॥ ১৪॥

যথো এতৎ ( আর যে বলা হইয়াছে ) অগ্নিং দ্রাবিণোদসম্ আহ ইতি ( অগ্নিকে দ্রবিণোদার অপত্য বলা হয় ), [ এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ] ঋত্বিজঃ অত্র দ্রবিণোদসঃ উচ্যন্তে ( ঋত্বিক্‌গণকেই এই স্থানে দ্রবিণোদা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে ), হবিষঃ দাতারঃ তে চ এনং জনয়ন্তি ( হবির দাতা হইয়াই তাঁহারা অগ্নির উৎপাদক হইয়া থাকেন ) ; ঋষীণাং পুত্রঃ অধিরাজঃ এষঃ ( ঋষিগণের অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণের পুত্র সমধিক দীপ্তিসম্পন্ন এই অগ্নি )—ইত্যপি নিগমঃ ভবতি ( এই বৈদিকবাক্যও আছে )।

দ্রবিণোদা যে ইন্দ্র তদ্বিষয়ে অপর এই যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে : অগ্নিকে দ্রবিণোদার অপত্য বলা হইয়াছে, অগ্নি আবার ইন্দ্রেরও পুত্র, কাজেই দ্রবিণোদা—ইন্দ্র ( ৭ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )। এতদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, অগ্নি বাস্তবিকই দ্রবিণোদার পুত্র, কিন্তু 'দ্রবিণোদস্' শব্দের অর্থ এখানে ঋত্বিক্ ; ঋত্বিক্গণই হবিঃস্বরূপ ধনের প্রদাতা।[1] ঋত্বিক্গণই আবার অগ্নির জনক—তাঁহারাই হবিঃপ্রদান করিয়া অগ্নি সমুৎপন্ন করেন। 'ঋষীণাং পুত্রঃ……'এই বৈদিক মন্ত্রেও অগ্নিকে ঋত্বিক্গণের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋত্বিক্গণের পুত্র বলিয়াই অগ্নি দ্রাবিণোদস, ইন্দ্রের পুত্র বলিয়া নহে।

যথো এতত্তেষাং পুনঃ পাত্রস্যৈন্দ্রপানমিতি ভবতীতি ভক্তিমাত্রং তদ্ভবতি।
যথা বায়ব্যানীতি সর্বেষাং সোমপাত্রাণাম্ ॥ ১৫ ॥

যথো এতৎ ( আর যে বলা হইয়াছে ) তেষাং পুনঃ পাত্রস্য ( সেই সমস্ত ঋতুযাজ মন্ত্রের যে পাত্র তাহার ) ইন্দ্রপানম্ ইতি ভবতি ইতি ( ইন্দ্রপান এই সংজ্ঞা হয় ) [ তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে ] ভক্তিমাত্রং তৎ ভবতি ( তাহা উপচার মাত্র ) যথা বায়ব্যানি ইতি সর্বেষাং সোমপাত্রাণাম্ ( যেমন বায়ব্য এই নাম সর্বপ্রকার সোমপাত্র সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় )।

ঋতুযাজ মন্ত্রে যে পাত্রে করিয়া সোমরস অর্পিত হয় তাহার নাম ইন্দ্রপান। দ্রবিণোদা দেবতা, তিনি সোমরস পান করেন ইন্দ্রপান পাত্রের দ্বারা ; কাজেই দ্রবিণোদা—ইন্দ্র—ইহাই পূর্বপক্ষের অর্থাৎ দ্রবিণোদার ইন্দ্রত্বপক্ষের যুক্তি ( ৮ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )। এতদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ইন্দ্রপান নামটি উপচার মাত্র অর্থাৎ গৌণভাবে প্রযুক্ত—ঐশ্বর্য্যপ্রদ সোম যে পাত্রে করিয়া পান করা হয় তাহার নামই ইন্দ্রপান, ইন্দ্র যে পাত্রে সোম পান করেন মাত্র তাহারই নাম যে ইন্দ্রপান তাহা নহে। যেমন বায়ব্য এই নাম ; সর্বদেবতার সোমপাত্রের নামই বায়ব্য[2]—মাত্র বায়ু-দেবতার যে পাত্র তাহারই নাম যে বায়ব্য তাহা নহে। কাজেই ইন্দ্রপান নামক পাত্রে পান করেন বলিয়াই যে দ্রবিণোদা=ইন্দ্র, ঈদৃশ যুক্তির কোন অর্থ নাই। 'বায়ব্য' এই নামটি শুক্ল-যজুর্বেদের ১৮।২১ মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়।

যথো এতৎ সোমপানেনৈনং স্তৌতীত্যপ্যস্মিন্নপ্যেতদুপপদ্যতে
'সোমং পিব মন্দসানো গণশ্রিভিঃ' ( ঋ ৫।৬০।৮ )
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৬ ॥

যথো এতৎ ( আর যে বলা হইয়াছে ) সোমপানেন এনং স্তৌতি ইতি ( সোমপানের দ্বারা দ্রবিণোদার স্তুতি করা হয় বলিয়াই দ্রবিণোদা—ইন্দ্র ) [ তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে ]

---

১। হবির্লক্ষণস্য ধনস্য দাতৃত্বাদৃত্বিজ উচ্যন্তে ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। বায়ব্যাদ্যুপলক্ষিতে ইতি সর্বসোমপাত্রাণাং সমাখ্যা ভবতি ( স্কঃ স্বাঃ )।

অস্মিন্ অপি এতৎ উপপদ্যতে ( অগ্নিবিষয়েও ঈদৃশ স্তুতি উপপন্ন হয় ); [ হে অগ্নে ] মন্দসানঃ ( মোদমান অর্থাৎ হর্ষান্বিত হইয়া ) গণশ্রিভিঃ ( গণবদ্ধভাবে তোমার আশ্রিত মরুদ্গণের সহিত ) সোমং পিব ( সোমপান কর ) ইত্যপি নিগমঃ ভবতি ( এই বৈদিক বাক্যও আছে )।

সোমপানের দ্বারা দ্রবিণোদার স্তুতি করা হয়; সোমপান ইন্দ্রই করিয়া থাকেন। সোমপানের সহিত ইন্দ্রের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এই যুক্তিতে বলা হইয়াছে যে, দ্রবিণোদা= ইন্দ্র। এই যুক্তি দুর্বল; কারণ—অগ্নিরও সোমপান আছে। উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের অর্থ—হে অগ্নে, তুমি মরুদ্গণের সহিত সোম পান কর। কাজেই দ্রবিণোদা—অগ্নি, ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

যথো এতদ্ 'দ্রবিণোদাঃ পিবতু দ্রাবিণোদস' ( ঋ ২।৩৭।৪ )
ইত্যস্য বৈ তদ্ভবতি ॥ ১৭ ॥

যথো এতৎ ( আর যে বলা হইয়াছে ) দ্রবিণোদাঃ পিবতু দ্রাবিণোদসঃ ইতি ( দ্রাবিণোদস দ্রবিণোদা পান করুন ) তৎ অস্য বৈ ভবতি ( তাহা এই অগ্নির পক্ষেই উপপন্ন হয় )।

দ্রাবিণোদস অর্থাৎ অগ্নি যাঁহার অপত্য সেই দ্রবিণোদা সোম পান করুন—উক্ত মন্ত্রাংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া 'দ্রবিণোদস্' শব্দের ইন্দ্র অর্থ কল্পিত হইয়াছে। ( ১০ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )। বলা বাহুল্য, ইহা কষ্ট কল্পনা। অগ্নিপক্ষবাদী বলিতেছেন, অগ্নিপক্ষেই বরং 'দ্রবিণোদাঃ পিবতু ····'এই উক্তির উপপত্তি হয়। দ্রবিণোদাঃ=অগ্নি, কারণ, দ্রবিণোদা দ্রাবিণোদস অর্থাৎ দ্রবিণোদা বা ঋত্বিক্গণ-কর্তৃক জনিত বা উৎপাদিত ( ১৪শ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )। ঋতুযাজ মন্ত্রসমূহে অগ্নিরও সোমভাগিত্ব পরিদৃষ্ট হয়।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মেযন্তু তে বহ্নয়ো যেভিরীয়সেঽরিষ্যন্ বীলয়স্বা বনস্পতে।
আয়ূয়া ধৃষ্ণো অভিগূর্যা ত্বং নেষ্ট্রাৎ সোমং দ্রবিণোদঃ পিব ঋতুভিঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ২।৩৭।৩)

দ্রবিণোদঃ বনস্পতে (হে দ্রবিণোদঃ হে বনস্পতে), যেভিঃ ঈয়সে (যাহাদের দ্বারা তুমি গমন কর) তে বহ্নয়ঃ মাদ্যন্তু (সেই সকল অশ্ব হৃষ্ট বা তৃপ্ত হউক), অরিষ্যন্ (কাহারও হিংসা না করিয়া)[1] বীলয়স্বা (দৃঢ় হও); ধৃষ্ণো (হে ধর্ষণকারী) আয়ূয় (আলোড়িত করিয়া) অভিগূর্য (অভ্যুত্থিত বা উত্তোলিত করিয়া) নেষ্ট্রাৎ (নেষ্টার স্বকীয় ধিষ্ণ্য হইতে) ত্বং ঋতুভিঃ সোমং পিব (তুমি ঋতুগণের সহিত সোম পান কর)।

এই মন্ত্রে 'দ্রবিণোদস্'-শব্দ ও 'বনস্পতি' শব্দের পরস্পর সামানাধিকরণ্য এবং বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব বর্তমান। কাজেই দ্রবিণোদা এবং বনস্পতি অভিন্ন। 'বনস্পতি' শব্দের অর্থ অগ্নি (৪র্থ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য); কাজেই দ্রবিণোদা যে অগ্নি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মেযন্তু তে বহ্নয়ো বোঢ়ারো যৈর্যাস্যরিষ্যন্ দৃঢ়ীভব ॥ ২ ॥

বহ্নয়ঃ—বোঢ়ারঃ (বহনকারিগণ অর্থাৎ অশ্বগণ); যেভিঃ ঈয়সে—যৈঃ যাসি (যাহাদের সাহায্যে গমন কর); অরিষ্যন্=অরিষ্যন্ (হিংসা না করিয়া);[2] বীলয়স্বা—বীলয়স্ব=দৃঢ়ীভব (দৃঢ় হও)।

আয়ূয় ধৃষ্ণো অভিগূর্য ত্বং নেষ্ট্রীয়াদ্ধিষ্ণ্যাৎ ॥ ৩ ॥

আয়ূয়া—আয়ূয় (আ+'যু' ধাতু হইতে);[3] অভিগূর্যা=অভিগূর্য (উদ্যমনার্থক 'গুর' ধাতু হইতে);[4] নেষ্ট্রাৎ=নেষ্ট্রীয়াৎ ধিষ্ণ্যাৎ—নেষ্টার ধিষ্ণ্য হইতে; "সোমযজ্ঞে মহাবেদির পশ্চিমাংশে সদঃশালা নামে মণ্ডপ থাকে; ঐ মণ্ডপে সারি সারি ছয়টি অগ্নিস্থান নির্মিত হয়; ঐ অগ্নিস্থানের নাম ধিষ্ণ্য; সোমযাগের সময় অচ্ছাবাক, নেষ্টা, পোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, হোতা ও মৈত্রাবরুণ এই কয়জন ঋত্বিক্ যথাক্রমে ঐ ধিষ্ণ্যে বসিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। এই ধিষ্ণ্য শ্রেণীর দুই প্রান্তে দুইখানি ছোট ঘরে আর দুইটি ধিষ্ণ্য বা অগ্নিস্থান থাকে। তাহাদের নাম আগ্নীধ্রীয় ও মার্জ্জালীয়।" (রামেন্দ্রসুন্দর—ঐ ব্রা)।

---

১। অহিংসন্ত (স্ক: স্বা:) দুর্গাচার্য্যের মতে—অহিংস্যমানঃ কেনচিদপি (কাহারও দ্বারা হিংসিত না হইয়া)।

২। ধাতুপাঠে 'রিষ্' ধাতু ভ্বাদি এবং হিংসার্থক।

৩। আয়ূয় আলোড্য (স্ক: স্বা:)।

৪। অভিগূর্য অভ্যুদ্যম্য (দুঃ)।

ধিক্ষ্যো ধিষণো ধিষণাভবঃ, ধিষণা বাক্, ধিষের্দধাত্যর্থে।
ধীসাদিনীতি বা ধী-সানিনীতি বা ॥ ৪ ॥

ধিষ্ণ্যঃ = ধিষণ্যঃ ; ধিষণ্যঃ ধিষণাভবঃ ( 'ধিষণ্য' শব্দের অর্থ ধিষণার উদ্ভবস্থল ); ধিষণা বাক্ ( 'ধিষণা' শব্দের অর্থ বাক্ বা শব্দ—নিঘ ১।১১ ) ধিষের্দধাত্যর্থে ( ধারণার্থে বর্তমান 'ধিষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )। ধীসাদিনী ইতি বা ( অথবা 'ধিষণা' শব্দের অর্থ ধীসাদিনী—ধী অর্থাৎ প্রজ্ঞা বা কর্ম ইহাতে অবস্থান করে )[1] ধীসানিনী ইতি বা ( অথবা, 'ধিষণা' শব্দের অর্থ ধীসানিনী—বাক্ কর্ম অথবা প্রজ্ঞার সেবাকারিণী )।

প্রসঙ্গত 'ধিষ্ণ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। ধিষ্ণ্যঃ—ধীষণ্যঃ অর্থাৎ ধিষণাভব। 'ধিষণাভব' শব্দের অর্থ ধিষণার অর্থাৎ বাক্যের ( মন্ত্রাত্মক বাক্যের ) উদ্ভবস্থল—ধিষ্ণ্যে বসিয়াই হোতা প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণ মন্ত্রপাঠ করেন। ধিষণা—বাক্ ; ধারণার্থক 'ধিষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন[2]—বাক্য অর্থকে ধারণ করে—শব্দ ও অর্থের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। অথবা, ধী + 'সদ্' ধাতু হইতে অথবা ধী + 'সন্' ধাতু হইতে 'ধিষণা' শব্দ নিষ্পন্ন ; ধী অর্থাৎ কর্ম বা প্রজ্ঞায় বাক্য নিবাস করে—কর্ম বা প্রজ্ঞা অনুসারেই বাক্যবিকাশ হইয়া থাকে ; 'সন্' ধাতুর অর্থ সম্ভজন বা সেবা—বাক্য প্রজ্ঞা বা কর্মের অধীন, বাক্য ইহাদের সম্ভজনা বা সেবা করে। ধীসদনা অথবা ধীসননা—ধিষণা।

বনস্পত ইত্যেনমাহ। এষ হি বনানাং পাতা বা পালয়িতা বা।
বনং বনোতেঃ। পিবর্তুভিঃ কালৈঃ ॥ ৫ ॥

বনস্পতে ইতি এনম্ আহ ( 'বনস্পতে' এই সম্বোধন দ্রবিণোদাকে উদ্দেশ করিয়া করা হইয়াছে ); বনস্পতি = বনানাং পাতা ( বনের পাতা বা রক্ষক ) বা ( অথবা ) বনানাং পালয়িতা ( বনের পালনকর্তা )। বনং বনোতেঃ ( 'বন' শব্দ 'বন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )। পিব ঋতুভিঃ—এইস্থলে ঋতুভিঃ = কালৈঃ ( 'ঋতু' শব্দের অর্থ কাল )।

মন্ত্রে বনস্পতে দ্রবিণোদঃ—এইরূপ সামানাধিকরণ্য থাকায় স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, বনস্পতি বলিয়া সম্বোধন দ্রবিণোদাকেই করা হইয়াছে। 'বনস্পতি' শব্দের অর্থ অগ্নি ; কারণ, 'বহ দেবত্রা দিধিষো হবীংষি' ( তৈঃ সং ৪।১৩।৭, কাং সং ১৮।২১ ) এই মন্ত্রে বনস্পতিকে হবির বহন কর্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ; হবির বহন কর্ম অগ্নিই করিয়া থাকেন। কাজেই 'দ্রবিণোদস্' শব্দের অর্থ অগ্নি, ইন্দ্র নহে। 'বনস্পতি' শব্দের অগ্নি অর্থে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। অগ্নি বনের পতি অর্থাৎ রক্ষক বা পালক ;

---

১। ধীঃ প্রজ্ঞা কর্ম বা সা এতস্যাং সীদতি ( দুঃ ) ; ধীঃ সাদিনী যত্র—এইরূপ সমাস বাক্য।

২। ধাতু পাঠে 'ধিষ' শব্দে।

বৃক্ষসমূহের মধ্যে অগ্নি অন্তর্হিত আছে, বন অর্থাৎ বৃক্ষসমূহকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেও অগ্নি তাহা করেনা—কাজেই অগ্নি বনের রক্ষক বা পালক। 'পা' ধাতু অথবা চুরাদি 'পল্' ধাতু হইতে 'পতি' শব্দ নিষ্পন্ন; উভয় ধাতুর অর্থই রক্ষা করা। সম্ভজনার্থক 'বন্' ধাতু হইতে 'বন' শব্দ নিষ্পন্ন'[1]—কাষ্ঠার্থী জনগণ বনের ভজনা বা সেবা করে।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। ধাতুপাঠে সম্ভজনার্থক 'বন্' ধাতু ভ্বাদি; তনাদি আত্মনেপদী 'বন্' ধাতু যাচনার্থক।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## অথাত আপ্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

অথ অতঃ আপ্রিয়ঃ ( অতঃপর আপ্রী-দেবতাসমূহ বর্ণনীয় বলিয়া তাঁহাদের কথা বলা হইতেছে )।[1]

ঋগ্বেদের ১।১৩, ১।১৪২, ১।১৮৮, ২।৩, ৩।৪, ৫।৫, ৭।২, ৯।৫, ১০।৭০ এবং ১০।১১০— এই দশটি সূক্ত আপ্রীসূক্ত বলিয়া বিখ্যাত;[2] ইহাদের মধ্যে ১।১৩ সূক্তে বারটি ঋক্, ১।১৪২ সূক্তে তেরটি ঋক্ এবং অন্যান্য সূক্তে এগারটি করিয়া ঋক্ আছে। আপ্রী-দেবতাগণ আপ্রীসূক্তসমূহে স্তুত। আপ্রী-দেবতা দ্বাদশসংখ্যক—(১) ইধ্ম, (২) তনূনপাৎ, (৩) নরাশংস, (৪) ঈল, (৫) বর্হিঃ, (৬) দ্বার, (৭) উষাসানক্তা, (৮) দৈব্যা হোতারা ( দেবহোতৃদ্বয় ), (৯) দেবীত্রয় ( সরস্বতী, ভারতী, ইলা ), (১০) ত্বষ্টা, (১১) বনস্পতি, (১২) স্বাহা। সূক্ত, দেবতা এবং ঋক্—এই তিনের বিশেষণরূপেই 'আপ্রী' শব্দ প্রযুক্ত হয় ( ২য় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

আপ্রিয়ঃ কস্মাদাপ্নোতেঃ প্রীণাতের্বা,<br>
আপ্রীভিরাপ্রীণাতীতি চ ব্রাহ্মণম্ ( ঐ ব্রা ৬।৪ ) ॥ ২ ॥

আপ্রিয়ঃ কস্মাৎ ( 'আপ্রী' শব্দটি কি করিয়া নিষ্পন্ন হইল )? আপ্নোতেঃ প্রীণাতেঃ বা ( 'আপ্' ধাতু অথবা 'প্রী' ধাতু হইতে 'আপ্রী' শব্দ নিষ্পন্ন )। আপ্রীভিঃ ( আপ্রীমন্ত্রসমূহের দ্বারা ) আপ্রীণাতি ( সম্যক্ প্রীত বা তর্পিত করে ) ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ( এই ব্রাহ্মণবাক্যও আছে )।

'আপ্রী' শব্দের নির্ব্বচন দুইপ্রকারে হইতে পারে—(ক) প্রাপ্ত্যর্থক 'আপ্' ধাতু হইতে অথবা (খ) তর্পণার্থক 'প্রী' ধাতু হইতে; দেবতা আপ্তব্য অর্থাৎ প্রাপ্তব্য অথবা দেবতা তর্পিতব্য অর্থাৎ দেবতার তৃপ্তিবিধান কর্ত্তব্য। ঋক্‌পক্ষে প্রত্যয়যোগ হইবে করণ বাচ্যে— ইহা দ্বারা দেবতার প্রাপ্তি ঘটে অথবা ইহা দ্বারা দেবতার তৃপ্তিবিধান করা যায়। ঋক্‌সমষ্টিই সূক্ত, কাজেই সূক্তপক্ষেও ইহাই নির্ব্বচন। আপ্রীমন্ত্র বা আপ্রীসূক্তের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া দেবতার নামও আপ্রী—ইহাও বলা যাইতে পারে। 'আপ্রীমন্ত্রসমূহের দ্বারা দেবতা-দিগকে সম্যক্ তৃপ্ত করা হয়' ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই বাক্য ঋক্‌পক্ষেই 'আপ্রী' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছে।

---

১। অথশব্দ আপ্রীণাং বিশেষাধিকারার্থঃ, অতঃশব্দ আনন্তর্যে ( দুঃ বাঃ )।

২। শুক্ল-যজুর্বেদের ২৯শ অধ্যায়েও অনেক আপ্রীমন্ত্র আছে।

২। ইধ্মঃ ॥

তাসামিধ্মঃ প্রথমাগামী ভবতি। ইধ্মঃ সমিন্ধনাৎ। তস্যৈষা ভবতি ॥ ৩ ॥

তাসাম্ (সেই আপ্রী-দেবতাসমূহের মধ্যে) ইধ্মঃ (ইধ্ম) প্রথমাগামী ভবতি (প্রথম সমাগত হয়)। ইধ্মঃ সমিন্ধনাৎ (সমিন্ধন হইতে অর্থাৎ প্রদীপ্ত হয় বলিয়া 'ইধ্ম' এই নাম হইয়াছে)। তস্য এষা ভবতি (তাঁহার সম্বন্ধে এই বক্ষ্যমাণ ঋক্‌টি হইতেছে)।

নিঘণ্টুতে অগ্নি জাতবেদাঃ বৈশ্বানর দ্রবিণোদাঃ—দেবতাপাঠের এই ক্রম পরিদৃষ্ট হয়। এই ক্রম বিবক্ষিত—উদ্দেশ্যবিহীন বা উল্লঙ্ঘনীয় নহে। প্রথমে ভূস্থান-দেবতা, পরে অন্তরিক্ষস্থান-দেবতা, তৎ পরে দ্যুস্থান-দেবতা। ভূস্থান-দেবতাগণের মধ্যে অগ্নি প্রসিদ্ধতম, জাতবেদা বৈশ্বানর এবং দ্রবিণোদাঃ যথাক্রমে তদপেক্ষা স্বল্প প্রসিদ্ধ। আপ্রী-দেবতাসমূহ একস্থানীয় (ভূস্থানীয়) হইলেও তাঁহাদিগের পাঠেও ক্রম রক্ষা করিতে হইবে—ইহাদের মধ্যে ইধ্মদেবতাই প্রথম পঠিত হইয়াছেন। আপ্রী-দেবতাসমূহ অগ্নি, জাতবেদা প্রভৃতি হইতে স্বল্প প্রসিদ্ধ—কাজেই ইহাদের পাঠ অগ্ন্যাদির পরে; 'অগ্নি' শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎভাবেই অগ্নি-দেবতার প্রতীতি হয়; 'ইধ্মাদি' শব্দের দ্বারা প্রথমে বোধ হয় সমিদাদির, পরে ব্যবহিত ভাবে বোধহয় অগ্নি-দেবতার। আপ্রী-দেবতার পরে আছে অশ্বাদির পাঠ—যাহাদের সহিত অগ্নির সম্বন্ধ মাত্র স্থানসাম্য নিয়া। অশ্বাদি প্রাণবান্; অশ্বাদির পরে পাঠ করা হইয়াছে নিষ্প্রাণ অক্ষাদির। এই ভাবেই পাঠক্রমের সার্থকতা বুঝিতে হইবে।

'ইধ্ম' শব্দের অর্থ সমিৎকলাপ[1] সমিদ্ধ অর্থাৎ সন্দীপ্ত হয় বলিয়া; দীপ্ত্যর্থক 'ইন্ধ' ধাতুর উত্তর 'মক্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (উ ১৪২)। ইধ্ম-দেবতার স্তুতি পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত মন্ত্রে প্রদর্শিত হইতেছে।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ইধ্মস্ত সমিৎকলাপস্ত (দুঃ)।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমিদ্ধো অদ্য মনুষো দুরোণে দেবো দেবান্ যজসি জাতবেদঃ।
আ চ বহ মিত্রমহশ্চিকিত্বান্ ত্বং দূতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।১১০।১)

হে ইধ্ম! (হে সমিৎ-কলাপ) হে জাতবেদঃ (হে জাতবেদঃ) অদ্য (এই যজ্ঞদিবসে) মনুষঃ (যজ্ঞপ্রবৃত্ত দ্বিজগণের) দুরোণে (যজ্ঞগৃহে) সমিদ্ধঃ (সন্দীপ্ত) দেবঃ [ত্বম্] (দেবতা তুমি) দেবান্ যজসি (অন্য দেবতাগণের অর্চনা করিয়া থাক), হে মিত্রমহঃ (হে মিত্রপূজক), চিকিত্বান্ ত্বং (তুমি আমাদের ভক্তিশীলতা পরিজ্ঞাত হইয়া) আ চ বহ (আবহ চ—দেবতাদিগকে আবাহন কর) ত্বং দূতঃ কবিঃ প্রচেতাঃ অসি (তুমি হইতেছ দূত, মেধাবী[১] এবং প্রকৃষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন।

এই মন্ত্রে 'ইধ্ম' বা তদ্বাচক কোনও শব্দের সাক্ষাৎভাবে উল্লেখ নাই; সমিদ্ধ (অগ্নি সন্দীপ্ত) শব্দের দ্বারা ব্যবহিতভাবে ইধ্মের অভিধান হইতেছে বুঝিতে হইবে। জাতবেদা বা অগ্নির আধার ইধ্ম (সমিৎসমূহ)—কাজেই ইধ্মকে যে 'জাতবেদঃ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে তাহা লাক্ষণিক, (যেমন, মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি—এই স্থলে মঞ্চস্থ বালকগণকে বুঝাইতে 'মঞ্চ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে)।[২] সমিৎ দেবতাদিগের আবাহনে এবং অর্চনে হেতুভূত আহুতিরূপে প্রশস্ত। সমিৎ আহুতিরূপে প্রদত্ত হইয়া মিত্রভূত যজমানগণকে দানমানাদি দ্বারা পূজিত বা সংবর্দ্ধিত করেন—এই জন্য তাঁহাকে 'মিত্রমহঃ' বলিয়া সম্বোধিত করা হইয়াছে; মিত্র+পূজার্থক 'মহ' ধাতু হইতে 'মিত্রমহস্' শব্দের নিষ্পত্তি। দেবতাযাগে সমিধের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে—কাজেই সমিৎ দূতস্বরূপ।[৩]

সমিদ্ধোঽদ্য মনুষ্যস্য মনুষ্যস্য গৃহে দেবো দেবান্ যজসি জাতবেদ আ চ বহ মিত্রমহশ্চিকিত্বাংশ্চেতনাবাংস্ত্বং দূতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ প্রবৃদ্ধচেতাঃ ॥ ২ ॥

মনুষঃ—মনুষ্যস্য মনুষ্যস্য—মনুষ্য সকলের অর্থাৎ যাগপ্রবৃত্ত ত্রৈবর্ণিকগণের। দুরোণে—গৃহে। চিকিত্বান্—চেতনাবান্—পরিজ্ঞান সম্পন্ন। প্রচেতাঃ—প্রবৃদ্ধচেতাঃ—প্রকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন।

---

১। কবিরসি মেধাবী চাসি (স্কঃ ভাঃ)।

২। জাতবেদস আধার ইতি তদভিধানেন সম্বোধ্যতে, দৃষ্টা হি মঞ্চেষু ক্রোশৎসু তদভিধানপ্রাপ্তিঃ (দুঃ)।

৩। ত্বম্ এব দূতঃ সর্ব্বযজমানানাং তৎপূর্ব্বকত্বাদ্ দেবতাযাগস্য (দুঃ)।

যজ্ঞেধ্ম ইতি কাত্থক্যঃ ॥ ৩ ॥

যজ্ঞেধ্মঃ ( যজ্ঞের ইধ্মই আপ্রী-দেবতা ইধ্ম ) ইতি কাত্থক্যঃ ( কত্থক পুত্র আচার্য্য কাত্থক্য ইহা মনে করেন )।

আচার্য্য কাত্থক্যের মতে 'ইধ্ম' শব্দের অর্থ যজ্ঞেধ্ম অর্থাৎ প্রত্যেক প্রণব উচ্চারণের সহিত যজ্ঞাগ্নিতে যে কাষ্ঠ আহিত ( স্থাপিত ) হয়।[১] এই কাষ্ঠ সমিৎ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সমিৎই ইধ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিধারা সম্পাপ্ত হয়।[২] কাজেই 'সমিদ্ধো অদ্য'—এই মন্ত্র 'যজ্ঞেধ্ম'-পক্ষেও উপপন্ন হয়। প্রথম ব্যাখ্যানুসারে ইধ্ম—আহুতিরূপে প্রদত্ত সমিৎ; কাত্থক্যের মতে ইধ্ম=যজ্ঞকাষ্ঠরূপে প্রদত্ত সমিৎ। 'আসীনঃ প্রণবে প্রণবে সমিধমাদধাতি' ( সত্যা-শ্রৌ ২।১ ), 'অগ্নয়ে সমিধ্যমানায়ানুব্রূহীত্যুক্তা প্রণবে প্রণবে সমিধমাদধাতি' ( মান-শ্রৌ ১।৩।১ )—ইত্যাদি বাক্য সমিদাধান প্রতিপন্ন করিতেছে।

অগ্নিরিতি শাকপূণিঃ ॥ ৪ ॥

অগ্নিঃ ইতি শাকপূণিঃ ( ইধ্ম=অগ্নি, ইহা আচার্য্য শাকপূণির মত )।

আচার্য্য শাকপূণির মতে আপ্রী-দেবতা ইধ্ম অগ্নিব্যতীত আর কেহই নহেন। অগ্নিই সমিদ্ধ হয়, অগ্নিই যজ্ঞের মুখ্য উপকারক অগ্নিই দেবযাগকর্ত্তা—দেবতাযাগে অগ্নিরই প্রাধান্য, অগ্নিই জাতবেদা, অগ্নিই মিত্রমহা চিকিত্বান্ কবি এবং প্রচেতা। কাজেই 'সমিদ্ধো অদ্য'—এই মন্ত্র অগ্নিপক্ষে অত্যুপপন্ন। যাস্কাচার্য্যেরও ইধ্মের অগ্নিত্বই অভিমত ( আগ্নেয়া ইতি তু স্থিতিঃ—নির্ ৮।২২ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

৩। তনূনপাৎ ॥

তনূনপাদাজ্যমিতি কাত্থক্যঃ ॥ ৫ ॥

তনূনপাৎ আজ্যম্ ইতি কাত্থক্যঃ ( তনূনপাৎ=আজ্য—কাত্থক্য ইহা মনে করেন )।

কাত্থক্যের মতে 'তনূনপাৎ' শব্দের অর্থ আজ্য বা ঘৃত।

নপাদিত্যাননন্তরায়াঃ প্রজায়া নামধেয়ং নির্ণততমা ভবতি। গৌরত্র তনূরুচ্যতে, তত্তা অস্যাং ভোগাস্তস্যাঃ পয়ো জায়তে পয়স আজ্যং জায়তে ॥ ৬ ॥

নপাৎ ইতি ('নপাৎ' এই শব্দ) অনন্তরায়াঃ প্রজায়াঃ নামধেয়ং ( ব্যবহিত সন্ততির নাম ), নির্ণততমা ভবতি ( অতিশয় নত বা নিম্ন হয় ), গৌঃ অত্র তনূঃ উচ্যতে ( এইস্থানে 'তনূ' শব্দের অর্থ গাভী ), তত্তাঃ অস্যাং ভোগাঃ ( গাভীতে ভোগ্যসমূহ বিস্তার

---

১। যোঽস্যমিধ্ম আধীয়তে প্রতিপ্রণব মিধ্মো যজ্ঞ স এবায়মিতি ( দুঃ )।

২। তস্মাৎ সমিধামেবেধ্মভাবমুপগতানাং সন্দীপ্তানাম্……( দুঃ )।

লাভ করে), তস্যাঃ পয়ঃ জায়তে (গাভী হইতে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়) পয়সঃ আজ্যং জায়তে (দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হয়)।

'তনূনপাৎ' শব্দের অর্থ আজ্য কি করিয়া হইতে পারে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। তনূনপাৎ = তন্ + নপাৎ। 'নপাৎ' শব্দে বুঝায় অনন্তরা সন্ততিকে অর্থাৎ পৌত্রকে; অনন্তরা বা অব্যবহিতা সন্ততি পুত্র, অনন্তরা বা ব্যবহিতা সন্ততি পৌত্র। নপাৎ বা পৌত্র নততম বা অতিশয় নিম্নস্থ—প্রথমে পিতা, তৎপরে পুত্র, তৎপরে পৌত্র; নততম—নমৎ = নপাৎ। 'তনূ' শব্দের অর্থ গো—বিস্তারার্থক 'তন্' ধাতুর উত্তর 'উ' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (উ ৮১); গাভীতে দধি ক্ষীর প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুসমূহ বিস্তৃত হয় অর্থাৎ গাভী হইতেই এই সকল ভোগ্যবস্তু আমরা লাভ করিয়া থাকি। আজ্য—তনূনপাৎ (তনূর নপাৎ) অর্থাৎ গাভীর পৌত্রস্থানীয়—গাভী হইতে হয় দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে হয় আজ্য (ঘৃত)।

অগ্নিরিতি শাকপূণিঃ ॥ ৭ ॥

অগ্নিঃ ইতি শাকপূণিঃ—শাকপূণি আচার্য্যের মতে তনূনপাৎ = অগ্নি।

আপোঽত্র তন্ব উচ্যন্তে। ততা অন্তরিক্ষে; তাভ্য ওষধিবনস্পতয়ো জায়ন্ত ওষধিবনস্পতিভ্য এষ জায়তে ॥ ৮ ॥

আপঃ অত্র তন্বঃ উচ্যন্তে (এইস্থলে জল 'তনূ' শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে)। ততাঃ অন্তরিক্ষে (জল অন্তরিক্ষে তত বা বিস্তৃত), তাভ্যঃ ওষধিবনস্পতয়ঃ জায়ন্তে (জল হইতে ওষধি-বনস্পতিসমূহ উৎপন্ন হয়) ওষধিবনস্পতিভ্যঃ এষ জায়তে (ওষধি-বনস্পতিসমূহ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়)।

'তনূনপাৎ' শব্দের অর্থ অগ্নি কি করিয়া হইতে পারে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। তনূ—জল; 'তন্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—অন্তরিক্ষে জল তত বা বিস্তৃত হয় যেখাকারে। জল হইতে উৎপন্ন হয় ওষধি-বনস্পতিসমূহ, ওষধি-বনস্পতিসমূহ হইতে উৎপন্ন হয় অগ্নি—কাজেই অগ্নি তনূ অর্থাৎ জলের নপাৎ বা পৌত্রস্থানীয়।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৯ ॥

তস্য এষা ভবতি ('তনূনপাৎ' সম্বন্ধে এই বক্ষ্যমাণ ঋক্‌টি হইতেছে)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে 'তনূনপাৎ' দেবতার স্তুতি আছে।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তনূনপাৎ পথ ঋতস্য যানান্ মধ্বা সমঞ্জন্ স্বদয়া সুজিহ্ব।
মন্মানি ধীভিরুত যজ্ঞমৃন্ধন্ দেবত্রা চ কৃণুহ্যধ্বরং নঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।১১০।২ ), শুক্ল-যজুঃ ( ২৯।২৬ )

হে তনূনপাৎ ( হে আত্মা ), ঋতস্য ( যজ্ঞের ) যানান্ পথঃ ( গন্তব্যপথ অর্থাৎ হোমীয় দ্রব্য ) মধ্বা ( মধুর রসে ) সমঞ্জন্ ( প্রক্ষিত করিয়া ) স্বদয় ( স্বদয়—স্বাদুতাসম্পন্ন কর )। হে সুজিহ্ব ( হে শোভনজিহ্বাবিশিষ্ট অর্থাৎ হে বিশুদ্ধ ),[১] নঃ ( আমাদিগের ) ধীভিঃ ( বুদ্ধির সহিত ) মন্মানি ( মনন অর্থাৎ জ্ঞান )[২] উত ( এবং ) যজ্ঞম্ ( যজ্ঞ ) ঋন্ধন্ [ভব] ( সমৃদ্ধ কর ) অধ্বরং ( যজ্ঞকে ) দেবত্রা চ কৃণুহি ( দেবগণের নিকট নিয়া যাও—দেবলোক প্রাপ্ত করাও )।

ঋতস্য যানান্ পথঃ—হবি বা হোমীয় দ্রব্যই যজ্ঞের যাওয়ার পথ, হবিপথেই যজ্ঞ দেবলোকে গমন করে। ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—হে আত্মা, হে বিশুদ্ধস্বরূপ, তোমার মধুর রসে হোমীয় দ্রব্যসমূহ স্বাদু কর, আমাদের বুদ্ধি জ্ঞান এবং যজ্ঞ সমৃদ্ধ কর এবং আমাদের যজ্ঞ যাহাতে দেবলোক প্রাপ্ত হয় তাহা কর।[৩]

শাকপূণির মতে ব্যাখ্যা হইবে—হে তনূনপাৎ ( হে ভগবন্ অগ্নে ), ঋতস্য যানান্ পথঃ ( হোমীয় দ্রব্যসমূহ ) মধ্বা ( পাককৃত মধুর রসে ) সমঞ্জন্ ( প্রক্ষিত করিয়া ) স্বদয়া ( স্বাদুতাসম্পন্ন কর ), হে সুজিহ্ব ( শোভনশিখাবিশিষ্ট ), নঃ ধীভিঃ মন্মানি উত যজ্ঞম্ ঋন্ধন্ অধ্বরং দেবত্রা চ কৃণুহি ( আমাদের বুদ্ধি জ্ঞান এবং যজ্ঞ সমৃদ্ধ করিয়া যজ্ঞকে দেবলোক প্রাপ্ত করাও )।

তনূনপাৎ পথ ঋতস্য যানান্ যজ্ঞস্য যানান্ মধুনা সমঞ্জন্ স্বদয় কল্যাণজিহ্ব মননানি চ নো ধীভির্যজ্ঞঞ্চ সমর্দ্ধয় দেবান্ নো যজ্ঞং গময় ॥ ২ ॥

ঋতস্য—যজ্ঞস্য; মধ্বা—মধুনা ( মধুর রস দ্বারা ); স্বদয়া—স্বদয় ( স্বাদুতাবিশিষ্ট কর ); সুজিহ্ব=কল্যাণজিহ্ব ( হে সুন্দরজিহ্বাবিশিষ্ট ; অগ্নি পক্ষে—জিহ্বা=অর্চিঃ বা শিখা ); মন্মানি=মননানি ( জ্ঞান ); ঋন্ধন্ [ভব]=সমর্দ্ধয় ( সমৃদ্ধ কর ); ধীভিঃ—সহার্থে

---

১। সুজিহ্ব শোভনজিহ্ব সুষ্টেত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। মন্মানি জ্ঞানানি ( মহীধর )।

৩। ধীভিঃ বুদ্ধিভিঃ সহ মন্মানি জ্ঞানানি। উত অপিচ যজ্ঞং ঋন্ধন্ সমর্দ্ধনেন অস্মাকং জ্ঞানং যজ্ঞং চ বর্দ্ধয়ন্ যজ্ঞং দেবলোকং নয়েত্যর্থঃ ( মহীধর ); দেবত্রেতি দ্বিতীয়াসপ্তম্যোরর্থে ত্রা-প্রত্যয়ঃ ( স্কঃ স্বাঃ ); দেবত্রা চ কৃণুহি দেবান্ প্রতিগময়—করোতির্গমনার্থঃ ( উবট )।

তৃতীয়া ( বুদ্ধির সহিত মনন বা জ্ঞান এবং যজ্ঞকে ) ; দেবত্রা=দেবান্ ( দেবগণের নিকট অর্থাৎ দেবলোকে ) ; অধ্বরং=যজ্ঞম্ ; কৃণুহি—গময় ( নিয়া যাও, প্রাপ্ত করাও )।

৪। নরাশংস ॥

নরাশংসো যজ্ঞ ইতি কাত্থক্যঃ।
নরা অস্মিন্নাসীনাঃ শংসন্তি ॥ ৩ ॥

নরাশংসঃ যজ্ঞঃ ইতি কাত্থক্যঃ ( নরাশংস=যজ্ঞ—ইহা কাত্থক্যের মত ), নরাঃ ( ঋত্বিক্‌গণ ) অস্মিন্ আসীনাঃ শংসন্তি ( যজ্ঞে উপবিষ্ট হইয়া স্তুতি করেন )।

কাত্থক্যের মতে 'নরাশংস' শব্দের অর্থ যজ্ঞ—যজ্ঞে উপবিষ্ট হইয়াই নর অর্থাৎ হোতৃপ্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণ শংসন বা দেবতার স্তুতি করেন ( নর+আস্+শংস্+অ=নরাশংস )।

অগ্নিরিতি শাকপূণিঃ, নরৈঃ প্রশস্যো ভবতি ॥ ৪ ॥

অগ্নিঃ ইতি শাকপূণিঃ ( শাকপূণি মনে করেন, নরাশংস=অগ্নি ) নরৈঃ প্রশস্যঃ ভবতি ( নর অর্থাৎ ঋত্বিক্‌বর্গের দ্বারা স্তুত্য হইয়া থাকেন )।

শাকপূণি আচার্য্যের মতে নরাশংস অগ্নিব্যতীত আর কেহই নহেন। অগ্নি-দেবতা নরের অর্থাৎ হোতৃপ্রভৃতি ঋত্বিক্‌বর্গের শংসনীয় বা স্তুত্য ; নর+'শংস' ধাতু হইতে 'নরাশংস' শব্দ নিষ্পন্ন ( পাঃ ৬।৩।১৩৭ দ্রষ্টব্য )।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্য এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে নরাশংস দেবতা স্তুত হইয়াছেন।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

নরাশংসস্য মহিমানমেষামুপ স্তোষাম যজতস্য যজ্ঞৈঃ।
যে সুক্রতবঃ শুচয়ো ধিয়ন্ধাঃ স্বদন্তি দেবা উভয়ানি হব্যা ॥ ১ ॥

( ঋ ৭।২।২, শুক্ল-যজুঃ ২৯।২৭ )

যজ্ঞৈঃ ( যজ্ঞকর্মব্যাপৃত আমরা )[১] এবং ( দেবগণের মধ্যে )[২] যজতস্য নরাশংসস্য ( যজ্ঞিয় নরাশংসের অর্থাৎ যাজকগণের অভিমত ফল প্রদাতা যজ্ঞের )[৩] মহিমানম্ ( মাহাভাগ্য অর্থাৎ বিভূতি বা মাহাত্ম্য ) উপস্তোষাম ( কীর্ত্তন করিতেছি ); যে দেবাঃ ( যে সকল দেবতা ) সুক্রতবঃ ( সুকর্মপরায়ণ অর্থাৎ জগদনুগ্রহপ্রবৃত্ত ) শুচয়ঃ ( দীপ্তিমান্ অথবা নিষ্পাপ ) ধিয়ন্ধাঃ ( প্রজ্ঞাধারক ) [তে] ·( তাঁহারা ) উভয়ানি হব্যা ( উভয়প্রকারের হব্য ) স্বদন্তি ( ভক্ষণ করুন )।[৪]

নরাশংসস্য মহিমানমেষামুপস্তুমো যজ্ঞিয়স্য যজ্ঞৈঃ যে সুকর্ম্মাণঃ শুচয়ো ধিয়ং ধারয়িতারঃ স্বদয়ন্তু দেবা উভয়ানি হবীংষি সোমং চেতরাণি চেতি বা তান্ত্রাণি চাবাপিকানি চেতি বা ॥ ২ ॥

উপস্তোষাম=উপস্তুমঃ ( অভিকীর্ত্তয়ামঃ—সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতেছি )। যজতস্য—যজ্ঞিয়স্য—যজনসম্পাদক অর্থাৎ যজনকারীদিগের অভীষ্ট ফলপ্রদাতা; 'যজ্' ধাতুর উত্তর 'অতচ্' প্রত্যয়ে 'যজত' শব্দ নিষ্পন্ন—নরাশংসস্য পদের বিশেষণ। যজ্ঞৈঃ—ইত্থম্ভূতলক্ষণে বা উপলক্ষণে তৃতীয়া; যজ্ঞযুক্ত আমরা—ইহাই অর্থ। সুক্রতবঃ—সুকর্ম্মাণঃ ( শোভন কর্ম্মকারী অর্থাৎ সর্ব্বজগতের মঙ্গলসম্পাদক ); 'ক্রতু' শব্দ কর্ম্মবাচী ( নিঘ ২।১ )। ধিয়ন্ধাঃ=ধিয়ং ধারয়িতারঃ ( ধী অর্থাৎ কর্ম্ম বা প্রজ্ঞার ধারক )। যে দেবাঃ সুকর্ম্মাণঃ শুচয়ো ধিয়ন্ধাঃ তে স্বদন্তি—এইরূপ অন্বয়। স্বদন্তি—স্বদয়ন্তু=আস্বাদয়ন্তু ( আস্বাদন বা ভক্ষণ করুন )—লোটের অর্থে লট্। উভয়ানি হব্যা=উভয়ানি হবীংষি ( উভয়প্রকারের হবি ); উভয়-প্রকারের হবি কি? সোমং চ ইতরাণি চ ইতি বা ( হয়, সোম এবং অন্যান্য হবি অর্থাৎ পশু পুরোডাশ প্রভৃতি ) তান্ত্রাণি চ আবাপিকানি চ ইতি বা ( আর না হয়, তান্ত্র এবং আবাপিক হবি; তান্ত্র হবি—প্রযাজ আজ্যভাগ স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি অঙ্গযাগের হবি এবং আবাপিক হবি—প্রধান যাগের হবি )।[৫]

---

১। যজ্ঞৈঃ কর্মভিঃ যুক্তাঃ (দুঃ); যজ্ঞৈরিতি ইত্থম্ভূতলক্ষণে.তৃতীয়া ( ঋঃ ভাঃ )।

২। এষাং দেবগণানাং মধ্যে ( উবট )।

৩। যজতস্য যজনসম্পাদয়িতুঃ প্রযোক্তৃভিমতফলসম্পাদয়িতুঃ (দুঃ)।

৪। লোড়র্থে, আস্বাদয়ন্তিত্যর্থঃ ( ঋঃ ভাঃ )।

৫। তান্ত্রাণ্যাজ্যহবীংষি আবাপিকানি চ প্রধানহবীংষীত্যর্থঃ ( ঋঃ ভাঃ ); প্রযাজাজ্যভাগ স্বিষ্টকৃৎপ্রভৃতীনি প্রধানহবীংষি চ ( দুঃ )।

শাকপূণির মতে—যজ্ঞৈঃ যুক্তা বয়ম্ ( যজ্ঞব্যাপৃত আমরা ) এষাং ( এই দেবগণের মধ্যে ) যজ্ঞস্য নরাশংসস্য মহিমানম্ উপস্তোষাম (যজ্ঞসম্পাদক অগ্নির মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি); যে সুক্রতবঃ……উভয়ানি হব্যা স্বদন্তি—[যজ্ঞপক্ষে যে ব্যাখ্যা, তদনুরূপ]।

৫। ঈল॥

ঈল ঈট্টেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ, ইন্ধতের্বা ॥ ৩ ॥

'ঈলঃ' ( 'ঈল' শব্দ ) স্তুতিকর্ম্মণঃ ঈট্টেঃ ( স্তুত্যর্থক 'ঈড়্'[1] ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ) ইন্ধতেঃ বা ( অথবা 'ইন্ধ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'ঈল' শব্দের অর্থ অগ্নি, স্তুত্যর্থক 'ঈড়্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অগ্নি স্তুত হয় ; অথবা দীপ্ত্যর্থক 'ইন্ধ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অগ্নি দীপ্তি পায়।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি—পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে ঈল-দেবতা স্তুত হইয়াছেন।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। 'ঈড়্' ধাতুর স্থলে—ঈট্টি।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

আজুহ্বান ঈড্যো বন্দ্যশ্চা যাহ্যগ্নে বসুভিঃ সজোষাঃ।
ত্বং দেবানামসি যহ্ব হোতা স এনান্যক্ষীষিতো যজীয়ান্ ॥ ১ ॥
( ঋ ১০।১১০।৩, শুক্ল-যজুঃ ২৯।২৮ )

অগ্নে ( হে অগ্নে ), ঈড্যঃ ( স্তুত্য ) চ ( এবং ) বন্দ্যঃ ( প্রণামার্হ )[1] আজুহ্বানঃ ( আহূত হইয়া ) বসুভিঃ সজোষাঃ ( বসুগণের সহিত তুল্যপ্রীতি সম্পন্ন হইয়া )[2] আযাহি ( আগমন কর ); যহ্ব ( হে মহন্ ) ত্বং দেবানাং হোতা অসি ( তুমি হইতেছ দেবগণের হোতা ), সঃ [ ত্বম্ ] ( সেই তুমি ) ইষিতঃ ( আমাদের কর্তৃক প্রেরিত, অভীপ্সিত অথবা প্রার্থিত হইয়া ) এনান্ যক্ষি ( এই দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ কর ) [ যতঃ ত্বং ] যজীয়ান্ ( যেহেতু তুমি প্রকৃষ্ট যষ্টা অর্থাৎ যজ্ঞসম্পাদক )।

এই মন্ত্রের দেবতা আপ্রী-দেবতা ঈল। 'ঈল' শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও 'ঈড্য' শব্দ রহিয়াছে। ঈড্য—ঈল।

আহূয়মান ঈলিতব্যো বন্দিতব্যশ্চায়াহ্যগ্নে বসুভিঃ সহজোষণস্ত্বং দেবানামসি যহ্ব হোতা। যহ্ব ইতি মহতো নামধেয়ং যাতশ্চ হূতশ্চ ভবতি। স এনান্ যক্ষীষিতো যজীয়ান্। ইষিতঃ প্রেষিত ইতি বাধীষ্ট ইতি বা, যজীয়ান্ যষ্টৃতরঃ ॥ ২ ॥

আজুহ্বানঃ—আহূয়মানঃ ( আহূত হইয়া ); ঈড্যঃ—ঈলিতব্যঃ ( স্তুত্যার্হ অথবা আজ্যাদির দ্বারা দীপনার্হ ); বন্দ্যঃ—বন্দিতব্যঃ ( প্রণম্য ); আযাহি অগ্নে বসুভিঃ সজোষাঃ —সজোষাঃ=সহজোষণঃ ( সমানপ্রীতিসম্পন্ন—প্রীত্যর্থক 'জুষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )। ত্বং দেবানাম্ অসি যহ্ব হোতা—যহ্ব ইতি মহতঃ নামধেয়ম্ ( 'যহ্ব' শব্দ মহত্তের নাম অর্থাৎ 'যহ্ব' শব্দের অর্থ মহান্—নিঘ ৩।৩ ), যাতশ্চ হূতশ্চ ভবতি—যিনি মহান্ শরণার্থিগণ তাঁহার নিকট সাহায্যার্থ গমনও করে এবং তাঁহাকে আহ্বানও করে; 'যা' ধাতু এবং 'হ্বে' ধাতু—এই উভয় ধাতু হইতে 'যহ্ব' শব্দের নিষ্পত্তি। স এনান্ যক্ষি ইষিতঃ যজীয়ান্—ইষিতঃ প্রেষিতঃ ইতি বা অধীষ্ট ইতি বা ( 'ইষিত' শব্দের অর্থ প্রেষিত অর্থাৎ প্রেরিত অথবা অধীষ্ট অর্থাৎ অভীপ্সিত বা প্রার্থিত );[3] যজীয়ান্—যষ্টৃতরঃ ( মনুষ্যহোতার অপেক্ষায় প্রশস্ততর যষ্টা বা যাজক )।[4]

---

১। ঈড্যঃ স্তুত্যঃ বন্দ্যঃ নমনীয়ঃ ( মহীধর )।
২। সজোষাঃ সমানপ্রীতির্ভূত্বা ( ঐ )।
৩। অধীষ্টোঽধ্যেষিতঃ ( ঐ )।
৪। যজতীতি যষ্টা, অতিশয়েন যষ্টা যজীয়ান্ ইষ্ঠনি তৃচো লোপঃ ( পাঃ ৬।৪।১৫৪ —মহীধর।

৬। বর্হিঃ ॥

বর্হিঃ পরিবর্হণাৎ ॥ ৩ ॥

বর্হিঃ ( কুশ ) পরিবর্হণাৎ ( ছেদন বা বৃদ্ধি হইতে )।

'বর্হিস্' শব্দের অর্থ কুশ ; হিংসার্থক 'বর্হ' ধাতু হইতে অথবা বৃদ্ধ্যর্থক 'বৃহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কুশ হিংসিত ( ছিন্ন ) হয়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দীর্ঘতা লাভ করে।[1]

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋকৃটি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে বর্হিঃ-দেবতার স্তুতি আছে।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। পরিবর্হণাৎ পরিচ্ছেদনাৎ লূনং হি তদ্ ভবতি, পরিবৃদ্ধং বা ( দুঃ ) ; উণাদি ২৬৬ সূত্র দ্রষ্টব্য।

## নবম পরিচ্ছেদ

প্রাচীনং বর্হিঃ প্রদিশা পৃথিব্যা বস্তোরস্যা বৃজ্যতে অগ্রে অহ্নাম্।
ব্যুপ্রথতে বিতরং বরীয়ো দেবেভ্যো অদিতয়ে স্যোনম্ ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।১১০।৪, শুক্ল-যজুঃ ২৯।২৯ )

অহ্নাম্ অগ্রে ( দিবসের পূর্ব্বভাগে ) অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ ( এই পৃথিবীর অর্থাৎ বেদির ) বস্তোঃ ( আচ্ছাদনার্থ ) প্রাচীনং বর্হিঃ ( প্রাগগ্র করিয়া স্থাপনীয় কুশ ) প্রদিশা ( বিধিবাক্যানুসারে )[১] বৃজ্যতে ( ছিন্ন করা হয় ), দেবেভ্যঃ অদিতয়ে ( দেবগণের এবং পৃথিবীর ) স্যোনং ( সুখকর ) বিতরং ( বিস্তীর্ণতর ) বরীয়ঃ ( শ্রেষ্ঠতর ) [ বর্হিঃ ] ( কুশ ) ব্যুপ্রথতে ( বি উ প্রথতে—বিশেষরূপে বিস্তারিত হয় )।[২]

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন বর্হিঃ=অগ্নি। অগ্নি পক্ষে মন্ত্রের অর্থ হইবে—প্রাচীনং বর্হিঃ ( প্রবৃদ্ধ আহবনীয়াখ্য জ্যোতি ) পৃথিব্যাঃ বস্তোঃ ( বেদির আচ্ছাদনার্থ—অগ্নির দ্বারাই বেদি অনগ্নিকা বা আবৃতা হয় ) প্রবৃজ্যতে ( প্রণীত হয় ); বিতরং ( বিকীর্ণতর বা বিক্ষিপ্ততর ) বরীয়ঃ ( অন্য জ্যোতি হইতে শ্রেষ্ঠ ) [ বর্হিঃ ] ( অগ্নি ) ব্যুপ্রথতে ( বিশেষরূপে বিস্তারিত বা প্রজ্বলিত হয় )।

প্রাচীনং বর্হিঃ প্রদিশা পৃথিব্যাঃ বসনায়াস্যাঃ প্রবৃজ্যতে, অগ্রে অহ্নাং বর্হিঃ পূর্ব্বাহ্ণে তদ্বিপ্রথতে ॥ ২ ॥

অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ ( এই বেদিরূপ পৃথিবীর ) বস্তোঃ—বসনায় ( আচ্ছাদনের নিমিত্ত ) প্রাচীনং বর্হিঃ প্রদিশা প্রবৃজ্যতে ( প্রাচীন বর্হি অর্থাৎ যে কুশ পূর্ব্বদিকে অগ্রভাগ করিয়া স্থাপিত হইবে তাহা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ছিন্ন হয় ); বৃজ্যতে=প্রবৃজ্যতে—ছিন্ন হয়; ইহার অর্থ প্রস্তীর্য্যতে ( প্রস্তীর্ণ হয় ) এইরূপও হইতে পারে;[৩] 'প্রাচীন' শব্দের অর্থ প্রাগগ্র—বেদিতে পূর্ব্বাভিমুখে যাহার অগ্রভাগ থাকিবে, অথবা—পূর্ব্বদিকে যাহা অক্তি বা গত অথবা পূর্ব্বদিকে যাহা জাত হয়।[৪] অগ্রে অহ্নাং বর্হিঃ পূর্ব্বাহ্ণে—অগ্রে অহ্নাম্=পূর্ব্বাহ্ণে বর্হিঃ প্রবৃজ্যতে—দর্ভস্তরণ বা দর্ভচ্ছেদন পূর্ব্বাহ্ণেই প্রশস্ত। তৎ বিপ্রথতে ( তাহা বিশেষরূপে প্রথিত হইয়া থাকে )—পূর্ব্বাহ্ণে ছিন্ন অথবা প্রস্তীর্ণ কুশ যথাকালে বিস্তারিত বা ভাল করিয়া বিছান হইয়া থাকে—দেবতাগণের সুখোপবেশনের নিমিত্ত। ব্যুপ্রথতে=বি উপ্রথতে=বিপ্রথতে—উকার পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত।

---

১। প্রদিশা বিধিবাক্যেন ( দুঃ )।
২। ব্যুপ্রথতে—উকারঃ পাদপূরণঃ বিপ্রথতে ( স্কঃ স্বাঃ )।
৩। প্রবৃজ্যতে প্রচ্ছিদ্যতে লূয়তে অথবা প্রস্তীর্য্যতে ( দুঃ )।
৪। প্রাচ্যাং দিশি যদক্তিঃ গতং জাতং প্রাগগ্রং বা যৎ স্তীর্য্যতে ( দুঃ )।

বিতরং বিকীর্ণতরমিতি বা বিস্তীর্ণতরমিতি বা বরীয়ঃ বরতরমুরুতরং বা দেবেভ্যশ্চাদিতয়ে চ স্যোনম্ ॥ ৩ ॥

বিতরং বিকীর্ণতরম্ ইতি বা বিস্তীর্ণতরম্ ইতি বা ( বিতর—বিকীর্ণতর অর্থাৎ অতিশয় বিকীর্ণ অথবা বিস্তীর্ণতর অর্থাৎ অতিশয় বিস্তীর্ণ ) বরীয়ঃ বরতরম্ উরুতরম্ বা ( বরীয়ঃ—বরতর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতর অথবা উরুতর অর্থাৎ বহুতর[১] বা প্রভৃত ;—'বর' শব্দের উত্তর অথবা 'উরু' শব্দের উত্তর 'ঈয়সুন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন ); সর্ব্বপ্রকার হবির আধার বলিয়া বর্হিঃ ( কুশ ) অন্য সমস্ত যজ্ঞাঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ। দেবেভ্যো অদিতয়ে স্যোনম্—দেবেভ্যশ্চ অদিতয়ে চ স্যোনম্ ( দেবগণ এবং অদিতির পক্ষে সুখকর ); বর্হিঃ দেবগণের পক্ষে সুখকর, বর্হিতে তাহারা সুখোপবিষ্ট হন বলিয়া এবং অদিতি অর্থাৎ পৃথিবীর পক্ষেও সুখকর, পৃথিবীর শস্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন করে বলিয়া—যথাযথভাবে কুশ ছিন্ন এবং আস্তীর্ণ হইলে তাহাতে প্রদত্ত আহুতি দেবগণের সন্তুষ্টিবিধান করে, দেবগণের সন্তুষ্টিই পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের এবং শস্য-সম্পদের হেতুভূত।

স্যোনমিতি সুখনাম স্যতেরবস্যন্ত্যেতৎ সেবিতব্যং ভবতীতি বা ॥ ৪ ॥

স্যোনম্ ইতি সুখনাম ( 'স্যোন' শব্দের অর্থ সুখ ),[২] স্যতেঃ ( 'সো' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ) এতৎ অবস্যন্তি ( ইহাতেই অবসিত হয় ), সেবিতব্যং ভবতি ইতি বা ( অথবা সুখ সেবিতব্য হয় )।

স্যোন—সুখ—'সো' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; দুর্গাচার্য্য বলেন, অব পূর্ব্বক 'সো' ধাতুর অর্থ 'স্যোন' শব্দে নিহিত আছে। তাঁহার মতে—অবস্যন্তি ব্যবস্যন্তি নিবসন্তি প্রাণিনঃ—ইহাই ব্যুৎপত্তি, দুর্গাচার্য্যের কথা খুব পরিস্ফুট না হইলেও তিনি 'অব+সো' নিবাসার্থে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা প্রতীত হয়। অনেক পুঁথিতে ব্যবস্যন্তি এই পদটী নাই। সকল প্রাণীই সুখের জন্য প্রযত্ন করে এবং সুখেতে নিবাস করে—ইহাই হয়ত তাৎপর্য্য। 'সেব' ধাতু হইতেও 'স্যোন' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—সুখ সকলেরই সেবিতব্য। দেবরাজ যজ্বা তন্তুসন্তানার্থক 'ষিবু' ( সিব্ ) ধাতু হইতে 'স্যোন' শব্দের নিষ্পত্তি করেন—সুখ পুণ্যবানে স্যূত ( স্যূতং পুণ্যবতি )।

৭। দ্বারঃ ॥

দ্বারো জবতের্বা দ্রবতের্বা বারয়তের্বা ॥ ৫ ॥

দ্বারঃ ( 'দ্বার্' শব্দ ) জবতেঃ বা দ্রবতেঃ বা বারয়তেঃ বা ( 'জু' ধাতু অথবা 'দ্রু' ধাতু অথবা 'বৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

---

১। উরুতরং বহুতরম্ ( দুঃ )।
২। নিঘ ৩।৬

'দ্বার্' শব্দের বহুবচনে দ্বারঃ। 'দ্বার্' শব্দের অর্থ যজ্ঞগৃহের দ্বার ( দরজা ), গত্যর্থক 'জু' ধাতু অথবা গত্যর্থক 'দ্রু' ধাতু অথবা বারণার্থক 'বৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—দ্বার দিয়াই যজ্ঞগৃহে গমন করিতে হয় এবং দ্বার হইতেই বারণীয়দিগকে নিবারিত করা হয়।

তাসামেষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তাসাম্ এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইয়েছে তাহাতে 'দ্বার্'-দেবতার স্তুতি আছে ॥

॥ নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## দশম পরিচ্ছেদ

ব্যচস্বতীরুর্বিয়া বিশ্রয়ন্তাং পতিভ্যো ন জনয়ঃ শুম্ভমানাঃ।
দেবীর্দ্বারো বৃহতীর্বিশ্বমিন্বা দেবেভ্যো ভবত সুপ্রায়ণাঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।১১০।৫, শুক্ল-যজুঃ ২৯।৩০ )

ব্যচস্বতীঃ ( বিবিধ গমনাগমনবিশিষ্ট দ্বারসমূহ ) উর্বিয়া ( বিপুলভাবে ) বিশ্রয়ন্তাং ( উদ্ঘাটিত হউক )[1] পতিভ্যঃ ( স্ব স্ব পতির নিমিত্ত ) শুম্ভমানাঃ ( উরুদ্বয়ের শোভাসম্পাদনে অভিলাষিণী ) জনয়ঃ ন ( জায়াসমূহের ন্যায় ) ; বৃহতীঃ বিশ্বমিন্বাঃ দ্বারঃ দেবীঃ ( হে বিশাল সর্ব্বগমনযোগ্য দ্বাররূপ দেবীসকল ) দেবেভ্যঃ ( দেবগণের অর্থাৎ হবির্দাতা ঋত্বিক্‌গণ, যজমানগণ প্রভৃতির নিমিত্ত ) সুপ্রায়ণাঃ ভবত ( সুগমনদাত্রী হও )।

ব্যঞ্চনবত্য উরুত্বেন বিশ্রয়ন্তাং পতিভ্য ইব জায়া ঊরূ মৈথুনে ধর্ম্মে শুশোভিষমাণাঃ ॥ ২ ॥

ব্যচস্বতীঃ—ব্যচস্বত্যঃ ( বি+গমনার্থক 'অঞ্চ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—দ্বিতীয়া প্রথমার্থে )। ইহার অর্থ—ব্যঞ্চনবত্যঃ অর্থাৎ বিবিধ গমনবিশিষ্ট দ্বারসমূহ ; দ্বার দিয়া বহু যাতায়াত হয়। উর্বিয়া—উরুত্বেন অর্থাৎ বিপুল বা বিস্তৃতভাবে ( উরু+ইয়া—পাঃ ৭।১।৩৯ সূত্রে বার্ত্তিক দ্রষ্টব্য )—ক্রিয়াবিশেষণ। পতিভ্যো ন জনয়ঃ—পতিভ্যঃ ইব জায়াঃ ( ন=ইব, জনয়ঃ—জায়াঃ, জায়াসমূহ যেরূপ স্ব স্ব পতির নিমিত্ত ) ; ঊরূ মৈথুনে ধর্ম্মে ( মৈথুন ধর্ম্মে উরুদ্বয় ) শুম্ভমানাঃ=শুশোভিষমাণাঃ [ বিশ্রয়ন্তি ] ( শোভিত করিতে অভিলাষিণী হইয়া হর্ষবশে বিবৃত বা উদ্ঘাটিত করে )।[2]

বরতরমঙ্গমূরূ ॥ ৩ ॥

ঊরূ বরতরম্ অঙ্গম্ ( উরুদ্বয় বরতর অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট অঙ্গ )।

প্রসঙ্গতঃ ভাষ্যকার 'উরু' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। পাঃ ৬।৪।১৫৭ সূত্রানুসারে 'উরু' শব্দের স্থানে বর আদেশ হয় ইষ্ঠ প্রত্যয়ে ; ইহা লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার 'বর' শব্দের স্থানে 'উরু' আদেশ করিয়া ( এবং উকারের দীর্ঘতা স্বীকার করিয়া ) 'ঊরু' শব্দের নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

দেব্যো দ্বারো বৃহত্যো মহত্যো বিশ্বমিন্বা বিশ্বমাভিরেতি যজ্ঞে ॥ ৪ ॥

দেবীর্দ্বারঃ—দেব্যো দ্বারঃ ( হে দ্বাররূপা দেবীসকল ) ; বৃহতীঃ—বৃহত্যঃ ( 'দ্বারঃ' এই

---

১। বিশ্রয়ন্তাং বিবৃতমাত্মানং কুর্বন্তু ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। শোভয়িতুমিচ্ছমানাঃ প্রহর্ষাৎ ( দুঃ )।

সম্বোধনান্ত পদের বিশেষণ ) ; বিশ্বমিন্বাঃ ( 'দ্বারঃ' পদেরই বিশেষণ )—'বিশ্ব' শব্দপূর্ব্বক 'ইবি' ধাতু হইতে 'বিশ্বমিন্ব' শব্দ নিষ্পন্ন ; বিশ্বম্ আভিঃ ইন্বতি অর্থাৎ এতি, যজ্ঞে বিশ্ব অর্থাৎ যজ্ঞোপকরণাদি সর্ব্ববস্তু এই দ্বারসমূহের দ্বারাই যজ্ঞগৃহে আগমন করে )—'ইবি' ধাতু গত্যর্থক ( নিঘ ২।১৪ )।

গৃহদ্বার ইতি কাত্থক্যঃ ॥ ৫ ॥

গৃহদ্বারঃ ইতি কাত্থক্যঃ—'দ্বার' শব্দের অর্থ গৃহদ্বার, ইহা আচার্য্য কাত্থক্য মনে করেন।

অগ্নিরিতি শাকপূণিঃ ॥ ৬ ॥

অগ্নিঃ ইতি শাকপূণিঃ—'দ্বার' শব্দে বুঝায় অগ্নিকে, আচার্য্য শাকপূণি ইহা মনে করেন। অগ্নি=অগ্ন্যর্চ্চি অর্থাৎ অগ্নিশিখা।[1] এতৎপক্ষে ও 'হ্বৃ' ধাতু এবং 'দ্রু' ধাতু অথবা 'বৃ' ধাতু হইতেই দ্বার্ শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—অর্চ্চি বা শিখা দ্বারাই হবি দেবগণের সমীপে গমন করে এবং অর্চ্চি বা অগ্নিশিখাই যজ্ঞবিঘ্নকারক রাক্ষসাদির নিবারক হয়। অগ্নিপক্ষে মন্ত্রের ব্যাখ্যা হইবে—বিবিধ গতিবিশিষ্ট অগ্নিশিখাসমূহ প্রভূতরূপে বিবৃত বা বিযুক্ত হউক ; পতিভ্যো ন জনয়ঃ শুম্ভমানাঃ—( দ্বারপক্ষে যে ব্যাখ্যা, তদনুরূপ )। হে বৃহতীঃ দেবীঃ……( হে মহান্ সর্ব্বপ্রকার হবির গমনপথস্বরূপ[2] দীপ্তিমান্ অগ্নিশিখাসমূহ ) [ হবিষঃ ] দেবেভ্যঃ সুপ্রায়ণা ভবত ( দেবগণের নিকট হবির সুখগমনকারী হও অর্থাৎ হবির গমন সুসাধ্য কর )।

৮। উষাসানক্ত ॥

উষাসানক্তোষাশ্চ নক্তা চ ॥ ৭ ॥

উষাসানক্তা=উষাশ্চ নক্তা চ ( উষা এবং রাত্রি )।
উষাশ্চ নক্তা চ এই বাক্যে উষাসানক্তা সমস্তপদ ( পাঃ ৬।৩।৩১ )।

উষা ব্যাখ্যাতা ॥ ৮ ॥

উষাঃ ( 'উষস্' শব্দ ) ব্যাখ্যাতা ( ব্যাখ্যাত হইয়াছে )।
'উষস্' শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে ( নিরু ২।১৮ দ্রষ্টব্য )।

নক্তেতি রাত্রিনামানক্তি ভূতান্যবশ্যায়েনাপি বা নক্তাব্যক্তবর্ণা ॥ ৯ ॥

নক্তা ইতি রাত্রিনাম ( 'নক্তা' শব্দের অর্থ রাত্রি ) অবশ্যায়েন ভূতানি অনক্তি

---

১। তৎপক্ষে যোজনা অগ্ন্যর্চ্চিষোহবিঃ ( দুঃ )।

২। হবিঃসমূহ অগ্নিশিখা অবলম্বন করিয়াই দেবগণসমীপে গমন করে।

( নীহারের দ্বারা প্রাণিসমূহকে স্নিগ্ধ বা সিক্ত করে );[১] অপি বা ( অথবা ) নক্তা অব্যক্ত-বর্ণা ( রাত্রি অনভিব্যক্তরূপ )।

নক্তা—রাত্রি। (১) অন্জ্‌+ক্ত—ন+অন্জ্‌+ত—নক্তা ( রাত্রি অবশ্যায় অর্থাৎ নীহার বা হিমের দ্বারা প্রাণিসমূহকে অক্ত বা সিক্ত করে ) (২) অথবা—'ন' প্রতিষেধার্থীয়; ন+অক্তা ( ব্যক্তা )—নক্তা—দিনের বর্ণ বা রূপ যেরূপ ব্যক্ত বা প্রকট, রাত্রির তাদৃশ নহে।

তয়োরেষা ভবতি ॥ ১০ ॥

তয়োঃ এষা ভবতি ( উষা এবং নক্তার সম্বন্ধে এই ঋক্‌টি হইতেছে )।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে উষা এবং নক্তার স্তুতি আছে।

॥ দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। অনক্তি ওষধতি ( দুঃ ।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

আস্বষ্‌যন্তী যজতে উপাকে উষাসানক্তা সদতাং নিযোনৌ।
দিব্যে যোষণে বৃহতী সুরুক্মে অধিশ্রিয়ং শুক্রপিশং দধানে ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।১১০।৬, শুক্ল-যজুঃ ২৯।৩১ )

স্বষযন্তী ( পরস্পর হাস্যকারিণী অথবা সুষুপ্তির জনয়িত্রী ) যজতে ( যজ্ঞসম্পাদয়িত্রী ) উপাকে ( পরস্পর সমীপস্থিত ) দিব্যে ( দ্যুলোকভব ) যোষণে ( স্ত্রীরূপিণী )[1] বৃহতী ( অতিমহতী ) সুরুক্মে ( অতিশয় দ্যুতিশালিনী ) শুক্রপিশং শ্রিয়ম্ ( শুক্লরূপবিশিষ্ট শোভা ) অধিদধানে ( ধারণকারিণী ) উষাসানক্তা ( উষা এবং রাত্রি ) যোনৌ ( যজ্ঞগৃহে )[2] আনি-সদতাম্ ( সম্যক্‌রূপে উপবেশন করুন )।

সেষ্মীয়মাণে ইতি বা সুষ্বাপয়ন্ত্যাবিতি বা ॥ ২ ॥

স্বষযন্তী ( দ্বিবচন—উষাসানক্তার বিশেষণ )—সেষ্মীয়মাণে ইতি বা ( হয়, পরস্পর হাস্যকারী ) সুষ্বাপয়ন্ত্যৌ ইতি বা ( আর না হয়, সুনিদ্রাজনয়িত্রী )।

'স্বষ্‌যন্তী' শব্দ হসনার্থক 'স্মি' ধাতু হইতে অথবা শয়নার্থক 'স্বপ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; পূর্ব্বপক্ষে মকারস্থানে বকার এবং উত্তরপক্ষে পকারস্থানে বকার—ছান্দস।

আসীদতামিতি বা স্বাসীদতামিতি বা ॥ ৩ ॥

সদতাম্—সীদতাম্। 'আ' উপসর্গের সহিত ইহার সম্বন্ধ এবং 'নি' পদপূরণ; অথবা নি এবং আ এই দুই উপসর্গের সহিতই ইহার সম্বন্ধ। আসীদতাম্ বা স্বাসীদতাম্—সম্যক্ উপবিশতাম্—সম্যক্‌রূপে উপবেশন করুন।

যজ্ঞিয়ে উপক্রান্তে দিব্যে যোষণে বৃহত্যৌ মহত্যৌ
সুরুক্মে সুরোচনে অধিদধানে শুক্রপেশসং শ্রিয়ম্ ॥ ৪ ॥

সমস্ত একারান্ত পদই দ্বিবচন—উষাসানক্তার বিশেষণ।

যজতে—যজ্ঞিয়ে; ইহার অর্থ—যজ্ঞসম্পাদয়িত্রী ( দুঃ ), অথবা যজনীয় ( মহীধর )। উপাকে—উপক্রান্তে ( পরস্পর সমীপবর্ত্তী )—উপপূর্ব্বক গত্যর্থক 'অক্' ধাতু হইতে 'উপাক' শব্দ নিষ্পন্ন। বৃহতী—বৃহত্যৌ—মহত্যৌ ( মহত্ত্ববিশিষ্ট )। সুরুক্মে—সুরোচনে ( শোভন দীপ্তিবিশিষ্ট )। 'অধি' উপসর্গের সম্বন্ধ দধানে পদের সহিত। শুক্রপিশং শ্রিয়ম্—শুক্র-পেশসং শ্রিয়ম্ ( শুভ্ররূপবিশিষ্ট শোভা )।

---

১। যোষণে যোষে স্ত্রীরূপিণ্যৌ ( মহীধর )।

২। যোনৌ যজ্ঞগৃহে ( উবট )।

শুক্রং শোচতেজ্বর্লতিকর্ম্মণঃ ॥ ৫ ॥

শুক্রং ( 'শুক্র' শব্দ ) জ্বলতিকর্ম্মণঃ শোচতেঃ ( দীপ্ত্যর্থক 'শুচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।
'শুক্র' শব্দের অর্থ দীপ্তিসম্পন্ন—'শুচ্' ধাতুর উত্তর 'রন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন ( উ ১৮৬ )।

পেশ ইতি রূপনাম পিংশতের্বিপিশিতং ভবতি ॥ ৬ ॥

পেশঃ ইতি রূপনাম ( 'পেশস্' শব্দের অর্থ রূপ ) পিংশতেঃ ( 'পিশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ),[1] বিপিশিতং ভবতি ( বিকশিত অর্থাৎ প্রকাশিত হয় )।

'পেশস্' শব্দের অর্থ রূপ ; দীপনার্থক 'পিশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—রূপ বিপিশিত অর্থাৎ প্রকাশিত হয় [ ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু—পিংশতু প্রকাশয়ত্বিত্যর্থঃ—বালমনোরমা ] ।

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন—উষা=অগ্নির দীপ্তি এবং নক্তা=আহুতিদীপ্তি ( উষা বিবাসনার্থক 'উচ্ছ' ধাতু নিষ্পন্ন—অগ্নির দীপ্তি অন্ধকার বিবাসিত বা দূরীভূত করে এবং নক্তা 'অঞ্জ' ধাতু নিষ্পন্ন—আহুতির দীপ্তি আজ্যের দ্বারা অক্ত বা সুপ্রকট হয় )। এই দীপ্তিদ্বয় যজ্ঞিয় অর্থাৎ যজ্ঞসম্পাদক, উপাক অর্থাৎ পরস্পরের সমীপবর্ত্তী—ইহারা যেন স্ময়মান বা হাস্যময় ; এই দীপ্তিদ্বয় দিব্য বা দ্যোতনশীল অর্থাৎ প্রকাশময়, যোষণ অর্থাৎ মিশ্রীভূত, বৃহৎ বা মহৎ, সুরুক্ম অর্থাৎ শোভাবিশিষ্ট ; এই দীপ্তিদ্বয় শুভ্ররূপধারী, ইহারা যজ্ঞগৃহে সম্যক্ নিষণ্ণ হউক।

৯। দৈব্যা হোতারা ॥

দৈব্যা হোতারা দৈব্যৌ হোতারাবয়ং চাগ্নিরসৌ চ মধ্যমঃ ॥ ৭ ॥

দৈব্যা হোতারা=দৈব্যৌ হোতারৌ ( দেবগণের মধ্যে সম্ভূত অথবা দেবভূত হোতৃদ্বয় )[2] [ অর্থাৎ ] অয়ং চ অগ্নিঃ অসৌ চ মধ্যমঃ ( এই পৃথিবীস্থান অগ্নি এবং ঐ অন্তরিক্ষ-স্থান বায়ু )।

অগ্নি এবং বায়ুই দৈব্য হোতৃদ্বয়।

তয়োরেষা ভবতি ॥ ৮ ॥

তয়োঃ এষা ভবতি—পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে দৈব্য হোতৃদ্বয়ের স্তুতি আছে।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। 'পিশ্' ধাতুর রূপ পিংশতি।

২। যেহেতু অসৌ দৈব্যৌ দেবানেব বা দৈব্যৌ স্বার্থে এব তদ্ধিতঃ ( দুঃ )।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দৈব্যা হোতারা প্রথমা সুবাচা মিমানা যজ্ঞং মনুষো যজধ্যৈ।
প্রচোদয়ন্তা বিদথেষু কারু প্রাচীনং জ্যোতিঃ প্রদিশা দিশন্তা ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।১১০।৭, শুক্ল-যজুঃ ২৯।৩২ )

প্রথমা ( প্রথমৌ—মুখ্য ) সুবাচা ( সুবাচৌ—সুস্তুত ) মনুষঃ ( প্রতি মানুষের ) যজধ্যৈ ( যজনের নিমিত্ত ) যজ্ঞং মিমানা ( যজ্ঞং মিমানৌ—যজ্ঞ নির্মাণকারী ), বিদথেষু ( যজ্ঞসমূহে ) প্রচোদয়ন্তা ( প্রচোদয়ন্তৌ—অন্য ঋত্বিক্‌গণের প্রবর্ত্তক ) প্রাচীনং জ্যোতিঃ ( পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আহবনীয় অগ্নিকে ) প্রদিশা ( মন্ত্রের দ্বারা ) দিশন্তা ( দিশন্তৌ—যষ্টব্যরূপে নির্দ্দেশকারী ) কারু ( মনুষ্যগণের অনুগ্রহকারক )[১] দৈব্যা হোতারা ( দৈব্য হোতৃদ্বয়কে অর্থাৎ অগ্নি ও বায়ুকে ) [ যজ ] ( অর্চ্চিত কর )।[২]

দৈব্যা হোতারা, প্রথমা, সুবাচা—ইত্যাদি স্থলে বিভক্তির স্থানে আকার হইয়াছে। যজ্ঞং মিমানা—অগ্নি ব্যতীত যজ্ঞ হয় না এবং বায়ু ব্যতীত অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না; এই ভাবেই অগ্নি ও বায়ু যজ্ঞনির্মাতা।

দৈব্যৌ হোতারৌ প্রথমৌ সুবাচৌ নির্ম্মিমানৌ যজ্ঞং মনুষ্যস্য মনুষ্যস্য যজনায় প্রচোদয়মানৌ যজ্ঞেষু কর্ত্তারৌ পূর্ব্বস্যাং দিশি যষ্টব্যমিতি প্রদিশন্তৌ ॥ ২ ॥

দৈব্যা হোতারা—দৈব্যৌ হোতারৌ; প্রথমা=প্রথমৌ ( অগ্নি এবং বায়ু প্রথম বা মুখ্য হোতা—মনুষ্য হোতার অপেক্ষায় ); সুবাচা=সুবাচৌ ( শোভনবাক্‌-সমন্বিত অর্থাৎ সুস্তুত ); মিমানা—নির্ম্মিমানৌ; মনুষঃ=মনুষ্যস্য মনুষ্যস্য ( প্রতি মানুষের—মনুষ্য-সমূহের ); যজধ্যৈ—যজনায় ( যজ্ঞসম্পাদনার্থ ); বিদথেষু—যজ্ঞেষু ( বিদথ—যজ্ঞ—নিঘ ৩।১৭ ); প্রচোদয়ন্তা—প্রচোদয়ন্তৌ—প্রচোদয়মানৌ ( অন্য ঋত্বিক্‌গণের প্রেরণকর্ত্তা );[৩] কারু—কর্ত্তারৌ ( অনুগ্রহ কারক ); প্রাচীনং জ্যোতিঃ প্রদিশা দিশন্তা=পূর্ব্বস্যাং দিশি [ অবস্থিতং জ্যোতিঃ ] প্রদিশা ( মন্ত্রেণ ) যষ্টব্যম্ ইতি প্রদিশন্তৌ [ ইব ]—পূর্ব্বদিকে অবস্থিত জ্যোতি অর্থাৎ আহবনীয় অগ্নিকে মন্ত্রের দ্বারা যষ্টব্য বলিয়া যেন নির্দ্দেশকারী।[৪]

---

১। কারু কর্ত্তারৌ অনুগ্রহস্য ( দুঃ )।

২। সাকাঙ্ক্ষত্বাৎ যজেতি শেষঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

৩। প্রচোদয়ন্তৌ চ বিদথেষু যজ্ঞেষু অন্যানৃত্বিজঃ ( উবট )।

৪। প্রদিশা প্রদেশনকেন বচনেন দিশন্তা অত্র যষ্টব্যমিত্যেবং প্রদিশন্তাবিব ( স্কঃ স্বাঃ )।

১০। তিস্রো দেবীঃ॥

তিস্রো দেবীস্তিস্রো দেব্যঃ ॥ ৩ ॥

তিস্রঃ দেবীঃ—তিস্রঃ দেব্যঃ (দেবীত্রয় অর্থাৎ ভারতী, ইলা ও সরস্বতী)।

তাসামেষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তাসাম্ এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে দেবীত্রয়ের স্তুতি আছে।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেত্বিলা মনুষ্বদিহ চেতয়ন্তী।
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং স্যোনং সরস্বতী স্বপসঃ সদন্তু ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।১১০।৮, শুক্ল-যজুঃ ২৯।৩৩ )

ভারতী ( ভারতী দেবী ) নঃ যজ্ঞং ( আমাদিগের যজ্ঞে ) তূয়ং ( শীঘ্র ) আ+এতু ( আগমন করুন ),[1] মনুষ্বৎ ( মনুষ্যবৎ—মনুষ্যসদৃশী অর্থাৎ পৃথিবীস্থানা ) ইলা ( ইলাদেবী ) চেতয়ন্তী ( আগমন কাল অথবা আমাদিগের ভক্তিমত্তা পরিজ্ঞাত হইয়া )[2] ইহ ( এই যজ্ঞে ) [ আ+এতু ] ( আগমন করুন ), সরস্বতী ( সরস্বতী দেবী ) [ আ+এতু ] ( আগমন করুন ), স্বপসঃ ( শোভন কর্মকারিণী ) তিস্রঃ দেবীঃ ( এই তিন দেবী ) ইদং স্যোনং বর্হিঃ ( এই সুখকর কুশাসনে ) আ+সদন্তু ( আসীদন্তু—উপবেশন করুন )।

ভারতী, ইলা এবং সরস্বতী—ইঁহারা ক্রমান্বয়ে দ্যুস্থান-দেবতা সূর্য্যজ্যোতিঃ, পৃথিবীস্থান-দেবতা অগ্নি এবং মধ্যমস্থান-দেবতা বিদ্যুৎ। এই তিনই অগ্নি—কাজেই 'তিস্রো দেবীঃ' পৃথিবীস্থানা বলিয়া পঠিত।

এতু নো যজ্ঞং ভারতী ক্ষিপ্রম্। ভরত আদিত্যস্তস্য ভা ইলা চ মনুষ্যবদিহ চেতয়মানা, তিস্রো দেব্যো বর্হিরিদং সরস্বতী চ সুকর্ম্মাণ আসীদন্তু ॥ ২ ॥

তূয়ং—ক্ষিপ্রম্—শীঘ্র ( নিঘ ২।১৫ )। ভারতী—ভরতঃ আদিত্যঃ তস্য ভা ভারতী—( 'ভরত' শব্দের অর্থ আদিত্য, ইঁহার দীপ্তি বা জ্যোতিই ভারতী ); মনুষ্বৎ—মনুষ্যবৎ—মনুষ্য যেরূপ মনুষ্য-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ক্ষিপ্র ভোজনার্থ আগমন করে, ইলাও সেইরূপ ক্ষিপ্রভাবে যজ্ঞে আগমন করুন, এইরূপ অর্থও হইতে পারে; চেতয়ন্তী—চেতয়মানা—পরিজ্ঞানশালিনী; তিস্রো দেবীঃ—তিস্র দেব্যঃ ( দেবীত্রয় ), বর্হিঃ ইদং সুখং সরস্বতী চ সুকর্ম্মাণঃ আসীদন্তু—স্যোনং—সুখং ( 'স্যোন' শব্দের অর্থ সুখকর ), স্বপসঃ—সুকর্ম্মাণঃ ( শোভন কর্মকারিণী ; অপস্=কর্ম—নিঘ ২।১ ); এদং—আ+ইদং—আ উপসর্গের সম্বন্ধ 'সদন্তু' ক্রিয়ার সহিত—আসদন্তু—আসীদন্তু ( উপবেশন করুন )।

১১। ত্বষ্টা ॥

ত্বষ্টা তূর্ণমশ্নুত ইতি নৈরুক্তাঃ। ত্বিষের্বা স্যাদ্দীপ্তিকর্ম্মণস্ত্বক্ষতের্বা স্যাৎ করোতিকর্ম্মণঃ ॥ ৩ ॥

ত্বষ্টা তূর্ণম্ অশ্নুতে ইতি নৈরুক্তাঃ ( 'ত্বষ্টৃ' শব্দের ব্যুৎপত্তি—শীঘ্র পরিব্যাপ্ত করে,

---

১। আকার এদিত্যেতেন সম্বধ্যতে ( স্কঃ ভাঃ )।

২। চেতয়ন্তী জানতী আগমনকালং ভক্ততাং বাস্মাকম্ ( স্কঃ ভাঃ )।

ইহা নিরুক্তকারগণের মত)। দীপ্তিকর্মণঃ ত্বিষেৰ্বা স্যাৎ (দীপ্ত্যর্থক 'ত্বিষ্' ধাতু হইতেও বা 'ত্বষ্টৃ' শব্দের নিষ্পত্তি হইতে পারে); ত্বক্ষতের্বা স্যাৎ করোতিকর্মণঃ (অথবা করণার্থক 'ত্বক্ষ্' ধাতু হইতেও 'ত্বষ্টৃ' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে)।[১]

'ত্বষ্টৃ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (১) 'তূর্ণ' শব্দপূর্বক ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে অথবা (২) দীপ্ত্যর্থক 'ত্বিষ্' ধাতু হইতে অথবা (৩) করণার্থক 'ত্বক্ষ্' ধাতু হইতে 'ত্বষ্টৃ' শব্দের নিষ্পত্তি; ত্বষ্টা ব্যাপ্তব্য বস্তু শীঘ্র ব্যাপ্ত করেন, ত্বষ্টা দীপ্ত পাইয়া থাকেন, ত্বষ্টা তক্ষাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। 'ত্বষ্টৃ' শব্দের অর্থ পরবর্তী পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋকে ত্বষ্টার স্তুতি আছে।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ধাতুপাঠে 'ত্বক্ষ্' ধাতু তনূকরণার্থক।

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী রূপৈরপিংশদ্ভুবনানি বিশ্বা।
তমদ্য হোতরিষিতো যজীয়ান্ দেবং ত্বষ্টারমিহ যক্ষি বিদ্বান্ ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।১১০।৯, শুক্ল-যজুঃ ২৯।৩৪)

যঃ (যে ত্বষ্টা) জনিত্রী (অগ্নি, বনস্পতি, ওষধি প্রভৃতির উৎপাদক) দ্যাবাপৃথিবী (দ্যুলোক এবং পৃথিবীলোককে) রূপৈঃ (রূপান্বিত করিয়া—বিভিন্ন রূপে চিত্র বিচিত্র করিয়া) অপিংশৎ (সৃষ্টি করিয়াছেন)[১] [চ] (এবং) বিশ্বা ভুবনানি (সর্ব্ববিধ প্রাণীকে) [রূপৈঃ অপিংশৎ] (রূপান্বিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন), হোতঃ (হে হোতঃ) যজীয়ান্ (বিশিষ্ট যজ্ঞসম্পাদক) [এবং] বিদ্বান্ (বিজ্ঞ) [ত্বম্] (তুমি) অদ্য (আজ) ইষিতঃ (আমাদের কর্ত্তৃক প্রবর্তিত হইয়া) তং দেবং ত্বষ্টারং (সেই দানাদি গুণযুক্ত ত্বষ্টাকে) ইহ (যজ্ঞে) যক্ষি (পূজিত কর)।

য ইমে দ্যাবাপৃথিব্যৌ জনয়িত্র্যৌ রূপৈরকরোদ্ ভূতানি চ সর্ব্বাণি তমদ্য হোতরিষিতো যজীয়ান্ দেবং ত্বষ্টারমিহ যজ বিদ্বান্ ॥ ২ ॥

দ্যাবাপৃথিবী—দ্যাবাপৃথিব্যৌ (দ্যুলোক এবং ভূলোককে); জনিত্রী—জনয়িত্র্যৌ (অগ্নি, ওষধি, বনস্পতি প্রভৃতির উৎপাদক—'দ্যাবাপৃথিব্যৌ' পদের বিশেষণ); রূপৈঃ অপিংশৎ=রূপৈঃ অকরোৎ (নানাবিধ রূপের দ্বারা অর্থাৎ রূপসমন্বিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন—'পিংশ' ধাতু এখানে করণার্থক); বিশ্বা ভুবনানি=বিশ্বানি ভুবনানি—ইহার অর্থ সর্ব্বাণি ভূতানি (সর্ব্ববিধ প্রাণীকে); যক্ষি=যজ (যজন অর্থাৎ পূজা কর)।

মাধ্যমিকস্ত্বষ্টেত্যাহুর্মধ্যমে চ স্থানে সমাম্নাতঃ ॥ ৩ ॥

ত্বষ্টা মাধ্যমিকঃ (ত্বষ্টা মধ্যমস্থান-দেবতা) ইত্যাহুঃ (নিরুক্তকারগণ ইহা বলেন), মধ্যমে চ স্থানে সমাম্নাতঃ (কারণ, মধ্যমস্থানে পঠিত হইয়াছেন)।

নিরুক্তকারগণের মতে ত্বষ্টা মাধ্যমিক-দেবতা—বায়ু বা বিদ্যুৎ; কারণ, ত্বষ্টার পাঠ আছে মাধ্যমিক-দেবতাসমূহের মধ্যে (নিঘ ৫।৪ এবং নিরু ১০।৩৪ দ্রষ্টব্য)। ইহার যে পৃথিবীস্থানে পাঠ তাহা আপ্রী-দেবতা প্রসঙ্গে।

অগ্নিরিতি শাকপূণিঃ ॥ ৪ ॥

অগ্নিঃ ইতি শাকপূণিঃ (শাকপূণি আচার্য্য মনে করেন—ত্বষ্টা=অগ্নি)।

---

১। পিংশতিরত্র করোত্যর্থে (স্কঃ স্বাঃ)।

তস্যৈষাপরা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্য ( ত্বষ্টার ) এষা অপরা ভবতি ( এই অপর ঋক্ হইতেছে )।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ত্বষ্টার বিষয়ে অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে ; এই ঋকে প্রতিপাদিত হইবে যে, ত্বষ্টা অগ্নি ব্যতীত কেহই নহেন।

॥ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আবিষ্ট্যো বর্দ্ধতে চারুরাসু জিহ্মানামূর্দ্ধঃ স্বযশা উপস্থে।
উভে ত্বষ্টুর্বিভ্যতু জায়মানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতিজোষয়েতে ॥ ১ ॥

(ঋ ১।৯৫।৫)

আবিষ্ট্যঃ (জ্যোতির্বিস্তারক) চারুঃ (চলনস্বভাব) উর্দ্ধঃ (ঊর্দ্ধজ্বলন) স্বযশাঃ (স্বীয় ক্রিয়াকলাপের দ্বারা যশস্বী) [ত্বষ্টা] (অগ্নি) আসু (ক্রিয়াসমূহে)¹ জিহ্মানাম্ (কুটিল চিত্ত মনুষ্যগণের মধ্যেও) [অবৈষম্যে]² উপস্থে (উপস্থানে—ক্রোড়ে অর্থাৎ কাষ্ঠমধ্যে)³ বর্দ্ধতে (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন); জায়মানাৎ (উৎপদ্যমান) ত্বষ্টুঃ (ত্বষ্টা হইতে) উভে (উভয়—দ্যাবাপৃথিবী অথবা অহোরাত্র অথবা অরণিদ্বয়) বিভ্যতুঃ (ভীত হয়), সিংহং প্রতীচী (সিংহের অর্থাৎ প্রসহন বা অভিভবনশীল ত্বষ্টার অভিমুখে আসিয়া) প্রতিজোষয়েতে (সেবা করে)।

ত্বষ্টা জ্যোতি বিস্তার করেন, ত্বষ্টা চলনস্বভাব, ত্বষ্টা ঊর্দ্ধজ্বলন, ত্বষ্টা স্বযশী—কুটিলচেতা মনুষ্যগণের মধ্যেও বৈষম্যবোধ রহিত হইয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহে স্বস্থানে (কাষ্ঠমধ্যে) থাকিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে বর্দ্ধিত দেখিয়া দ্যাবাপৃথিবী (অথবা অহোরাত্র অথবা অরণিদ্বয়) নিজ নিজ বিনাশাশঙ্কায় ভীতিগ্রস্ত হয় এবং অভিমুখে আসিয়া স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী উপকার সাধনপূর্ব্বক পরিচারকরূপে তাঁহার সেবা করে। এই ঋকে ত্বষ্টা অগ্নি বলিয়াই প্রতীত হইতেছেন (তৃতীয় ও চতুর্থ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

এই ঋকের রমেশচন্দ্রকৃত সায়ণানুযায়ী অনুবাদ:—

"কুটিল (মেঘের জলের) পার্শ্বদেশে যশস্বী (অগ্নি) ঊর্দ্ধে জ্বলিয়া শোভনীয় দীপ্তির সহিত প্রকাশ পাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন; অগ্নি দীপ্তির সহিত উৎপন্ন হইলে উভয় (পৃথিবী) ভীত হয়েন এবং সেই সিংহের অভিমুখে আসিয়া তাঁহাকে সেবা করেন।"

আবিরাবেদনাত্তত্যো বর্দ্ধতে চারুরাসু; চারু চরতেঃ, জিহ্মং জিহীতেঃ ঊর্দ্ধ উচ্ছ্রিতো ভবতি। স্বযশা আত্মযশাঃ, উপস্থ উপস্থানে ॥ ২ ॥

আবিঃ আবেদনাৎ—'আবিস্' শব্দ আ+'বিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'আবেদন' শব্দের অর্থ জ্ঞাপন বা প্রকাশন—কাজেই আবিস্—প্রকাশ; তস্য আবিষঃ প্রকাশস্য ত্যঃ বিস্তারকঃ ইতি আবিষ্ট্যঃ—বিস্তারার্থক 'তন্' ধাতুর উত্তর 'ড্য' প্রত্যয়ে 'ত্য' শব্দ নিষ্পন্ন; আবিষ্ট্যঃ=প্রকাশ বা জ্যোতির বিস্তার-কারক। চারু চরতেঃ—'চারু' শব্দ গত্যর্থক (চলনার্থক) 'চর্' ধাতুর উত্তর ঞুণ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (উ ১।৩)। 'চারু' শব্দের অর্থ চলনশীল অর্থাৎ অনবস্থিত। জিহ্ম

---

১। আসু ক্রিয়াসু (দুঃ)।
২। জিহ্মানাং কুটিলচেতসামপি মনুষ্যাণাম্ অবৈষম্যেণ (দুঃ)।
৩। উপস্থে উপস্থানে যত্রাসৌ উপনতস্তিষ্ঠতি (দুঃ)।

জিহীতে: —'জিহ্ম' শব্দ গত্যর্থক 'হা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; তাহারাই জিহ্ম, যাহারা কুটিলতা গত বা প্রাপ্ত হয় ; বৈয়াকরণমতে ত্যাগার্থক 'হা' হইতে 'জিহ্ম' শব্দ নিষ্পন্ন ( উ ১।১৩৮ )। ঊর্দ্ধঃ উচ্ছ্রিতঃ ভবতি—'ঊর্দ্ধ' শব্দ উৎপূর্ব্বক 'শ্রি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; যাহা ঊর্দ্ধ তাহা উচ্ছ্রিত বা উন্নত। স্বযশাঃ=আত্মযশাঃ—যিনি অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে যশ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উপস্থে=উপস্থানে—যে স্থানে উপনত হইয়া অবস্থান করে[১] ( নিরু ৭।২৬ দ্রষ্টব্য )।

'উভে ত্বষ্টুর্বিভ্যতুর্জায়মানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতিজোষয়েতে'।
দ্যাবাপৃথিব্যাবিতি বা, অহোরাত্রে ইতি বা অরণী ইতি বা ॥ ৩ ॥

উভে=দ্যাবাপৃথিব্যৌ ইতি বা, অহোরাত্রে ইতি বা অরণী ইতি বা—'উভ' শব্দের দ্বারা বুঝাইতেছে দ্যুলোক এবং পৃথিবীলোককে অথবা দিন এবং রাত্রিকে অথবা অরণিদ্বয়কে ; 'অরণি' শব্দের অর্থ অগ্নিমন্থন কাষ্ঠ অর্থাৎ ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি জ্বালিবার কাষ্ঠদ্বয়। অতিমহান্ ত্বষ্টা ( অগ্নি ) যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছেন, তাহাতে আমাদের দগ্ধ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে—ইহা হইবে দ্যাবাপৃথিবীর ভয় ; একবার প্রজ্বলিত মহান্ ত্বষ্টা ( অগ্নি ) যদি উপশান্ত না হন তাহা হইলে অহোরাত্র নামের সার্থকতা থাকিবে না, আমাদের একতরের অর্থাৎ রাত্রির উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী—ইহা হইবে অহোরাত্রের ভয় ; অরণিদ্বয়ের ভয় হইতে পারে—ত্বষ্টা ( অগ্নি ) আমাদের দ্বারা উৎপন্ন, আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংপৃক্ত, অতি প্রবৃদ্ধ অগ্নি আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে।

প্রত্যক্তে সিংহং সহনং প্রত্যাসেবেতে ॥ ৪ ॥

প্রতীচী—প্রত্যক্তে ( দ্বিবচন )—প্রতি+গত্যর্থক 'অক্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; অর্থ—প্রতিগত অর্থাৎ অভিমুখাগত। সিংহং=সহনং ( অভিভবকারী )।[২] প্রতিজোষয়েতে=প্রত্যাসেবেতে ( পরিচারকরূপে সেবা করে )। আমাদিগকে বিনষ্ট না করেন এই জন্য দ্যাবাপৃথিবী ( অথবা, অহোরাত্র অরণিদ্বয় ) স্বাধিকারানুযায়ী উপকারসমূহের দ্বারা অগ্নি-দেবতার পরিচর্য্যা করে।[৩] 'উভে', দ্যাবাপৃথিবী অথবা অহোরাত্র অথবা অরণিদ্বয় ( ভাষ্যকারের মতে ) ; ইহারা কি করিয়া অগ্নির পরিচর্য্যা করে তাহা বুঝা কষ্ট। Roth বলেন—'উভে' পদ ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালনকারী হোতার দুই বাহুকে বুঝাইতেছে।

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। যত্রাসাবুপনতিষ্ঠতি ( দুঃ )।

২। সিংহং সহনম্ অভিভবিতারম্ ( স্কঃ স্বাঃ )—'সহ্' ধাতুর অর্থ প্রসহন বা অভিভব।

৩। তৈস্তৈরুপকারৈঃ প্রতিসেবেতে ইত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ ), প্রত্যাসেবেতে উপকারকত্বেন কথং নামায়মাবাং ন ভস্মসাৎ কুর্য্যাদিতি ( দুঃ )

১২। বনস্পতিঃ ॥

বনস্পতির্ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১ ॥

বনস্পতিঃ ব্যাখ্যাতঃ ( 'বনস্পতি' শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ) [ নিরু ৮।৩।৪ দ্রষ্টব্য ]।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ২ ॥

তস্য এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্ বনস্পতি সম্বন্ধে, অর্থাৎ ঐ ঋকে বনস্পতির স্তুতি আছে।

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উপাবসৃজ ত্মন্যা সমঞ্জন্ দেবানাং পাথ ঋতুথা হবীংষি।
বনস্পতিঃ শমিতা দেবো অগ্নিঃ স্বদন্তু হব্যং মধুনা ঘৃতেন ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।১১০।১০, শুক্ল-যজুঃ ২৯।৩৫ )

[ হে বনস্পতে ], ত্মন্যা ( নিজেই ) [ আত্মানং ] সমঞ্জন্ ( নিজেকে সমভিব্যক্ত করিয়া ) ঋতুথা ( ঋতুতে ঋতুতে অর্থাৎ প্রত্যেক যজ্ঞকালে ) দেবানাং ( দেবগণকে )[1] পাথঃ ( এই পশুরূপ অন্ন )[2] হবীংষি [ চ ] ( এবং আজ্যাদি ) উপাবসৃজ ( প্রদান কর ); বনস্পতিঃ শমিতা দেবঃ অগ্নিঃ ( বনস্পতি, শমিতা এবং অগ্নিদেব ) মধুনা ( উদকের দ্বারা )[3] ঘৃতেন [ চ ] ( এবং ঘৃতের দ্বারা ) হব্যং ( হবনীয় দ্রব্যকে ) স্বদন্ত ( স্বাদুতা-সম্পন্ন করুন )।

বনস্পতি=যূপ বা অগ্নি। এই মন্ত্র অগ্নিপক্ষেই সুসঙ্গত হয়। স্কন্দস্বামী স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, এই মন্ত্রটি বনস্পতির প্রৈষ ( প্রেষণার্থ অনুজ্ঞামন্ত্র )—বনস্পতিকে সম্বোধন করিয়াই—এই মন্ত্র বলা হইয়াছে; কারণ, অন্যান্য আপ্রীসূক্তেও এইরূপই পরিদৃষ্ট হয় ( ঋ ১।১৩।১১, ৩।৪।১০ দ্রষ্টব্য )।[4] দুর্গাচার্য্য বলেন, মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে মধ্যমপুরুষ সংযোগবশতঃ বনস্পতি প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রথম পুরুষ সংযোগবশতঃ উহা পরোক্ষ। কাজেই তাঁহার মতেও বনস্পতিকে সম্বোধন করিয়াই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে। মহীধর এবং উবট উভয়ের মতেই কিন্তু মন্ত্রে সম্বোধ্য হইতেছেন হোতা অথবা অধ্বর্যু। বলাবাহুল্য এই মতেই মন্ত্রের অর্থ সুস্পষ্ট হয়। বনস্পতি নিজেই নিজেকে অভিব্যক্ত করুন; প্রতি যজ্ঞকালে পশুরূপ অন্ন আজ্যাদিসহ দেবগণকে প্রদত্ত হউক; বনস্পত্যাদি দেবত্রয় জলের দ্বারা প্রোক্ষিত এবং ঘৃতের দ্বারা সংস্কৃত ঐ অন্ন সুস্বাদ করুন; ইহাই মন্ত্রের অর্থ।

উপাবসৃজাত্মনাত্মানং সমঞ্জন্ দেবানামন্নমৃতাবৃতৌ হবীংষি কালে কালে
বনস্পতিঃ শমিতা দেবো অগ্নিরিত্যেতে ত্রয়ঃ স্বদয়ন্তু হব্যং মধুনা ঘৃতেন চ ॥ ২ ॥

ত্মন্যা=আত্মনা; আত্মানম্=আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে; ঋতুথা—ঋতৌ ঋতৌ=কালে কালে—প্রত্যেক ঋতুতে অর্থাৎ প্রতি যজ্ঞকালে; ইত্যেতে ত্রয়ঃ—বনস্পতি, শমিতা

---

১। চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী দেবেভ্যঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।
২। পশ্বাখ্যং পাথঃ ( দুঃ )।
৩। মধুনা উদকেন ( দুঃ )।
৪। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলিও দ্রষ্টব্য।

এবং অগ্নি, এই দেবত্রয় ; স্বদন্তু—স্বদয়ন্তু—স্বাদুতাসম্পন্ন করুন।[1] বনস্পতি, শমিতা এবং অগ্নি, ইঁহাদের দ্বারা গার্হপত্যাগ্নি দক্ষিণাগ্নি এবং আহবনীয়াগ্নির বোধ হইতেছে।

তৎ কো বনস্পতিঃ ॥ ৩ ॥

তৎ কঃ বনস্পতিঃ ( তাহা হইলে বনস্পতি কে ) ?

যূপ ইতি কাত্থক্যঃ ॥ ৪ ॥　[ অগ্নিরিতি শাকপূণিঃ ] [2]

যূপঃ ইতি কাত্থক্যঃ ( আচার্য্য কাত্থক্যের মতে 'বনস্পতি' শব্দের অর্থ যূপ )। [ অগ্নিঃ ইতি শাকপূণিঃ—আচার্য্য শাকপূণির মতে বনস্পতি—অগ্নি ]।

তস্যৈষাপরা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে বনস্পতি সম্বন্ধে অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে। এই ঋকে বনস্পতি—যূপ।

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। স্বাদুতামাপাদয়ন্ত ( দুঃ )।
২। পরবর্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অঞ্জন্তি ত্বামধ্বরে দেবয়ন্তো বনস্পতে মধুনা দৈব্যেন।
যদূর্দ্ধস্তিষ্ঠা দ্রবিণেহ ধত্তাদ্ যদ্বা ক্ষয়ো মাতুরস্যা উপস্থে ॥ ১ ॥

( ঋ ৩।৮।১ )

বনস্পতে ( হে যূপ ) দেবয়ন্তঃ ( দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞসম্পাদনেচ্ছু যজমানগণ ) দৈব্যেন মধুনা ( দৈব্যমধু অর্থাৎ ঘৃতের দ্বারা ) অধ্বরে ( যজ্ঞে ) ত্বাম্ অঞ্জন্তি ( তোমাকে ম্রক্ষিত করে ); যৎ ( যঃ—যে তুমি )[1] ঊর্দ্ধঃ তিষ্ঠাঃ ( উন্নত হইয়া অবস্থান করিবে ) যদ্ বা ( অথবা ) [ যস্য তব ] ( যে তোমার ) অস্যা মাতুঃ ( এই মাতা পৃথিবীর ) উপস্থে ( ক্রোড়ে ) ক্ষয়ঃ ( নিবাস ) [ ভবিষ্যতি ] ( হইবে ), [ স ত্বম্ ] ( সেই তুমি ) ইহ ( যজ্ঞে ) দ্রবিণা ( দ্রবিণানি—ধনরাশি ) ধত্তাৎ ( দান করিবে )।

হে যূপ দেবযজনাভিলাষী যজমানগণ তোমাকে ঘৃতের দ্বারা ম্রক্ষিত করে; তুমি দণ্ডায়মান অথবা পৃথিবীর ক্রোড়ে শয়ান, যে অবস্থায়ই থাক, যজ্ঞফলভূত ধনরাশি অবশ্যই প্রদান করিবে। দৈব্যেন মধুনা—ঘৃতেন ( এতদ্বৈ দৈব্যং মধু যদাজ্যম্ ঐ ব্রা ২।১।২ )।

অঞ্জন্তি ত্বামধ্বরে দেবান্ কাময়মানা বনস্পতে মধুনা দৈব্যেন চ ঘৃতেন চ। যদূর্দ্ধঃ স্থাস্যসি দ্রবিণানি চ নো দাস্যসি। যদ্বা তে কৃতঃ ক্ষয়ঃ মাতুরস্যা উপস্থ উপস্থানে ॥ ২ ॥

দেবয়ন্তঃ—দেবান্ কাময়মানাঃ—দেবান্ যষ্টুং কাময়মানাঃ ( যাঁহারা দেবগণের উদ্দেশে যাগ করিবার অভিলাষী ); দৈব্যেন মধুনা—ঘৃতেন; তিষ্ঠাঃ—স্থাস্যসি ( অবস্থান করিবে ) দ্রবিণেহ—দ্রবিণা ইহ; দ্রবিণা—দ্রবিণানি ( ধনসমূহ ); ধত্তাৎ—নঃ দাস্যসি ( আমাদিগকে দান করিবে ); যদ্ বা তে কৃতঃ ক্ষয়ঃ ( অথবা যদি তোমার ক্ষয় বা নিবাস কৃত হয় ) মাতুরস্যাঃ উপস্থে ( এই মাতৃরূপিণী পৃথিবীর ক্রোড়ে ); উপস্থে—উপস্থানে ( ক্রোড়ে )। অগ্নিপক্ষেও এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে,—হে অগ্নে, যজমানগণ ঘৃতের দ্বারা তোমাকে ব্যাপ্ত করে, তুমি শিখোচ্ছ্রিতই হও অথবা দক্ষিণাগ্নিরূপে নিম্নশিখই হও, তুমি আমাদিগকে ধন দান করিবে।

অগ্নিরিতি শাকপূণিঃ ॥ ৩ ॥

অগ্নিঃ ইতি শাকপূণিঃ ( আচার্য্য শাকপূণির মতে বনস্পতি—অগ্নি )।

---

১। যৎ লিঙ্গব্যত্যয়েন যঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

তস্যৈষাপরা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে বনস্পতি সম্বন্ধে অপর একটি স্তব উদ্ধৃত হইয়েছে।

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

দেবেভ্যো বনস্পতে হবীংষি হিরণ্যপর্ণ প্রদিবস্তে অর্থম্।
প্রদক্ষিণিদ্রশনয়া নিযূয ঋতস্য বক্ষি পথিভী রজিষ্ঠৈঃ ॥ ১ ॥

( মৈঃ সং ৪।৩।৭ )

হিরণ্যপর্ণ বনস্পতে ( হে স্বর্ণপক্ষ অগ্নে ), ঋতস্য ( যজ্ঞের ) রজিষ্ঠৈঃ পথিভিঃ ( ঋজুতম পথে ) হবীংষি ( হবিঃসমূহ ) রশনয়া ( রজ্জুদ্বারা—ধারণী শক্তিদ্বারা ) নিযূয ( বাঁধিয়া ) দেবেভ্যঃ ( দেবগণসমীপে ) প্রদক্ষিণিৎ ( প্রদক্ষিণক্রমে ) বক্ষি ( বহন কর ), প্রদিবঃ ( পুরাণ বা সনাতন ) তে অর্থঃ [ প্রক্রমঃ ] ( তোমার হবির্বহনাধিকার কীর্তন করিতেছি )।

রশনয়া—রজ্জ্বা ( স্ত্রঃ যাঃ )—রজ্জুর দ্বারা নিযূয—নিবধ্য ( বন্ধন করিয়া ) অর্থাৎ সুনিপুণভাবে তোমার ধারণী শক্তিদ্বারা গ্রহণ করিয়া। প্রদক্ষিণিৎ—প্রদক্ষিণ+ই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; দেবতাগণের নিকট হবি নিয়া যাইতে হয় প্রদক্ষিণক্রমে, পিতৃগণের নিকট কব্যবহন করিতে হয় তদ্বিপরীতক্রমে। দেবগণের নিকট হবি নিয়া যাওয়া অগ্নির চিরন্তন অধিকার; ঋষি এই অধিকারের কথাই বলিতেছেন। মন্ত্রে বনস্পতির হবির্বহনের কথা আছে; কাজেই বনস্পতি—অগ্নি।

দেবেভ্যো বনস্পতে হবীংষি হিরণ্যপর্ণ ঋতপর্ণাপি বোপমার্থে স্যাদ্ধিরণ্য-বর্ণপর্ণেতি। প্রদিবস্তেঽর্থং পুরাণস্তে সোঽর্থো যং তে প্রক্রমো যজ্ঞস্য বহ পথিভী রজিষ্ঠৈর্ঋজুতমৈঃ রজস্বলতমৈঃ প্রপিষ্টতমৈরিতি বা ॥ ২ ॥

হিরণ্যপর্ণ=ঋতপর্ণ ( ঋত অর্থাৎ দক্ষ পক্ষ যাহার ), অপি বা উপমার্থে স্যাৎ ( অথবা 'হিরণ্যপর্ণ' উপমার্থেও হইতে পারে ); এতৎপক্ষে অর্থ হইবে—হিরণ্যবর্ণ-পর্ণ ইতি ( হিরণ্যের বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট পর্ণ বা পক্ষ অর্থাৎ শিখা যাহার ); প্রদিবঃ—পুরাণঃ ( পুরাণ অর্থাৎ চিরন্তন ); 'প্রদিবঃ তে অর্থম্' ইহার ব্যাখ্যা—পুরাণঃ তে সঃ অর্থঃ যং তে প্রক্রমঃ ( চিরন্তন তোমার সেই অধিকার, যাহার কথা আমরা তোমাকে বলিতেছি ); ঋতস্য=যজ্ঞস্য; বক্ষি—বহ ( বহন কর ); রজিষ্ঠৈঃ=ঋজুতমৈঃ অথবা রজস্বলতমৈঃ অথবা প্রপিষ্টতমৈঃ ( 'রজিষ্ঠ' শব্দের অর্থ ঋজুতম অথবা রজস্বলতম অথবা প্রপিষ্টতম ); ঋজুতম পথে গেলে অনর্থক সময় নষ্ট হয় না; 'রজস্বলতম' শব্দের অর্থ অতিপ্রভূত জলসম্পন্ন—ঈদৃশ পথ পথিকদিগের সুখকর; 'প্রপিষ্টতম' শব্দের অর্থ সুরূপতম অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারপরিশূন্য—ঈদৃশ পথ পথিকদিগের সংমোহ জন্মায় না। যূপপক্ষেও

মন্ত্রের ব্যাখ্যা হইতে পারে। যূপ হিরণ্যপর্ণ অর্থাৎ স্বতপর্ণ (বজ্রস্বরূপ পক্ষবিশিষ্ট)। যূপই হবির্বহন কর্তা; যেহেতু যূপ উত্থিত না হইলে হবির বহনকার্য্য সম্পন্ন হয় না।

তস্যৈষাপরা ভবতি ॥ ৩ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি—পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বনস্পতি সম্বন্ধে অপর একটি ঋক উদ্ধৃত হইতেছে।

॥ ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## বিংশ পরিচ্ছেদ

**বনস্পতে রশনয়া নিয়ূয পিষ্টতময়া বয়ুনানি বিদ্বান্।**
**বহ দেবত্রা দিধিষো হবীংষি প্র চ দাতারমমৃতেষু বোচঃ ॥ ১ ॥**

( মৈঃ সং ৪।১৩।৭ )

বনস্পতে ( হে অগ্নে ), বয়ুনানি বিদ্বান্ ( আমার প্রজ্ঞানসমূহের জ্ঞাতা তুমি ) পিষ্টতময়া রশনয়া ( অতি সুরূপ রজ্জু দ্বারা ) হবীংষি ( হবিঃসমূহ ) নিয়ূয ( বাঁধিয়া ) দেবত্রা ( দেবান্ প্রতি—দেবগণের সমীপে ) বহ ( বহন কর ), দিধিষো ( হে বিশ্বধারক ), চ ( আর ) অমৃতেষু ( দেবগণের মধ্যে ) দাতারং ( হবির্দাতা যজমানকে ) প্রবোচঃ ( কীর্ত্তিত কর )।

দিধিষো—'দিধিষু' শব্দের সম্বোধন। স্কন্দস্বামীর মতে 'দিধিষস্' শব্দ; দিধিষঃ স্বকর্মণঃ কৃৎস্নস্য বা জগতো ধারয়িতঃ—ইহাই তাঁহার ব্যাখ্যা। দুর্গাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন ষষ্ঠ্যন্ত পাঠ করিয়া—অত্র দিধিষোঃ দাতুঃ যজমানস্য ইত্যাদি।

**বনস্পতে রশনয়া নিয়ূয় সুরূপতময়া বয়ুনানি বিদ্বান্ প্রজ্ঞানানি প্রজ্ঞানন্ বহ দেবান্ যজ্ঞে দাতুর্হবীংষি প্রব্রূহি চ দাতারমমৃতেষু দেবেষু ॥ ২ ॥**

বনস্পতে রশনয়া···( পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ); বয়ুনানি বিদ্বান্—প্রজ্ঞানানি ( প্রজ্ঞানসমূহের বিজ্ঞাতা )। যজমানের প্রজ্ঞান কীদৃশ তাহা অগ্নি জানেন; 'বয়ুন' শব্দের অর্থ প্রজ্ঞান। বহ দেবান্ যজ্ঞে দাতুর্হবীংষি—যজ্ঞে দাতার প্রদত্ত হবিঃসমূহ দেবগণসমীপে বহন করিয়া নেও; দেবত্রা—দেবান্ ( প্রতি )। দ্রষ্টব্য এই যে, 'দিধিষু' শব্দের অর্থরূপে যদি 'দাতুঃ' পদের প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে 'দিধিষু' শব্দের ষষ্ঠ্যন্ত ( দিধিষোঃ ) পাঠই যাস্কাচার্য্যের অভিমত। প্রব্রূহি চ দাতারম্ অমৃতেষু দেবেষু—আর অমৃত অর্থাৎ দেবসমূহের নিকট দাতার কথা বল; অমুক যজমান এই সকল হবি প্রদান করিয়াছেন ইত্যাদি বলিলে দাতার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; প্রবোচঃ=প্রব্রূহি এবং অমৃতেষু—দেবেষু। যূপপক্ষেও] মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে ( পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

১৩। স্বাহাকৃতয়ঃ ॥

[ ইতি ত্রয়োদশ পদানি ( ত্রয়োদশ পদের কথা বলা হইল )]।

**স্বাহাকৃতয়ঃ স্বাহেত্যেতৎ সু আহেতি বা স্বা বাগাহেতি বা স্বং প্রাহেতি বা স্বাহুতং হবির্জুহোতীতি বা ॥ ৩ ॥**

স্বাহাকৃতি দেবতাগণের কথা বলা হইতেছে। 'স্বাহা' এই শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন

(১) সু+আহ=স্বাহা ( শুভ বলে ), যে আহুতি স্বাহাকৃত বা বষট্কৃত হয় না অর্থাৎ 'স্বাহা' বা 'বষট্' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রদত্ত হয় না, তাহা দেবগণের নিকট গমন করে না। যে হোমমন্ত্রের অন্তে 'স্বাহা' শব্দ প্রযুক্ত হয় তাহা শোভন অর্থ প্রকাশ করে—কারণ, 'স্বাহা' শব্দের দ্বারা 'দেবগণকে প্রদত্ত হইতেছে' এই অর্থই প্রকাশিত হয়।[1]

(২) স্বা+আহ=স্বাহা। স্বা বাক্ আহ ইতি বা—অথবা প্রজাপতির স্বীয় বাক্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন 'হোম কর', ইহাতেই স্বাহাকারের জন্ম।[2] প্রজাপতি হইতেই 'স্বাহা' শব্দের উৎপত্তি ; এই নির্ব্বচন ব্রাহ্মণানুগত।

(৩) স্ব+আহ=স্বাহা। স্বং প্রাহ ইতি বা—অথবা প্রজাপতি নিজেই নিজেকে বলিয়াছিলেন 'হোম কর' ; ইহাতেই স্বাহাকারের সৃষ্টি।

(৪) সু+আহুতম্=স্বাহা। স্বাহুতং হবিঃ জুহোতি ইতি বা—অথবা, স্বাহাকার উচ্চারণপূর্ব্বক হবি অগ্নিতে হুত ( প্রক্ষিপ্ত ) হইলেই তাহা স্বাহুত ( সুষ্ঠুরূপে আহুত ) হয়—ইহাই 'স্বাহা' শব্দের ব্যুৎপত্তি। প্রথম তিন নির্ব্বচনে 'ব্রূ' ধাতু হইতে এবং শেষোক্ত নির্ব্বচনে 'হু' ধাতু হইতে 'স্বাহা' শব্দের নিষ্পত্তি।

তাসামেষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তাসাম্ এষা ভবতি—পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে স্বাহাকৃতি দেবতাগণের স্তুতি আছে।

॥ বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। ন হ বৈ তা আহুতয়ো দেবান্ গচ্ছন্তি যে অবষট্কৃতা বা অস্বাহাকৃতা বা ভবন্তি ( শত-ব্রা ১।৬।৩।৬ )।

২। বিশ্বানকে হি তং স্বা বাগভ্যবদজ্জুহুধীতি, তৎ স্বাহাকারস্য জন্ম ( দুঃ )।

## একবিংশ পরিচ্ছেদ

**সদ্যো জাতো ব্যমিমীত যজ্ঞমগ্নির্দেবানামভবৎ পুরোগাঃ।**
**অস্য হোতুঃ প্রদিশ্যৃতস্য বাচি স্বাহাকৃতং হবিরদন্তু দেবাঃ ॥ ১ ॥**

( ঋ ১০।১১০।১১, শুক্ল-যজুঃ ২৯।৩৬ )

সদ্যঃ জাতঃ ( উৎপন্ন হইয়াই ) অগ্নিঃ ( অগ্নি ) যজ্ঞং ব্যমিমীত ( যজ্ঞের রচনা করিয়াছেন ) দেবানাং পুরোগাঃ অভবৎ ( এবং দেবগণের পুরোগামী হইয়াছেন ) প্রদিশি ( পূর্ব্বদিকে ) ঋতস্য অস্য হোতুঃ ( গত অর্থাৎ প্রণীত এই হোতার ) বাচি ( মুখে ) স্বাহাকৃতং হবিঃ ( স্বাহাকার উচ্চারণপূর্ব্বক প্রদত্ত হবি ) দেবাঃ অদন্তু ( স্বাহাকৃতি দেবতাগণ ভক্ষণ করুন )।

প্রদিশি ঋতস্য ( গতস্য )—পূর্ব্বদিকে স্থাপিত অগ্নির পূর্ব্বমুখে নিয়া আহবনীয় অগ্নিকে উত্তরবেদিতে স্থাপন করা হয় ; ইহাই অগ্নিপ্রণয়ন।

**সদ্যো জায়মানো নিরমিমীত যজ্ঞমগ্নির্দেবানামভবৎ পুরোগামাস্য হোতুঃ প্রদিশ্যৃতস্য বাচ্যাস্যে স্বাহাকৃতং হবিরদন্তু দেবাঃ ॥ ২ ॥**

জাতঃ=জায়মানঃ ( উৎপন্ন বা সৃষ্ট ) ; বিমিমীত=নিরমিমীত ( নির্ম্মাণ করিয়াছেন ) ; পুরোগাঃ=পুরোগামী ; বাচি—আস্যে ( মুখে )—'বাক্' শব্দে এখানে বাক্যের আধারভূত মুখকে বুঝাইতেছে।

**ইতীমা আপ্রীদেবতা অনুক্রান্তাঃ ॥ ৩ ॥**

ইতি ইমাঃ আপ্রী দেবতাঃ অনুক্রান্তাঃ ( এই সকল আপ্রী দেবতা অনুক্রমে বর্ণিত হইল )। 'ইতি' শব্দ অধিকার সমাপ্ত্যর্থ অর্থাৎ আপ্রী-দেবতার অধিকার চলিতেছিল, তাহা সমাপ্ত হইল—'ইতি' শব্দ ইহাই সূচনা করিতেছে।

**অথ কিংদেবতাঃ প্রযাজানুযাজাঃ ॥ ৪ ॥**

অথ ( অতঃপর বিচার্য্য হইতেছে ) প্রযাজানুযাজাঃ ( প্রযাজ অর্থাৎ যজ্ঞের প্রথম হবির্ভাগ এবং অনুযাজ অর্থাৎ যজ্ঞের শেষ হবির্ভাগ ) কিংদেবতাঃ ( কিং-দেবতাক )।

প্রযাজ এবং অনুযাজের ( যজ্ঞের প্রথম হবির্ভাগ এবং শেষ হবির্ভাগের ) দেবতা কে তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য।

**আগ্নেয়া ইত্যেকে ॥ ৫ ॥**

[ প্রযাজ এবং অনুযাজ ] আগ্নেয়াঃ ( অগ্নি-দেবতাক ) ইতি একে ( কোন কোন আচার্য্য ইহা মনে করেন )।

প্রযাজ এবং অনুযাজের দেবতা অগ্নি—ইহা কোন কোন আচার্য্যের মত।

**॥ একবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥**

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রযাজান্মে অনুযাজাংশ্চ কেবলানূর্জস্বন্তং হবিষো দত্ত ভাগম্।
ঘৃতং চাপাং পুরুষং চৌষধীনামগ্নেশ্চ দীর্ঘমায়ুরস্তু দেবাঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।৫১।৮ )

দেবাঃ ( হে দেবগণ ), কেবলান্ ( নিরবশেষ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ) প্রযাজান্ অনুযাজান্ চ ( প্রযাজ এবং অনুযাজসমূহ অর্থাৎ যজ্ঞের সমস্ত প্রথম ও শেষ হবির্ভাগ ) [ এবং ] ঊর্জস্বন্তং হবিষঃ ভাগং ( অতি বিপুল হবির্ভাগ ) দত্ত ( আমাকে প্রদান কর ); অপাং ঘৃতং ( আর জলের সারভূত ঘৃত )[১] ওষধীনাং চ পুরুষং ( এবং ওষধিসমূহ সমুৎপন্ন পুরোডাশ ) [ দত্ত ] ( প্রদান কর ); অগ্নেঃ [ মম ] ( অগ্নি আমার ) দীর্ঘম্ আয়ুঃ অস্তু ( দীর্ঘ আয়ু হউক )।

ইহা দেবগণের উদ্দেশে অগ্নির উক্তি। অগ্নি বলিতেছেন—হে দেবগণ আমাকে প্রযাজ ও অনুযাজ প্রদান কর, যজ্ঞের প্রকৃত হবির্ভাগ প্রদান কর, জলের সারভূত অর্থাৎ জল হইতে সমুৎপন্ন ঘৃত[১] প্রদান কর এবং ওষধিসমূহ জাত পুরোডাশ[২] প্রদান কর; আমার দীর্ঘ আয়ু হউক।

দেবগণ এতদুত্তরে অগ্নিকে বলিতেছেন—

তব প্রযাজা অনুযাজাশ্চ কেবল ঊর্জস্বন্তো হবিষঃ সন্তু ভাগাঃ।
তবাগ্নে যজ্ঞোঽয়মস্তু সর্বস্তুভ্যং নমন্তাং প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥ ২ ॥

( ঋ ১০।৫১।৯ )

অগ্নে ( হে অগ্নে ), কেবলঃ ( কেবলাঃ—নিরবশেষ ) প্রযাজাঃ অনুযাজাশ্চ ( প্রযাজ এবং অনুযাজ ) [ এবং ] ঊর্জস্বন্তঃ হবিষঃ ভাগাঃ ( অতি বিপুল হবির্ভাগ ) তব সন্তু ( তোমার হউক ); সর্বঃ অয়ং যজ্ঞঃ তব অস্তু ( এই সমুদায় যজ্ঞই তোমার হউক ) চতস্রঃ প্রদিশঃ তুভ্যং নমন্তাম্ ( চারি দিক্ তোমার নিকট নত হউক )।

এই মন্ত্রদ্বয় হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, প্রযাজ এবং অনুযাজের দেবতা অগ্নিই—অগ্নিই প্রযাজানুযাজভাগী।

আগ্নেয়া বৈ প্রযাজা আগ্নেয়া অনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥

আগ্নেয়াঃ বৈ প্রযাজাঃ ( প্রযাজসমূহ অগ্নি-দেবতাক ) আগ্নেয়াঃ অনুযাজাঃ ( অনুযাজসমূহ অগ্নি-দেবতাক ) ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ( ব্রাহ্মণবাক্যও ইহা প্রতিপাদন করে )।

---

১। ঘৃতং চ অপাং সারভূতং তাভ্য উৎপন্নম্ ( দুঃ )।
২। পুরুষং পুরোডাশম্ ( দুঃ )।

ব্রাহ্মণবাক্যও স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিতেছে যে, অগ্নিই প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতা।

ছন্দোদেবতা ইত্যপরম্। ছন্দাংসি বৈ প্রযাজাশ্ছন্দাংস্যনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥

ছন্দোদেবতাঃ ইত্যপরম্ (ছন্দঃ প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতা—ইহা অপর মত); ছন্দাংসি···ব্রাহ্মণম্ (ছন্দঃসমূহই প্রযাজ, ছন্দঃসমূহই অনুযাজ—ব্রাহ্মণবাক্যও ইহা বলিয়া থাকে)।

ঋতুদেবতা ইত্যপরম্। ঋতবো বৈ প্রযাজা ঋতবোঽনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥

ঋতুদেবতাঃ ইত্যপরম্ (ঋতুসমূহ প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতা—ইহা অপর মত); ঋতবঃ বৈ···ব্রাহ্মণম্ (ঋতুসমূহই প্রযাজ, ঋতুসমূহই অনুযাজ—ব্রাহ্মণবাক্যও ইহা বলিয়া থাকে)।

পশুদেবতা ইত্যপরম্। পশবো বৈ প্রযাজাঃ পশবোঽনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৬ ॥

পশুদেবতাঃ ইত্যপরম্ (পশুসমূহ প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতা—ইহা অপর মত); পশবঃ বৈ···ব্রাহ্মণম্ (পশুসমূহই প্রযাজ এবং পশুসমূহই অনুযাজ—ব্রাহ্মণবাক্যও ইহা বলিয়া থাকে)।

প্রাণদেবতা ইত্যপরম্। প্রাণা বৈ প্রযাজাঃ প্রাণা বা অনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৭ ॥

প্রাণদেবতাঃ ইত্যপরম্ (প্রাণসমূহ প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতা—ইহা অপর মত); প্রাণা বৈ প্রযাজাঃ প্রাণা বৈ···ব্রাহ্মণম্ (প্রাণসমূহই প্রযাজ, প্রাণসমূহই অনুযাজ—ব্রাহ্মণবাক্যও ইহা বলিয়া থাকে)।

আত্মদেবতা ইত্যপরম্। আত্মা বৈ প্রযাজা আত্মা বা অনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৮ ॥

আত্মদেবতাঃ ইত্যপরম্ (আত্মা প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতা—ইহা অপর মত); আত্মা বৈ প্রযাজাঃ আত্মা বৈ অনুযাজাঃ···ব্রাহ্মণম্ (আত্মাই প্রযাজ, আত্মাই অনুযাজ—ব্রাহ্মণবাক্যও ইহা বলিয়া থাকে)।

প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতা সম্বন্ধে মতের অনৈক্য আছে। সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিতেছেন—

আগ্নেয়া ইতি তু স্থিতিঃ ॥ ৯ ॥

আগ্নেয়াঃ ইতি তু স্থিতিঃ (প্রযাজ ও অনুযাজসমূহ অগ্নি-দেবতাক, ইহাই সিদ্ধান্ত)।

ভক্তিমাত্রমিতরৎ ॥ ১০ ॥

ইতরৎ ( অন্যান্য মত ) ভক্তিমাত্রম্ ( মাত্র গৌণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে )।

ছন্দঃসমূহ দেবতা, ঋতুসমূহ দেবতা—ইত্যাদি যে বলা হইয়াছে, তাহা ঔপচারিক বা গৌণ। বস্তুগত্যা অগ্নিই প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতা ; ছন্দঃ প্রভৃতির দেবতাত্ব ভাক্ত বা গৌণ। ব্রাহ্মণসমূহ গৌণভাবে অনেক কথা বলে, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে ( ৭।২৪।১১ দ্রষ্টব্য )।

কিমর্থং পুনরিদমুচ্যতে ॥ ১১ ॥

কিমর্থং পুনঃ ইদম্ উচ্যতে ( আচ্ছা, কি উদ্দেশ্যে এই সমস্ত বলা হইয়াছে )? প্রযাজ অনুযাজের দেবতা সম্বন্ধে বিচারের প্রয়োজন কি ?[1]
উত্তরে বলিতেছেন—

যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাত্তাং মনসা ধ্যায়েদ্বষট্ করিষ্যন্নিতি হ বিজ্ঞায়তে ॥ ১২ ॥　( ঐ ব্রা ৩৮ )

যস্যৈ দেবতায়ৈ ( যে দেবতার উদ্দেশে ) হবিঃ গৃহীতং স্যাৎ ( হবি গৃহীত হয় ) বষট্ করিষ্যন্ ( 'বষট্' শব্দ উচ্চারণ করিবার কালে ) তাং মনসা ধ্যায়েৎ ( সেই দেবতাকে মনে মনে ধ্যান করিবে ) ইতি হ বিজ্ঞায়তে ( ইহা ব্রাহ্মণবাক্য হইতে জানা যায় )।

যে দেবতার উদ্দেশে হবি দিতে হইবে বষট্‌কারকালে একান্ত মনে তাহার ধ্যান করিতে হয়—ইহা ব্রাহ্মণের নির্দেশ ( ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৮ দ্রষ্টব্য )। প্রযাজ অনুযাজ দিতে হইবে প্রযাজ অনুযাজের দেবতাকে। কাজেই আপ্রী-দেবতা সম্বন্ধে প্রযাজ অনুযাজ দিতে হইলে প্রযাজ অনুযাজের দেবতা কে তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক—দেবতা না জানিয়া তাহার ধ্যান সম্ভবপর হইতে পারে না। এই জন্যই এই স্থলে প্রযাজ অনুযাজের দেবতা-বিষয়ে বিচার প্রবর্তিত করা হইয়াছে।

ইতীমান্যেকাদশাপ্রীসূক্তানি ॥ ১৩ ॥

ইতি ইমানি একাদশ আপ্রীসূক্তানি ( এই প্রসিদ্ধ একাদশ আপ্রীসূক্ত বর্ণিত হইয়াছে )। আপ্রীসূক্ত দশটি ঋগ্বেদের ( ৮।৪।১ দ্রষ্টব্য ) এবং একটি প্রৈষিক। সায়ণাচার্য ঋগ্বেদ-ভাষ্যে অষ্টম অষ্টকের পূর্বে যে প্রৈষাধ্যায় দিয়াছেন, তাহাতে প্রযাজপ্রৈষমন্ত্র আপ্রী-দেবতাকে ; প্রত্যেক মন্ত্রেই 'হোতর্যজ' এই কথায় যজ্ঞসম্পাদনে প্রেরণা আছে—এই জন্যই প্রৈষনাম। 'তান্যেতান্যেকদশাপ্রীসূক্তানি'—এইরূপ পাঠও বহু পুস্তকে আছে।

তেষাং বাসিষ্ঠমাত্রেয়ং বাধ্র্যশ্বং গার্ৎসমদমিতি নারাশংসবন্তি মৈধাতিথং দৈর্ঘতমসং প্রৈষিকমিত্যুভয়বন্ত্যতোঽন্যানি তনূনপাৎবন্তি তনূনপাৎবন্তি ॥ ১৪ ॥

তেষাং ( তাহাদের মধ্যে ) বাসিষ্ঠম্ আত্রেয়ং বাধ্র্যশ্বং গার্ৎসমদম্ ইতি ( বসিষ্ঠ, অত্রি,

---

১। কিং বিচারেণ প্রয়োজনম্ ( দুঃ )।

বাধ্র্যশ্ব এবং গৃৎসমদ—যে সকল সূক্তের ইঁহারা ঋষি, সেই সকল সূক্ত ) নারাশংসবন্তি ( নরাশংসের স্তুতি সম্পন্ন ), মৈধাতিথং দৈর্ঘতমসং প্রৈষিকম্ ইতি ( মেধাতিথি, দীর্ঘতমা—ইঁহারা যে যে সূক্তের ঋষি—সেই সেই সূক্ত এবং প্রৈষিকসূক্ত ) উভয়বন্তি ( নরাশংস এবং তনূনপাৎ এই উভয় দেবতার স্তুতিসম্পন্ন ), অতঃ অন্যানি ( এতদ্ব্যতিরিক্ত আপ্রীসূক্তসমূহ—অগস্ত্য, বিশ্বামিত্র, কাশ্যপ এবং জমদগ্নি যে সকল সূক্তের ঋষি, সেই সকল সূক্ত ) তনূনপাৎবন্তি ( তনূনপাৎ দেবতার স্তুতিসম্পন্ন )।

অধ্যায় পরিসমাপ্তি সূচনার্থ 'তনূনপাৎবন্তি' এই পদের দুইবার প্রয়োগ হইয়াছে। আপ্রীসূক্তসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে :—(১) যাহাতে নরাশংসের স্তুতি আছে, তনূনপাতের স্তুতি নাই, যেমন বশিষ্ঠ, অত্রি, বাধ্র্যশ্ব এবং গৃৎসমদ যে সকল সূক্তের ঋষি—( ঋ ৭।২, ৫।৫, ১০।৭০, ২।৩ দ্রষ্টব্য )। (২) যাহাতে নরাশংস এবং তনূনপাৎ উভয় দেবতারই স্তুতি আছে, যেমন মেধাতিথি এবং দীর্ঘতমা যে যে সূক্তের ঋষি এবং প্রৈষিকসূক্ত ( ঋ ১।১৩, ১।১৪২ এবং মৈঃ সং ৪।১৩।৩, কাং সং ১৫।১৩ দ্রষ্টব্য ) (৩) এতদ্ব্যতিরিক্ত চারিটি সূক্তে, যাহাদের ঋষি অগস্ত্য, বিশ্বামিত্র, কাশ্যপ এবং জমদগ্নি, তনূনপাতের স্তুতি আছে নরাশংসের স্তুতি নাই ( ঋ ১।১৮৮, ৩।৪, ৯।৫, ১০।১১০ দ্রষ্টব্য )।

॥ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

॥ অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

# নবম অধ্যায়

## প্রথম পরিচ্ছেদ

**অথ যানি পৃথিব্যায়তনানি সত্ত্বানি স্তুতিং লভন্তে তান্যতোঽনুক্রমিষ্যামঃ ॥ ১ ॥**

অথ ( তাহা হইলে ) যানি পৃথিব্যায়তনানি সত্ত্বানি ( পৃথিবীস্থান যে সকল প্রাণী এবং বস্তু )[1] স্তুতিং লভন্তে ( স্তুতি লাভ করে ) তানি ( তাহাদিগকে ) অতঃ ( অতঃপর ) অনুক্রমিষ্যামঃ ( অনুক্রমে বর্ণনা করিব বা ব্যাখ্যাত করিব )।[2]

আপ্রী-দেবতাসমূহের বর্ণনার পরে অশ্ব, অক্ষ, গ্রাবা প্রভৃতি যে সকল পৃথিবীস্থান-দেবতার ( প্রাণী এবং বস্তুর ) স্তুতি ঋগ্বেদে পরিদৃষ্ট হয় তাহাদের বর্ণনা করিতেছেন।

১। অশ্বঃ ॥

**তেষামশ্বঃ প্রথমাগামী ভবতি ॥ ২ ॥**

তেষাং ( সেই সমস্ত পৃথিবীস্থান-দেবতার অর্থাৎ প্রাণী এবং বস্তুর মধ্যে ) অশ্বঃ প্রথমাগামী ভবতি ( অশ্ব প্রথম সমাগত হয় )।

পৃথিবীস্থান-দেবতাসমূহের মধ্যে অশ্বই সর্বাগ্রে পঠিত হইয়াছে ( নিঘ ৫।৩ )।

**অশ্বো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩ ॥**

অশ্বঃ ব্যাখ্যাতঃ ( অশ্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে )।

'অশ্ব' শব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে ( নিরু ২।২৭ দ্রষ্টব্য )।

**তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥**

তস্য এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে অশ্বের স্তুতি আছে।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। সত্ত্বশব্দোঽয়ং যদ্যপি প্রাণিবচনোঽপ্যস্তি সর্ব্বে সত্ত্বাঃ সুখিনো ভবন্তীতি তথাপ্যত্র বস্তুমাত্রবচনো গৃহ্যতে ( স্কঃ স্বাঃ ) ; সত্ত্বানি দ্রব্যাণি চ তেষামপ্যত্র বিবক্ষিতত্বাৎ ( দুঃ )।

২। অনুক্রমিষ্যামো ব্যাখ্যাস্যামঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অশ্বো বোঢ়্হা সুখং রথং হসনামুপমন্ত্রিণঃ।
শেপো রোমণ্বন্তৌ ভেদৌ বারিন্ মণ্ডূক ইচ্ছতীন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥ ১ ॥
( ঋ ৯।১১২।৪ )

অশ্বো বোঢ়া সুখং বোঢ়া রথং বোঢ়া। সুখমিতি কল্যাণনাম কল্যাণং পুণ্যং সুহিতং ভবতি সুহিতং গম্যতীতি বা। হসৈতা বা পাতা বা পালয়িতা বা। শেপমৃচ্ছতীতি বারি বারয়তি। মানো ব্যাখ্যাতস্তস্যৈষা ভবতি ॥ ২ ॥

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

[ এই পরিচ্ছেদের ব্যাখ্যা স্কন্দস্বামী বা দুর্গাচার্য কেহই করেন নাই। পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনেকে মনে করেন। মন্ত্রটির সায়ণানুগত অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ]।

"সুন্দর বহন করিতে পারে এতাদৃশ ঘোটক সুগঠন রথে যোজিত হইতে ইচ্ছা করে, নর্মসচিবেরা ( যোগাহের ) হাস্য পরিহাস কামনা করে, পুরুষাঙ্গ রোমবিশিষ্ট দ্বিধাভিৎ প্রার্থনা করে। ভেক জলের কামনা করে। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ( অর্থাৎ আমি তোমার ক্ষরিত হওয়া সেইরূপ প্রার্থনা করি )"। ( রমেশচন্দ্র )

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মা নো মিত্রো বরুণো অর্যমাযুরিন্দ্র ঋভুক্ষা মরুতঃ পরিখ্যন্।
যদ্বাজিনো দেবজাতস্য সপ্তেঃ প্রবক্ষ্যামো বিদথে বীর্য্যাণি ॥ ১ ॥

( ঋ ১।১৬২।১, শুক্ল-যজুঃ ২৫।২৪ )

[ বয়ং ] ( আমরা ) সপ্তেঃ দেবজাতস্য বাজিনঃ ( সর্পণশীল দেবজাত অশ্বের ) বীর্য্যাণি যৎ প্রবক্ষ্যামঃ ( বীর্য্য যে কীর্ত্তন করিব ) [ তাহাতে যেন ] মিত্রঃ বরুণঃ অর্যমা আয়ুঃ ইন্দ্রঃ ঋভুক্ষা মরুতঃ ( মিত্র, বরুণ, অর্যমা, বায়ু, ইন্দ্র, ঋভুক্ষা এবং মরুদ্গণ ) নঃ ( আমাদিগকে ) মা পরিখ্যন্ ( নিন্দা না করেন )।

অশ্ব তির্য্যক্ ; তির্য্যকের স্তুতি করিলে নিন্দা হওয়া স্বাভাবিক। ঋষি বলিতেছেন—মিত্রাদি দেবগণ আমাদের কার্য্য অনুমোদন করুন, তাঁহারা যেন আমাদিগকে নিন্দা না করেন, আমরা যে অশ্বের স্তব করিতেছি তাহা অশ্বের দেবত্ববুদ্ধিতে।

যদ্বাজিনো দেবৈর্জাতস্য সপ্তেঃ সরণস্য প্রবক্ষ্যামো যজ্ঞে বিদথে বীর্য্যাণি মা নস্তং মিত্রশ্চ বরুণশ্চার্য্যমা চায়ুশ্চ বায়ুরয়ন ইন্দ্রশ্চোরুক্ষরণ ঋভূণাং রাজেতি বা মরুতশ্চ পরিখ্যন্ ॥ ২ ॥

দেবজাতস্য—দেবৈর্জাতস্য—দেবৈঃ জনিতস্য উৎপাদিতস্য—অশ্ব যে দেবগণের দ্বারা সমুৎপাদিত, তৎপক্ষে "সূরাদশ্বং বসবো নিরতষ্ট" ( ঋ ১।১৬৩।২ ) ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ। সপ্তেঃ—সরণস্য ; 'সপ্তি' শব্দ গত্যর্থক 'সৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ইহার অর্থ সরণ বা গতিশীল। বিদথে—যজ্ঞে ( নিঘ ৩।১৭ )। মা নঃ স্বম্—এই স্থলে 'ত্বম্' পদের দ্বারা কাহার নির্দ্দেশ হইয়াছে বুঝা যাইতেছে না। 'তম্' পাঠ করিলে ইহা বিদথ বা যজ্ঞের বিশেষণরূপে পরিগণিত হইতে পারে। আয়ুঃ=বায়ুঃ ( বকারলোপ ছান্দস )—অয়নঃ ; আয়ু অয়ন ( সর্ব্বত্র গতিশীল )—গত্যর্থক 'ই' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ঋভুক্ষা—উরুক্ষয়ণঃ ( উরুতে অর্থাৎ অন্তরিক্ষে নিবাসকারী—উরু+নিবাসার্থক 'ক্ষি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ) ; অথবা ঋভু+ঐশ্বর্য্যার্থক 'ক্ষি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ঋভুক্ষা—ঋভূণাং দেবানাং রাজা ( ঋভুক্ষা ঋভু-নামক দেবগণের রাজা )।

২। শকুনিঃ ॥

শকুনিঃ শক্নোত্যুন্নেতুমাত্মানং শক্নোতি নদিতুমিতি বা শক্নোতি তকিতুমিতি বা সর্ব্বতঃ শঙ্করোঽস্ত্বিতি বা শক্নোতের্বা ॥ ৩ ॥

'শকুনি' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (১) শকুনিঃ শক্নোতি উন্নেতুম্ আত্মানম্ ( শকুনি নিজেকে উন্নীত অর্থাৎ উর্দ্ধোত্থিত করিতে সমর্থ )—'শক্' ধাতু এবং উৎ+'নী' ধাতুর

যোগে নিষ্পন্ন ; (২) শক্নোতি নদিতুম্ ইতি বা ( অথবা শকুনি শব্দ করিতে সমর্থ )—'শক্' ধাতু এবং 'নদ্' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন ; (৩) শক্নোতি তকিতুম্ ইতি বা ( অথবা, শকুনি অন্তরিক্ষে গমন করিতে বা চলিতে সমর্থ )—'শক্' ধাতু এবং গমনার্থক 'তক্' ধাতু ( নিঘ্ ২।১৪ ) হইতে নিষ্পন্ন ; (৪) সর্বতঃ শঙ্করঃ অস্ত ইতি বা ( অথবা সর্বভাবে শকুনি সুখকর হউক )[1]—সুখার্থক শম্+'কৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—পরবর্তী পরিচ্ছেদের প্রথম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য (৫) শক্নোতের্বা—অথবা কেবল 'শক্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ( শকুনি শক্তিসম্পন্ন—উ ৩২৯ দ্রষ্টব্য )।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋকটিতে শকুনির স্তুতি আছে।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ঋ ২।৪২।৩ দ্রষ্টব্য।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কনিক্রদজ্জনুষং প্রব্রুবাণ ইয়র্তি বাচমরিতেব নাবম্।

সুমঙ্গলশ্চ শকুনে ভবাসি মা ত্বা কাচিদভিভা বিশ্ব্যা বিদৎ ॥ ১ ॥

( ঋ ২।৪২।১ )

শকুনে ( হে শকুনে ), [ ভবান্ ] ( তুমি ) জনুষং ( জন্ম অর্থাৎ স্বীয় জাতি ) প্রব্রুবাণঃ ( প্রকথিত করিয়া ) কনিক্রদৎ ( বার বার শব্দ করিয়া থাক ), বাচম্ ইয়র্ত্তি ( তুমি বাক্য অর্থাৎ শব্দ প্রেরণ কর ) অরিতা নাবম্ ইব ( নাবিক যেরূপ নৌকা পরিচালিত করে ); [ শকুনে ] ( হে শকুনে ), সুমঙ্গলশ্চ ভবাসি ( আর, তুমি অতিশয় মঙ্গলকারক হও ) কাচিৎ অভিভা ( কোনও অভিভব ) বিশ্ব্যা ( সর্ব্বতঃ—সর্ব্বদিক্ হইতে ) মা ত্বা বিদৎ ( তোমাকে যেন প্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ তোমার নিকট যেন আসিয়া উপস্থিত না হয় )।[1]

শকুনি নিজ জন্ম ( জাতি ) কীর্ত্তিত করে—তাহার শব্দের দ্বারা। পাখীর নাম সাধারণতঃ শব্দানুকরণ-নিমিত্তক, পাখীর শব্দের সঙ্গে তাহার নামের সাদৃশ্য আছে, কাজেই পাখীর শব্দ হইতেই তাহার নাম, জাতি বুঝিতে পারা যায়।[2] শকুনিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—তুমি আমাদের নিরতিশয় মঙ্গলকারক হও; কোনও দিক্ হইতে পরকর্ত্তৃক কোনও উপদ্রব যেন তোমাকে অভিভূত না করে।

ন্যক্রন্দীজ্জন্ম প্রব্রুবাণো যথাস্য শব্দস্তথা নামেরয়তি বাচমীরয়িতেব নাবম্ সুমঙ্গলশ্চ শকুনে ভব কল্যাণমঙ্গলঃ ॥ ২ ॥

কনিক্রদৎ = ন্যক্রন্দীৎ ( পুনঃ পুনঃ বা অত্যর্থ ক্রন্দন অর্থাৎ শব্দ করিয়া থাক ); জনুষম্—জন্ম; যথা অস্য শব্দঃ, তথা নাম ( ইহার শব্দ যেরূপ নামও সেইরূপ )। ইয়র্ত্তি—ঈরয়তি, ঈরয়িতা ইব নাবম্ ( ঈরয়িতা ( নাবিক ) যেরূপ নিরন্তর নৌকা পরিচালনা করে, তুমিও সেইরূপ সর্ব্বদা বাক্য বা শব্দ প্রেরণ কর )। ভবাসি—ভব ( হও ) সুমঙ্গলঃ—কল্যাণমঙ্গলঃ ( কল্যাণকর মঙ্গল অর্থাৎ স্তুতি যাঁহার অর্থাৎ যাঁহার স্তুতি করিলে মঙ্গল হয়; 'মঙ্গল' শব্দের অর্থ স্তুতি—স্তুত্যর্থক 'গৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—পরবর্ত্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য ); অথবা মঙ্গলের একার্থক 'কল্যাণ' শব্দ তদ্ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হওয়ায় মঙ্গলের আতিশয্য প্রকটিত হইতেছে; কল্যাণমঙ্গল—প্রকৃতমঙ্গলকর।

---

১। লাভার্থক 'বিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

২। প্রায়েণ শকুনিনাম্নাং শব্দানুকৃতিনিমিত্তত্বাৎ তত্র শব্দস্য তন্নাম্নশ্চ সাদৃশ্যাৎ তে জাতিমাত্মীয়াং প্রব্রুবাণা ইব ( স্ক ভাঃ )।

মঙ্গলং গিরতেগৃর্ণাত্যর্থে গিরত্যনর্থানিতি বা ; অঙ্গলমঙ্গবৎ।
মজ্জয়তি পাপকমিতি নৈরুক্তাঃ। মাং গচ্ছত্বিতি বা ॥ ৩ ॥

মঙ্গলং গিরতেঃ গৃণাত্যর্থে ( 'মঙ্গল' শব্দ স্তুত্যর্থক 'গৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ), বা ( অথবা ) অনর্থান্ গিরতি ইতি ( 'মঙ্গল' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেছে—অনর্থ গ্রাস করে ); অঙ্গলম্ অঙ্গবৎ ( অথবা, অঙ্গল = মঙ্গল, 'অঙ্গল' শব্দের অর্থ অঙ্গবৎ অর্থাৎ অঙ্গসম্পন্ন )। মজ্জয়তি পাপকম্ ইতি নৈরুক্তাঃ ( পাপকে নিমজ্জিত অর্থাৎ বিধ্বস্ত করে—নিরুক্তকারগণ ইহা বলেন ), মাং গচ্ছতু ইতি বা ( অথবা, আমাকে প্রাপ্ত হউক—ইহাই 'মঙ্গল' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ )।

'মঙ্গল' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। (১) 'মঙ্গল'শব্দ স্তুত্যর্থক 'গৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মঙ্গল = স্তুতি ; অথবা মঙ্গল সকলেরই স্তুত্য (২) নিবারণার্থক 'গৄ' ধাতু হইতে 'মঙ্গল' শব্দ নিষ্পন্ন—মঙ্গল অনর্থের নিবারণ ( ভক্ষণ ) বা নাশ করে (৩) অথবা, 'অঙ্গল' শব্দই 'মঙ্গল' শব্দ রূপে পরিণত হইয়াছে—আদিতে মকার যোগে ; 'অঙ্গল' শব্দের অর্থ অঙ্গবৎ অর্থাৎ অঙ্গযুক্ত ( মত্বর্থের প্রত্যয়, র স্থানে ল )—দধি, মধু, অক্ষত ( আতপ তণ্ডুল ) প্রভৃতি অঙ্গের দ্বারা—মঙ্গল অঙ্গসম্পন্ন (৪) শুদ্ধ্যর্থক ণিজন্ত 'মস্জ' ধাতু হইতে 'মঙ্গল' শব্দ নিষ্পন্ন—মঙ্গল পাপ-শোধক অর্থাৎ পাপ নিমজ্জিত বা তিরোভূত করে। (৫) 'মাম্' পদ এবং 'গম্' ধাতুর মিলনে 'মঙ্গল' শব্দ উৎপন্ন—সকলেই অভিলাষ করে মঙ্গল আমাকে প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ আমি যেন মঙ্গলভাজন হই। প্রথম তিন নির্ব্বচন যাস্কের, শেষোক্ত নির্ব্বচনদ্বয় নিরুক্তকারগণের।

মা চ ত্বা কাচিদভিভূতিঃ সর্ব্বতো বিদৎ ॥ ৪ ॥

অভিভা = অভিভূতিঃ ( অভিভব বা উপদ্রব ) ; বিশ্বা = সর্ব্বতঃ ( সমস্ত দিক্ হইতে )।

গৃৎসমদমর্থমভ্যুত্থিতং কপিঞ্জলোঽভিববাশে ॥ ৫ ॥

কপিঞ্জলঃ ( পক্ষিবিশেষ—চাতক বা তিত্তিরি ) অর্থম্ অভ্যুত্থিতং ( প্রয়োজনসিদ্ধি করিতে সমুদ্যত ) গৃৎসমদম্ অভিববাশে ( গৃৎসমদের অভিমুখে শব্দ করিয়াছিল )।

একদা গৃৎসমদ ঋষি কোনও প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য সমুদ্যত হইলে সাফল্য সূচনা করিয়া কপিঞ্জল পক্ষী তাঁহার দিকে শব্দ করিয়াছিল।

তদভিবাদিন্যেষর্গ্ ভবতি ॥ ৬ ॥

তদভিবাদিনী এষা ঋক্ ভবতি ( তদ্বিষয়ের প্রকাশক বক্ষ্যমাণ ঋকটি হইতেছে )।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋকটি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা এই বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া প্রতিপাদন করিবে]

। চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভদ্রং বদ দক্ষিণতো ভদ্রমুত্তরতো বদ।

ভদ্রং পুরস্তান্নো বদ ভদ্রং পশ্চাৎ কপিঞ্জল ॥ ১ ॥

( খৈলিকে সূক্তে ৩১ )

কপিঞ্জল ( হে কপিঞ্জল ), দক্ষিণতঃ ভদ্রং বদ ( দক্ষিণ দিকে ভদ্র উচ্চারণ কর ) উত্তরতঃ ভদ্রং বদ ( উত্তর দিকে ভদ্র উচ্চারণ কর ) ভদ্রং পুরস্তাৎ নঃ বদ ( আমাদের সম্মুখে ভদ্র উচ্চারণ কর ) ভদ্রং পশ্চাৎ [ বদ ] ( আমাদের পশ্চাতে ভদ্র উচ্চারণ কর )।

ঋষি বলিতেছেন—হে কপিঞ্জল, দক্ষিণ দিকে, উত্তর দিকে, সম্মুখে, পশ্চাতে অর্থাৎ সর্ব্বত্র স্থিত হইয়া তুমি কল্যাণকর শব্দ উচ্চারণ কর—তোমার শব্দ যেন ভাবী অর্থসিদ্ধির সূচক হয়।

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥

ইতি সা ( এই যে ঋকটি, ইহা ) নিগদব্যাখ্যাতা ( পাঠের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইল )।

উদ্ধৃত ঋকটি অতি সহজ ; পাঠ করিলেই ইহার অর্থ বুঝা যায়—কাজেই যাস্কাচার্য্য আর ইহার কোন ব্যাখ্যা করিলেন না।

গৃৎসমদো গৃৎসমদনঃ। গৃৎস ইতি মেধাবিনাম গৃণাতেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ ॥ ৩ ॥

গৃৎসমদঃ—গৃৎসমদনঃ ( গৃৎসশ্চাসৌ মদনশ্চেতি )—গৃৎসমদ—গৃৎস+মদন ; 'গৃৎস' শব্দের অর্থ মেধাবী ( নিঘ ৩।১৫ ) এবং 'মদন' শব্দের অর্থ হর্ষালু ( হর্ষময় )। 'গৃৎস' শব্দ স্তুত্যর্থক 'গৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মেধাবী সর্ব্বলোকের স্তুত্য।

(৩) মণ্ডূকাঃ ॥

মণ্ডূকা মজ্জূকা মজ্জনাৎ, মদতের্বা মোদতিকর্ম্মণঃ, মন্দতের্বা তৃপ্তিকর্ম্মণঃ মণ্ডয়তেরিতি বৈয়াকরণাঃ, মণ্ড এষামোক ইতি বা, মণ্ডো মদের্বা মুদের্বা ॥ ৪ ॥

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে মণ্ডূকের স্তুতি উদ্ধৃত হইবে। প্রসঙ্গতঃ 'মণ্ডূক' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন।

(১) মণ্ডূকাঃ—মজ্জূকাঃ ( মজ্জনশীল ), মজ্জনাৎ ( 'মস্জ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )—মণ্ডূক জলে নিত্যমগ্ন হইয়া থাকে (২) বা ( অথবা ) মোদতিকর্ম্মণঃ ( হর্ষার্থক ) মদতেঃ ( 'মদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )—মণ্ডূক সর্ব্বদা প্রমুদিত বা হর্ষান্বিত (৩) বা ( অথবা ) তৃপ্তিকর্ম্মণঃ ( তৃপ্ত্যর্থক ) মন্দতেঃ ( 'মন্দ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )—উদকের প্রাচুর্য্যবশতঃ মণ্ডূক নিত্যতৃপ্ত ;

---

১। স্কন্দস্বামীর পাঠ কপিঞ্জল, দুর্গাচার্য্যের—কপিঞ্জলঃ।

(৪) মণ্ডয়তেঃ ইতি বৈয়াকরণাঃ ( বৈয়াকরণগণের মতে ভূষার্থক 'মণ্ড্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, উ ৪৮২ )—মণ্ডূক চিত্রবিচিত্র রেখায় বিধাতা-কর্তৃক মণ্ডিত (৫) মণ্ডঃ এষাম্ ওকঃ ইতি বা ( অথবা মণ্ড অর্থাৎ উদক ইহাদের বাসস্থান )—মণ্ড+ওকস্=মণ্ডূক। মণ্ডঃ মদের্বা মুদের্বা ( 'মণ্ড' শব্দ হর্ষার্থক 'মদ' ধাতু অথবা 'মুদ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )—স্নান-পান-অবগাহনার্থী ব্যক্তিগণ জল হইতে হর্ষ প্রাপ্ত হয়।

তেষামেষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে মণ্ডূকের স্তুতি আছে।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ।
বাচং পর্জ্জন্যজিন্বিতাং প্র মণ্ডূকা অবাদিষুঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ৭।১০৩।১)

সংবৎসরং (সংবৎসরকাল) শশয়ানাঃ (শয়ান অর্থাৎ প্রসুপ্ত থাকিয়া)[১] ব্রাহ্মণা [অপি] (বচনসমর্থ হইলেও) ব্রতচারিণঃ (বাক্‌সংযমশীল) মণ্ডূকাঃ (মণ্ডূকগণ) পর্জ্জন্যজিন্বিতাং বাচং (পর্জ্জন্যতর্পিত বাক্য) প্র+অবাদিষুঃ (উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে)।

সংবৎসরং শশয়ানাঃ—সংবৎসর সুপ্ত বা নিঃশব্দবৎ থাকিয়া (লুপ্তোপমা); সংবৎসর বলিতে এখানে বর্ষার চারিমাস ব্যতিরিক্ত বৎসরের অবশিষ্ট আট মাস কাল বুঝিতে হইবে।[৩] পর্জ্জন্যজিন্বিতাং বাচম্—পর্জ্জন্যের দ্বারা তর্পিত বাক্য অর্থাৎ শব্দ। মণ্ডূক শব্দ করে বর্ষাগমে; কাজেই ঈদৃশ শব্দের তৃপ্তিসাধক বা অনুগ্রাহক পর্জ্জন্যই।

সংবৎসরং শিশ্যানা ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণোঽব্রুবাণাঃ ॥ ২ ॥

শশয়ানাঃ—শিশ্যানাঃ (শয়ান, প্রসুপ্ত); 'ব্রাহ্মণ' শব্দের অর্থ ব্রুবাণ অর্থাৎ বচনসমর্থ। ব্রতচারিণঃ—অব্রুবাণাঃ (নির্ব্বাক্ বা নিঃশব্দ; ব্রতচারিগণ সাধারণতঃ বাক্যসংযম করিয়া থাকেন)।

অপি বোপমার্থে স্যাদ্ ব্রাহ্মণা ইব ব্রতচারিণঃ ॥ ৩ ॥

অপি বা (অথবা) উপমার্থে স্যাৎ (উপমা বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে) ব্রাহ্মণাঃ ব্রতচারিণঃ=ব্রাহ্মণা ইব ব্রতচারিণঃ (ব্রতচারী ব্রাহ্মণগণের ন্যায়)। 'ব্রাহ্মণ' শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াও লুপ্তোপমা স্বীকার করিলেই ব্যাখ্যা করা যায়; ব্রতচারী ব্রাহ্মণগণ যেরূপ মেখলা ধারণ, মৌঞ্জীবন্ধনাদি করিয়া পবিত্রপাণি হইয়া বর্ষাকালে বেদপাঠ করিয়া থাকেন, মণ্ডূকগণও বর্ষাকালে সেইরূপ শব্দ করিয়া থাকে—বেদপাঠজনিত শব্দের সহিত মণ্ডূকের শব্দ তুলনীয়।

বাচং পর্জ্জন্যপ্রীতাং প্রাবাদিষুর্মণ্ডূকাঃ ॥ ৪ ॥

পর্জ্জন্যজিন্বিতাং বাচম্—পর্জ্জন্যপ্রীতাং বাচম্ (পর্জ্জন্যের দ্বারা প্রীত অর্থাৎ প্রীণিত বা সন্তোষিত বাক্য বা শব্দ, ১ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)। প্র মণ্ডূকা অবাদিষুঃ—মণ্ডূকাঃ প্রাবাদিষুঃ (মণ্ডূকগণ উচ্চারণ করে)।

---

১। শশয়ানাঃ শয়িতবন্তঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। প্রাবাদিষুঃ প্রবদন্তি (স্কঃ স্বাঃ)।
৩। সুপ্তা ইব চাতুর্মাস্যান্—লুপ্তোপমমেতৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

বসিষ্ঠো বর্ষকামঃ পর্জন্যং তুষ্টাব। তং মণ্ডূকা অন্বমোদন্ত। স মণ্ডূকান-নুমোদমানান্ দৃষ্ট্বা তুষ্টাব ॥ ৫ ॥

বসিষ্ঠঃ ( বসিষ্ঠ ) বর্ষকামঃ ( বর্ষণ কামনা করিয়া ) পর্জন্যং তুষ্টাব ( পর্জন্যের স্তুতি করিয়াছিলেন ), তং মণ্ডূকাঃ অন্বমোদন্ত ( মণ্ডূকগণ তাঁহার কার্যে হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিল ), সঃ ( বসিষ্ঠ ) মণ্ডূকান্ অনুমোদমানান্ দৃষ্ট্বা ( মণ্ডূকদিগকে প্রহৃষ্যমাণ দেখিয়া ) তুষ্টাব ( মণ্ডূকগণের স্তুতি করিয়াছিলেন )।

বসিষ্ঠ বর্ষণার্থী হইয়া পর্জন্যের স্তুতি করিলে অচিরেই বর্ষা হইবে ভাবিয়া মণ্ডূকগণ বসিষ্ঠের কার্যে হর্ষসূচক শব্দ করিল; মণ্ডূকগণকে এই ভাবে হর্ষপ্রকাশ করিতে দেখিয়া ঋষি তাহাদেরই স্তুতি করিলেন।

তদভিবাদিন্যেষর্গ্ ভবতি ॥ ৬ ॥

এতদভিবাদিনী এষা ঋক্ ভবতি ( তদ্বিষয়ের প্রকাশক বক্ষ্যমাণ ঋক্‌টি হইতেছে )।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহা এই বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া প্রতিপাদন করিবে।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

উপপ্রবদ মণ্ডূকি বর্ষমা বদ তাদুরি।
মধ্যে হ্রদস্য প্লবস্ব বিগৃহ্য চতুরঃ পদঃ ॥ ১ ॥

( খৈলিক সূক্ত ১৬, অথর্ববেদ ৪।১৫।১৪ )

মণ্ডূকি ( হে মণ্ডূকমাতঃ ) উপ ( উপগম্য—এখানে আসিয়া ) তাদুরি ( হে সন্তরণশীলে ) বর্ষম্ আ বদ ( বর্ষণের আনুকূল্যে শব্দ কর ) হ্রদস্য মধ্যে ( হ্রদের মধ্যে ) চতুরঃ পদঃ ( চারি পা ) বিগৃহ্য ( প্রসারিত করিয়া ) প্লবস্ব ( সন্তরণ কর অথবা ভাসমান থাক )।

মণ্ডূকি—'মণ্ডূকী' শব্দের সম্বোধন। 'মণ্ডূকী' শব্দে মণ্ডূকমাতা এবং মণ্ডূকাধিপতি উভয়কেই বুঝাইতে পারে; মণ্ডূকি—হে মণ্ডূকাধিপতে—এইরূপ অর্থও অসঙ্গত নহে। তাদুরি—'তাদুরী' শব্দের সম্বোধন। 'তৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—তাদুরী—সন্তরণশীলা; অথবা তাদুর—তাবৎ+উদর, যৌগিকে তাদুরী—মণ্ডূকের যতটা শরীর ততটাই উদর। হ্রদস্য মধ্যে প্লবস্ব—হে মণ্ডূকি, বর্ষা হইলে হ্রদ জলে পরিপূর্ণ হইবে; তখন তুমি পাদ চতুষ্টয় প্রসারিত করিয়া সুখে সন্তরণ করিবে অথবা ভাসমান থাকিবে।

ইতি সা নিগমব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥

ইতি সা নিগমব্যাখ্যাতা—উদ্ধৃত মন্ত্রটি অতি সহজ, পাঠ করিলেই অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়; কাজেই ভাষ্যকার আর ইহার ব্যাখ্যা করিলেন না।

৪। অক্ষাঃ ॥

অক্ষা অশ্নুবত এতানিতি বাশ্নুবত এভিরিতি বা ॥ ৩ ॥

অক্ষাঃ ( 'অক্ষ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে )। অশ্নুবতে এতান্ ( দ্যূতকার কিতবগণ ইহাদিগকে পরিব্যাপ্ত করে ) ইতি বা ( হয় ইহাই 'অক্ষ' শব্দের ব্যুৎপত্তি ) অশ্নুবতে এভিঃ ইতি বা ( অথবা, ইহাদিগের দ্বারা দ্যূতকার কিতবগণ ধন প্রাপ্ত হয়—ইহাই 'অক্ষ' শব্দের ব্যুৎপত্তি )।

ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতুর উত্তর স প্রত্যয় করিয়া 'অক্ষ' শব্দ নিষ্পন্ন ( উ ৩৬৫ ); প্রত্যয়টি কর্মবাচ্যেও হইতে পারে, করণবাচ্যেও হইতে পারে। কর্মবাচ্যে অর্থ হইবে—ক্রীড়াপরায়ণ কিতবগণ হস্তের দ্বারা ইহাদিগকে ব্যাপন বা গ্রহণ করে; করণবাচ্যে—ইহাদিগের দ্বারা কিতবগণ পরস্পরের অর্থ অভিব্যাপ্ত ( প্রাপ্ত ) করে।

তেষামেষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে অক্ষস্তুতি আছে।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রাবেপা মা বৃহতো মাদয়ন্তি প্রবাতেজা ইরিণে বর্বৃতানাঃ।
সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্ ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।৩৪।১ )

প্রবাতেজাঃ ( প্রবণে অর্থাৎ উদকবহুল প্রদেশে জাত ) ইরিণে বর্বৃতানাঃ ( আস্ফুরক স্থানে অর্থাৎ দেবনস্থানে বা ক্রীড়াগৃহে বর্তমান ) প্রাবেপাঃ ( প্রবেপিণঃ—সকম্পন-স্বভাব ) বৃহতঃ [ বিভীদকস্য ফলভূতাঃ অক্ষাঃ ] ( বৃহৎকায় বিভীদক বৃক্ষের ফলভূত অক্ষসমূহ ) মা ( মাং—আমাকে ) মাদয়ন্তি ( প্রমত্ত অর্থাৎ নিরতিশয় হর্ষান্বিত করে ); জাগৃবিঃ ( জাগরণকারক ) বিভীদকঃ ( বিভীদক কাষ্ঠ নির্মিত ) [ অক্ষঃ ] ( অক্ষ ) মৌজবতস্য সোমস্য ভক্ষঃ ইব ( মুজবান্ পর্বতোৎপন্ন সোমলতারসপানের ন্যায় ) মহ্যম্ ( মম মনঃ—আমার মনকে ) অচ্ছান্ ( আচ্ছাদিত করে—হর্ষবিলুপ্ত করে )।

"বড় বড় পাশাগুলি যখন ছকের উপর ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হয়। মুজবান্ নামক পর্বতে যে চমৎকার সোমলতা জন্মে, তাহার রস পান করিতে যেমন প্রীতি জন্মে, বিভিতক কাষ্ঠ নির্মিত অক্ষ আমার পক্ষে তেমনি প্রীতিকর ও তদ্রূপ আমাকে উৎসাহিত করে।" ( সায়ণানুগত রমেশ চন্দ্রের অনুবাদ )

অক্ষসমূহ বিভীদক বৃক্ষের ফল—প্রবাতে ইহাদের জন্ম। 'প্রবাত' শব্দের অর্থ প্রবণ অর্থাৎ পর্বতের ক্রমনিম্ন বা ঢালু জায়গা অথবা উদকবহুল প্রদেশ।[১] প্রবাতেজ—'বর্ষাকালে জাত' এইরূপ অর্থও হইতে পারে; বিভীদক ফল জন্মে বর্ষাকালে, যখন প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়। জাগৃবিঃ—জাগরণকারক; ক্রীড়ায় যে জয়লাভ করে সে জাগরণ করে হর্ষে এবং যে পরাজিত হয় সে জাগরণ করে দুঃখে। মহ্যম্ অচ্ছান্—মহ্যং = মম ( ষষ্ঠার্থে চতুর্থী ), ইহার সম্বন্ধ উহ্য 'মনঃ' পদের সহিত;[২] আমার মনকে আচ্ছাদিত করে অর্থাৎ হর্ষে আমি বিলুপ্ত-চৈতন্য হই।

প্রবেপিণো মা মহতো বিভীদকস্য ফলানি মাদয়ন্তি ॥ ২ ॥

বৃহৎকায় প্রকম্পী অর্থাৎ সকম্পনশীল বিভীদক বৃক্ষের ফলসমূহ ( অক্ষসমূহ ) আমাকে হর্ষান্বিত করে। প্রাবেপাঃ = প্রবেপিণঃ—বিভীদকের বিশেষণ; বৃহতঃ = মহতঃ। স্কন্দস্বামীর মতে 'প্রাবেপাঃ' উহ্য 'অক্ষাঃ' পদের বিশেষণ—অক্ষসমূহ যখন সঞ্চালিত হয়, তখন আমার আনন্দ উৎপাদন করে, ইহাই তাঁহার ব্যাখ্যা।

---

১। প্রবণে উদকবহুলদেশে জাতাঃ ( দুঃ )।
২। মহ্যং ষষ্ঠার্থে চতুর্থী মম। অচ্ছান্ ছাদয়তি কিং সামর্থ্যাম্মনঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

প্রবাতেজাঃ প্রবণেজাঃ ॥ ৩ ॥

প্রবাতেজাঃ—প্রবণেজাঃ ( প্রবণে জাত )।

( প্রথম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য )।

ইরিণে বর্ত্তমানাঃ। ইরিণং নির্ঋণম্ ঋণাতেরপার্ণং ভবতি ॥ ৪ ॥

ইরিণে বর্ত্তানাঃ—ইরিণে বর্ত্তমানাঃ ( ইরিণে বর্ত্তমান )। ইরিণং—নির্ঋণম্ ( 'নির্ঋণ' শব্দই 'ইরিণ' শব্দে পরিণত হইয়াছে—নির্ঋণ—নিরিণ—ইরিণ ); গত্যর্থক ক্র্যাদি 'ঋ' ধাতু হইতে 'ইরিণ' শব্দের নিষ্পত্তি। 'ইরিণ' শব্দের অর্থ অপার্ণ বা অপগতঋণ অর্থাৎ ঋণবিরহিত[১]—ইরিণে অর্থাৎ দেবনস্থানে বা ক্রীড়াসভায় দ্যূতকারগণের যে ঋণ হয় তাহা তৎপুত্র পৌত্রাদির দেয় নহে।[২] লক্ষ্মণস্বরূপ 'ইরিণ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—Gambling board.

অপরতা অস্মাদোষধয় ইতি বা ॥ ৫ ॥

অস্মাৎ ওষধয়ঃ অপরতাঃ ভবন্তি ইতি বা—এইস্থান হইতে ওষধি অর্থাৎ তৃণলতাসমূহ অপরত বা বিরত হয় অর্থাৎ এই স্থানে ওষধি জন্মে না, ইহাও বা 'ইরিণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে।

'ইরিণ' শব্দে উষর বা মরুভূমিকেও বুঝায়; এতদর্থক 'ইরিণ' শব্দের নিষ্পত্তি ও গত্যর্থক 'ঋ' ধাতু হইতেই করা যাইতে পারে। ইরিণ অপার্ণ অর্থাৎ অপগতোদক—ইরিণে ( মরুভূমিতে ) জল নাই;[৩] মরুভূমি হইতে ওষধিসমূহও অপরত বা অপগত।

সোমসোব মৌজবতসা ভক্ষঃ; মৌজবতো মুজবতি জাতঃ ॥ ৬ ॥

সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষঃ—এইস্থলে মৌজবতঃ—মূজবতি জাতঃ ( মুজবান্ পর্ব্বতে জাত )। সোমলতা মুজবান্ পর্ব্বতে জন্মে।

মুজবান্ পর্ব্বতো মুঞ্জবান্ ॥ ৭ ॥

মুজবান্ পর্ব্বতঃ মুঞ্জবান্—মুজবান্ পর্ব্বতের নাম; মুজবান্ নাম হইয়াছে—এই পর্ব্বতে মুঞ্জ আছে বলিয়া। 'মুঞ্জ' শব্দে রজ্জুসাধন তৃণবিশেষকে বুঝায়।

মুঞ্জো বিমুচ্যত ইষীকয়া ॥ ৮ ॥

মুঞ্জঃ বিমুচ্যতে ইষীকয়া—মুঞ্জ ইষীকা-কর্ত্তৃক বিমুক্ত হয়।

'মুঞ্জ' শব্দ 'মুচ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ইষীকা ( সূচীসদৃশ তীক্ষ্ণাগ্রভাগ তৃণশলাকা ) মুঞ্জ হইতে বিনির্গত হয়, কাজেই ইষীকা-কর্ত্তৃক মুঞ্জ বিমুক্ত বা পরিত্যক্ত হয়।

---

১। উপসর্গস্তাক্তবমেব কেবলম্ ( দুঃ ); নির্ঋণ ও অপার্ণ এতদুভয়ের মধ্যে 'ঋণ' শব্দ সাধারণ—মাত্র উপসর্গের ভেদ। অপ+ঋণ—সন্ধিতে কিন্তু অপর্ণ হয়, অপার্ণ হয় না।

২। যাজ্ঞবল্ক্য ২।৪৭।

৩। অথবা অপার্ণং অপগতোদকম্ ( দুঃ )—অপ+অর্ণ; 'অর্ণ' শব্দের অর্থ—উদক।

ইষীকেষতের্গতিকর্ম্মণঃ ॥ ৯ ॥

ইষীকা ( 'ইষীকা' শব্দ ) গতিকর্ম্মণঃ ঈষতেঃ ( গত্যর্থক 'ঈষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )। গত্যর্থক 'ঈষ' ধাতু হইতে 'ইষীকা' শব্দ নিষ্পন্ন ( উ ৪৬১ )—ইষীকা নির্গত হয়।

ইয়মপীতরেষীকৈতস্মাদেব ॥ ১০ ॥

ইয়ম্ অপি ইতরেষীকা (এই যে অন্যার্থক 'ইষীকা' শব্দ তাহাও ) এতস্মাদেব (এই 'ঈষ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন )।

'ইষীকা' শব্দের অন্যান্য অর্থ—হলীষা ( লাঙ্গল দণ্ড ), বাণ প্রভৃতি ; এই সকল অর্থে বর্ত্তমান 'ইষীক' শব্দও গত্যর্থক 'ঈষ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—ইহাদেরও গতিসম্বন্ধ আছে।

বিভীদকো বিভেদনাৎ ॥ ১১ ॥

বিভীদকঃ বিভেদনাৎ ( 'বিভীদক' শব্দ বি পূর্ব্বক 'ভিদ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )। বিভীদক বিভেদ সৃষ্টি করে—দ্যূতকারগণ নিজ নিজ বন্ধুবর্গ হইতে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়।

জাগৃবির্জাগরণাৎ ॥ ১২ ॥

জাগৃবিঃ জাগরণাৎ ( 'জাগৃবি' শব্দ 'জাগৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )—জাগৃবি = জাগরণকর্ত্তা বা জাগরণকারক।

মহ্যমচচ্ছদৎ ॥ ১৩ ॥

অচ্ছান্ = অচচ্ছদৎ ( ছাদয়তি—বর্ত্তমানার্থে ; আচ্ছাদিত করে )।

প্রশংসত্যেনান্ প্রথময়া নিন্দত্যুত্তরাভিঃ।
ঋষে রক্ষপরিদ্যূনস্যৈতদার্ষং বেদয়ন্তে ॥ ১৪ ॥

এনান্ ( অক্ষসমূহকে ) প্রথময়া ( প্রথম ঋকের দ্বারা ) প্রশংসতি ( প্রশংসা করিয়াছেন ), উত্তরাভিঃ ( পরবর্ত্তী ঋক্‌সমূহের দ্বারা ) নিন্দতি ( নিন্দা করিয়াছেন ); অক্ষপরিদ্যূনস্য ( পাশা খেলায় পরিভূত এবং নির্বিন্ন ) ঋষেঃ ( ঋষির ) এতৎ আর্ষং বেদয়ন্তে ( এই সূক্তটি, ইহা জানা যায় )।

১০।৩৪ সূক্তে প্রথম মন্ত্রটিতে অক্ষসমূহের স্তুতি আছে ; পরবর্ত্তী অন্যান্য সকল মন্ত্রেই (২—১৪ ) ইহাদের নিন্দা পরিদৃষ্ট হয়। পাশা খেলায় পরাজিত কবষ ঋষি দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হইয়া নির্ব্বেদগ্রস্ত হন ; এই সূক্ত তাঁহারই দৃষ্ট বলিয়া জানা যায়।

৫। গ্রাবন্ ॥

গ্রাবাণো হন্তের্বা গৃণাতের্বা গৃহ্ণাতের্বা ॥ ১৫ ॥

গ্রাবাণঃ ( 'গ্রাবন্' শব্দ ) হন্তের্বা গৃণাতের্বা গৃহ্ণাতের্বা ( 'হন্' ধাতু হইতে, 'গৄ' ধাতু হইতে অথবা 'গ্রহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'গ্রাবন্' শব্দের অর্থ শিলা বা পাষাণ (১) 'হন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—শিলা দ্বারা সোমলতা আহত অর্থাৎ থেঁতলান হয়, (২) স্তুত্যর্থক 'গৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—সোমাভিষবে (যখন সোমলতা থেঁতলাইয়া রস বাহির করা হয়) গ্রাবা স্তুত হয়, (৩) 'গ্রহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—সোমলতা থেঁতলাইবার উদ্দেশে গ্রাবা হস্তের দ্বারা গৃহীত হয়।

তেষামেষা ভবতি ॥ ১৬ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে গ্রাবা স্তুত হইয়াছে।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## নবম পরিচ্ছেদ

ঐপ্রেতে বদন্তু প্রবয়ং বদাম গ্রাবভ্যো বাচং বদতা বদদ্ভ্যঃ।

যদদ্রয়ঃ পর্ব্বতাঃ সাকমাশবঃ শ্লোকং ঘোষং ভরথেন্দ্রায় সোমিনঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।৯৪।১ )

এতে ( গ্রাবা অর্থাৎ এই পাষাণসমূহ ) প্রবদন্তু ( প্রকৃষ্টরূপে শব্দ করুক ), বয়ং প্রবদাম ( আমরাও স্তুতিরূপ শব্দ করি ), বদদ্ভ্যঃ গ্রাবভ্যঃ ( শব্দকারী গ্রাবসমূহের উদ্দেশে ) বাচং বদতা ( বাচং বদত—স্তুতি উচ্চারণ কর ); যৎ ( যখন ) অদ্রয়ঃ ( আদরণীয় ) পর্ব্বতাঃ ( পর্ব্বতাবয়ব গ্রাবসমূহ ) সাকং ( মিলিত হইয়া ) [ সোমম্ ] আশবঃ ( সোমলতা ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ তাড়াতাড়ি করিয়া সোমরস তৈয়ার করে ) [ তখন ] [ হে ঋত্বিক্‌গণ ] ইন্দ্রায় ( ইন্দ্রের উদ্দেশে ) শ্লোকং ( শ্রবণীয় অর্থাৎ হৃদ্য ) ঘোষং ( স্তুত্যাত্মক শব্দ ) ভরথ ( ধারণ কর—সম্পাদন কর ),[১] সোমিনঃ [স্থ] ( তোমরা সোমবান্ )।

ঋষি বলিতেছেন—হে উদ্গাতৃগণ, হে হোতৃগণ, হে অধ্বর্য্যুগণ! সোমাভিষবকালে যখন গ্রাবসমূহের শব্দ হইবে, তখন তোমরা তাহাদের স্তুতি কর; গ্রাবসমূহ-কর্ত্তৃক সোমরস নির্ম্মাণকালে তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশেও স্তুতি সম্পাদন কর। তোমরা সকলেই সোমবান্।

প্রবদন্ত্বেতে প্রবদাম বয়ং গ্রাবভ্যো বাচং বদত বদদ্ভ্যঃ ॥ ২ ॥

ঐপ্রেতে বদন্তু=প্রবদন্তু এতে; প্রবয়ং বদাম=প্রবদাম বয়ম্; গ্রাবভ্যঃ বাচং বদতা বদদ্ভ্যঃ—বদতা=বদত।

যদদ্রয়ঃ পর্ব্বতা আদরণীয়াঃ সহ সোমমাশবঃ ক্ষিপ্রকারিণঃ ॥ ৩ ॥

যৎ অদ্রয়ঃ পর্ব্বতাঃ—অদ্রয়ঃ=আদরণীয়াঃ; আ+'দৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—আদ্রি=অদ্রি। সাকম্ আশবঃ=সহ [ সোমম্ ] আশবঃ; আশবঃ=ক্ষিপ্রকারিণঃ;—সহ অর্থাৎ মিলিত হইয়া গ্রাবসমূহ সোমরস শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত করে।

শ্লোকঃ শৃণোতেঃ, ঘোষো ঘুষ্যতেঃ ॥ ৪ ॥

শ্লোকঃ শৃণোতেঃ, ( 'শ্লোক' শব্দ 'শ্রু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ), ঘোষঃ ঘুষ্যতেঃ ( 'ঘোষ' শব্দ 'ঘুষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'শ্লোক' শব্দের অর্থ শ্রবণীয়, হৃদ্য বা মনোরম; বিশব্দনার্থক 'ঘুষ' ধাতু হইতে 'ঘোষ' শব্দের নিষ্পত্তি; 'ঘোষ' শব্দের অর্থ শব্দ বা স্তুতি।

---

১। ভরথ ধারয়থ নির্ব্বর্ত্তয়থ ( দুঃ )।

সোমিনো যূয়ং স্থেতি বা সোমিনো গৃহেম্বিতি বা ॥ ৫ ॥

সোমিনঃ—সোমিনঃ যূয়ং স্থ ইতি বা ( তোমরা সকলেই সোমবান্, ইহাই অর্থ ) সোমিনঃ গৃহেষু ইতি বা ( আর না হয়, সোমবান্ যজমানের গৃহে—ইহাই অর্থ )।

সোমিনঃ ( প্রথমার বহুবচন )—তোমরা সোমবান্ ; অথবা সোমিনঃ ( ষষ্ঠীর একবচন ) —সোমবান্ যজমানের গৃহে স্থিত হইয়া 'ইন্দ্রায় সোমং স্তুথ' ( ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি সম্পাদন কর )।

৬। নারাশংস ॥

যেন নরাঃ প্রশস্যন্তে স নারাশংসো মন্ত্রঃ ॥ ৬ ॥

যেন [ মন্ত্রেণ ] নরাঃ প্রশস্যন্তে ( যে মন্ত্রের দ্বারা মনুষ্যগণ প্রশংসিত বা স্তুত হয় ) সঃ নারাশংসঃ মন্ত্রঃ ( তাহা নারাশংস মন্ত্র )।

নারাশংস মন্ত্রে সামান্যতঃ মানুষের স্তুতি নাই, রাজাদের স্তুতি আছে। সকল রাজারই যে স্তুতি আছে তাহাও নহে—বৈয়ক্তিকভাবে কোন কোন রাজার মাত্র স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্য এষা ভবতি—সেই নারাশংস মন্ত্রের উদাহরণ বক্ষ্যমাণ ঋক্‌টি হইতেছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা নারাশংস মন্ত্র ; কারণ, তাহাতে রাজা ভাবয়ব্যের স্তুতি আছে।

॥ নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## দশম পরিচ্ছেদ

অমন্দান্ স্তোমান্ প্রভরে মনীষা সিন্ধাবধি ক্ষিয়তো ভাব্যস্য।
যে মে সহস্রমমিমীত সবানতূর্ত্তো রাজা শ্রবমিচ্ছমানঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ১। ১২৬। ১)

সিন্ধৌ অধিক্ষিয়তঃ (সিন্ধুনিবাসী) ভাব্যস্য (ভাব্যের জন্য) মনীষা (নিজবুদ্ধিবলে অথবা মনের আদর বা শ্রদ্ধা সহকারে) অমন্দান্ স্তোমান্ (বহুসংখ্যক অথবা অবালকোচিত স্তোম) প্রভরে (সম্পাদন করি); অতূর্ত্ত (অচপল অথবা অত্বরমাণ) শ্রবম্ ইচ্ছমানঃ (কীর্ত্তিলাভেচ্ছু) যঃ (যে রাজা) মে (আমার জন্য) সহস্রং সবান্ অমিমীত (সহস্র সোমযাগের অনুষ্ঠান করিয়াছেন)।

কক্ষীবান্ ঋষি রাজা ভাব্য বা ভাবয়ব্যের স্তুতি করিতেছেন। ভাব্য বা ভাবয়ব্য সিন্ধুনিবাসী। সিন্ধু—"Either the river Indus or the seashore"—Wilson.

অমন্দান্ স্তোমানবালিশাননল্পান্ বা ॥ ২ ॥

অমন্দান্—অবালিশান্ (অবালকোচিত) অনল্পান্ বা (অথবা, অনল্প বা বহুসংখ্যক)। 'বালিশ' শব্দের অর্থ মূর্খ; অবালিশ—অমূর্খ বা পণ্ডিত। অবালিশান্ স্তোমান্—পণ্ডিতগণ-বেদনীয় অর্থাৎ গম্ভীরার্থপ্রতিপাদক স্তোমসমূহকে।

বালো বলবর্ত্তী ভর্ত্তব্যোভবত্যম্বাস্মা অলং ভবতীতিবাম্বাস্মৈ বলং ভবতীতি বা বলো বা প্রতিষেধব্যবহিতঃ ॥ ৩ ॥

'বালিশ' শব্দ ও 'বাল' শব্দের মধ্যে সারূপ্য আছে; এই জন্যই 'বাল' শব্দের নির্ব্বচন করিতেছেন।[১] (১) বালঃ—বলবর্ত্তী (বলেন বর্ত্ততে—বলের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থিত; বালক কিছুই গ্রাহ্য করে না, ক্রীড়নকাদি ঈপ্সিত বস্তু জ্যেষ্ঠ প্রজ্যেষ্ঠের নিকট হইতেও বলপূর্ব্বকই গ্রহণ করিবার প্রয়াস করে; বল+'বর্ত্ততে' এই অর্থে অণ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন)। (২) ভর্ত্তব্যঃ ভবতি (ভর্ত্তব্য হয়; বালক পিতামাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির ভর্ত্তব্য বা পালনীয়—'ভৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, ভারঃ=বালঃ)। (৩) অম্বা অস্মৈ অলং ভবতি ইতি বা (অথবা, অম্বা অর্থাৎ মাতা অভ্যঞ্জন মর্দ্দন স্তনপানাদি কার্য্যে ইহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত; অম্বা+অল—বাল)। (৪) অম্বা অস্মৈ বলং ভবতি ইতি বা (অথবা অম্বাই ইহার বল—ইহাই ব্যুৎপত্তি; অম্বা+বল—বাল)। (৫) বলং প্রতিষেধব্যবহিতঃ ('বল' শব্দ

---

১। সারূপ্যপ্রসঙ্গং বালং নিরাহ (স্বঃ স্বাঃ)।

প্রতিষেধার্থক 'অ' দ্বারা ব্যবহিত হইয়া 'বাল' শব্দে পরিণত হইয়াছে ; অবল — ব অল — বাল— —বালক অবল বা বলহীন )।

প্রভরে মনীষয়া মনস ঈষয়া স্তত্যা প্রজ্ঞয়া বা ॥ ৪ ॥

মনীষা — মনীষয়া — মনসঃ ঈষয়া ( মনের স্তুতি অর্থাৎ আদর বা শ্রদ্ধাসহকারে ; অথবা, মনীষয়া = প্রজ্ঞয়া—প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির দ্বারা )।

সিন্ধাবধিনিবসতো ভাবয়ব্যস্ত রাজ্ঞো যো মে সহস্রং নিরমিমীত সবান্ ॥ ৫ ॥

ক্ষিযতঃ — নিবসতঃ ; ভাব্যস্ত — ভাবয়ব্যস্ত রাজ্ঞঃ ( রাজা ভাবয়ব্যের ; ভাবয়ব্য = ভাব্য—অক্ষরদ্বয় লোপ ছান্দস ; অথবা, ভাবয়ব্য এবং ভাব্য—দুইই রাজার নাম ); যো মে সহস্রং নিরমিমীত সবান্ ( যিনি আমার জন্য সহস্র সোমযাগের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; অমিমীত — নিরমিমীত—নির্মাণ বা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন )।

অতূর্তো রাজাতূর্ণ ইতি বাহত্বরমাণ ইতি বা ॥ ৬ ॥

অতূর্তঃ রাজা অতূর্ণঃ ইতি বা অত্বরমাণঃ ইতি বা ; অতূর্তঃ — অতূর্ণঃ ( অচপল ) অথবা, অত্বরমাণঃ ( অক্ষিপ্রকারী অর্থাৎ বিবেচক বা ধীরতাসম্পন্ন )।

প্রশংসামিচ্ছমানঃ ॥ ৭ ॥

শ্রবঃ ইচ্ছমানঃ = প্রশংসাম্ ইচ্ছমানঃ ( ইচ্ছন্ )—প্রশংসা ইচ্ছা করিয়া। 'শ্রবস্' শব্দের অর্থ প্রশংসা বা যশ।

॥ দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## একাদশ পরিচ্ছেদ

যজ্ঞসংযোগাদ্রাজা স্তুতিং লভেত। রাজসংযোগাদ্ যুদ্ধোপকরণানি ॥ ১ ॥

যজ্ঞসংযোগাৎ রাজা স্তুতিং লভেত (যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধবশতঃ রাজা স্তুতিলাভ করেন); রাজসংযোগাৎ যুদ্ধোপকরণানি (রাজার সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন স্তুতিলাভ করে যুদ্ধের উপকরণসমূহ)।

রাজা যজ্ঞ সম্পাদন করেন; যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই রাজার স্তুতি হইয়া থাকে। রাজার সহিত সম্বন্ধ আছে যুদ্ধোপকরণের অর্থাৎ যুদ্ধসাধন রথাদির; রাজার সহিত সম্বন্ধই যুদ্ধোপকরণ রথাদির স্তুতিলাভের হেতু।

তেষাং রথঃ প্রথমাগামী ভবতি ॥ ২ ॥

তেষাং (যুদ্ধোপকরণ সমূহের মধ্যে) রথঃ প্রথমাগামী ভবতি (রথ প্রথম সমাগত হয়)। যুদ্ধোপকরণ সমূহের মধ্যে রথের নামই প্রথম পঠিত হইয়াছে (নিঘ ৪।৩ দ্রষ্টব্য)।

৭। রথ ॥

রথো রংহতের্গতিকর্ম্মণঃ, স্থিরতের্বা স্যাদ্বিপরীতস্য, রমমাণোঽস্মিংস্তিষ্ঠতীতি বা, রপতের্বা রসতের্বা ॥ ৩ ॥

'রথ' শব্দের নির্ব্বচন করিতেছেন। (১) রথঃ রংহতেঃ গতিকর্ম্মণঃ ('রথ' শব্দ গত্যর্থক 'রংহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; রথ গমন করে—উ ১৫৯ দ্রষ্টব্য)। (২) স্থিরতের্বা স্যাৎ বিপরীতস্য (অথবা, অক্ষর বৈপরীত্যে 'স্থির' নাম ধাতু হইতে 'রথ' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—স্থির = রথি; রথি + ক = রথ = রথ; যোদ্ধা রথে স্থির অর্থাৎ সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবে থাকে, অশ্বাদিতে তদ্রূপ থাকে না)। (৩) রমমাণঃ অস্মিন্ তিষ্ঠতি ইতি বা (অথবা যোদ্ধা রথে আরামে অর্থাৎ বিশ্রব্ধচিত্তে অবস্থান করে; 'রম্' ধাতু এবং 'স্থা' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন—দ্বিধাতুজ)। (৪) রপতের্বা (৫) রসতের্বা (অথবা শব্দার্থক 'রপ্' ধাতু বা 'রস্' ধাতু হইতে 'রথ' শব্দের নিষ্পত্তি—চলিবার সময় রথ শব্দ করে)।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে রথের স্তুতি আছে।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বনস্পতে বীড্বঙ্গো হি ভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরঃ।
গোভিঃ সন্নদ্ধো অসি বীড়য়স্বাস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি ॥ ১ ॥

( ঋ ৬।৪৭।২৬, শুক্ল-যজুঃ ২৯।৫২ )

বনস্পতে ( হে বনস্পতিবিকার কাষ্ঠময় রথ ), অস্মৎসখঃ ( আমাদের মিত্র ) প্রতরণঃ ( আমাদের তারণকর্তা অর্থাৎ রক্ষক ) সুবীরঃ ( প্রকৃষ্টবীরযুক্ত ) [ ত্বং ] ( তুমি ) বীড্বঙ্গঃ হি ভূয়াঃ ( দৃঢ়াঙ্গ হও ),[1] গোভিঃ ( গো চর্ম এবং শ্লেষ্মার দ্বারা ) সন্নদ্ধঃ অসি ( তুমি বদ্ধ অর্থাৎ সমাবৃত আছ )[2] বীড়য়স্ব ( নিজেকে সংস্তব্ধ বা দৃঢ় কর ),[3] তে আস্থাতা ( তোমার উপর আরূঢ় যোদ্ধা ) জেত্বানি ( জেতব্য রিপুধন ) জয়তু ( জয় করুক )।

প্রতরণঃ ( প্রতরত্যনেন সংগ্রামানিতি প্রতরণঃ—যাহা দ্বারা সংগ্রামসমুদ্র পার হওয়া যায়, এইরূপ অর্থও হইতে পারে )। বীড্বঙ্গঃ ( দৃঢ়াঙ্গঃ—বীড়ূনি অঙ্গানি যস্য ); 'বীড়ু' শব্দের অর্থ দৃঢ়। বীড়য়স্ব—নিজেকে সংস্তব্ধ ( দৃঢ় অথবা বীরত্বসম্পন্ন ) কর।

বনস্পতে দৃঢ়াঙ্গো হি ভবাস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরঃ কল্যাণবীরো গোভিঃ সন্নদ্ধোঽসি বীড়য়স্বেতি সংস্তম্ভস্বাস্থাতা তে জয়তু জেতব্যানি ॥ ২ ॥

বীড্বঙ্গঃ—দৃঢ়াঙ্গঃ ( দৃঢ়াবয়বসমন্বিত ); ভূয়াঃ—ভব ; 'হি' শব্দ পাদপূরণ ; সুবীরঃ—কল্যাণবীরঃ ( কল্যাণকারক বীরগণসমন্বিত ); বীড়য়স্ব ইতি সংস্তম্ভস্ব ( বীড়য়স্ব পদের অর্থ সংস্তব্ধ কর ); জেত্বানি—জেতব্যানি ( জয়যোগ্য রিপুধনাদি )।

৮। দুন্দুভি ॥

দুন্দুভিরিতি শব্দানুকরণম্।
দ্রুমো ভিন্ন ইতি বা, দুন্দুভ্যতের্বা স্যাচ্ছব্দকর্ম্মণঃ ॥ ৩ ॥

'দুন্দুভি' শব্দের নির্ব্বচন করিতেছেন। (১) দুন্দুভিঃ ইতি শব্দানুকরণম্ ( 'দুন্দুভি' শব্দ শব্দানুকরণনিমিত্তক[4]—onomatopoetic ); দুন্দুভি অভিহন্যমান বা আহত হইলে অর্থাৎ বাজাইলে 'দুন্দুভি' 'দুন্দুভি' ইত্যাকার শব্দ হয়—এই শব্দ হইতেই নাম হইয়াছে দুন্দুভি। (২) দ্রুমঃ ভিন্নঃ ইতি বা ( অথবা দ্রুম অর্থাৎ তাহার একদেশ বা খণ্ড ভিন্ন অর্থাৎ নিষ্কুষিত

---

১। বীড়ু শব্দো দৃঢ়বচনঃ ( উবট )।
২। গোবিকারৈশ্চর্মভিঃ সন্নদ্ধঃ বদ্ধোঽসি ( মহীধর ); নিরু ২।৫।১৩ দ্রষ্টব্য।
৩। বীড়য়স্ব দৃঢ়ীভূর্বাত্মানম্ ( স্ক: স্বাঃ )।
৪। শব্দানুকরণনিমিত্তমেতন্নাম ( স্কঃ স্বাঃ )।

হইয়াই দুন্দুভি হয় ) ; 'দুন্দুভি' শব্দ দ্রুম+ভিদ্ হইতে নিষ্পন্ন—বৃক্ষ হইতে একটা খণ্ড ভিন্ন বা নিকুষিত অর্থাৎ নির্গত করিয়া দুন্দুভি নির্মাণ করা হয়। (৩) দুন্দুভাতের্বা স্যাৎ শব্দকর্মণঃ ( অথবা শব্দার্থক 'দুন্দুভ' ধাতু হইতে 'দুন্দুভি' শব্দের নিষ্পত্তি হইতে পারে ) ; 'দুন্দুভ' নৈরুক্ত শব্দার্থক ধাতু—দুন্দুভি শব্দ করে। স্কন্দস্বামী এবং দেবরাজ যজ্বা উভয়েই মনে করেন 'দুন্দুভ' ধাতু বধার্থক ( তাড়নার্থক ) ;[1] তাহাদের মতে ব্যুৎপত্তি—তাড্যতে হসৌ যুদ্ধসময়ে ( যুদ্ধ সময়ে দুন্দুভি তাড়িত বা অভিহত হয় )।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে দুন্দুভির স্তুতি আছে।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। দুন্দুভতের্বা নৈরুক্ত ধাতোর্বধকর্মণঃ ইন্—দেবরাজ যজ্বা ; তাড্যতে হসৌ—যুদ্ধাবসরে ( স্কঃ স্বাঃ )।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

উপশ্বাসয় পৃথিবীমুত দ্যাং পুরুত্রা তে মনুতাং বিষ্ঠিতং জগৎ।
স দুন্দুভে সজূরিন্দ্রেণ দেবৈর্দূরাদ্দবীয়ো অপ সেধ শত্রূন্ ॥ ১ ॥

(ঋ ৬।৪৭।২৯, শুক্ল-যজুঃ ২৯।৫৫)

[ হে দুন্দুভে ], পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ ( ভূলোক এবং দ্যুলোক ) উপশ্বাসয় ( শব্দে পরিপূর্ণ কর ), বিষ্ঠিতং ( স্থাবর ) জগৎ ( জঙ্গম ) পুরুত্রা ( বহুধা অর্থাৎ সর্ব্বদিকে ) তে [ ঘোষং ] ( তোমার শব্দ ) মনুতাং ( অবগত হউক ); দুন্দুভে ( হে দুন্দুভে ), স [ ত্বং ] ( সেই তুমি ) ইন্দ্রেণ দেবৈঃ [ চ ] ( ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণের সহিত ) সজূঃ (প্রীতি সম্পন্ন হইয়া)[1] শত্রূন্ ( শত্রুদিগকে ) দূরাৎ দবীয়ঃ ( দূর হইতে দূরতর প্রদেশে ) অপ সেধ ( বিতাড়িত কর )।

ঋষি বলিতেছেন—হে দুন্দুভে, তোমার শব্দে তুমি দ্যুলোক, ভূলোক পরিপূর্ণ কর; স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব সর্ব্বদিকে অবগত হউক যে, দুন্দুভি নাদ করিতেছে। তোমার শব্দে সংত্রস্ত হইয়া শত্রুগণ দূর হইতে দূরতর দেশে পলায়ন করুক।

উপশ্বাসয় পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ বহুধা তে ঘোষং মন্যতাং বিষ্ঠিতং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ স দুন্দুভে সহজোষণ ইন্দ্রেণ চ দেবৈশ্চ দূরাদ্দূরতরম্ অপসেধ শত্রূন্ ॥ ২ ॥

পৃথিবীম্ উত দ্যাম্—পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ ( পৃথিবীলোক এবং দ্যুলোক ); তে—তে ঘোষম্ ( তোমার শব্দ ); মনুতাং—মন্যতাং ( জানুক, অবগত হউক ); বিষ্ঠিতং জগৎ=স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ ( স্থাবর এবং জঙ্গম যাহা কিছু অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় বিশ্ব ); সজূঃ—সহজোষণঃ ( সহপ্রীতি হইয়া অর্থাৎ ইন্দ্র এবং দেবগণের সহিত প্রীতি স্থাপন করিয়া ) ইন্দ্রেণ দেবৈঃ=ইন্দ্রেণ চ দেবৈশ্চ ( ইন্দ্র এবং দেবগণের সহিত ); দূরাৎ দবীয়ঃ—দূরাৎ দূরতরম্ ( দূর হইতে দূরতর প্রদেশে )।

৯। ইষুধি ॥

ইষুধিরিষূণাং নিধানম্ ॥ ৩ ॥

ইষুধিঃ—ইষূণাং নিধানম্ ( 'ইষুধি' শব্দের অর্থ ইষুর নিধান অর্থাৎ বাণ যাহাতে রাখা হয়—তূণ )।

---

১। সজূঃ সম্প্রীয়মাণ ইতি ( স্কঃ স্বাঃ )।

ইষু+'ধা' ধাতুর উত্তর কি প্রত্যয়ে 'ইষুধি' শব্দ নিষ্পন্ন; 'ইষুধি' শব্দে ইষুর নিধান অর্থাৎ বাণ রাখিবার স্থান বা তূণকে বুঝায়।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি—পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে ইষুধির স্তুতি আছে।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বহ্বীনাং পিতা বহুরস্য পুত্রশ্চিশ্চাকৃণোতি সমনাবগত্য।
ইষুধিঃ সঙ্কাঃ পৃতনাশ্চ সর্ব্বাঃ পৃষ্ঠে নিনদ্ধো জয়তি প্রসূতঃ ॥ ১॥

( ঋ ৬।৭৫।৫, শুক্ল-যজুঃ ২৯।৪২ )

ইষুধিঃ ( ইষুধি ) বহ্বীনাং পিতা ( কন্যাবৎ বহু ইষুর পিতা ), বহুঃ অস্য পুত্রঃ (ইহার আবার বহু পুত্র ) ; সমনা ( সংগ্রাম ) অবগত্য ( উপগত বা প্রাপ্ত হইয়া)[1] চিশ্চাকৃণোতি ( 'চিশ্চা' শব্দ করিয়া থাকে )। পৃষ্ঠে ( পৃষ্ঠদেশে ) নিনদ্ধঃ ( নিবদ্ধ থাকিয়া ) প্রসূতঃ ( বাণ প্রসব করত ) সর্ব্বাঃ ( সমুদায়) সঙ্কাঃ পৃতনাশ্চ (সঙ্কা এবং পৃতনা অর্থাৎ এই উভয় প্রকারের সমর) জয়তি ( জয় করুক )।

পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়লিঙ্গেই 'ইষু' শব্দের প্রয়োগ আছে। ইষুধি কন্যাস্থানীয় বহু ইষুর ( বাণের ) পিতা এবং বহু ইষু আবার তাহার পুত্র—পিতা যেরূপ পুত্র-কন্যাকে রক্ষা করেন, ইষুধি সেইরূপ বাণসমূহকে রক্ষা করে। সমনা—সমনানি ; 'সমন' শব্দের অর্থ সংগ্রাম ( নিঘ ২।১৭ দ্রষ্টব্য )। সঙ্কাঃ পৃতনাশ্চ—সঙ্কা এবং পৃতনা উভয় শব্দের অর্থই সংগ্রাম ( নিঘ ২।১৭ ), কিন্তু ইহাদের মধ্যে ভেদ আছে। লক্ষ্যবেধ নিয়া যেখানে বিবাদ, স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক লক্ষ্যবেধার্থই যেখানে বাণ নিক্ষিপ্ত হয়—তাহার নাম সঙ্কা ; আর, প্রাণবধার্থ যেখানে বাণ নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার নাম পৃতনা। সংগ্রাম লক্ষ্যবেধার্থই হউক, আর প্রাণবধার্থই হউক—ইষুধি সর্ব্বত্রই যেন আমাদের জয় বিধান করে।[2]

বহ্বীনাং পিতা বহুরস্য পুত্র ইতীষূনভিপ্রেত্য ॥ ২ ॥

বহ্বীনাং=বহূনাম্ ; ইষুধি অনেকের পিতা, ইষুধির পুত্র অনেক—ইহা যে বলা হইয়াছে তাহা 'ইষূন্ অভিপ্রেত্য'—বাণসমূহকে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ বাণসমূহই ইষুধির পুত্র-কন্যা।

প্রস্ময়ত ইবাপাব্রিয়মাণঃ শব্দানুকরণং বা ॥ ৩ ॥

চিশ্চাকৃণোতি—প্রস্ময়তে ইব অপাব্রিয়মাণঃ ( অপাব্রিয়মাণ অর্থাৎ উদ্ঘাটিত হইয়া যেন হাস্যোজ্জ্বল হয় ); ধাতু পাঠে 'চিশ্চা' ধাতু না থাকিলেও প্রস্ময়ার্থে ইহার অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইবে। ইষুধি যখন উদ্ঘাটিত হয়, তখন বাণসমূহের পুঙ্খশোভায় শোভমান হইয়া যেন হাস্য করিতে থাকে। অথবা 'চিশ্চা' শব্দানুকরণ—বাণ যখন উঠাইয়া নেওয়া হয়, তখন ইষুধি 'চিশ্চা' 'চিশ্চা' এবংবিধ শব্দ করিয়া থাকে।

---

১। অবগত্য অবেতি উপেত্যেতত্ত—স্থানে উপগম্য ( দুঃ পাঃ )।
২। যে স্পর্দ্ধয়া লক্ষ্যবেধমাত্রার্থাঃ সংগ্রামা যে চ বধার্থাস্তান্ সর্ব্বান্ জয়তু ( দুঃ পাঃ )।

সঙ্কাঃ সচতেঃ সম্পূর্বাদ্বা কিরতেঃ ॥ ৪ ॥

সঙ্কাঃ সচতেঃ ( 'সঙ্কা' শব্দ 'সচ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ) সম্পূর্ব্বাদ্ বা কিরতেঃ ( অথবা, 'সম্'-পূর্ব্বক 'কৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'সঙ্কা' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। (১) সমবায়ার্থক 'সচ্' ধাতু হইতে 'সঙ্কা' শব্দ নিষ্পন্ন—সঙ্কায় ( সংগ্রামে ) যোদ্ধগণ সমবেত হয়; (২) 'সম্' পূর্ব্বক বিক্ষেপার্থক 'কৃ' ধাতু হইতে 'সঙ্কা' শব্দ নিষ্পন্ন—সংগ্রামে যোদ্ধগণ এবং যুদ্ধোপকরণ সমূহ বিক্ষিপ্ত (scattered) অবস্থায় থাকে।

পৃষ্ঠে নিনদ্ধো জয়তি প্রসূত ইতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৫ ॥

পৃষ্ঠে নিনদ্ধঃ জয়তি প্রসূতঃ—ইতি ( ইহা ) ব্যাখ্যাতম্ ( স্পষ্ট )।

পৃষ্ঠে নিনদ্ধঃ ....এই অংশের অর্থ অতি স্পষ্ট, কাজেই ইহা ব্যাখ্যাতবৎ—ইহার ব্যাখ্যা করা হইল না।

১০। হস্তঘ্ন ॥

হস্তঘ্নো হস্তে হন্যতে ॥ ৬ ॥

হস্তঘ্নঃ ( 'হস্তঘ্ন' শব্দের ব্যুৎপত্তি )— হস্তে হন্যতে ( হস্তে থাকিয়া আহত হয় )।

'হস্তঘ্ন' শব্দের অর্থ—দস্তানা (handguard) অর্থাৎ ধনুর জ্যাঘাত হইতে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য যে চর্ম্ম বন্ধন করা হয়। হস্ত+'হন্' ধাতু হইতে 'হস্তঘ্ন' শব্দ নিষ্পন্ন—হস্তঘ্ন হস্তে থাকে এবং জ্যাঘাতে আহত হয়।[১]

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্য এষা ভবতি—পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে হস্তঘ্নের স্তুতি আছে।

॥ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। হস্তং হন্তি প্রাপ্নোতি হস্তঘ্নঃ প্রকোষ্ঠত্রাণম্' মহীধর—শুক্ল-যজুঃ ২৯।৫১ )।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অহিরিব ভোগৈঃ পর্য্যেতি বাহুং জ্যায়া হেতিং পরিবাধমানঃ।
হস্তঘ্নো বিশ্বা বয়ুনানি বিদ্বান্ পুমান্ পুমাংসং পরিপাতু বিশ্বতঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ৬।৭৫।১৪, শুক্ল-যজুঃ ২৯।৫১ )

হস্তঘ্নঃ ( হস্তঘ্ন ) অহিঃ ইব ( সর্পের ন্যায় ) বাহুং ( বাহুকে ) ভোগৈঃ ( সর্ব্ব অবয়বের দ্বারা ) পর্য্যেতি ( পরিবেষ্টিত করে ), জ্যায়াঃ ( জ্যার ) হেতিং ( আঘাত ) পরিবাধমানঃ ( নিবারণ করত ); বিশ্বা বয়ুনানি বিদ্বান্ ( সর্ব্বজ্ঞানে জ্ঞানবান্ ) পুমান্ পুমাংসম্ [ ইব ] ( পৌরুষশালী ব্যক্তি যেরূপ অন্য পুরুষকে রক্ষা করে ) [ তথা ] বিশ্বতঃ পরিপাতু ( হস্তঘ্ন সেইরূপ যোদ্ধপুরুষকে সর্বভাবে রক্ষা করুক )।[১]

অহিরিব ভোগৈঃ পরিবেষ্টয়তি বাহুং জ্যায়া বধাৎ পরিত্রায়মাণো হস্তঘ্নঃ ॥ ২ ॥

হস্তঘ্নঃ জ্যায়া বধাৎ পরিত্রায়মাণঃ ( হস্তঘ্ন জ্যাঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ) অহিঃ ইব ভোগৈঃ বাহুং পরিবেষ্টয়তি ( সর্পের ন্যায় সর্ব্ব অবয়বের দ্বারা বাহুকে পরিবেষ্টিত করে )। হেতিং=বধম্ ( আঘাত ); পরিত্রায়মাণঃ ( পরিত্রাণ করত, পরিত্রাণ করিবার জন্য ); পর্য্যেতি=পরিবেষ্টয়তি ( পরিবেষ্টন করে )।

সর্বাণি প্রজ্ঞানানি প্রজানন্ ॥ ৩ ॥

বিশ্বা=সর্ব্বাণি, বয়ুনানি=প্রজ্ঞানানি, বিদ্বান্=প্রজানন্—সর্ব্বপ্রকার প্রজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রজ্ঞানবান্ বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

পুমান্ পুরুমনা ভবতি পুংসতের্বা ॥ ৪ ॥

'পুমস্' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন।

(১) পুমান্ পুরুমনাঃ ভবতি ( পুমান্ বৃহৎমনঃসম্পন্ন হয় ); পুমস্=পুরু+মনস্—স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরুষের মন পুরু অর্থাৎ বড় বা উদার। (২) পুংসতের্বা ( অথবা 'পুংস্' ধাতু হইতে 'পুমস্' শব্দ নিষ্পন্ন ); 'পুংস্' ধাতু অভিবর্দ্ধনার্থক—পুরুষ বৃদ্ধিসম্পন্ন বা উন্নতিশীল হয়।[২]

---

১। পুমান্ কশ্চিদ্বিবেষঃ যোদ্ধারং পুমাংসং পরিপাতু রক্ষতু বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ ( দঃ ভাঃ ); পুমানিব, কশ্চিদাপ্তঃ প্রজ্ঞানবলেনঃ পুমাংসমেতং ধনুষ্মন্ ( স্কঃ )।

২। বৈয়াকরণগণ 'পা' ধাতুর উত্তর 'ডুম্সুন্' প্রত্যয়ে 'পুমস্' শব্দের নিষ্পত্তি করেন ( উ ৪।১৭ )—পুমান্ রক্ষা করে।

১১। অভীশু

অভীশবো ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৫ ॥

অভীশবঃ ব্যাখ্যাতাঃ ( 'অভীশু' শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—নির্ ৩.৯।৫ )। নির্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে 'অঙ্গুলি' অর্থে ; এখানে 'অভীশু' শব্দের অর্থ প্রগ্রহ বা রশ্মি অর্থাৎ লাগাম।

তেষাম্ এষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি—যে ঋক্‌টি পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে অভীশুর স্তুতি আছে।

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রথে তিষ্ঠন্নয়তি বাজিনঃ পুরো যত্র যত্র কাময়তে সুষারথিঃ।
অভীশূনাং মহিমানং পনায়ত মনঃ পশ্চাদনু যচ্ছন্তি রশ্ময়ঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ৬।৭৫।৬, শুক্ল-যজুঃ ২৯।৪৩ )

সুষারথিঃ ( নিপুণ সারথি ) রথে তিষ্ঠন্ ( রথে অবস্থান করিয়া ) পুরঃ বাজিনঃ ( পুরোবর্ত্তী অশ্বগণকে ) যত্র যত্র কাময়তে ( যেখানে যেখানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে ), [ তত্র তত্র ] নয়তি ( সেই স্থানেই লইয়া যায় ); অভীশূনাং ( প্রগ্রহ বা রশ্মিসমূহের ) মহিমানং পনায়ত ( মহিমার স্তুতি করিতেছি );[1] রশ্ময়ঃ ( রশ্মিসমূহ ) পশ্চাৎ [ সন্তঃ ] ( পশ্চাতে থাকিয়া ) মনঃ ( অশ্বের মন ) অনুযচ্ছন্তি ( নিয়মিত করে )।

সারথি যতই নিপুণ হউক, অশ্বগণকে নিয়মিত করিতে পারে না—অশ্বে উপনিবদ্ধ রশ্মি ( লাগাম ) যদি তাহার হাতে না থাকে ; কাজেই রশ্মির মহিমা স্তুত্য।

রথে তিষ্ঠন্নয়তি বাজিনঃ পুরস্তাৎ সতো যত্র যত্র কাময়তে ॥ ২ ॥

পুরঃ—পুরস্তাৎ সতঃ ( রথের সম্মুখবর্ত্তী অশ্বগণকে ) যত্র যত্র কাময়তে রথে তিষ্ঠন্ [ তত্র তত্র ] নয়তি ( রথাবস্থিত সারথি যেখানে যেখানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে, সেই সেই স্থানেই লইয়া যায় )।

অভীশূনাং মহিমানং পূজয়ামি ॥ ৩ ॥

পনায়ত—পূজয়ামি ( স্তব করিতেছি )। পনায়ত—স্তুত্যর্থক 'পন' ধাতুর মধ্যমপুরুষ বহুবচনের রূপ ; অর্থ হওয়া উচিত—স্তব কর। ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়েছেন, 'পূজয়ামি' এই পদের দ্বারা। দুর্গাচার্য্য বলেন—এখানে সম্বোধ্য কেহ নাই, কাজেই পুরুষ এবং বচনের ব্যত্যয়ে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।[2] সায়ণ যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে 'পূজয়ত' পদ দৃষ্ট হয়। স্কন্দস্বামী স্পষ্টই বলেন—পূজয়ামীত্যপপাঠঃ ( পূজয়ামি—অপপাঠ )।

সুষারথিঃ কল্যাণসারথিঃ মনঃ পশ্চাৎ সন্তোঽনুযচ্ছন্তি রশ্ময়ঃ ॥ ৪ ॥

সুষারথিঃ—কল্যাণসারথিঃ ( কল্যাণকর সারথি ); পশ্চাৎ সন্তঃ রশ্ময়ঃ মনঃ [ অশ্বস্য ] অনুযচ্ছন্তি ( রশ্মিসমূহ পশ্চাতে থাকিয়া অশ্বের মন নিয়ন্ত্রিত করে )।

---

১। তৃতীয় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

২। সম্বোধ্যাভাবাৎ পনায়তেত্যস্য পূজয়ামীতি পুরুষবচনব্যত্যয়ঃ।

১২। ধন্বঃ ॥

ধন্বুর্ধন্বতের্গতিকর্ম্মণঃ, বধকর্ম্মণো বা, ধন্বন্ত্যস্মাদিষবঃ ॥ ৫ ॥

'ধন্বুস্' শব্দের নির্ব্বচন করিতেছেন। (১) ধন্বুঃ ধন্বতেঃ গতিকর্ম্মণঃ ( 'ধন্বুঃ' শব্দ গত্যর্থক 'ধন্ব' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ), ধন্বন্তি অস্মাৎ ইষবঃ ( ইষুসমূহ ধনু হইতে গতিসম্পন্ন হয় ); গত্যর্থক 'ধন্ব' ( ধবি ) ধাতুর উত্তর 'উস্' প্রত্যয়ে 'ধন্বুস্' শব্দের নিষ্পত্তি ( উ ২৭৪ দ্রষ্টব্য ); ইষুর গতি হয় ধনু হইতে ধনুরই বলে। (২) বধকর্ম্মণো বা অথবা, 'ধন্বুঃ' শব্দ নিষ্পন্ন—বধার্থক 'ধন্ব' ধাতু হইতে )—ধনুর দ্বারা শত্রুবধ সাধিত হয়।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্য এষা ভবতি—পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋকটি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে ধনুর স্তুতি আছে।

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম।
ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥১॥

( ঋ ৬।৭৫।২, শুক্ল-যজুঃ ২৯।৩৯ )

ধন্বনা ( ধনুর দ্বারা ) গাঃ [ জয়েম ] ( শত্রুর গাভীসমূহ জয় করিব ), ধন্বনা আজিং জয়েম ( ধনুর দ্বারা আজি অর্থাৎ লক্ষ্যবেধরূপ যুদ্ধ জয় করিব ), ধন্বনা তীব্রাঃ সমদঃ জয়েম ( ধনুর দ্বারা প্রাণক্ষয়াত্মক দারুণ সংগ্রামসমূহ জয় করিব ), ধনুঃ শত্রোঃ অপকামং কৃণোতি ( ধনু শত্রুর মনোরথ ব্যর্থ করুক )[1] ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশঃ জয়েম ( ধনুর দ্বারা সর্ব্বদিক জয় করিব )।

আজি—পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া, বিতর্কের ফলে অথবা বীর্য্য প্রদর্শনার্থ মাত্র লক্ষ্যভেদ করিবার নিমিত্তই যেখানে বাণ নিক্ষেপ করা হয়, তাদৃশ সংগ্রামের নাম আজি; আর প্রাণক্ষয়ার্থ যেখানে বাণ নিক্ষিপ্ত হয়, তাদৃশ সংগ্রামের নাম সমৎ[2] ( দ্বিতীয়ার বহুবচনে 'সমদঃ'—'সমৎ' শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত )—সঙ্খ্য ও পৃতনা দ্রষ্টব্য ( নিরু ৯।১৪।১ )।

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥

ইতি সা ( এই যে ঋকটি, ইহা ) নিগদব্যাখ্যাতা ( পাঠের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইল )।

উদ্ধৃত ঋকটি সুবোধ্য পাঠ করিলেই ইহার অর্থ বুঝা যায়—ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। কাজেই ভাষ্যকার ( যাস্কাচার্য্য ) ইহার কোন ব্যাখ্যা করিলেন না।

সমদঃ সমদো বাত্তেঃ সম্মদো বা মদতেঃ ॥ ৩ ॥

সমদঃ সমদঃ বা অত্তেঃ, সম্মদঃ বা মদতেঃ—সমদঃ = সম্-অদঃ, 'অদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অথবা—সমদঃ = সম্মদঃ, 'মদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'সমৎ' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। (১) সম্ + ভক্ষণার্থক 'অদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—সংগ্রামে পরস্পর যেন পরস্পরের দ্বারা ভক্ষিত হয়; (২) সম্ + হর্ষার্থক 'মদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—যোদ্ধৃগণ পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে সংহৃষ্ট হইয়া।

১৩। জ্যা ॥

জ্যা জয়তের্বা জিনাতের্বা প্রজাবয়তীষূনিতি বা ॥ ৪ ॥

'জ্যা' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। (১) জ্যা জয়তের্বা ( 'জ্যা' শব্দ জয়ার্থক 'জি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )—জ্যা ( ধনুর ছিলা ) জয়-সম্পাদন করে (২) জিনাতের্বা ( অথবা

---

[1] অপকামং কৃণোতি = কামম্ অপকৃণোতি। কৃণোতি লোড়র্থে লট্ করোতু ( দুঃ বৃঃ )।

[2] আজিং বা স্পর্দ্ধয়ৈব লক্ষ্যবেধকর্ম্মমাত্রং ক্রিয়তে তং সংগ্রামং জয়েম তীব্রাঃ পরস্পরবধরূপাঃ সমদঃ সংগ্রামনামৈতৎ ( দুঃ বৃঃ ); ইতরেতরস্পর্দ্ধয়া যত্র লক্ষ্যবেধায়ৈব কেবলমিষবঃ ক্ষিপ্যন্তে বৈরবর্জ্জং প্রত্যাপার্দং বা তম্ আজিম্……( স্কঃ )।

বয়োহানি অর্থে বর্তমান 'জ্যা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )—জ্যা যোদ্ধৃগণের বয়োহানি বা আয়ুঃক্ষয় ঘটায়, (৩) প্রজাবয়তি ইষূন্ ইতি বা ( অথবা জ্যা বাণসমূহকে দ্রুত চালায় )। গত্যর্থক ণিজন্ত 'জু'[১] ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; জাবি—জ্যা।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইয়েছে, তাহাতে জ্যার স্তুতি আছে।

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। জবতি—গচ্ছতি ( নিঘ ২।১৪ ) ; 'জু' গতৌ ইতি ক্ষীরস্বামী।

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বক্ষ্যন্তীবেদা গনীগন্তি কর্ণং প্রিয়ং সখায়ং পরিষস্বজানা।
যোষেব শিঙ্‌ক্তে বিততাধি ধন্বঞ্জ্যা ইয়ং সমনে পারয়ন্তী ॥ ১ ॥

( ঋ ৬।৭৫।৩, শুক্ল যজুঃ ২৯।৪০ )

ইয়ং জ্যা ( এই জ্যা ) বক্ষ্যন্তী ইব ইৎ[1] ( বচনোৎসুকা কামিনীর ন্যায় ) কর্ণম্ আগনীগন্তি ( ধানুষ্কের কর্ণমূলে আসিয়া উপস্থিত হয় ) প্রিয়ং সখায়ং পরিষস্বজানা যোষা ইব ( প্রিয় পতিকে আলিঙ্গনকারিণী কামিনীর ন্যায় ) শিঙ্‌ক্তে ( অব্যক্ত শব্দ করে ) ; ধন্বন্ অধি বিততা ( ধনুর উপরে প্রসারিতা অর্থাৎ ধনুতে সংলগ্না জ্যা ) সমনে ( যুদ্ধে ) পারয়ন্তী ( বিজয়দাত্রী ) [ভবতু] হউক।

জ্যা ধানুষ্ক অর্থাৎ ধনুর্ধারীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যেন প্রিয় বাক্য নিবেদন করিবার জন্যই তাহার কর্ণসমীপে আসিয়া উপস্থিত হয় ; স্ত্রী যেরূপ প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার হর্ষ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত অব্যক্ত মধুর শব্দ করে, জ্যাও সেইরূপ বাণকে আলিঙ্গন করিয়া শব্দ করে। ধনুতে নিবদ্ধ জ্যা আমাদিগকে সংগ্রামে উত্তীর্ণ করিতে সমর্থ হউক অর্থাৎ আমাদিগকে বিজয় দান করুক।

বক্ষ্যন্তীবাগচ্ছতি কর্ণং প্রিয়মিব সখায়মিষুং পরিষ্বজমানা যোষেব শিঙ্‌ক্তে শব্দং করোতি ॥ ২ ॥

বক্ষ্যন্তী ইব ইং আগনীগন্তি কর্ণং—বক্ষ্যন্তী ইব আগচ্ছতি কর্ণম্ ( প্রিয় বাক্য বলিবার জন্যই যেন কর্ণসমীপে আগমন করে ) ;[2] প্রিয়ং সখায়ং পরিষস্বজানা যোষেব শিঙ্‌ক্তে—প্রিয়ম্ ইব সখায়ম্ ইষুং পরিষ্বজমানা যোষা ইব শিঙ্‌ক্তে ( যোষা অর্থাৎ স্ত্রী যেরূপ প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন করিয়া শব্দ করে, সেইরূপ বাণকে আলিঙ্গন করিয়া জ্যাও শব্দ করে ) ; শিঙ্‌ক্তে —শব্দং করোতি—অব্যক্তশব্দকরণার্থক 'শিঙ্খি' ধাতুর পদ।

বিততাধি ধনুষি জ্যেয়ম্ ॥ ৩ ॥

বিততাধি ধন্বঞ্ জ্যা ইয়ম্—বিততাধি ধনুষি জ্যেয়ম্ ( ধনুর উপর প্রসারিতা এই জ্যা ) ; ধন্বন্—ধনুষি।

সমনে সংগ্রামে পারয়ন্তী পারং নয়ন্তী ॥ ৪ ॥

সমনে—সংগ্রামে ; পারয়ন্তী—পারং নয়ন্তী ( পারে লইয়া যাইতে অর্থাৎ বিজয় প্রদান করিতে সমর্থা )।

---

১। ইৎ পাদপূরণঃ ( ব্যঃ বাঃ )।
২। আগনীগন্তি কর্ণং প্রতি অত্যর্থম্ আগচ্ছতি যঙ্‌লুকি গমেঃ রূপম্ ( মহীধর )।

১৪। ইষু ॥

ইষুরীষতের্গতিকর্ম্মণো বধকর্ম্মণো বা ॥ ৫ ॥

'ইষু' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। (১) ইষুঃ ঈষতেঃ গতিকর্ম্মণঃ ( 'ইষু' শব্দ গত্যর্থক 'ঈষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )—ইষু গতি সম্পন্ন হয় (২) বধকর্ম্মণঃ বা ( অথবা 'ইষু' শব্দ বধার্থক 'ঈষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )—ইষু প্রাণ হরণ করে ; ( উ ১৩ সূত্র দ্রষ্টব্য )।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্য এষা ভবতি—পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে ইষুর স্তুতি আছে।

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সুপর্ণং বস্তে মৃগো অস্যা দন্তো গোভিঃ সন্নদ্ধা পততি প্রসূতা।
যত্রা নরঃ সং চ বি চ দ্রবন্তি তত্রাস্মভ্যমিষবঃ শর্ম্ম যংসন্ ॥ ১ ॥

( ঋ ৬।৭৫।১১, শুক্লযজুঃ ২৯।৪৮ )

[ ইষুঃ ] ( ইষু ) সুপর্ণং বস্তে ( সুপর্ণ অর্থাৎ শরপক্ষ ধারণ করে ), অস্যাঃ দন্তঃ মৃগঃ ( ইহার দন্ত অর্থাৎ ফলা বা অগ্রভাগ মৃগশৃঙ্গ বা মৃগাস্থি-নির্ম্মিত ) গোভিঃ সন্নদ্ধা ( গোচর্ম্ম এবং গোশ্লেষ্মার দ্বারা বদ্ধ ), [ ইষুঃ ] ( ইষু ) প্রসূতা ( নিক্ষিপ্ত হইয়া ) পততি ( বেগে ধাবিত হয় ), যত্রা ( যত্র—যে সংগ্রামে ) নরঃ ( যোদ্ধৃগণ ) সং চ বি চ দ্রবন্তি ( সংদ্রবন্তি বিদ্রবন্তি চ—একত্র আসিয়া মিলিত হয় এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ) তত্র ( তথায় ) ইষবঃ ( ইষুসমূহ ) অস্মভ্যং (আমাদিগকে) শর্ম্ম যংসন্ ( জয়হেতুক সুখ বা আনন্দ প্রদান করুক )।

ইষুতে ( বাণে ) পক্ষ যোজনা করা হয়—ইহার গতিবেগ বৃদ্ধি করিবার জন্য। ইষু গোচর্ম্ম এবং গোশ্লেষ্মার দ্বারা সন্নদ্ধ বা বদ্ধ থাকে।

### সুপর্ণং বস্ত ইতি বাজানভিপ্রেত্য ॥ ২ ॥

সুপর্ণং বস্তে ( সুপর্ণ ধারণ করে ) ইতি ( ইহা ) বাজান্ অভিপ্রেত্য ( বাজ অর্থাৎ শরপক্ষসমূহকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—সুপর্ণ = বাজ )।

### মৃগময়োঽস্যা দন্তো মৃগয়তের্বা ॥ ৩ ॥

অস্যাঃ দন্তঃ ( ইহার দন্ত অর্থাৎ ফলা বা অগ্রভাগ ) মৃগময়ঃ ( মৃগময়—মৃগাস্থি বা মৃগশৃঙ্গ-নির্ম্মিত ); 'মৃগ' শব্দের অর্থ মৃগাস্থি বা মৃগশৃঙ্গ ; তন্ময় অর্থাৎ তন্নির্ম্মিত। 'প্রকৃতি' শব্দ তদবয়ব বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে।[১] মৃগয়তেঃ বা ( অথবা 'মৃগ' শব্দ অন্বেষণার্থক ; 'মৃগ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )—ইষু শত্রুর অন্বেষণে ধাবিত ; কোন কোন ইষুর ঈদৃশ শক্তি আছে যে, তাহারা অদৃষ্ট শত্রুকেও অনুসরণ করিয়া বিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়।

### গোভিঃ সন্নদ্ধা পততি প্রসূতেতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪ ॥

গোভিঃ সন্নদ্ধা পততি প্রসূতা—ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ( নিরু ২।৫।১৪ দ্রষ্টব্য )।

### যত্র নরাঃ সন্দ্রবন্তি বিদ্রবন্তি চ তত্রাস্মভ্যম্ ইষবঃ শর্ম্ম যচ্ছন্তু শরণং সংগ্রামেষু ॥ ৫ ॥

যত্রা—যত্র ( যে সকল সংগ্রামে ) ; নরঃ ( 'নৃ' শব্দের বহুবচন )—নরাঃ ( যোদ্ধৃবর্গ ) সং চ দ্রবন্তি বি চ দ্রবন্তি—সন্দ্রবন্তি বিদ্রবন্তি চ ( একত্র আসিয়া মিলিত হয় এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় )

---

১। প্রকৃতিশব্দেন চ বিকারপ্রাপ্তিবিধানম্, মৃগস্য শৃঙ্গমস্থি বা তন্ময় ইত্যর্থঃ ( দুঃ বৃঃ )।

তত্র সংগ্রামেষু ( সেই সকল সংগ্রামে ) ইষবঃ অস্মভ্যং শর্ম যচ্ছন্তু ( ইষুসমূহ আমাদিগকে শর্ম প্রদান করুক ); শর্ম—শরণম্ ( 'শর্ম' শব্দের অর্থ শরণ অর্থাৎ আশ্রয় বা সুখ );[1] যংসন্ —যচ্ছন্তু (প্রদান করুক )।

১৫। অশ্বাজনী ॥

অশ্বাজনীং কশেত্যাহুঃ। কশা প্রকাশয়তি ভয়মশ্বায়, কৃশ্যতের্বা-ণূভাবাৎ[2] ॥ ৬ ॥

অশ্বাজনীং কশা ইত্যাহুঃ ( অশ্বাজনীকে কশা বলিয়া অভিহিত করা হয়—'অশ্বাজনী' শব্দের অর্থ কশা ); কশা অশ্বায় ভয়ং প্রকাশয়তি ( কশা অশ্বের নিমিত্ত ভয় প্রকাশ করে ) বা ( অথবা ) অণূভাবাৎ কৃশ্যতেঃ ( সূক্ষ্ম হওয়া অর্থে বর্তমান 'কৃশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'অশ্বাজনী' শব্দের অর্থ কশা বা চাবুক। 'অশ্বাজনী' শব্দের নির্বচন প্রদর্শন না করিয়া 'কশা' শব্দের নির্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। কারণ, 'অশ্বাজনী' শব্দ প্রত্যক্ষবৃত্তি—অশ্বস্য অজনী —অশ্বাজনী ; 'অজনী' শব্দের অর্থ প্রেরয়িত্রী—ক্ষেপণার্থক 'অজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অথবা, অশ্বম্ অজতি চোদয়তীতি অশ্বাজনী—অশ্বকে যে প্রেরিত বা প্রবর্তিত করে। 'কশা' শব্দের নির্বচন দুই প্রকারে হইতে পারে—(১) প্রকাশার্থক 'কাশ্' ধাতু হইতে—অশ্বের ভয় প্রকাশিত করে কশা ; কাশা—কশা (২) অণূভাবার্থক 'কৃশ্' ধাতু হইতে—কশা সূক্ষ্মভাবাপন্ন, অত্যন্ত সরু ; কর্শা—কশা।

বাক্ পুনঃ প্রকাশয়ত্যর্থান্ ॥ ৭ ॥

বাক্ পুনঃ অর্থান্ প্রকাশয়তি ( বাক্য আবার অর্থকে প্রকাশ করে )। 'কশা' শব্দের অর্থ বাক্যও হয় ; এই অর্থেও 'কশা' শব্দ 'কাশ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—বাক্য অর্থের প্রকাশক।

খশয়া ক্রোশতের্বা ॥ ৮ ॥

বাক্ খশয়া ( বাক্য আকাশে শয়িত ); বাক্য থাকে মুখাকাশে—খশয়া—কশা ; ক্রোশতেঃ বা ( অথবা শব্দার্থক 'ক্রুশ্' ধাতু হইতে 'কশা' শব্দ নিষ্পন্ন )—বাক্য উচ্চারণ করিলে শব্দ হয় ; ক্রোশা—কশা।

অশ্বকশায়া এষা ভবতি ॥ ৯ ॥

অশ্বকশায়াঃ এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে অশ্বকশার স্তুতি আছে।

॥ ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। শর্ম শরণং সুখং বা(?)নিষিদ্ধ(?) (দুঃ)।

২। অনেক পুস্তকে 'কৃশ্যতের্বা অণূভাবাৎ' এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয় ; ইহা অপপাঠ বলিয়া মনে হয়।

## বিংশ পরিচ্ছেদ

আ জঙ্ঘন্তি সান্বেষাং জঘনাঁ উপজিঘ্নতে।
অশ্বাজনি প্রচেতসোঽশ্বান্ সমৎসু চোদয় ॥ ১ ॥

( ঋ ৬।৭৫।১৩ )

অশ্বাজনি ( হে কশে ) [ সারথিঃ ] ( সারথি ) এষাং সানু ( এই অশ্বগণের সক্থি অর্থাৎ কটিপ্রদেশ )[1] আজঙ্ঘন্তি ( আহত করে ), [ চ ] ( এবং ) জঘনান্ ( জঘন প্রদেশ ) উপজিঘ্নতে ( পুনঃ পুনঃ আহত করে ), সমৎসু ( যুদ্ধে ) প্রচেতসঃ অশ্বান্ ( বুদ্ধিশালী অর্থাৎ ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থ অশ্বগণকে ) চোদয় ( প্রেরণ কর )।

কশার দ্বারা সারথি অশ্বগণের কটি ও জঘনপ্রদেশে আঘাত করে; কশাই অশ্বগণকে যুদ্ধে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ। যে সকল অশ্ব বুদ্ধিশালী, যাহারা ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থ, আঘাত ব্যতিরেকেই তাহারা যুদ্ধে প্রেরিত ( প্রবর্ত্তিত ) হইতে পারে।

আঘ্নন্তি সানূন্যেষাং সরণানি সক্থীনি ॥ ২ ॥

আজঙ্ঘন্তি—আঘ্নন্তি ( আহত করে ); সানু—সানূনি ( ঊরু বা কটিপ্রদেশসমূহ )। সানূনি—সরণানি—সক্থীনি—'সানু' শব্দ গত্যর্থক 'সৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ( সারু=সানু ); 'সানু' শব্দের অর্থ সক্থি অর্থাৎ ঊরু বা কটিপ্রদেশ—যাহা সরণশীল বা চলনস্বভাব, অথবা যাহার বলে প্রাণিসমূহ চলিয়া থাকে।[2]

সক্থিঃ সচতেরাসক্তোঽস্মিন্ কায়ঃ ॥ ৩ ॥

সক্থিঃ ( 'সক্থি' শব্দ ) সচতেঃ ( 'সচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ), আসক্তঃ অস্মিন্ কায়ঃ ( ইহাতে কায় সমবেত অর্থাৎ আসক্ত বা সম্বন্ধান্বিত )।

'সক্থি' শব্দ সমবায়ার্থক 'ষচ্' ধাতু হইতে ( নিঘ ২। ৪ ) নিষ্পন্ন। —ইহাতে সর্ব্বশরীর সমবেত অর্থাৎ আসক্ত ( সংলগ্ন )।

জঘনানি চোপঘ্নন্তি ॥ ৪ ॥

জঘনান্—জঘনানি; উপজিঘ্নতে ( উপঘ্নন্তি )। জঘনানি চ উপঘ্নন্তি ( এবং জঘন-প্রদেশও পুনঃ পুনঃ আহত করে )।

জঘনং জঙ্ঘন্যতে ॥ ৫ ॥

জঘনঃ ( জঘনপ্রদেশ ) জঙ্ঘন্যতে ( পুনঃ পুনঃ কশা দ্বারা আহত হয় )।

---

১। সক্থীনি কটিপ্রদেশান্ ( দুঃ )।

২। সরণস্বভাবানি সক্থীনি ( স্কঃ স্বাঃ ); তদ্বলেন হি সরন্তি সর্ব্বাঃ ( দুঃ )।

'অঘন' শব্দ ঘঙ্ প্রত্যয়ান্ত 'হন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—শিশুই হউক, পুত্রই হউক অথবা অশ্বই হউক, জঘনপ্রদেশেই পুনঃ পুনঃ বা অত্যর্থ আহত বা তাড়িত হয়।

অশ্বাজনি প্রচেতসঃ প্রবুদ্ধচেতসোঽশ্বান্ ॥ ৬ ॥

প্রচেতসঃ—প্রবুদ্ধচেতসঃ ( যাহাদের বোধ বা জ্ঞান প্রবুদ্ধ—বুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ ইঙ্গিত গ্রহণে সমর্থ )—'অশ্বান্' এই পদের বিশেষণ।

সমৎসু সমরণেষু সংগ্রামেষু চোদয় ॥ ৭ ॥

সমৎসু—সমরণেষু—সংগ্রামেষু ; 'সমৎ' শব্দ এবং 'সমরণ' শব্দ উভয়ই সংগ্রামবাচী ( নিঘ ২।১৭ )—'সমৎ' শব্দ 'অদ্' ধাতু অথবা 'মদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ( নির্ ৯।১৭।৩ দ্রষ্টব্য ) এবং 'সমরণ' শব্দ গত্যর্থক 'ঋ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

১৬। উলূখল ॥

উলূখলমুরুকরং বোর্দ্ধ্বখং বোর্করং বা উরু মে কুর্বিত্যব্রবীত্তদুলূখলমভবৎ ; উরুকরং বৈতদুলূখলমিত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণেতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৮ ॥

'উলূখল' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। ( ১ ) উলূখলম্ উরুকরং বা ( উলূখল উরুকর অর্থাৎ প্রভূতান্নসম্পাদক ) ;[১] উরুকর—উলূখল—উরু+'কৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। (২) উর্দ্ধখং বা ( অথবা, উলূখল উর্দ্ধখ—ইহার উপরিভাগ ছিদ্রবিশিষ্ট অর্থাৎ উপরিভাগে ইহার মুখ ), উর্দ্ধখ—উলূখল। (৩) উর্ক্‌করং বা ( অথবা, উলূখল=উর্ক্‌কর অর্থাৎ অন্নসম্পাদক—'উর্ক্' শব্দের অর্থ অন্ন,—নিঘ ২।৭ )। উরু মে কুরু ইতি অব্রবীৎ তৎ উলূখলম্ অভবৎ ( নির্মাণকালে 'আমার—খ অর্থাৎ ছিদ্র প্রশস্ত কর ইহা যেন বলিয়াছিল' —তাহাতেই উলূখল নাম হইল ),[২] উরুকরং বৈতৎ উলূখলম্ ইতি আচক্ষতে পরোক্ষেণ (উরুকর বলিয়াই ইহাকে উলূখল নামে অভিহিত করে পরোক্ষবৃত্তিতে ) ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ( এইরূপ ব্রাহ্মণ-বাক্যও আছে )।

শতপথব্রাহ্মণে আছে—উরু মে করদিতি তস্মাদুরুকরমুরুকরং হ বৈ তদুলূখল মিত্যাচক্ষতে পরোক্ষম্ (৭।৫।১।২২) (আমার ছিদ্র বা গর্ত্ত প্রশস্ত কর—নির্ম্মাণসময়ে যেন ইহা বলিয়াছিল ), উরু+করং—উরুকর। 'উরু+কর' শব্দে অক্ষরসমূহের কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা বৈপরীত্য না ঘটায় ইহার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায়, কাজেই 'উরুকর' শব্দ প্রত্যক্ষবৃত্তি। 'উলূখল' শব্দ পরোক্ষবৃত্তি ; কারণ, অক্ষরের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়ায় ('উরুকর' শব্দের 'র' স্থানে ল,

১। উলূখলে ধান হইতে প্রচুর তণ্ডুল তৈয়ার করা হয়।

২। তৎ কিল ক্রিয়মাণমুরুমে খং কুর্বিত্যব্রবীদিব......তদুলূখলমভবৎ ( দুঃ )।

'উ' স্থানে উ এবং 'ক' স্থানে খ হইয়া 'উলূখল' শব্দ হইয়াছে ) অর্থ স্পষ্ট বোধগম্য হয় না।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৯ ॥

তস্য এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে উলূখলের স্তুতি আছে।

॥ বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

# একবিংশ পরিচ্ছেদ

যচ্চিদ্ধি ত্বং গৃহে গৃহ উলূখলক যুজ্যসে।
ইহ দ্যুমত্তমং বদ জয়তামিব দুন্দুভিঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ১।২৮।৫ )

উলূখলক ( হে উলূখল ), যৎ চিৎ হি ( যদ্যপি )[1] ত্বং গৃহে গৃহে যুজ্যসে ( তুমি প্রতিগৃহে অন্নসংস্কারার্থ বিনিযুক্ত হও )[2] [ তথাপি ] জয়তাং ( বিজয়ীদিগের ) দুন্দুভিঃ ইব ( দুন্দুভির ন্যায় ) ইহ ( এই যজ্ঞগৃহে ) দ্যুমত্তমং বদ ( অন্নসংস্কারকার্যে বিনিযুক্ত হইয়া দীপ্তিমত্তম অর্থাৎ অতিগম্ভীর শব্দ কর )।

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥

এই ঋক্‌টির অর্থ পাঠমাত্রেই বোধগম্য হয় ; কাজেই ভাষ্যকার আর ব্যাখ্যা করিলেন না।

॥ একবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। চিৎ অপ্যর্থে হীতি পাদপূরণঃ যদ্যপি ( স্কঃ স্বাঃ )।

২। যুজ্যসে বিনিযুজ্যসে ( স্কঃ স্বাঃ )।

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

১৭। বৃষভ ॥

**বৃষভঃ প্রজাং বর্ষতীতি বাতিবৃহতি রেত ইতি বা তদ্ বৃষকর্ম্মা বর্ষণাৎ বৃষভঃ ॥ ১ ॥**

বৃষভঃ প্রজাং বর্ষতি ইতি বা ( প্রজার অর্থাৎ সন্তানের উৎপত্তিকারণ রেতঃ বর্ষণ করে )[1] অতিবৃহতি রেতঃ ইতি বা ( অথবা, রেতঃসেক করিতে নিজেকে অত্যন্ত উন্নত করে ),[2] তদ্ বৃষকর্ম্মা ( এতাদৃশ বৃষের কর্ম্মসদৃশ কর্ম্ম যাহার সেও ) বর্ষণাৎ বৃষভঃ ( বর্ষণক্রিয়া হেতু বৃষভ বলিয়া অভিহিত হয় )।

অশ্বার্থক 'বৃষভ' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শিত হইতেছে। (১) বর্ষণার্থক 'বৃষ্' ধাতু হইতে 'বৃষভ' শব্দ নিষ্পন্ন ( উ ৪০৩ দ্রষ্টব্য)—অশ্ব প্রজার্থ বড়বাযোনিতে রেতঃসেক করে। (২) উদ্যমনার্থক 'বৃহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অশ্ব রেতঃসেক করিবার নিমিত্ত নিজেকে অত্যন্ত উন্নত করে। গোবাচী 'বৃষভ' শব্দও বর্ষণার্থক 'বৃষ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—পুংগো ( ষাঁড় ) অশ্ববৃষের ন্যায়ই রেতঃসেক করে, অশ্ববৃষের কর্ম্মসদৃশ ইহার কর্ম্ম।

**তস্যৈষা ভবতি ॥ ২ ॥**

তস্য এষা ভবতি—পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে বৃষভের ( গোবৃষভের ) স্তুতি আছে।[3]

**॥ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥**

---

১। প্রজোৎপত্তিকারণং রেতঃ সিঞ্চতি ( দুঃ )।

২। বৃংহের্বা—অতিশয়েন সেক্তুং বৃহতি উদ্যচ্ছত্যাত্মানম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।

৩। তস্য গোবৃষভস্য এষা স্তুতির্ভবতি ( দুঃ )।

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ন্যক্রন্দয়ন্নুপযন্ত এনমমেহয়ন্ বৃষভং মধ্য আজেঃ।
তেন সূভর্বং শতবৎসহস্রং গবাং মুদ্গলঃ প্রধনে জিগায় ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।১০২।৫ )

ন্যক্রন্দয়ন্ উপযন্তঃ এনং বৃষভম্ ( সারথিগণ নিকটে গিয়া এই বৃষভকে চীৎকার করাইল ) আজেঃ মধ্যে ( সংগ্রাম মধ্যে ) অমেহয়ন্ ( মূত্রোৎসর্গ করাইল ), মুদ্গলঃ ( আমি—মুদ্গল )[1] তেন ( তাহাতে ) সুভর্বং ( সুভর্ব রাজার নিকট হইতে ) প্রধনে ( যুদ্ধে ) গবাং শতবৎ সহস্রং (শতযুক্ত সহস্র অর্থাৎ এগার শত গাভী )[2] জিগায় ( জয় করিলাম )।

বৃষভকে চীৎকার করাইয়া শত্রুর ভীতি উৎপাদন করিল এবং মূত্রোৎসর্গ করাইয়া ও বিশ্রাম করাইয়া তাহার দেহ লঘু ও কর্মক্ষম করিল।

ন্যক্রন্দয়ন্নুপযন্ত এনম্ ইতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২ ॥

ন্যক্রন্দয়ন্······এই অংশ অতি স্পষ্ট—ব্যাখ্যাতবৎ ; কাজেই ইহার ব্যাখ্যা করা হইল না।

অমেহয়ন্ বৃষভং মধ্য আজেরাজয়নস্যাজবনস্যেতি বা, তেন তং সুভর্বং রাজানম্ ॥ ৩ ॥

আজেঃ=আজয়নস্য অথবা আজবনস্য। (১) 'আজি' শব্দ আ+'জি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—আজি বা যুদ্ধ আজয়ন বা বিজয় প্রদাতা ; (২) গত্যর্থক 'জু' ধাতু ( নিঘ ২।১৪ ) হইতে নিষ্পন্ন—আজি বা যুদ্ধ আজবন অর্থাৎ ইহাতে যোদ্ধৃবর্গের নানাবিধ গতি হইয়া থাকে। তং সুভর্বং রাজানম্—সেই প্রসিদ্ধ সুভর্ব নামক রাজার নিকট হইতে।

ভর্বতি রত্তিকর্মা ॥ ৪ ॥

ভর্বতিঃ ('ভর্ব' ধাতু ) অত্তিকর্মা ( ভোজনার্থক )।
'ভর্ব' ধাতুর অর্থ অদন বা ভোজন ( নিঘ ২৮ )।[3]

সুভর্ব=সুভগ অথবা শোভনভোগ অর্থাৎ সুস্বাদ মোদকাদিভক্ষ্যবস্তু-সমন্বিত তন্নামক রাজা।

তস্মা সুভর্বং সহস্রং গবাং মুদ্গলঃ প্রধনে জিগায় ॥ ৫ ॥

তস্ বা সুভর্বং গবাং সহস্রম্······( অথবা 'সুভর্বং পদটিকে গবাং সহস্রম্—ইহার সহিত অন্বয় করা যাইতে পারে )। 'সহস্রম্' পদের বিশেষণরূপে পরিগণিত করিয়াও 'সুভর্বম্' পদের

---

১। মুদ্গলঃ অহম্ ( দু: )।
২। শতেন সহিতঃ সহস্রম্ ( স্ক: স্বা: )।
৩। ধাতুপাঠে 'ভর্ব' হিংসায়াম্।

অর্থ করা যাইতে পারে ; গাভীসমূহ সুভর্ব অর্থাৎ সুভোজনশীল বা হৃষ্ট পুষ্ট। ( ঋ ১০।১৪।৩ মন্ত্রে—'সুভর্বা বৃষভাঃ' )।

প্রধন ইতি সংগ্রামনাম প্রকীর্ণান্যস্মিন্ ধনানি ভবন্তি ॥ ৬ ॥

প্রধনে ইতি সংগ্রামনাম ( মন্ত্রে 'প্রধনে' পদ রহিয়াছে ; 'প্রধন' শব্দ সংগ্রামবাচী, যুদ্ধে নানাবিধ ধন প্রকীর্ণ থাকে )।

প্রধন—সংগ্রাম—সংগ্রামে চূড়ামণি কটক, মুকুট প্রভৃতি বহুমূল্য পদার্থনিচয় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ বা বিক্ষিপ্ত ( scattered ) থাকে।

১৮। দ্রুঘণ ॥

দ্রুঘণো দ্রুমময়ো ঘনঃ ॥ ৭ ॥

দ্রুঘণঃ=দ্রুমময়ঘন ( দ্রুমবিকার-কাষ্ঠ-নির্মিত ঘন অর্থাৎ মুদ্গর )।

'ঘন' শব্দের অর্থ মুদ্গর ; দ্রুঘণঃ=দ্রু অর্থাৎ দ্রুমবিকার যে কাষ্ঠ, তন্নির্মিত ঘন বা মুদ্গর (wooden mace)।

তত্রেতিহাসমাচক্ষতে—মুদ্গলো ভার্ম্যাশ্ব ঋষির্বৃষভং চ দ্রুঘণং চ যুক্ত্বা সংগ্রামে ব্যবহৃত্যাজিং জিগায় ॥ ৮ ॥

তত্র ইতিহাসম্ আচক্ষতে ( এই বিষয়ে ইতিহাস বর্ণনা করা হয় )—ভার্ম্যাশ্বঃ মুদ্গলঃ ঋষিঃ ( ভৃম্যাশ্বপুত্র মুদ্গল-নামক ঋষি ) বৃষভং চ দ্রুঘণং চ যুক্ত্বা ( বৃষভ এবং দ্রুঘণ যোজিত করিয়া ) সংগ্রামে ব্যবহৃত্য ( সংগ্রামে ব্যবহার করত ) আজিং জিগায় (যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন)।

মুদ্গল ঋষির একটি মাত্র বৃষভ ছিল, দ্বিতীয় বৃষভ ছিল না ; তিনি রাজার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া রণে অবতীর্ণ হইলেন—তাঁহার একমাত্র বৃষভের সহিত মুদ্গর যুক্ত করিয়া ; এই মুদ্গর এবং বৃষভই তাঁহার জয় বিধান করিল।

তদভিবাদিন্যেষর্গ্ ভবতি ॥ ৯ ॥

তদভিবাদিনী এষা ঋক্ ভবতি ( তদর্থপ্রকাশক এই ঋকটি হইতেছে )।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋকটি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইবে।

॥ ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

# চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

ইমং তং পশ্য বৃষভস্য যুঞ্জং কাষ্ঠায়া মধ্যে দ্রুঘণং শয়ানম্।
যেন জিগায় শতবৎ সহস্রং গবাং মুদ্গলঃ পৃতনাজ্যেষু ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।১০২।১ )

কাষ্ঠায়াঃ মধ্যে ( আজান্তের অর্থাৎ যুদ্ধসীমার মধ্যে ) শয়ানং ( পতিত ) বৃষভস্য যুঞ্জম্ ( বৃষভের সহায়ভূত ) ইমং তং দ্রুঘণং পশ্য ( এই সেই দ্রুঘণকে দর্শন কর ) ; মুদ্গলঃ ( মুদ্গল ) পৃতনাজ্যেষু ( সংগ্রামে ) যেন ( যে দ্রুঘণের দ্বারা ) গবাং শতবৎ সহস্রং জিগায় ( শতযুক্ত সহস্র অর্থাৎ এগার শত গাভী জয় করিয়াছিলেন )।

'কাষ্ঠা' শব্দের অর্থ আজান্ত ( নিরু ২।১৫।৬ দ্রষ্টব্য )।

ইমং তং পশ্য বৃষভস্য সহযুঞ্জং কাষ্ঠায়া মধ্যে দ্রুঘণং শয়ানং যেন জিগায় শতবৎ সহস্রং গবাং মুদ্গলঃ পৃতনাজ্যেষু ॥ ২ ॥

যুঞ্জং = সহযুজম্—( সহযোগী অর্থাৎ সহায় )।[১]

পৃতনাজ্যমিতি সংগ্রামনাম পৃতনানামজনাদ্বা জয়নাদ্বা ॥ ৩ ॥

পৃতনাজ্যম্ ইতি সংগ্রামনাম ( 'পৃতনাজ্য' শব্দ সংগ্রাম-নাম ) পৃতনানাম্ অজনাৎ বা ( সৈন্যসমূহের গমন হেতু ) জয়নাৎ বা ( অথবা বিজয় লাভ হেতু )।

'পৃতনাজ্য' শব্দের অর্থ সংগ্রাম ( নিঘ ২।১৭ )। (১) পৃতনা+গমনার্থক 'অজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—সৈন্যসমূহ সংগ্রামে গমন করে ; (২) পৃতনা+'জি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—সৈন্যগণ সংগ্রামে বিজয় লাভ করে।[২]

মুদ্গলো মুদ্গবান্ মুদ্গগিলো বা মদনং গিলতীতি বা মদঙ্গিলো বা মুদঙ্গিলো বা ॥ ৪ ॥

'মুদ্গল' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (১) মুদ্গল = মুদ্গবান্ ( মুদ্গ শস্য ইহার আছে—ল প্রত্যয় অস্ত্যর্থে ), (২) মুদ্গল = মুদ্গগিল ( মুদ্গ + নিগরণার্থক 'গৃ' ধাতু হইতে 'মুদ্গল' শব্দ নিষ্পন্ন—মুদ্গল মুদ্গাহারী ), (৩) মদনং গিলতি ইতি বা—মুদ্গল = মদনগিল বা মদনগর ( মুদ্গল মদনকে গ্রাস করেন অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় ), (৪) মুদ্গল = মদঙ্গিল ( মুদ্গল মদগ্রাসী অর্থাৎ নিরভিমান (৫) মুদ্গল = মুদঙ্গিল ( মুদ্গল হর্ষনাশী বা হর্ষাতীত অর্থাৎ গম্ভীরপ্রকৃতি—ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তিতে হর্ষ বা বিষাদ অনুভব করেন না )।

---

১। যুঞ্জম্ ইতি যুক্ সহায়ম্ ( স্কঃ ধাঃ )।
২। তে হি তত্র জয়ন্তি ( দুঃ )।

ভার্ম্যশ্বো ভূম্যশ্বস্য পুত্রঃ, ভূম্যশ্বো ভূময়োঽস্যাশ্বা অশ্বভরণাদ্ বা ॥ ৫ ॥

ভার্ম্যশ্বঃ—ভূম্যশ্বস্য পুত্রঃ ( ভার্ম্যশ্ব ভূম্যশ্বের পুত্র ), ভূম্যশ্বঃ ভূময়ঃ অস্য অশ্বাঃ ( ইহার অশ্বগণ ভূমি অর্থাৎ ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল বা অনবস্থিত—এই জন্যই নাম ভূম্যশ্ব ) অশ্বভরণাদ্ বা ( অথবা অশ্বভরণহেতু নাম ভূম্যশ্ব )।

ভূম্যশ্বের পুত্র ভার্ম্যশ্ব। (১) ভূম্যশ্ব = ভূমি + অশ্ব—এই ঋষির অশ্বগণ সর্বদা ভ্রমণশীল —'ভ্রম্' ধাতু হইতে 'ভূমি' শব্দের নিষ্পত্তি ; (২) ভূম্যশ্ব ঋষি অশ্বগণের ভরণ পোষণ করেন বলিয়াই তাঁহার নাম ভূম্যশ্ব হইয়াছে। 'ভূমি' শব্দের নিষ্পত্তি ভরণার্থক 'ভৃ' ধাতু হইতে।

১৯। পিতু ॥

পিতুরিত্যন্ননাম পাতের্বা পিবতের্বা প্যায়তের্বা ॥ ৬ ॥

পিতুঃ ইতি অন্ননাম ( 'পিতু' শব্দ অন্ন-নাম ) পাতেবা পিবতের্বা প্যায়তের্বা ( রক্ষণার্থক 'পা' ধাতু হইতে অথবা পানার্থক অর্থাৎ ভক্ষণার্থক 'পা' ধাতু হইতে অথবা বৃদ্ধ্যর্থক 'প্যায়' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।

'পিতু' শব্দের অর্থ অন্ন। পিতু বা অন্ন (১) রক্ষিতব্য বা রক্ষণকর্তা ( রক্ষণার্থক 'পা' ধাতু হইতে) (২) ভক্ষণীয় ( ভক্ষণার্থক 'পা' ধাতু হইতে) (৩) শরীরবৃদ্ধিকারক ( বৃদ্ধ্যর্থক 'প্যায়' ধাতু হইতে )।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্য এষা ভবতি ( সেই অন্ন সম্বন্ধে বক্ষ্যমাণ ঋক্‌টি হইতেছে )।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে অন্নের স্তুতি আছে।

॥ চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পিতুং নু স্তোষং মহো ধর্ম্মাণং তবিষীম্।
যস্ত ত্রিতো ব্যোজসা বৃত্রং বিপর্বমর্দ্দয়ৎ ॥ ১ ॥

( ঋ ১। ১৮৭। ১ )

মহঃ তবিষীং ( মহাবলের ) ধর্মাণং পিতুং ( ধারক পিতুকে ) নু ( ত্বরান্বিত হইয়া)[1] স্তোষম্ ( স্তব করিতেছি ), যস্য ওজসা ( যাহার বলে ) ত্রিতঃ ( ইন্দ্র ) বৃত্রং ( বৃত্রকে অর্থাৎ মেঘকে ) বিপর্বং ( সন্ধিচ্ছেদ করিয়া ) বি+অর্দ্দয়ৎ ( বিমর্দ্দিত করিয়া থাকেন )।

তং পিতুং স্তৌমি মহতো ধারয়িতারং বলস্য, তবিষীতি বলনাম তবতের্বৃদ্ধি-কর্ম্মণঃ ॥ ২ ॥

তং পিতুং স্তৌমি ( সেই অর্থাৎ অতি প্রসিদ্ধ পিতুকে অর্থাৎ অন্নকে স্তব করিতেছি ); স্তোষং=স্তৌমি। মহতঃ ধারয়িতারং বলস্য ( যে অন্ন মহাবলের ধারক—ধর্মাণং= ধারয়িতারম্ ); মহঃ—মহত্যাঃ, তবিষীম্=তবিষ্যাঃ ( ষষ্ঠ্যর্থে দ্বিতীয়া[2] ) তবিষী ইতি বলনাম ( 'তবিষী' শব্দের অর্থ বল—নিঘ ২।৯ ) বৃদ্ধিকর্ম্মণঃ তবতেঃ ( বৃদ্ধ্যর্থক 'তু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—বল বৃদ্ধিসম্পাদক )।

যস্য ত্রিত ওজসা বলেন, ত্রিতস্ত্রিস্থান ইন্দ্রঃ বৃত্রং বিপর্বাণং ব্যর্দ্দয়তি ॥ ৩ ॥

ওজসা—বলেন ( 'ওজঃ' শব্দ বলবাচী )। ত্রিতঃ—ত্রিস্থানঃ ইন্দ্রঃ ( 'ত্রিত' শব্দের অর্থ ইন্দ্র—তিনি ক্ষিতি, জল ও অন্তরিক্ষলোকে বিরাজমান )।[3] বৃত্রং—মেঘম্। বিপর্বং= বিপর্বাণম্ ( ক্রিয়া বিশেষণ—অবয়বসন্ধিসমূহ বিশ্লিষ্ট করিয়া )। বি+অর্দ্দয়ৎ—ব্যর্দ্দয়তি ( বিমর্দ্দিত করেন )।

২০। নদী ॥

নদ্যো ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৪ ॥

নদ্যঃ ব্যাখ্যাতাঃ ( 'নদী' শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে )।
'নদী' শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বেই করা হইয়াছে ( নির় ২।২৪ দ্রষ্টব্য )।

তাসামেষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তাসাম্ এষা ভবতি ( নদীসমূহ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী ঋক্‌টি হইতেছে )।
পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে নদীসমূহের স্তুতি আছে।

॥ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। নু ক্ষিপ্রম্ ( দুঃ শাঃ )।
২। ষষ্ঠ্যর্থে দ্বিতীয়া তবিষ্যা বলস্য ( দুঃ শাঃ )।
৩। ত্রিষু ক্ষিত্যাদিস্থানেষু তায়মানঃ ( সায়ণ )।

## ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।৭৫।৫ )

গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি ( হে গঙ্গে, যমুনে, সরস্বতি ও শুতুদ্রি ) পরুষ্ণ্যা ( পরুষ্ণীর সহিত ) ইমং মে স্তোমং ( আমার এই স্তব ) সচতা ( সচত—তোমরা গ্রহণ কর )। অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে ( হে অসিক্নীসংগত মরুদ্বৃধে ), বিতস্তয়া আর্জীকীয়ে ( হে বিতস্তাসঙ্গত আর্জীকীয়ে ) সুষোময়া ( সুষোমার সহিত ) আশৃণুহি ( আমার স্তব তোমরা সম্যক্রূপে শ্রবণ কর )।

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি পরুষ্ণি স্তোমমাসেবধ্বম্। অসিক্ন্যা চ সহ মরুদ্বৃধে বিতস্তয়া চার্জীকীয় আশৃণুহি সুষোময়া চেতি সমস্তার্থঃ ॥ ২ ॥

ইমং মে······আসেবধ্বম্ ( হে গঙ্গে, যমুনে, সরস্বতি, শুতুদ্রি ও হে পরুষ্ণি! তোমরা আমার এই স্তব গ্রহণ কর )। মন্ত্রে আছে 'পরুষ্ণ্যা' ( পরুষ্ণী নদীর সহিত তোমরা গ্রহণ কর ); ভাষ্যকার 'পরুষ্ণি' এই সম্বোধনান্ত পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন; মনে হয় তাঁহার মতে পদ পাঠ—পরুষ্ণি + আ। সচতা = সচত = আসেবধ্বম্ ( সেবা কর—গ্রহণ কর )। অসিক্ন্যা চ সহ মরুদ্বৃধে বিতস্তয়া চার্জীকীয় সুষোময়া চ আশৃণুহি ( হে মরুদ্বৃধে, তুমি অসিক্নীর সহিত এবং হে আর্জীকীয়ে, তুমি বিতস্তার সহিত সুষোমা নদীকে সঙ্গে লইয়া আমার স্তব বিশেষরূপে শ্রবণ কর ); ইতি সমস্তার্থঃ ( ইহাই সমস্ত ( সংক্ষিপ্ত ) অর্থ )।

অথৈকপদনিরুক্তম্ ॥ ৩ ॥

অথ একপদনিরুক্তম্—তৎপরে প্রত্যেক পদের নির্ব্বচন করা হইতেছে।

গঙ্গা গমনাৎ ॥ ৪ ॥

গঙ্গা গমনাৎ ( 'গঙ্গা' শব্দ 'গম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )—গঙ্গা বিশিষ্টগতিসম্পন্না অথবা প্রাণিবর্গের বিশিষ্ট গতিবিধান করে।

যমুনা প্রযুবতী গচ্ছতীতি বা প্রবিযুতং গচ্ছতীতি বা ॥ ৫ ॥

যমুনা প্রযুবতী গচ্ছতি ইতি বা ( যমুনা অন্য নদীর সহিত নিজেকে মিশ্রিত করিয়া গমন করে ) প্রবিযুতং গচ্ছতি ইতি বা ( অথবা, প্রকৃষ্টরূপে পৃথক্ হইয়া গমন করে )। মিশ্রণার্থক

'যু' ধাতু হইতে 'যমুনা' শব্দের নিষ্পত্তি—যবনা=যমুনা। (ক) যমুনা অন্য নদীর সহিত মিশ্রিত হইয়া—স্বীয় জল অন্য নদীর জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গমন করে ; (খ) অন্য নদীর সহিত মিশ্রিত হইলেও কৃষ্ণজলত্ব নিবন্ধন যেন পৃথক্ হইয়াই গমন করে। প্রবিয়ুৎ=স্কন্দস্বামীর মতে 'বিস্তীর্ণভাবে' এবং দুর্গাচার্য্যের মতে—'যেন স্তিমিতভাবে'।[১]

সরস্বতী সর ইত্যুদকনাম সর্তেস্তদ্বতী ॥ ৬ ॥

সরস্বতী ( 'সরস্বতী' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে ) ; সরঃ ইতি উদকনাম ( 'সরস্' শব্দের অর্থ উদক ) সর্তেঃ ( 'সৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ) তদ্বতী ( তদ্বিশিষ্টা সরস্বতী )।

সরস্বতী=সরস্+বতু ( স্ত্রীলিঙ্গে-ঈ )—প্রশস্তজলবিশিষ্টা ; রাজসূয় যজ্ঞে সরস্বতীর জলের আবশ্যকতা আছে। গত্যর্থক 'সৃ' ধাতু হইতে 'সরস্' শব্দ নিষ্পন্ন—সরঃ ( জল ) গতিবিশিষ্ট।

শুতুদ্রী শুদ্রাবিণী ক্ষিপ্রদ্রাবিণী, আশু তুন্নেব দ্রবতীতি বা ॥ ৭ ॥

শুতুদ্রী=শুদ্রাবিণী—ক্ষিপ্রদ্রাবিণী ( ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্টা ), আশু তুন্না ইব দ্রবতি ইতি বা ( অথবা, বিদ্ধ বা ব্যথিত হইয়া যেন ক্ষিপ্র গমন করে )।

শুতুদ্রী=শুদ্রাবিণী অর্থাৎ ক্ষিপ্রদ্রাবিণী ( ক্ষিপ্রগতিশীলা ); শু, আশু এবং ক্ষিপ্র—ইহারা একার্থক ( নিঘ ২।১৫ )। 'শু' শব্দপূর্ব্বক গত্যর্থক 'দ্রু' ধাতু নিষ্পন্ন হইয়া 'শুতুদ্রী' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছে ; শুদ্রুদ্রী=শুতুদ্রী। অথবা, 'আশু' অর্থে বর্তমান 'শু' শব্দ ব্যথনার্থক 'তুদ্' ধাতু এবং গত্যর্থক 'দ্রু' ধাতু মিলিয়া 'শুতুদ্রী' শব্দের নিষ্পত্তি করিয়াছে—বিদ্ধ বা ব্যথিত হইয়াই যেন দ্রুত গমন করে।

ইরাবতীং পরুষ্ণীত্যাহুঃ পর্ববতী ভাস্বতী কুটিলগামিনী ॥ ৮ ॥

ইরাবতীং পরুষ্ণী ইত্যাহুঃ ( ইরাবতীকেই পরুষ্ণী নামে অভিহিত করা হয় )। পরুষ্ণী—পর্ববতী=ভাস্বতী=কুটিলগামিনী। 'পরুষ্' শব্দ ও 'পর্ব' শব্দ সমানার্থক ; 'পরুষ্' শব্দের উত্তর মত্বর্থে ন প্রত্যয় করিয়া 'পরুষ্ণী' শব্দের নিষ্পত্তি। পরুষ্ণী—পর্ববতী। 'পর্ব' শব্দের অর্থ আবার ভাঃ বা দীপ্তি, কাজেই পরুষ্ণী—ভাস্বতী ( দীপ্তিশালিনী )—নিরু ২।৬।৮-৯ দ্রষ্টব্য। 'পর্ব' শব্দের সন্ধি অর্থ গ্রহণ করিলে 'পরুষ্ণী' ( পর্ববতী ) শব্দের অর্থ করিতে হইবে কুটিলগামিনী—কুটিল অর্থাৎ নদীর বাঁকই হইবে ইহার পরুষ্ বা পর্ব।

---

১। বিস্তীর্ণ মিত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ ), স্তিমিতমিব ( দুঃ )।

অসিক্ন্যশুক্লাঽসিতা, সিতমিতি বর্ণনাম তৎপ্রতিষেধোঽসিতম্ ॥ ৯ ॥

অসিক্নী—অশুক্লা—অসিতা ( 'অসিক্নী' শব্দের অর্থ অশুক্ল বা অসিত অর্থাৎ কৃষ্ণ ); সিতম্ ইতি বর্ণনাম তৎপ্রতিষেধঃ অসিতম্ ( সিত—শুক্লবর্ণ,[১] তদ্বিপরীত অসিত=কৃষ্ণবর্ণ )।

অশুক্লা—অশুক্লী—অসিক্নী ; অসিক্নী নদী অসিতা বা কৃষ্ণবর্ণা অর্থাৎ কৃষ্ণজলবিশিষ্টা।

মরুদ্বৃধাঃ সর্ব্বা নদ্যো মরুত এনা বর্দ্ধয়ন্তি ॥ ১০ ॥

মরুদ্বৃধাঃ সর্ব্বাঃ নদ্যঃ ( সমস্ত নদীই মরুদ্বৃধ ) মরুতঃ এনাঃ বর্দ্ধয়ন্তি ( বায়ু নদীসকলকে বর্দ্ধিত করে )।

'মরুদ্বৃধ' শব্দ সামান্যতঃ সকল নদীকেই বুঝাইতে পারে ; মরুৎ+বৃদ্ধ্যর্থক 'বৃধ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মরুদ্গণ ( বায়ু ) বর্ষাদ্বারা সকল নদীকেই বর্দ্ধিত করে। কাজেই উদ্ধৃত মন্ত্রে 'মরুদ্বৃধে' পদটিকে অন্যান্য যে সকল নদী-নাম আছে, তাহাদের বিশেষণরূপে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত—হে মরুদ্বৃধে গঙ্গে! হে মরুদ্বৃধে সরস্বতি, ইত্যাদিরূপ অন্বয় করিতে হইবে।

বিতস্তাবিদগ্ধা বিবৃদ্ধা মহাকূলা ॥ ১১ ॥

বিতস্তা—অবিদগ্ধা, অথবা—বিস্তীর্ণা অর্থাৎ বিবৃদ্ধা ( প্রকাণ্ড ) মহাকূলা ( বৃহৎ তীরদেশ-বিশিষ্টা )।

শব্দটি প্রথমে ছিল অবিতস্তা—অকারলোপে বিতস্তা হইয়াছে।[২] অবিতস্তা—অবিদগ্ধা অর্থাৎ অনুপক্ষীণা ( উপক্ষয়ার্থক 'তস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )। সামবেদী ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায়—বৈদেহকনামক অগ্নি সমস্ত নদী নিঃশেষে দগ্ধ করিয়াছিল, মাত্র এই নদীটিকেই দগ্ধ করে নাই।[৩] অথবা, 'বিতস্তা' শব্দ বি+'স্তৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; বিস্তৃতা—বিতস্তা—এই নদী অতি প্রকাণ্ড, ইহার তীরদেশ অতি বিস্তীর্ণ।

আর্জিকীয়াং বিপাড়িত্যাহুঃ, ঋজীকপ্রভবা বা ঋজুগামিনী বা ॥ ১২ ॥

আর্জিকীয়াং বিপাট্ ইত্যাহুঃ ( আর্জিকীয়া নদীকে বিপাট্ বলিয়া অভিহিত করা হয় ), ঋজীকপ্রভবা বা ঋজুগামিনী বা ( এই নদীটি ঋজীক পর্বত হইতে সমুদ্ভূতা অথবা সরল-পথানুসারিণী )।

আর্জিকীয়া নদীর অপর নাম বিপাট্। 'ঋজীক' অথবা 'ঋজু' শব্দ হইতে আর্জিকীয়া নাম হইয়াছে ( ঋজীক পর্বতই এই নদীর উৎপত্তি স্থান, অথবা এই নদী ঋজুগামিনী অর্থাৎ সরলপথে গমন করে )।

---

১। বর্ণনাম শুক্লবর্ণনাম ( ক্ষঃ খাঃ )।
২। অবিতস্তা সতী অকারলোপেন বিতস্তা ( ক্ষঃ খাঃ )।
৩। দুর্গাচার্য্যের টীকা দ্রষ্টব্য।

বিপাড্ বিপাটনাদ্ বা বিপাশনাদ্ বা বিপ্রাপণাদ্ বা ॥ ১৩ ॥

(১) বিপাট্ বিপাটনাদ্ বা ( 'বিপাট্' শব্দ গত্যর্থক বিপূর্ব 'পট্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ) —বিপাটন হেতুই নদীর নাম বিপাট্; 'বিপাট্' কূল বিপাটন বা বিদারণ করে; (২) বিপাশনাদ্ বা ( 'বিপাশ্' শব্দ—প্রথমার একবচনে বিপাট্—বন্ধনার্থক চুরাদি 'পশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ) —পুত্রমরণশোকার্ত্ত বশিষ্ঠ প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিজেকে পাশ ( রজ্জু ) দ্বারা বন্ধন করতঃ এই নদীতে নিমগ্ন হন কিন্তু তাঁহার বন্ধন খুলিয়া যায়; এই নদীতে বশিষ্ঠের বিপাশন অর্থাৎ বন্ধন মোচন হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে বিপাশ্; (৩) বিপ্রাপণাদ্ বা ( অথবা, বি+প্র+'আপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )—বিপ্রাপণ হেতুই নদীর নাম বিপাট্, বিপাট্ বিবিধ দেশের জলপ্রাপ্তি ঘটায়।

পাশা অস্যাং ব্যপাশ্যন্ত বসিষ্ঠস্য মুমুর্ষতস্তস্মাদ্বিপাডুচ্যতে ॥ ১৪ ॥

মুমূর্ষতঃ বসিষ্ঠস্য পাশাঃ ( মরণোদ্যত বশিষ্ঠের পাশ অর্থাৎ বন্ধনরজ্জু ) অস্যাং ব্যপাশ্যন্ত ( এই নদীতে খুলিয়া গিয়াছিল ) তস্মাদ্ বিপাট্ উচ্যতে ( সেই জন্যই এই নদীর নাম হইয়াছে বিপাশ্—বিপাট্ )।

পূর্ব্বমাসীদুরুঞ্জিরা ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বম্ উরুঞ্জিরা আসীৎ ( পূর্ব্বে এই নদীর নাম ছিল 'উরুঞ্জিরা' )। উরুঞ্জিরা=উরুজলা ( প্রভূতজলবিশিষ্টা )।

সুষোমা সিন্ধুর্যদেনামভিপ্রসুবন্তি নদ্যঃ ॥ ১৬ ॥

সুষোমা সিন্ধুঃ ( সুষোমা—সিন্ধুঃ অর্থাৎ সুষোমানামিকা নদী ) যৎ এনাম্ অভিপ্রসুবন্তি নদ্যঃ ( যেহেতু নদীসমূহ ইহার দিকে নিজদিগকে প্রেরিত করে )।

'সিন্ধু' শব্দের অর্থ নদী ( নিঘ ১।১৩ দ্রষ্টব্য )। 'সুষোমা' শব্দে তন্নামিকা নদীকে বুঝায়—প্রেরণার্থক 'সু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অন্যান্য নদী ইহার দিকে নিজদিগকে প্রেরিত করে অর্থাৎ ইহার দিকে গমন করে এবং ইহাতেই পতিত হয়

সিন্ধুঃ স্যন্দনাৎ ॥ ১৭ ॥

সিন্ধুঃ স্যন্দনাৎ ( 'সিন্ধু' শব্দ 'স্যন্দ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )[১]

'স্যন্দ্' ধাতু প্রস্রবণার্থক—'স্যন্দ্' ধাতু হইতে 'সিন্ধু' শব্দ নিষ্পন্ন ( উ ১১ ); সিন্ধু ( নদী ) পর্ব্বত হইতে নিস্যন্দিত বা প্রস্রুত হয়'—সিন্ধু অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হয়।

---

১। পর্ব্বতনিস্যন্দনাৎ ( স্কঃ স্বাঃ )।

২১। অপ্ ।

আপ আপ্নোতেঃ ॥ ১৮ ॥

আপঃ ( 'অপ্' শব্দ ) আপ্নোতেঃ ( 'আপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )। ব্যাপ্ত্যর্থক অথবা প্রাপ্ত্যর্থক 'আপ্' ধাতু হইতে 'অপ্' শব্দ নিষ্পন্ন ; 'অপ' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ নিত্য বহুবচনান্ত ( প্রথমার একবচনে 'আপঃ' )—অপ্ অর্থাৎ জলের দ্বারা সমস্ত ব্যাপ্ত[১] অথবা জল সর্বত্র পাওয়া যায় ( আপ্যতে প্রাপ্যতে সর্বত্র )।

তাসামেষা ভবতি ॥ ১৯ ॥

তাসাম্ এষা ভবতি ( জল সম্বন্ধে পরবর্তী ঋক্‌টি হইতেছে )।
পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে জলের স্তুতি আছে।

॥ ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। কৃৎস্নং তাভির্ব্যাপ্তম্ ( স্কঃ ম্বাঃ )।

## সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব স্তা ন উর্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥ ১ ॥

( ঋ ১০।৯।১ )

আপঃ ( হে জল ), [যাঃ যূয়ং ] ( যে তোমরা ) ময়ো ভুবঃ হি ষ্ঠা ( সুখের উৎপাদক হইতেছ ),[1] তাঃ [ যূয়ং ] ( সেই তোমরা ) নঃ ( আমাদিগকে ) উর্জে ( অন্নের নিমিত্ত ) [ এবং ] মহে রণায় চক্ষসে ( বহুকাল স্থায়ী রমণীয় দর্শনের নিমিত্ত ) দধাতন ( স্থাপন কর )।

জলকে সম্বোধন করিয়া ঋষি বলিতেছেন—হে জল, তুমি সর্ববিধ সুখপ্রদাতা; তুমি আমাদিগকে স্থাপন কর—অন্নের নিমিত্ত এবং বহুকালস্থায়ী রমণীয় দর্শনের নিমিত্ত অর্থাৎ তুমি আমাদিগকে অন্নপ্রাপ্তির যোগ্য কর এবং যাহাতে আমরা পুত্র, পৌত্র, সুহৃৎ প্রভৃতির দর্শন চিরকাল পাই তাহা কর।[2]

আপো হি স্থ সুখভুব স্তা নোঽন্নায় ধত্ত মহতে চ
নো রণায় রমণীয়ায় চ দর্শনায় ॥ ২ ॥

আপঃ হি সুখভুবঃ স্থ ( হে জল, তুমি সুখভূ—অর্থাৎ সুখের উৎপাদক হইতেছ ); আপো হি ষ্ঠা—আপো হি স্থ ; ময়োভুবঃ—সুখভুবঃ—'ময়ঃ' শব্দের অর্থ সুখ ( নিঘ ৩।৬ )। তাঃ নঃ অন্নায় ধত্ত—উর্জে—অন্নায় ( 'উর্জ্' শব্দের অর্থ অন্ন—নিঘ ২।৭ ), দধাতন=ধত্ত ( স্থাপয়ত—স্থাপন কর )। মহতে চ নো রণায় রমণীয়ায় চ দর্শনায় ( মহৎ অর্থাৎ চিরস্থায়ী এবং রণ অর্থাৎ রমণীয় দর্শনের নিমিত্ত আমাদিগকে স্থাপন কর ); মহে=মহতে, রণায়=রমণীয়ায়, চক্ষসে—দর্শনায় ( দর্শনার্থক 'চক্ষ্' ধাতু হইতে 'চক্ষস্' শব্দ নিষ্পন্ন )।

২২। ওষধি ॥

ওষধয় ওষদ্ ধয়ন্তীতি বা ওষত্যেনা ধয়ন্তীতি বা
দোষং ধয়ন্তীতি বা ॥ ৩ ॥

ওষধয়ঃ ( 'ওষধি' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে )। (১) ওষৎ ধয়ন্তি ইতি বা

---

১। হি পাদপূরণঃ ( স্কঃ ভাঃ )।

২। দধাতন স্থাপয়ত। অন্নপ্রাপ্তিযোগ্যানস্মান্ কুরুতেত্যর্থঃ। মহান্তং কালং পুত্রপৌত্রসুহৃদ্বিষয়ং দর্শনং ধত্ত ইত্যর্থঃ ( স্কঃ ভাঃ )।

( দাহ বা দাহজনক রোগ পান অর্থাৎ নাশ করে )[১]—ওষৎ+পানার্থক 'ধে' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কর্তৃবাচ্যে ); (২) ওষতি এনাঃ ধয়ন্তি ইতি বা ( অথবা, জ্বরাদিজনিত দাহ উপস্থিত হইলে রোগী ইহা পান করে—দাহনিবারণার্থ )[২]—ওষৎ+পানার্থক 'ধে' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কর্মবাচ্যে ) (৩) দোষঃ ধয়ন্তি ইতি বা ( অথবা, বাতপিত্তাদি দোষ পান অর্থাৎ নাশ করে )—দোষ+পানার্থক 'ধে' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; দোষধি—ওষধি।

তাসামেষাভবতি ॥ ৪ ॥

তাসাম্ এষা ভবতি ( ওষধিসমূহ সম্বন্ধে পরবর্তী ঋক্‌টি হইতেছে )।
পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে ওষধির স্তুতি আছে।

॥ সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। যৎ কিঞ্চিৎ ওষৎ শরীরে দহদ্‌রোগজাতং তদেতা ধয়ন্তি পিবন্তি নাশয়ন্তি ( দুঃ ); দাহার্থক 'উষ' ধাতু হইতে শতৃ প্রত্যয়ে 'ওষৎ' শব্দ নিষ্পন্ন।

২। জ্বরাদৌ ওষতি দহতি সতি—এইরূপ অর্থ করিতে হইবে।

## অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

যা ওষধীঃ পূর্ব্বা জাতা দেবেভ্যস্ত্রিযুগং পুরা।
মনৈ নু বভ্রুণামহং শতং ধামানি সপ্ত চ॥ ১॥

( ঋ ১০।৯৭।১ )

যাঃ ওষধীঃ ( যাঃ ওষধয়ঃ—যে ওষধিসমূহ ) ত্রিযুগং পুরা ( তিন যুগের পূর্ব্বযুগে অর্থাৎ কৃতযুগে ) দেবেভ্যঃ পূর্ব্বাঃ জাতাঃ ( দেবগণের পূর্ব্বে জাত হইয়াছিল ) অহং ( আমি ) বভ্রূণাং ( পিঙ্গলবর্ণ সেই ওষধিসমূহের ) শতং ধামানি সপ্ত চ ( একশত সাত ধাম অর্থাৎ জাতি বা স্থান ) মনৈ নু ( জানি )।[1]

কলি, দ্বাপর, ত্রেতা এই তিনযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কৃত বা সত্যযুগে দেবগণের উৎপত্তির পূর্ব্বে ওষধিসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল।

যা ওষধয়ঃ পূর্ব্বা জাতা দেবেভ্যস্ত্রীণি যুগানি পুরা মন্যে নু তদ্বভ্রূণামহং বভ্রুবর্ণানাং হরণানাং ভরণানামিতি বা॥ ২॥

যাঃ ওষধয়ঃ পূর্ব্বাঃ জাতাঃ দেবেভ্যঃ ( যে ওষধিসমূহ দেবগণের উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল ; ওষধীঃ—ওষধয়ঃ—প্রথমার্থে দ্বিতীয়া। ত্রীণি যুগানি পুরা ( তিন যুগ পূর্ব্বে ) ; ত্রিযুগং—ত্রীণি যুগানি। মন্যে নু তৎ অহম্ ( আমি তাহা জানি ) মনৈ—মন্যে। বভ্রূণাং—বভ্রুবর্ণানাং হরণানাং ভরণানাং বা ( 'বভ্রু' শব্দের অর্থ বভ্রু বা পিঙ্গলবর্ণ—ওষধিসমূহ পরিণত অবস্থায় স্বভাবতঃই পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে ; অথবা, 'বভ্রু' শব্দের অর্থ—হরণ অর্থাৎ ক্ষুধা, রোগ প্রভৃতির নাশক—'হৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; অথবা, বভ্রু—ভরণ অর্থাৎ সর্ব্ব জগতের ধারক বা রক্ষক—ধারণাপোষণার্থক 'ভৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

শতং ধামানি সপ্ত চ। ধামানি ত্রয়াণি ভবন্তি, স্থানানি নামানি জন্মানীতি, জন্মান্যত্রাভিপ্রেতানি। সপ্তশতং পুরুষস্য মর্ম্মণাং তেষ্বেনা দধতীতি বা॥ ৩॥

শতং ধামানি সপ্ত চ ( একশত সাত ধাম )। ধামানি ত্রয়াণি ভবন্তি, স্থানানি নামানি জন্মানি ইতি ( 'ধাম' শব্দের তিন অর্থ—স্থান, নাম এবং জন্ম বা জাতি ), জন্মানি অত্র অভিপ্রেতানি ( এইস্থানে জন্ম অর্থাৎ জাতি অর্থ ই অভিপ্রেত )। সপ্তশতং পুরুষস্য মর্ম্মণাম্ ( পুরুষের মর্ম্মস্থান সপ্তাধিক শত অর্থাৎ একশত সাত ) তেষু এনা দধতি ইতি বা ( সেই মর্ম্মস্থানসমূহে ইহাদিগকে ধারণ করা হয়—ইহাই বা 'ধামন্' শব্দের ব্যুৎপত্তি )।

---

১। নু ইতি পাদপূরণঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

'ধাম' শব্দ স্থান, নাম এবং জাতি এই তিন অর্থে প্রযুক্ত হয়। উদ্ধৃত মন্ত্রে ইহার অর্থ জাতি—ওষধির জাতি একশত সাত অর্থাৎ সর্বসমেত ওষধি একশত সাত জাতীয় বা একশত সাত প্রকারের। অথবা, ধীয়তে ধার্য্যতে অত্র—এই ব্যুৎপত্তিতে 'ধাম' শব্দের অর্থ স্থান ('ধা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। মানুষের শরীরে মর্মস্থানের সংখ্যা একশত সাত (নিরুক্ত, পরিশিষ্ট ১৪।৭ দ্রষ্টব্য); রোগ নিবারণার্থ এই সকল স্থানে ওষধি ধারণ করা হয়।

২৩। রাত্রি ॥

রাত্রি র্ব্যাখ্যাতা ॥ ৪ ॥

রাত্রিঃ ব্যাখ্যাতা—'রাত্রি' শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ( নিরু ২।১৮ দ্রষ্টব্য )।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি ( রাত্রি সম্বন্ধে পরবর্তী ঋক্‌টি হইতেছে )।
পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইয়েছে, তাহাতে রাত্রির স্তুতি আছে।

॥ অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আ রাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতুরপ্রায়ি ধামভিঃ।
দিবঃ সদাংসি বৃহতী বিতিষ্ঠস আ ত্বেষং বর্ততে তমঃ ॥ ১ ॥

( অথর্ববেদ ১৯।৪৭।১, খৈলিক সূক্ত ২৫ )

রাত্রি ( হে রাত্রি ), পিতুঃ ধামভিঃ ( অন্তরিক্ষলোকের স্থানসমূহসমেত ) পার্থিবং রজঃ ( পৃথিবীলোককে ) আ+অপ্রায়ি ( আপূরিত করিয়া থাক ), বৃহতী ( বৃহদাকার-সম্পন্না তুমি ) দিবঃ সদাংসি ( দ্যুলোকবর্তী স্থানসমূহ ) বিতিষ্ঠসে ( ব্যাপ্ত করিয়া বর্তমান থাক ); ত্বেষঃ ( মহৎ ) তমঃ ( অন্ধকার ) আ+বর্ততে ( পৃথিবীতে আবর্তিত হয় )।

রাত্রির অন্ধকার পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষলোক এবং দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত করে ; দ্যুলোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া অন্ধকারের যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও মহৎ, তুচ্ছ নহে ; তাহা আবার পৃথিবীলোকে আবর্তিত হয় বা ঘুরিয়া আসে।[1]

আপূপুরস্তং রাত্রি পার্থিবং রজঃ স্থানৈর্মধ্যমস্ত দিবঃ সদাংসি বৃহতী মহতী বিতিষ্ঠস আবর্ততে ত্বেষং তমোরজঃ ॥ ২ ॥

রাত্রি ( হে রাত্রি—'রাত্রী' শব্দের সম্বোধন ) ত্বং পার্থিবং রজঃ আপূপুরঃ ( তুমি পৃথিবী-লোক পরিপূরিত করিয়া থাক ), মধ্যমস্ত স্থানৈঃ ( মধ্যম অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোকের স্থানসমূহ-সমেত ) দিবঃ সদাংসি ( দ্যুলোকের স্থানসমূহ পরিপূরিত কর ); বৃহতী—মহতী (বৃহদাকারা); ত্বেষং তমঃ ( মহৎ তমঃ ) রজঃ ( পৃথিবীলোকের প্রতি ) আ+বর্ততে=আবর্ততে ( প্রত্যাবৃত্ত হয় )। আ+অপ্রায়ি=আপূপুরঃ ; পিতুঃ ধামভিঃ—মধ্যমস্ত স্থানৈঃ ; আবর্ততে ত্বেষং তমঃ রজঃ—এই স্থলে রজঃ—পৃথিবীলোক।

২৪। অরণ্যানী ॥

অরণ্যান্যরণ্যস্ত পত্নী।
অরণ্যমপার্ণং গ্রামাদরমণং ভবতীতি বা ॥ ৩ ॥

অরণ্যানী—অরণ্যস্ত পত্নী ( অরণ্যের পালয়িত্রী দেবতা ); অরণ্যম্ অপার্ণং গ্রামাৎ ( অরণ্য গ্রাম হইতে অপগত অর্থাৎ দূরে অবস্থিত ) অরমণং ভবতি ইতি বা ( অথবা, অরণ্য অরমণ অর্থাৎ অরতিকর )।

---

১। আপূর্য দ্যুলোকমপি পুরণাদিশিষ্টং তম আবর্ততে ( দুঃ )।

অরণ্যানী—অরণ্যের পত্নী অর্থাৎ পালয়িত্রী অধিদেবতা; বৈয়াকরণমতে 'অরণ্যানী' শব্দের অর্থ মহৎ অরণ্য ( পাঃ ৪।১।৪৯ দ্রষ্টব্য )। 'অরণ্য' শব্দ (১) গত্যর্থক 'ঋ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ( উ ৩৮২ )—অরণ্য—গ্রাম হইতে অপগত অথবা (২) 'রম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন —অরম্য—অরণ্য ( অরণ্য তাদৃশ আরামপ্রদ বা আনন্দদায়ক নহে )।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি ( অরণ্যানী সম্বন্ধে পরবর্তী ঋকটি হইতেছে )।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋকটি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে অরণ্যানীর স্তুতি আছে।

॥ ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী ৩॥ ১॥

( ঋ ১০।১৪৬।১ )

হে অরণ্যানি ( অরণ্যাধিদেবতে ), যা অসৌ [ত্বং] ( দৃশ্যবৎ প্রতীয়মানা যে তুমি )[১] অরণ্যানি [ প্রতি ] প্রেব ( অরণ্যসমূহের প্রতি পরাঙ্মুখী হইয়াই যেন ) নশ্যসি ( অন্তর্হিতা হইতেছ ) [ সা ত্বং ] ( সেই তুমি ) কথা ( কথং—কি নিমিত্ত ) গ্রামং ন পৃচ্ছসি ( গ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ না ? )। ন ত্বা ভীঃ ইব বিন্দতী৩ ( তোমাকে যেন ভয় স্পর্শই করিতেছে না ! )।[২]

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অরণ্যের মধ্যে দিগ্ভ্রান্ত এবং ভীত হইয়া অরণ্যাধিদেবতা অরণ্যানীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে দেবতে ! আমি এই অরণ্যমধ্যে ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি, তোমার ভয় নাই কেন ? অরণ্যের পর অরণ্য অতিক্রম করিতেছি, গ্রামের পথ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তুমি যেন অরণ্যসমূহের প্রতি পরাঙ্মুখ হইয়াই অদৃশ্য হইয়া যাইতেছ—ইহার হেতু কি ? কেন তুমি গ্রামের পথ জানিয়া আমাকে প্রদর্শন করিতেছ না ?

অরণ্যানীত্যেনামামন্ত্রয়তে যাসাবরণ্যানি বনানি পরাচীব নশ্যসি কথং গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বাভীর্বিন্দতীবেতীবঃ পরিভয়ার্থে বা ॥ ২ ॥

অরণ্যানি ইতি এনাম্ আমন্ত্রয়তে ( হে অরণ্যানি, এই বলিয়া অরণ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে সম্বোধন করিতেছেন ), যা অসৌ অরণ্যানি বনানি পরাচীব নশ্যসি ( যে তুমি অরণ্যসমূহের অর্থাৎ বনসমূহের দিকে পরাঙ্মুখ হইয়াই যেন অন্তর্হিতা হইতেছ ), কথং গ্রামং ন পৃচ্ছসি ( কেন গ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ না ? ) ন ত্বা ভীঃ বিন্দতী৩ ইব ( তোমাকে যেন ভয় প্রাপ্ত হইতেছে না অর্থাৎ তুমি যেন বিন্দুমাত্রও ভীত হইতেছ না )—ইতি ( ইহাই মন্ত্রের অর্থ ) ; ইবঃ পরিভয়ার্থে বা ( অথবা ইব ঈষদ্ ভয়ার্থ প্রকাশ করিতেছে )। অরণ্যানি—বনানি—প্রথম প্রযুক্ত 'অরণ্যানি' পদ সম্বোধনান্ত, দ্বিতীয় প্রযুক্ত 'অরণ্যানি' পদ দ্বিতীয়ার বহুবচনান্ত ; প্রেব—পরাচীব=পরাঙ্মুখীব ; কথা—কথম্ ; ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী৩=ন ত্বাং ভীঃ বিন্দতি ইব ; অথবা 'ইব' শব্দ ভয়ের ঈষন্মাত্রতা প্রকাশ করিতেছে—ভয় তোমাকে ঈষন্মাত্রও স্পর্শ করিতেছে না।* ( ৩ সংখ্যাটি প্লুতস্বরের জ্ঞাপক )।

---

১। অসাবিতি দৃশ্যমানা ইব ( দুঃ )।
২। বিতর্কে মন্ত্র ( ঋ প্রাঃ ১।৬ দ্রষ্টব্য )।
*। ন ত্বাভীরপি বিন্দতীতি পরি ঈষদর্থে ( দুঃ )।

২৫। শ্রদ্ধা ॥

শ্রদ্ধা শ্রদ্ধানাৎ ॥ ৩ ॥

শ্রদ্ধা শ্রদ্ধানাৎ—শ্রৎ+'ধা' ধাতু হইতে 'শ্রদ্ধা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ; 'শ্রৎ' শব্দের অর্থ সত্য—সত্য শ্রদ্ধায় নিহিত আছে। ধর্মার্থকামমোক্ষ-বিষয়ে তত্ত্বস্বরূপে যে যথার্থ এবং অবিচলিত বুদ্ধি, তাহারই অধিদেবতা শ্রদ্ধা। এই দেবতাই শাস্ত্রনিষ্ঠ পুরুষকে কর্মানুষ্ঠানে প্রণোদিত করেন।

তস্যা এষা ভবতী ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি ( শ্রদ্ধা সম্বন্ধে পরবর্তী ঋক্‌টি হইতেছে )।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে দেবীরূপে শ্রদ্ধার স্তুতি আছে।

॥ ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ।
শ্রদ্ধাং ভগস্য মূর্দ্ধনি বচসা বেদয়ামসি ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।১৫১।১)

শ্রদ্ধয়া অগ্নিঃ সমিধ্যতে (শ্রদ্ধার গুণে অগ্নি সুপ্রজ্বলিত হয়েন) শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ (শ্রদ্ধার গুণেই হবি সুপ্রদত্ত হয়) শ্রদ্ধাং ভগস্য মূর্দ্ধনি (শ্রদ্ধা যে ভাগ্যের অর্থাৎ ধর্ম্মের মস্তকোপরি আছেন তাহা) বচসা বেদয়ামসি (স্পষ্টবাক্যে জানাইতেছি)।

শ্রদ্ধাসহকারে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় তাহাই সুপ্রজ্বলিত, অশ্রদ্ধায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তাহা ফল দান করে না—কাজেই অপ্রজ্বলিত। এইরূপ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিলেই তাহা সফল হয়, অশ্রদ্ধায় আহুত হবি নিষ্ফল। শ্রদ্ধাদেবীর সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া যে কোন ধর্মকার্য্যই করা যাউক তাহার কোনই ফলোপধায়কতা নাই। ভগের অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাবিরহিত ধর্ম ধর্ম্মই নহে।

শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সাধু সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হবিঃ সাধু হূয়তে, শ্রদ্ধাং ভগস্য ভাগধেয়স্য মূর্দ্ধনি প্রধানাঙ্গে বচনেনাবেদয়ামঃ ॥ ২ ॥

শ্রদ্ধয়া অগ্নিঃ সাধু সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হবিঃ সাধু হূয়তে (শ্রদ্ধা সহকারে প্রজ্বলিত হইলেই অগ্নি সুপ্রজ্বলিত হয়, শ্রদ্ধা সহকারে আহুত হইলেই হবি সু-আহুত হয়), শ্রদ্ধাং ভগস্য ভাগধেয়স্য মূর্দ্ধনি প্রধানাঙ্গে (শ্রদ্ধা ভগের অর্থাৎ ভাগধেয়ের—মস্তকে অর্থাৎ প্রধানাঙ্গে অবস্থিত) বচনেন আবেদয়ামঃ (বাক্যের দ্বারা বিঘোষিত করিতেছি)। ভগস্য—ভাগধেয়স্য ('ভগ' শব্দের অর্থ ভাগধেয় অর্থাৎ ধর্ম বা পুণ্য);[1] মূর্দ্ধনি—প্রধানাঙ্গে; বচসা বেদয়ামসি—বচনেন আবেদয়ামঃ স্কন্দস্বামীর মতে 'মূর্দ্ধনি' পদে সপ্তমী হইয়াছে দ্বিতীয়ার্থে—শ্রদ্ধাং ভগস্য (পুণ্যস্য) মূর্দ্ধানম্ আবেদয়ামঃ (শ্রদ্ধাকে পুণ্যের মস্তক বলিয়া প্রজ্ঞাপিত করিতেছি)—ইহাই অর্থ।

২৬। পার্থিবী ॥

পৃথিবী ব্যাখ্যাতা ॥ ৩ ॥

পৃথিবী ব্যাখ্যাতা—'পৃথিবী' শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (নিরু ১।১৪ দ্রষ্টব্য)।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে পৃথিবীর স্তুতি আছে।

॥ একত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। ভগস্য ভাগধেয়স্য। ভাগধেয় শব্দেন পুণ্যমুচ্যতে (স্কঃ স্বাঃ); ভগস্য ভাগধেয়স্য ধর্ম্মস্য (দুঃ)।

## দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

স্যোনা পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশনী।
যচ্ছা নঃ শর্ম্ম সপ্রথঃ ॥ ১ ॥

( ঋ ১।২২।১৫ )

পৃথিবি ( হে পৃথিবি ) স্যোনা ( সুখকরী ) অনৃক্ষরা ( নিষ্কণ্টকা ) নিবেশনী ( নিবাস যোগ্যা ) ভব ( হও ), নঃ ( আমাদিগকে ) সপ্রথঃ ( সর্ব্বতোভাবে অতিপ্রভূত বা বিস্তীর্ণ)[১] শর্ম্ম ( শরণ ) যচ্ছা ( যচ্ছ—প্রদান কর )।

সুখা নঃ পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশনী ॥ ২ ॥

স্যোনা=সুখা ( সুখকরী বা সুখদাত্রী ) ; 'স্যোন' শব্দের অর্থ সুখ ( নিঘ ৩।৬ )।

ঋক্ষরঃ কণ্টক ঋচ্ছতেঃ ॥ ৩ ॥

ঋক্ষরঃ কণ্টকঃ ঋচ্ছতেঃ ( 'ঋক্ষর' শব্দের অর্থ কণ্টক—'ঋচ্ছ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন )।
গত্যর্থক 'ঋচ্ছ্' ধাতু হইতে কণ্টকার্থক 'ঋক্ষর' শব্দ নিষ্পন্ন—কণ্টক উদ্গত হয়।

কণ্টকঃ কংতপো বা কৃন্ততের্বা কণ্টতের্বা স্যাদ্গতিকর্ম্মণঃ উদ্গততমো ভবতি ॥ ৪ ॥

প্রসঙ্গতঃ 'কণ্টক' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (১) কণ্টকঃ কংতপঃ বা ( কংতপঃ =কণ্টকঃ—'কং'পদ+'তপ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; 'কাহাকে আমি সন্তাপিত করিব' এই অভিপ্রায়েই যেন কণ্টক বৃক্ষ হইতে উদ্গত ) ; (২) কৃন্ততে র্বা ( অথবা ছেদনার্থক 'কৃন্ত' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কণ্টক হস্তপদাদি ছিন্ন বা বিদ্ধ করে ; কৃন্তক = কণ্টক ) (৩) কণ্টতে র্বা স্যাৎ গতিকর্ম্মণঃ ( অথবা, গত্যর্থক 'কণ্ট' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কণ্টক বৃক্ষ হইতে বিশেষভাবে উদ্গত হয় )।

যচ্ছ নঃ শর্ম্ম শরণং সর্ব্বতঃ পৃথু ॥ ৫ ॥

যচ্ছা = যচ্ছ, শর্ম = শরণম্, সপ্রথঃ = সর্ব্বতঃ পৃথু ( সর্ব্বরকমে পৃথু অর্থাৎ বিস্তীর্ণ )।

---

১। সপ্রথঃ সর্ব্বতঃ পৃথু বিস্তীর্ণম্ ( স্কঃ স্বাঃ )।

২৭। অপ্বা ॥

অপ্বা ব্যাখ্যাতা ॥ ৬ ॥

অপ্বা ব্যাখ্যাতা ( 'অপ্বা' শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে )।
'অপ্বা' শব্দের অর্থ ব্যাধি অথবা ভয় ( নিরু ৬।১২ দ্রষ্টব্য )।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি ( পরবর্তী ঋক্‌টি 'অপ্বা' সম্বন্ধে )।
পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে অপ্বার স্তুতি আছে।

। দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।

## ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অমীষাং চিত্তং প্রতিলোভয়ন্তী গৃহাণাঙ্গান্যপ্বে পরেহি।
অভিপ্রেহি নির্দহ হৃৎসু শোকৈরন্ধেনামিত্রাস্তমসা সচন্তাম্॥ ১॥

(ঋ ১০।১০৩।১২)

হে অপ্বে (হে ব্যাধির অথবা ভয়ের অধিদেবতে) পরেহি (চলিয়া যাও), অমীষাং (শত্রুগণের) চিত্তং প্রতিলোভয়ন্তী (বিমোহিত করিয়া)[1] অঙ্গানি গৃহাণ (তাহাদের অঙ্গসমূহ গ্রহণ কর অর্থাৎ সর্ব্বগাত্রে প্রবিষ্ট হও), অভিপ্রেহি (তাহাদের অভিমুখে গমন কর), হৃৎসু (তাহাদের হৃদয়)[2] শোকৈঃ (বিবিধ শোকের দ্বারা) নির্দহ (দগ্ধ কর), অমিত্রাঃ (শত্রুগণ) অন্ধেন তমসা (দৃষ্টিবিঘাতক অন্ধকার-কর্ত্তৃক) সচন্তাম্ (সংসেব্যন্তাম্—সংসেবিত হউক)।

অপ্বাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে অপ্বে, তুমি শত্রুগণের দিকে চলিয়া যাও, তাহাদের চিত্ত বিমোহিত কর এবং সর্ব্ব অঙ্গে প্রবিষ্ট হও—তাহারা ভয়ে জড়সড় এবং কম্পিত-কলেবর হউক—তাহাদের শত্রুতা সাধনের শক্তি বিলুপ্ত হউক। তুমি প্রত্যেক শত্রুর সম্মুখে গিয়া তাহার হৃদয়ে শোকানল প্রজ্বলিত কর—মৃত্যুরূপী অন্ধকারের দ্বারা তাহারা সেবিত হউক।[3]

অমীষাং চিত্তানি প্রজ্ঞানানি প্রতিলোভয়মানা গৃহাণাঙ্গানি, অপ্বে পরেহি অভিপ্রেহি। নির্দহৈষাং হৃদয়ানি শোকৈরন্ধেনামিত্রাস্তমসা সংসেব্যন্তাম্॥ ২॥

অমীষাং চিত্তং প্রতিলোভয়ন্তী—অমীষাং চিত্তানি প্রতিলোভয়মানা (শত্রুগণের চিত্ত বিমোহিত করিয়া) গৃহাণ অঙ্গানি (অঙ্গসমূহ গ্রহণ কর), অপ্বে পরেহি (হে অপ্বে, শত্রুগণের দিকে চলিয়া যাও), অভিপ্রেহি (প্রত্যেকের অভিমুখে গমন কর)[4], নির্দহ এষাং হৃদয়ানি শোকৈঃ (ইহাদের হৃদয় নানাবিধ শোকে নিঃশেষে দগ্ধ কর; হৃৎসু—হৃদয়ানি)[5], অন্ধেন অমিত্রাঃ তমসা সংসেব্যন্তাম্ (শত্রুগণ মৃত্যুরূপ গাঢ় অন্ধকার কর্ত্তৃক সংসেবিত হউক—সচন্তাম্—সংসেব্যন্তাম্)।

---

১। প্রতিলোভয়ন্তী বিমোহয়ন্তী (অঃ ভাঃ)।

২। দ্বিতীয়াবহুবচনান্তস্থানে সপ্তমী হৃদয়ানি (অঃ ভাঃ)।

৩। অন্ধেন চ তমসা মরণলক্ষণেন (অঃ ভাঃ)।

৪। একৈকং প্রত্যভিপ্রেহি (দুঃ)।

৫। হৃৎ সুশোকানি—দুর্গাচার্য্যের পাঠভেদ এইরূপ।

২৮। অগ্নায়ী ॥

অগ্নায়ী অগ্নেঃ পত্নী ॥ ৩ ॥

অগ্নায়ী অগ্নেঃ পত্নী ( অগ্নায়ী শব্দের অর্থ অগ্নির পত্নী )।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি ( পরবর্তী ঋক্‌টী অগ্নায়ীর সম্বন্ধে হইয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইয়েছে, তাহাতে অগ্নায়ীর স্তুতি আছে

॥ ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ইহেন্দ্রাণীমুপ হ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।
অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে ॥ ১ ॥

( ঋ ১।২২।১২ )

ইহ ( এই যজ্ঞে ) স্বস্তয়ে ( আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত ) [ এবং ] সোমপীতয়ে ( সোমপানার্থ ) ইন্দ্রাণীং বরুণানীম্ অগ্নায়ীম্ ( ইন্দ্রাণীকে বরুণানীকে এবং অগ্নায়ীকে ) উপহ্বয়ে ( আহ্বান করিতেছি )।

অগ্নির ন্যায় তৎপত্নী অগ্নায়ীরও সোমসম্বন্ধ আছে।

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥

এই ঋক্‌টীর অর্থ সুস্পষ্ট—পাঠ করিলেই বোধগম্য হয় ; কাজেই ভাষ্যকার আর ইহার ব্যাখ্যা করিলেন না।

॥ চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অথাতোঽষ্টৌ দ্বন্দ্বানি ॥ ১ ॥

অথ অতঃ অষ্টৌ দ্বন্দ্বানি ( অতঃপর আট দ্বন্দ্ব অর্থাৎ জোড়া দেবতার কথা বলা হইতেছে )।

উলূখলমুসল, হবির্ধান, দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতি দ্বন্দ্ব বা জোড়া দেবতা।

২৯। উলূখলমুসলে ॥

উলূখলং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২ ॥

উলূখলং ব্যাখ্যাতম্ ( উলুখল শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—নিরু ৫।২০ দ্রষ্টব্য )।

মুসলং মুহুঃ সরম্ ॥ ৩ ॥

মুসলং মুহুঃ সরম্ ( মুসল মুহুর্মুহুঃ চলনবিশিষ্ট—'মুসল'শব্দ মুহুঃ+গত্যর্থক 'সৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ); উদূখলের উপর মুসল বারংবার উৎক্ষিপ্ত অবক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ উঠা নামা করে।

তয়োরেষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তয়োঃ এষা ভবতি ( উদূখল ও মুসল সম্বন্ধে পরবর্তী ঋকটি হইতেছে )।

॥ পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আযজী বাজসাতমা তা হ্যুচ্চা বিজর্ভৃতঃ।
হরী ইবান্ধাংসি বপ্সতা ॥ ১ ॥

( ঋ ১।২৮।৭ )

আযজী ( আযষ্টব্য অর্থাৎ সর্ব্বথা পূজ্য ) বাজসাতমা ( সম্যক্‌রূপে অন্নের প্রদাতা ) তা ( তে—উলূখলমুসল ) হি[1] উচ্চা ( উচ্চৈঃ—উচ্চতা অবলম্বন পূর্ব্বক, অথবা উচ্চধ্বনি সহকারে ) বিজর্ভৃতঃ ( পুনঃপুনঃ বিহার বা ক্রীড়া করে ); হরী ইব ( অশ্বদ্বয়ের ন্যায় ) অন্ধাংসি ( অন্নসমূহ ) বপ্সতা [ স্যাতাম্ ] ( ভোগ করুক—সংস্কার সাধন করুক )।[2]

উচ্চা বিজর্ভৃতঃ ( উচ্চৈঃ বিহ্রিয়েতে )—উলূখল মস্তক উচ্চ করিয়া সোজাভাবে দাঁড়াইয়া আছে, আর মুসল উচ্চ হইতে পুনঃপুনঃ তাহার উপর পতিত হইতেছে—ইহাই উলূখলমুসলের উচ্চ বিহার। এই ব্যাখ্যা দুর্গাচার্য্যসম্মত। উচ্চধ্বনি সহকারে বিহার বা ক্রীড়া করে—এইরূপ অর্থও হইতে পারে। বপ্সতা—অদনার্থক 'ভস্' ধাতুর ( নিরু ৪।১২।১০ দ্রষ্টব্য ) শতৃপ্রত্যয়ের রূপ।

আযষ্টব্যে অন্নানাং সংভক্তৃতমে তে উচ্চৈর্বিহ্রিয়েতে হরী ইব অন্নানি ভুঞ্জানে ॥ ২ ॥

আযজী—আযষ্টব্যে ( পূজনীয়—'তে' অর্থাৎ 'উলূখলমুসলে' পদের বিশেষণ )। বাজসাতমা—অন্নানাং সংভক্তৃতমে=সংভক্তৃতমে—বাজের অর্থাৎ অন্নের বিশেষরূপে বিভাগকর্ত্তা অর্থাৎ সম্যক্ অন্নপ্রদাতা; বাজ—অন্ন ( নিঘ ২।৭ )। তা—তে ( উলূখল ও মুসল )। উচ্চা বিজর্ভৃতঃ—উচ্চৈঃ বিহ্রিয়েতে। হরী ইব অন্ধাংসি বপ্সতা—হরী ইব অন্নানি ভুঞ্জানে ( অন্ধস্—অন্ন—নিঘ ২।৭), বপ্সতা—ভুঞ্জানে ( উলূখলমুসলের বিশেষণ )।

৩০। হবির্ধানে ॥

হবির্ধানে হবিষাং নিধানে ॥ ৩ ॥

হবির্ধানে—হবিষাং নিধানে ( হবি অর্থাৎ সোম রাখিবার পাত্রদ্বয় )।

তয়োরেষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তয়োঃ এষা ভবতি ( সেই পাত্রদ্বয় সম্বন্ধে পরবর্তী ঋক্‌টি হইতেছে )।

। ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

---

১। হীতি পাদপূরণঃ ( স্কঃ ভাঃ )।
২। বপ্সতা ভুঞ্জানে সংস্কারকরেণ স্যাতাম্ ( দুঃ )।

## সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আ বামুপস্থমদ্রুহা দেবাঃ সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ।
ইহাদ্য সোমপীতয়ে ॥ ১ ॥

( ঋ ২।৪১।২১ )

[ হে হবির্ধানে ] ( হে হবির্ধানদ্বয় ), অদ্য ( আজ ) ইহ ( এই যজ্ঞে ) বাম্ উপস্থম্ ( তোমাদের সমীপে ) অদ্রুহাঃ ( দ্রোহরহিত অর্থাৎ শত্রুতাশূন্য ) যজ্ঞিয়াঃ ( যজ্ঞসম্পাদক ) দেবাঃ ( দেবগণ ) সোমপীতয়ে ( সোমপানার্থ ) আসীদন্তু ( উপবেশন করুন )।

আসীদন্তু বামুপস্থমুপস্থানম্ ॥ ২ ॥

আ+সীদন্তু—আসীদন্তু ( উপবেশন করুন ); উপস্থম্—উপস্থানম্ ( সমীপে )।[১]

অদ্রোগ্ধব্যো ইতি বা ॥ ৩ ॥

বা ( অথবা ) অদ্রুহা—অদ্রোগ্ধব্যো ( অদ্রোহার্হ অর্থাৎ দ্রোহের অযোগ্য—তোমাদের প্রতি কাহারও দ্রোহ করা কর্তব্য নহে )। অদ্রুহাঃ—এইরূপ পদচ্ছেদ করিলে 'দেবাঃ' পদের বিশেষণ হইবে; অদ্রুহা—এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া এবং ইহার অর্থ 'অদ্রোগ্ধব্যো' করিয়া ইহাকে 'হবির্ধানে' পদের বিশেষণও করা যাইতে পারে।

যজ্ঞিয়া দেবা যজ্ঞসম্পাদিন ইহাদ্য সোমপানায় ॥ ৪ ॥

যজ্ঞিয়াঃ—'দেবাঃ' পদের বিশেষণ। ইহার অর্থ—যজ্ঞসম্পাদিনঃ ( যজ্ঞসম্পাদক ); সোমপীতয়ে—সোমপানায় ( সোমপানের নিমিত্ত )।

৩১। দ্যাবাপৃথিব্যৌ ॥

দ্যাবাপৃথিব্যৌ ব্যাখ্যাতে ॥ ৫ ॥

দ্যাবাপৃথিব্যৌ ব্যাখ্যাতে ( 'দ্যাবাপৃথিবী' ব্যাখ্যাত হইয়াছে—নিরু ১।১৪ এবং ২।২০ দ্রষ্টব্য )।

তয়োরেষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তয়োঃ এষা ভবতি ( পরবর্তী ঋক্‌টি দ্যাবাপৃথিবী সম্বন্ধে হইতেছে )।

। সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।

---

১। যদোপহ্বং পর্বতোপহ্বরিক্যাদৌ বর্ণনাদুপহ্বশব্দেন সমীপমুচ্যতে উপেত্য স্থীয়তে যস্মিন্ ( স্ক: স্বা: )।

## অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দ্যাবা নঃ পৃথিবী ইমং সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশম্।
যজ্ঞং দেবেষু যচ্ছতাম্ ॥ ১ ॥

( ঋ ২।৪১।২০ )

দ্যাবা-পৃথিবী ( দ্যাবাপৃথিব্যৌ—দ্যাবা-পৃথিবী দেবতাদ্বয় ) অদ্য ( আজ ) নঃ ( আমাদের ) সিধ্রং ( ফলনিষ্পাদক ) দিবিস্পৃশং যজ্ঞং ( স্বর্গাভিমুখে গমনশীল যজ্ঞকে ) দেবেষু যচ্ছতাম্ ( দেবগণের নিকট বহন করুন )।

দ্যাবাপৃথিব্যৌ ন ইমং সাধনমদ্য দিবিস্পৃশং যজ্ঞং দেবেষু নিযচ্ছতাম্ ॥ ২ ॥

দ্যাবা নঃ পৃথিবী—দ্যাবাপৃথিব্যৌ নঃ। সিধ্রং—সাধনম্ ( স্বর্গাদি ফলের নিষ্পাদক ); দিবিস্পৃশং যজ্ঞং দেবেষু নিযচ্ছতাম্ ( স্বর্গের দিকে গমনশীল[1] যজ্ঞকে দেবগণের নিকট অর্পণ করুন )—যচ্ছতাং=নিযচ্ছতাম্ ( প্রদান করুন )।[2]

৩২। বিপাট্ শুতুদ্র্যৌ ॥

বিপাট্ শুতুদ্র্যৌ ব্যাখ্যাতে ॥ ৩ ॥

বিপাট্ শুতুদ্র্যৌ ব্যাখ্যাতে ( 'বিপাট্' এবং 'শুতুদ্রী' ) এই দুই শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ( নির্ ৯।২৬।৭, ১৩ দ্রষ্টব্য )।

তয়োরেষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তয়োঃ এষা ভবতি ( পরবর্ত্তী ঋক্‌টি বিপাট্ ও শুতুদ্রী সম্বন্ধে হইতেছে )।

॥ অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। দিবিস্পৃশঃ দিবঃ স্প্রষ্টারঃ গন্তারমিত্যর্থঃ ( দুঃ বাঃ )।

২। নিযচ্ছতাম্ দত্তম্ ( দুঃ )।

# ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্রপর্বতানামুশতী উপস্থাদশ্বে ইব বিষিতে হাসমানে।
গাবেব শুভ্রে মাতরা রিহাণে বিপাট্ শুতুদ্রী পয়সা জবেতে ॥ ১ ॥

( ঋ ৩।৩৩।১ )

পর্ব্বতানাম্ উপস্থাৎ [ নিষ্ক্রান্তে ] ( পর্ব্বতের উপস্থ অর্থাৎ ক্রোড়দেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত ) উশতী ( সমুদ্রগমনেচ্ছু ) বিপাট্ শুতুদ্রী ( বিপাট্ শুতুদ্র্যৌ—বিপাট্ ও শুতুদ্রী নদী ) হাসমানে বিষিতে অশ্বে ইব ( পরস্পর স্পর্দ্ধাসম্পন্ন বন্ধনমুক্ত দুইটি বড়বার ন্যায় ) শুভ্রে গাবেব ( শুভ্রে গাবা ইব=গাবৌ ইব—শুভ্র অর্থাৎ শোভাবিশিষ্ট দুইটি গাভীর ন্যায় ) মাতরা [ ইব ] রিহাণে ( একই বৎসের লেহনে সমুৎসুক মাতৃদ্বয়ের ন্যায় ) [ প্রতীয়মানে ] ( প্রতীয়মানা হইয়া ) পয়সা প্রজবেতে ( প্রভূত উদকের সহিত বেগে গমন করিতেছে )।

পর্বতানামুপস্থাদুপস্থানাৎ ॥ ২ ॥

উপস্থাৎ—উপস্থানাৎ ( ক্রোড়দেশ হইতে ); স্কন্দস্বামীর মতে—উপস্থাৎ—সমীপাৎ এবং দুর্গাচার্য্যের মতে উপস্থাৎ=নির্ঝরাৎ।

উশত্যৌ কাময়মানে ॥ ৩ ॥

উশতী—উশত্যৌ—কাময়মানে ( ইচ্ছুক—সমুদ্র গমনের প্রতি )।

অশ্বে ইব বিমুক্তে ইতি বা, বিষণ্ণে ইতি বা ॥ ৪ ॥

বিষিতে=বিমুক্তে ( অশ্বশালা হইতে অথবা সাদিয়া অশ্বারোহী হইতে বিমুক্ত অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত )—বি+বন্ধনার্থক 'সি' ( ষিঙ্ ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; অথবা, বিষিতে=বিষণ্ণে ( রথে নিযুক্ত )[১]—বি+যোজনার্থক 'ষদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

হাসমানে হাসতি স্পর্দ্ধায়াং হর্ষমাণে বা ॥ ৫ ॥

হাসমানে—স্পর্দ্ধমানে ( স্পর্দ্ধাযুক্ত )—স্পর্দ্ধার্থক 'হাস' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; বা ( অথবা ) হাসমানে—হর্ষমাণে ( হর্ষান্বিত )।

---

১। বিবিধবহনেকর্মণি রথে নিযুক্তঃ ( স্কঃ স্বাঃ )।

গাবাবিব শুভ্রে শোভনে ॥ ৬ ॥

গাবেব—গাবা ইব—গাবাবিব ( গাবৌ ইব—দুইটি গাভীর ন্যায় ) শুভ্রে=শোভনে ( শোভান্বিত )।

মাতরৌ সংরিহাণে বিপাট্‌শুতুদ্র্যৌ পয়সা প্রজবেতে ॥ ৭ ॥

মাতরা=মাতৃদ্বয় অর্থাৎ মাতৃদ্বয়ের ন্যায়—'ইব' অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে ; রিহাণে=সংরিহাণে ( লেহনকারিণী—'লিহ্' ধাতুর শানচ্ প্রত্যয়ের রূপ লিহানা= রিহাণা—প্রথমার দ্বিবচনে রিহাণে )। বিপাট্ শুতুদ্রী=বিপাট্‌শুতুদ্র্যৌ ( বিপাট্ শুতুদ্রী নদীদ্বয় ), প্র+জবেতে=প্রজবেতে ( বেগে গমন করে )।

৩৩। আৎর্নী ॥

আৎর্নী অর্ত্তন্যৌ বা, অরণ্যৌ বা, আরিষণ্যৌ বা ॥ ৮ ॥

(১) আৎর্নী ( ধনুর প্রান্তদ্বয় অর্থাৎ ধনুষ্কোটি দ্বয়—আৎর্নী শব্দের দ্বিবচন )=অর্ত্তন্যৌ —গত্যর্থক নৈরুক্ত 'ঋত' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ( অর্ত্তনী=আৎর্নী—বাণসমূহকে গতিবিশিষ্ট করে অথবা ধনুষ্কোটিদ্বয় জ্যাদ্বারা আকৃষ্যমাণ হইলে প্রায় সঙ্গত ( মিলিত ) হয়।'[১] (২) অথবা আৎর্নী=অরণ্যৌ—গত্যর্থক 'ঋ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ( অরণী—আৎর্নী )—বাণসমূহকে গতিবিশিষ্ট করে (৩) অথবা, আৎর্নী=আরিষণ্যৌ—হিংসার্থক 'রিষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ( আরিষণী—আর্ষণী—আৎর্নী )—ধনুষ্কোটি দ্বারা হিংসা করা হয়। অর্ত্তনী এবং অরণী শব্দের অর্থ গতিসম্পাদক এবং আরিষণী শব্দের অর্থ হিংসাসাধন।

তয়োরেষা ভবতি ॥ ৯ ॥

তয়োঃ এষা ভবতি ( পরবর্ত্তী ঋকটি আৎর্নিদ্বয় সম্বন্ধে হইতেছে )।

॥ ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। তে হি জ্যয়াকৃষ্যমাণে সন্নমতঃ ( স্ক ভাঃ ), সমনতেব ইষূন্ ( দুঃ )।

## চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

তে আচরন্তী সমনেব যোষা মাতেব পুত্রং বিভৃতামুপস্থে।
অপ শত্রূন্ বিধ্যতাং সংবিদানে আর্ত্নী ইমে বিষ্ফুরন্তী অমিত্রান্ ॥ ১ ॥

( ঋ ৬।৭৫।৪ )

মাতা ইব পুত্রং ( মাতা যেরূপ পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করেন ) [ সেইরূপ ] সমনা যোষা ইব আচরন্তী তে ( একই ভর্ত্তার তুল্যাভিপ্রায় রমণীদ্বয়ের ন্যায় আচরণকারী ধনুষ্কোটিদ্বয় ) উপস্থে বিভৃতাম্ ( ক্রোড়দেশে বাণসমূহ ধারণ করুক )[১] ; [ যে ] ইমে আর্ত্নী ( যে এই আর্ত্নিদ্বয় ) অমিত্রান্ বিষ্ফুরন্তী [ ভবতঃ ] ( শত্রুগণকে বধ করিয়া থাকে ) [ তে ] ( তাহারা ) সংবিদানে ( স্বীয় কর্ত্তব্য পরিজ্ঞাত হইয়া )[২] শত্রূন্ অপবিধ্যতাম্ ( আমাদের শত্রুগণকে অপবিদ্ধ অর্থাৎ অপনীত করুক )।[৩]

একই ভর্ত্তার তুল্যমনা রমণীদ্বয় আসিয়া পরস্পর মিলিত হয় ; ধনুষ্কোটিদ্বয়ও সেইরূপ জ্যাকর্ষণে মিলিত হইয়া বাণসমূহ ক্রোড়ে ধারণ করুক—মাতা যেরূপ পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করে। ধনুষ্কোটিদ্বয়ের স্বভাবই এই যে তাহারা অমিত্রসমূহের হত্যাসাধন করে ; তাহারা স্বকর্ত্তব্য অবগত হইয়া আমাদের শত্রুগণকে দূরতম প্রদেশে অপনীত করুক।

তে আচরন্ত্যৌ সমনসাবিব যোষে ॥ ২ ॥

আচরন্তী—আচরন্ত্যৌ ; সমনা—সমনসৌ ; যোষা—যোষে—তিন স্থলেই দ্বিবচন স্থলে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে ; একই ভর্ত্তার অনুরক্ত রমণীদ্বয়ের ন্যায় আচরণ করত ধনুষ্কোটিদ্বয় পরস্পর মিলিত হউক।

মাতেব পুত্রং বিভৃতামুপস্থ উপস্থানে ॥ ৩ ॥

উপস্থে—উপস্থানে ( ক্রোড়দেশে )।

অপবিধ্যতাং শত্রূন্ সংবিদানে আর্ত্ন্যাবিমে ॥ ৪ ॥

অপবিধ্যতাং শত্রূন্ সংবিদানে আর্ত্ন্যৌ ইমে—আর্ত্নিদ্বয় সংবিদানা হইয়া অর্থাৎ নিজকর্ত্তব্য সম্বন্ধে জাগরূক থাকিয়া শত্রুগণকে অপবিদ্ধ বা দূরীভূত করুক। মন্ত্রে 'আর্ত্নী

---

১। উপস্থে অঙ্কে ( স্ক: ভা: )।

২। সম্যক্ জানন্ত্যৌ স্বকর্ম ( স্ক: ভা: )।

৩। অপপূর্ব্বো ব্যধিরপনয়নে দ্রষ্টব্যঃ। অপবিধ্যো নিরস্য উচ্যতে ( স্ক ভা: )।

ইমে' এইরূপ থাকায় 'আৰ্ত্নী' পদ দ্বিবচনান্ত বলিয়াই প্রতীত হয়; ভাষ্যকারও 'আৰ্ত্নী অর্থন্তৌ বা অরণ্যৌ বা'—ইত্যাদি বলিয়া 'আৰ্ত্নী' পদের দ্বিবচনান্ততাই প্রতিপাদন করিয়াছেন; বিশেষতঃ 'আৰ্ত্নী' যখন দ্বন্দ্ব দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তখন যে ইহা দ্বিবচনান্ত এই সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 'আৰ্ত্নি' শব্দেরই দ্বিবচনে 'আৰ্ত্নী' হইতে পারে। ভাষ্যকার এই স্থলে 'আৰ্ত্নী ইমে' ইহার ব্যাখ্যা 'আৰ্ত্নৌ ইমে' এইরূপ করিলেন কেন বুঝা শক্ত। শব্দটী 'আৰ্ত্নী' এবং মন্ত্রে দ্বিবচনস্থলে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে—এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ আছে কিনা, সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য উভয়েই কিন্তু 'আৰ্ত্নী' পদটিকে দ্বিবচনান্ত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

বিষ্ফুরত্যাবমিত্রান্ ॥ ৫ ॥

বিষ্ফুরন্তী অমিত্রান্—বিষ্ফুরন্ত্যৌ অমিত্রান্ (শত্রুগণের বিশেষরূপে হননকারিণী); বিষ্ফুরন্তী—বিষ্ফুরন্ত্যৌ=বিষ্ফুরন্ত্যৌ—'স্ফুর'ধাতু হননার্থক।[১]

৩৪। শুনাসীরৌ ॥

শুনো বায়ুঃ শু এত্যন্তরিক্ষে, সীর আদিত্যঃ সরণাৎ ॥ ৬ ॥

শুনঃ=বায়ুঃ (শুন শব্দের অর্থ বায়ু), শু এতি অন্তরিক্ষে (অন্তরিক্ষে ক্ষিপ্র চলাচল করে)—'শুন' শব্দ ক্ষিপ্রবাচক 'শু'শব্দ পূর্ব্বক গত্যর্থক 'ইণ্' ধাতু (নিঘ ২।১৪) অথবা গত্যর্থক 'নী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সীরঃ আদিত্যঃ সরণাৎ ('সীর' শব্দের অর্থ আদিত্য—গত্যর্থক 'সৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; আদিত্য নিত্য গতিশীল)। 'শুন' এবং 'সীর' এই দুই শব্দের সমাসে 'শুনাসীর' হইয়াছে—'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' (পাঃ ৬।৩।২৬) এই সূত্রানুসারে; শুনাসীরৌ—বায়্বাদিত্যৌ (বায়ু এবং আদিত্য)।

তয়োরেষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তয়োঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী ঋকটি শুনাসীর সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

---

১। স্ফুরতির্বধকর্ম্মা (দঃ ঘঃ)।

## একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শুনাসারাবিমাং বাচং জুষেথাং যদ্দিবি চক্রথুঃ পয়ঃ।
তেনেমামুপসিঞ্চতম্ ॥ ১ ॥

( ঋ ৪।৫৭।৫ )

শুনাসীরৌ ( হে বায়ু, হে আদিত্য ) ইমাং বাচং ( এই স্তুতিবাক্য ) জুষেথাং ( তোমরা সেবা কর ); দিবি ( দ্যুলোকে ) যৎ পয়ঃ চক্রথুঃ ( তোমরা যে জল সৃষ্টি করিয়াছ ) তেন ( তাহা দ্বারা ) ইমাম্ ( এই পৃথিবী লোককে ) উপসিঞ্চতম্ ( সিক্ত কর )।

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা—এই ঋক্‌টীর অর্থ অতি স্পষ্ট, পাঠ করিলেই বোধগম্য হয়; কাজেই ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিলেন না।

৩৫। দেবী জোষ্ট্রী ॥

দেবী জোষ্ট্রী দেব্যৌ জোষয়িত্র্যৌ, দ্যাবাপৃথিব্যাবিতি বা, অহোরাত্রে ইতি বা, শস্যঞ্চ সমা চেতি কাথক্যঃ ॥ ৩ ॥

দেবী জোষ্ট্রী—দেব্যৌ জোষয়িত্র্যৌ ( প্রীতিতৃপ্তিসুখপ্রদাত্রী দেবীদ্বয় ), দ্যাবাপৃথিব্যৌ ইতি বা, অহোরাত্রে ইতি বা ( ইহারা দ্যৌ এবং পৃথিবী অথবা দিন এবং রাত্রি ); শস্যঞ্চ সমা চ ইতি কাথক্যঃ ( ইহারা ব্রীহ্যাদি শস্য এবং সংবৎসর—ইহা কাথক্য বলেন )।

দেবী জোষ্ট্রী=মনুষ্যগণের প্রীতিতৃপ্তিসুখপ্রদায়িনী দেবীদ্বয়—ইহারা দ্যৌ এবং পৃথিবী অথবা দিন এবং রাত্রি; কাথক্যের মতে—ইহারা শস্য এবং সংবৎসর।

তয়োরেষ সংপ্রৈষো ভবতি ॥ ৪ ॥

তয়োঃ এষঃ সংপ্রৈষঃ ভবতি ( এই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ সংপ্রৈষমন্ত্র সেই দেবীদ্বয়ের সম্বন্ধে হইতেছে )।

যে মন্ত্রটী পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইতেছে তাহা একটি সংপ্রৈষ বা প্রৈষমন্ত্র; ইহাতে দেবীদ্বয়ের স্তুতি আছে। প্রৈষ মন্ত্র—প্রেরণার্থ অনুজ্ঞামন্ত্র। অধ্বর্য্যু অন্তে 'যজ' পদসমন্বিত মন্ত্রের দ্বারা হোতাকে দেবতা বিশেষের যজনার্থ প্রেরণ করেন, হোতাকে অগ্নিমন্থনে অনুবচনপাঠার্থ এবং প্রবর্গ্যে অভিষ্টবপাঠার্থ প্রণোদিত করেন—এই সকল মন্ত্র প্রৈষ মন্ত্র। প্রৈষ মন্ত্র উচ্চ পাঠ্য—ঈদৃশ মন্ত্রসমূহের দ্বারা অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক হোতা কর্ম্ম বিশেষে

আবিষ্ট হন। 'যজ' 'জুহি' ইত্যাদি লোট্ বিভক্তির মধ্যমপুরুষান্তপদঘটিত যে বাক্যদ্বারা অধ্বর্যু হোতাকে কর্মে প্রেরণ (নিয়োগ) করেন, সেই বাক্যকে প্রৈষ কহে; উক্ত প্রৈষবাক্য-বিশিষ্ট মন্ত্রকে প্রৈষমন্ত্র কহে (রামেন্দ্র সুন্দর)।

॥ একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দেবী জোষ্ট্রী বসুধিতী যয়োরন্যাঽঘা দ্বেষাংসি যূযবদান্যাবক্ষদ্ বসু বার্য্যাণি যজমানায় বসুবনে বসুধেয়স্য বীতাং যজ ॥ ১ ॥

( কাঠ সং ১৯।১৩, তৈ ব্রা ৩।৬।১৩ ; শুক্লযজুঃ ২৮।১৫ দ্রষ্টব্য )

দেবী জোষ্ট্রী ( প্রীতিসুখতৃপ্তিবিধায়িনী দেবীদ্বয়—দ্যৌ এবং পৃথিবী, অথবা—দিন এবং রাত্রি, অথবা—শস্য এবং সংবৎসর ) বসুধিতী ( ধনধারয়িত্রী ) ; যয়োঃ অন্যা ( যাঁহাদের একজন ) অঘা ( অঘানি—পাপসমূহ ) [ এবং ] দ্বেষাংসি ( শত্রুতার ভাবসমূহ ) যূযবৎ ( বিদূরিত করেন ) অন্যা ( আর এক জন ) যজমানায় ( যজমানের নিমিত্ত ) বসুবনে ( ধনের ভোগার্থ ) [ চ ] ( এবং ) বসুধেয়স্য ( ভোগাবশিষ্ট ধনের নিধানার্থ ) বার্য্যাণি বসু ( বার্য্যাণি বসূনি—বরণীয় ধনসমূহ )[১] আবক্ষৎ ( বহন করিয়া আনেন ) ; বীতাম্ ( সেই দেবীদ্বয় হবির্ভাগ পান করুন অথবা কামনা করুন ) ; যজ ( হে হোতঃ তুমিও যজ্ঞ সম্পাদন কর ) ।

দেবী জোষ্ট্রী দেব্যৌ জোষয়িত্র্যৌ ॥ ২ ॥

দেবী জোষ্ট্রী—দেব্যৌ জোষয়িত্র্যৌ ( দুই দেবী যাহারা মানুষের প্রীতি সুখ এবং তৃপ্তির বিধান করেন ) ।

বসুধিতী বসুধাত্র্যৌ ॥ ৩ ॥

বসুধিতী=বসুধাত্র্যৌ ( বসু অর্থাৎ ধনের ধাত্রী বা ধারণকারিণী )—এই দেবীদ্বয় ধন ধারণ করেন, ধনদানের শক্তি ইঁহাদের আছে ।

যয়োরন্যাঽঘানি দ্বেষাংস্যবযাবয়তি ॥ ৪ ॥

যয়োঃ অন্যা ( যাঁহাদের একজন ) অঘানি দ্বেষাংসি অবযাবয়তি (পাপ এবং দ্বেষ হনন করেন—অপনীত করেন ) ; অঘা=অঘানি ; যূযবৎ=অবযাবয়তি—'যু' ধাতুর অর্থ মিশ্রণ, অব+'যু'=পৃথক্করণ ; অবযাবয়তি=পৃথক্ করোতি অপনয়তীত্যর্থঃ ( স্কঃ স্বাঃ ) ।

আবহত্যান্যা বসূনি বননীয়ানি যজমানায় ॥ ৫ ॥

---

১ । বার্য্যাণি বরণীয়ানি ( স্কঃ স্বাঃ ) ।

অস্না ( অস্ন দেবী ) বননীয়ানি বসূনি যজমানায় আবহতি ( সম্ভজনীয় ধনরাশি যজমানের জন্য আহরণ করেন )। মন্ত্রে আছে যুযবৎ বা অস্না.........,; এই 'আ'+ বক্ষৎ—আবক্ষৎ—আবহতি; বসু বার্য্যাণি—বসূনি বননীয়ানি ( বননীয় বা সম্ভজনীয় ধনরাশি )।

বসুবননায় চ বসুধানায় চ ॥ ৬ ॥

বসুবনে—বসুবননায় ( বসুর অর্থাৎ ধনের বনন বা সম্ভোগের নিমিত্ত ) চ ( এবং ) বসুধেয়স্ত—বসুধানায় ( বসুর অর্থাৎ ধনের নিধানের নিমিত্ত—ভোগাবশিষ্ট ধনের রক্ষণের নিমিত্ত )।[১] দেবী যজমানের জন্য ধন বহন করেন কেন? যাহাতে যজমান ধনের ভোগ করিতে পারেন এবং ভোগাবশিষ্ট ধনের নিধান বা রক্ষণ ( saving ) করিতে পারেন তজ্জন্য।

বীতাং পিবেতাং কাময়েতাং বা ॥ ৭ ॥

বীতাং—পিবেতাং কাময়েতাং বা ( দেবীদ্বয় হবি পান করুন বা কামনা করুন )।

'বী' ধাতুর অর্থ কান্তি ( কামনা ) এবং খাদন ( ভক্ষণ ); 'বীতাম্' পদের কর্তৃপদ 'দেব্যৌ' এবং কর্মপদ 'হবিঃ'—উহ্য।

যজেতি সংপ্রৈষঃ ॥ ৮ ॥

যজ ( যজ্ঞ সম্পাদন কর ) ইতি ( এই পদ ) সংপ্রৈষঃ ( অধ্বর্যুকর্তৃক হোতার প্রতি প্রেরণা বা আদেশ )।

'যজ' এই পদের দ্বারা অধ্বর্যু হোতাকে যজ্ঞসম্পাদনার্থ সংপ্রেষিত ( প্রেরিত ) বা সমাদিষ্ট করিতেছেন।

(৩৬) দেবী উর্জাহুতী ॥

দেবী উর্জাহুতী দেব্যা উর্জাহ্বান্যৌ। দ্যাবাপৃথিব্যাবিতি বা, অহোরাত্রে ইতি বা, শস্তঞ্চ সমা চেতি কাথক্যঃ ॥ ৯ ॥

দেবী উর্জাহুতী—দেব্যৌ উর্জাহ্বান্যৌ ( উর্জন অর্থাৎ হবির প্রতি আহ্বাতব্যা দেবীদ্বয়, অথবা—উর্জের অর্থাৎ অন্নের নিষ্পাদয়িত্রী দেবীদ্বয় );[২] দ্যাবাপৃথিব্যৌ ইতি বা অহোরাত্রে ইতি বা ( এই দেবীদ্বয় দ্যৌ এবং পৃথিবী অথবা দিন এবং রাত্রি ); শস্তঞ্চ সমা চ ইতি কাথক্যঃ ( এই দেবীদ্বয় শস্ত এবং সংবৎসর—কাথক্য ইহা বলেন )।

---

১। ভোগাতিরিক্তানাং বসূনাং নিধানায় ( স্কঃ খাঃ )।

২। উর্জনং হবির্লক্ষণং প্রত্যাহ্বাতব্যে ( স্কঃ ); উর্জস্যান্নস্য নিষ্পাদয়িত্র্যৌ ( দুঃ )।

তয়োরেষ সংপ্রৈষো ভবতি ॥ ১০ ॥

তয়োঃ এষঃ সংপ্রৈষঃ ভবতি ( এই বক্ষ্যমাণ সংপ্রৈষমন্ত্র সেই দেবীদ্বয়ের সম্বন্ধে হইতেছে ) ।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদের চতুর্থ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য ।

॥ দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

## ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দেবী ঊর্জাহুতী ইষমূর্জমন্যাবক্ষৎ সগ্ধিং সপীতিমন্যা, নবেন পূর্বং দয়মানাঃ স্যাম পুরাণেন নবং, তামূর্জমূর্জাহুতী ঊর্জয়মানে অধাতাং বসুবনে বসুধেয়স্য বীতাং যজ ॥ ১ ॥

( কাঠ সং ১৯।১৩, তৈ ব্রা ৩।৬।১৩ ; শুক্ল-যজুঃ ২৮।১৬ দ্রষ্টব্য )

[ যে ] দেবী ঊর্জাহুতী ( যে ঊর্জাহুতি দেবীদ্বয়—দ্যৌ এবং পৃথিবী অথবা—দিন এবং রাত্রি, অথবা—শস্য এবং সংবৎসর আছেন ) [ তয়োঃ ] অন্যা ( তাঁহাদের একজন ) ইষম্ ( অন্ন ) [ চ ] ( এবং ) ঊর্জম্ ( রস—দধিদুগ্ধাদি উপকরণ )[১] আবক্ষৎ ( আবহতি—বহন করিয়া আনেন ), অন্যা ( আর একজন ) সগ্ধিং সপীতিম্ ( পুত্রপৌত্র বন্ধু প্রভৃতির সহিত সহভোজন এবং সহপান ) [ আবক্ষৎ ] ( বহন করিয়া আনেন ) ; নবেন পূর্বং ( নূতন অন্নের সহিত পুরাণ অন্ন ) [ এবং ] পুরাণেন নবং ( পুরাণ অন্নের সহিত নূতন অন্ন ) দয়মানাঃ স্যাম ( যেন রক্ষা করিতে পারি )[২] ঊর্জয়মানে ( বলাধানকারিণী )[৩] ঊর্জাহুতী ( ঊর্জাহুতি দেবীদ্বয় ) তাম্ ঊর্জম্ ( তাদৃশ অন্ন এবং অন্নরস ) অধাতাং ( আমাদিগকে প্রদান করুন )—বসুবনে বসুধেয়স্য ( অন্নরূপ ধনের ভোগার্থ এবং ভোগাবশিষ্টের রক্ষণার্থ ), বীতাং ( দেবীদ্বয় হবির্ভাগ পান করুন বা কামনা করুন ) ; যজ ( হে হোতঃ তুমিও যজ্ঞ সম্পাদন কর )।

দেবী ঊর্জাহুতী দেব্যা ঊর্জাহুত্যৌ ॥ ২ ॥

দেবী ঊর্জাহুতী—দেব্যৌ ঊর্জাহুত্যৌ ( প্রথম মন্ত্র দ্রষ্টব্য )।

অন্নং চ রসং চাবহত্যন্যা সহজগ্ধিং চ সহপীতিং চান্যা ॥ ৩ ॥

অন্নং চ রসং চ আবহতি অন্যা ( এক দেবী অন্ন এবং রস আনয়ন করেন অর্থাৎ প্রদান করেন ) সহজগ্ধিং চ সহপীতিং চ অন্যা ( অন্য দেবী আনয়ন করেন সহভোজন এবং সহপান ) ; ইষম্—অন্নম্ ; ঊর্জং—রসম্ ( দধিদুগ্ধাদি উপকরণ ) ; আবক্ষৎ—আবহতি ; সগ্ধিম্—সহজগ্ধিম্ ( এক সঙ্গে ভোজন ) সপীতিম্ সহপীতিম্ ( এক সঙ্গে পান )। এক দেবতা প্রদান করেন অন্নত্র অন্ন এবং অন্যান্য উপকরণ ; অন্য দেবতা প্রদান করেন পুত্র পৌত্র বন্ধু প্রভৃতির সহিত একত্র পানভোজনের সৌভাগ্য। অন্নং চ রসং চাবহত্যাবহত্যন্যা— এইরূপ পাঠ বহ পুস্তকে দৃষ্ট হয়।

---

১। ইষমূর্জমূলবোরন্নবাবহে পৌনরুক্ত্যাৎসমানমূর্জমনযো রসবচনঃ ( কঃ পাঃ ); অত্রাপি রসং চ ক্ষীরাদিকম্ ( শুঃ )।

২। দয়মানা রক্ষন্তঃ ( শুঃ )।

৩। ঊর্জয়মানে বলং কুর্বত্যৌ ( কঃ পাঃ )।

নবেন পূর্ব্বং দয়মানাঃ স্যাম পুরাণেন নবম্ ॥ ৪ ॥

নবেন পূর্ব্বং দয়মানাঃ ( রক্ষন্তঃ ) স্যাম, পুরাণেন নবম্—আমাদের যেন অন্নের প্রাচুর্য্য হয়, কখনও যেন অভাব না ঘটে ; আমরা যেন নূতন অন্নের সহিত পুরাণ অন্ন, পুরাণ অন্নের সহিত নূতন অন্ন রক্ষা করিতে পারি। 'দয়্' ধাতুর এক অর্থ—রক্ষা করা।

তামূর্জ্জমূর্জ্জাহুতী উর্জ্জয়মানে অধাতাম্ ॥ ৫ ॥

তাম্ উর্জ্জম্ উর্জ্জাহুতী উর্জ্জয়মানে অধাতাম্—বলপ্রদায়িনী উর্জ্জাহুতি দেবীদ্বয় তাদৃশ অন্ন এবং অন্নরস আমাদিগকে প্রদান করুন।

বসুবননায় চ বসুধানায় চ ॥ ৬ ॥

বসুবননায় চ বসুধানায় চ—পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

বীতাং পিবেতাং কাময়েতাং বা ॥ ৭ ॥

বীতাং পিবেতাং কাময়েতাং বা—পূর্ব্বপরিচ্ছেদের সপ্তম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

যজেতি সম্প্রৈষো যজেতি সম্প্রৈষঃ ॥ ৮ ॥

যজেতি সম্প্রৈষঃ যজেতি সম্প্রৈষঃ—একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদের চতুর্থ সন্দর্ভ এবং পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের অষ্টম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য। দ্বিরুক্তি হইয়াছে অধ্যায়পরিসমাপ্তিসূচনার্থ।

॥ ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।